শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৯২
৩ গোবিন্দ, ৪৯৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ { ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—যোগপীঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

কাল—সোমবার, ২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩

আমরা শ্রীশিক্ষাষ্টক-মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সার প্রাপ্ত হই। মহাপ্রভু অর্চ্চন শিক্ষা করিবার কথা বল্লেন না, পরন্তু শিক্ষাষ্টকে শ্রীনামভজনের কথাই শিক্ষা দিলেন। প্রথমেই তিনি বল্লেন,—'শ্রীকৃষ্ণের নাম সম্যগ্রূপে কীর্ত্তন করা আবশ্যক।' নাম-নামী অভিন্ন,—এ কথাও তিনি ব'লে দিলেন। যখন কোনও বস্তুর সম্যগ্রূপে কীর্ত্তন করা হয়, তখন সেই বস্তুটীকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা'ন হ'য়ে থাকে। ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা এই পঞ্চধা বস্তুটি—"শ্রীনাম"। ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীনামের অভ্যন্তরেই সকল (নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি) বিরাজমান। গ্রহণকারীর পক্ষে পরস্পরের মধ্যে ('নাম' ও 'রূপে'র মধ্যে, 'নাম' ও 'গুণে'র মধ্যে, 'নাম' ও 'লীলা'র মধ্যে ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুটী স্বতন্ত্র নয় (অর্থাৎ 'নাম' হইতে 'রূপ', কিংবা 'নাম' হইতে 'গুণ', কিংবা 'নাম' হইতে 'লীলা', কিংবা 'নাম' হইতে 'পরিকরবৈশিষ্ট্য' ভিন্ন বস্তু নহেন)।

যদি কেহ মনে করেন,—'আমি ভগবানের রূপ দর্শন করিব' তা'হলে তাঁ'র জানা উচিত,—এ জড়চক্ষু ভগবানের রূপ দর্শন কর্ত্তে পারে না। চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় যে রূপ, তা' ভোগের বস্তু। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র—ভোক্তা ; তিনি ভোগ্য বস্তু ন'ন। ভোগ্য-বস্তুদ্বারা ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—ভগবদ্বস্তু এই চক্ষুর্দ্বারা দ্রষ্টব্য নহে ; যে জিনিষ এই চক্ষুর্দ্বারা দেখা যায়, তাহা 'ভগবানের রূপ' নহে।

'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'—দুইটী পৃথক্ বস্তু ন'ন। বিভিন্নভাবে প্রতীত ও বিভিন্নভাবে গ্রাহ্য হ'লেও কৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা, সকলই —শ্রীনাম!

জড়জগতের বস্তুগুলির মধ্যে নাম ও নামীর পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনাম সম্বন্ধে তাহা নহে। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বল্লেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র 'অভিধেয়' হউক।"

শ্রীকৃষ্ণ+সংকীর্ত্তন=শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণ= শ্রী+কৃষ্ণ ; শ্রী—লক্ষ্মী অর্থাৎ সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী

শ্রীমতী গান্ধর্ব্বা ; সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণ' বলিতে গান্ধর্ব্বার সহিত গিরিধর ব্রজেন্দ্রনন্দন। সকলে মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই 'সংকীর্ত্তন', অথবা 'সম্যক্ কীর্ত্তন' অর্থে 'সংকীর্ত্তন' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সকল কথার কীর্ত্তন অথবা নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা-কীর্ত্তনের নাম— 'সংকীর্ত্তন'। সেই সংকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

আমরা সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে (১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্চ্চন, (৬) বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য, ও (৯) আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তির কথা জানি। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে চৌষট্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, সেসকল এই নবধা ভক্তিরই বিস্তৃতি। উক্ত চৌষট্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে পাঁচটী শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে উক্ত হ'য়েছে (চৈঃ চঃ মধ্য, ২২শ পঃ ১২৫-১২),—

"সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥
সকল-সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প-সঙ্গ ॥"

এই শ্রেষ্ঠ সাধন-পঞ্চক বিচার করিলেও দেখা যায় যে, তন্মধ্যে 'শ্রীনাম-ভজনই' সর্ব্বমূল ও সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। শ্রীনামপরায়ণ বা শ্রীনাম-কীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গফলে শ্রীনামভজনে রুচি উদয় করাইবার উদ্দেশ্যেই 'সাধুসঙ্গে'র কথা বলা হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একমাত্র শ্রীনাম-ভজনকেই 'পরধর্ম্ম' বলিয়া কীর্ত্তিত হ'য়েছে (ভাঃ ৬।৩।২২ ও ১২।৩।৫১-৫২),—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥"

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ।।"

শ্রীমদ্ভাগবতের আদি, মধ্য ও অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথাই পুনঃ পুনঃ উপদিষ্ট হয়েছে। 'মথুরাবাস' অর্থাৎ শ্রীধামবাস-মূলেও নামভজনের উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত আছে। নামাত্মক অস্মিতায় বাস বা যে-স্থানে সংকীর্ত্তনকারী সাধুগণের সমাগম হয়, সেই স্থানে বাসই 'শ্রীধামবাস'। ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারাই এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনমুখেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা হয়, সুতরাং শ্রীনামকীর্ত্তনই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হইতেছেন। একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'নাম-সংকীর্ত্তন'।
নিরপরাধে 'নাম' লৈলে পায় 'প্রেমধন' ॥"

সাত্বত-স্মৃত্যুক্ত সহস্র-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ বা চৌষট্টি-প্রকার ভক্তির মধ্যে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। নাম-সংকীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারাই সর্ব্বমঙ্গল সাধিত হয়। নাম-সংকীর্ত্তনের মধ্যে নবধা ভক্তি সমস্তই আছেন। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন প্রভৃতি সমস্তই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। অভিধেয়বিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রচার-লীলাভিনয়কারী জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্গত অভিপ্রায় এই যে, 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন'ই একমাত্র অভিধেয়।

যিনি কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ সাধন করেন, তাঁহারই সকল মঙ্গল সাধিত হয়। যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবেন, পূর্ব্বে তাঁহার শ্রবণ করা আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্তই যে সকলপ্রকার সাধন-প্রণালী, —ইহা যাঁহার সুদৃঢ়া নিষ্ঠার বিষয় হইয়াছে, তিনি জানেন,— 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সাধন-শিরোমণি'। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী অন্তর্ভুক্ত। নবধা ভক্তির মধ্যে ভক্তিসন্দর্ভে ২৭৩ সংখ্যায়—'যদ্যাপিন্য ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য—ভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।' (চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ ১২৯-১৩০)—

"এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ ॥"

বহু-অঙ্গ-সাধনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। যেখানে শাস্ত্র একাঙ্গ-সাধনের কথা ব'লেছেন, সেখানেও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'ই লক্ষিত বস্তু। 'শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন' বাদ দিয়ে 'মথুরা-বাস', 'সাধুসঙ্গ' প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করি, তা' হ'লে তা'-দ্বারা মথুরা-বাসের ফল, সাধু-

সঙ্গের ফল, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবনের ফল ও ভাগবত-শ্রবণের ফল, সকলই লাভ হয়। নাম-ভজনে জীবের সর্ব্বসিদ্ধি। একাঙ্গ নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি-লাভ হয়। "পাঁচের অল্পসঙ্গে"র যে-কোন একটিতে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের কথা অন্তর্ভুক্ত আছে। শ্রীকৃষ্ণের বসতিস্থল শ্রীধামবাসে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য নাই। সাধুসঙ্গে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—'নাম-সংকীর্ত্তন'। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা জীব অনর্থমুক্ত ও পরম প্রয়োজন-লাভের অধিকারী হন। মুক্তকুলেরও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-চিন্তন-ফলে জীব মুক্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবত-কীর্ত্তন-ফলে জীব 'হরিসংকীর্ত্তন' করিতে শিক্ষা করেন, অর্চ্চনের দ্বারা (অর্চ্চনে যে নামাত্মক মন্ত্রের ব্যবস্থা আছে এবং মন্ত্র-মধ্যে নামের সহিত যে চতুর্থ্যন্ত বিভক্তি প্রযুক্ত আছে, তদ্দ্বারা) জীব 'সংকীর্ত্তন' কর্‌তে শিক্ষা লাভ করেন। যিনি মন্ত্রোচ্চারণকারী, তিনি নিজকে শ্রীনামের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। যেদিন তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হয়, সেইদিন তাঁহার মুখে হরিনাম সর্ব্বদা নৃত্য কর্‌তে থাকেন (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৩৭ সংখ্যা-ধৃত শাস্ত্রবাক্য),—

"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ।
তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত ॥"

—হে ভরতবংশাবতংস, যিনি শত-শত পূর্ব্বজন্মে বাসুদেবের সম্যগ্‌রূপে অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নাম-সমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ৩১৮ পৃষ্ঠার পর]

এই ত্রিতত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করাই সম্বন্ধ-বিচার। নিম্নলিখিত "ভগবদ্গীতার" শ্লোকচতুষ্টয়ে ইহা নির্ণীত হইয়াছে।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥
এতৎ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥

প্রথম দুই শ্লোকের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। শেষ দুই শ্লোকের অর্থ এই যে, পূর্ব্বোক্ত উভয় প্রকৃতি হইতে সমস্ত চেতন ও অচেতন বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু ভগবান্ উভয় জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু। ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র বা উচ্চতত্ত্ব কিছুই নাই। ভগবানে সমস্তই প্রোতভাবে আছে, যেমন সূত্রে মণিগণ গ্রথিত থাকে তদ্রূপ। মূল তত্ত্ব এক—অর্থাৎ ভগবান্। ভগবানের পরাশক্তির ভাব ও প্রভাব * ক্রমে জীব ও জড়ের উদয় হইয়াছে, অতএব সমস্ত জগৎ তাঁহার শক্তিপরিণাম। এতৎ সিদ্ধান্ত দ্বারা বহুকাল প্রচলিত বিবর্ত্ত ও ব্রহ্মপরিণাম-বাদ নিরস্ত হইল। পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা পরিণাম স্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁহার পরাশক্তির ক্রিয়া পরিণাম দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়। উদ্ভূত জীব ও জড় পারমেশ্বরী শক্তি হইতে সিদ্ধ হওয়ায়, তাহারা ভিন্নতত্ত্ব হইয়াছে কিন্তু তাহাদের কোন স্বাধীন শক্তি নাই। ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত তাহারা কিছুই করিতে পারে না। সংহিতার প্রথম ও দ্বিতীয়াধ্যায়ে এ সমুদায় বিশেষ-রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কেবল সংক্ষেপতঃ এই বলিতে

* শক্তির ভাব তিন প্রকার অর্থাৎ সন্ধিনীভাব, সম্বিদ্ভাব ও হলাদিনীভাব। শক্তির প্রভাব তিন প্রকার, অর্থাৎ চিৎপ্রভাব, জীব-প্রভাব ও মায়াপ্রভাব। শক্তির ভাবপ্রভাব সংযোগক্রমে সমস্ত জগৎ প্রকাশ হইয়াছে। সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় বিচার করুন। গ্র, ক।

হইবে যে, ভগবান্ ইহাদের একমাত্র আশ্রয় এবং ইহারা ভগবানের নিতান্ত আশ্রিত। ভগবান পূর্ণরূপে সর্ব্বদা ইহাদের সত্তায় অবস্থান করেন, এবং ইহারা ভগবৎসত্তার উপর সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। জীবসম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে, জীব স্বরূপতঃ চৈতন্য বিশেষ, অতএব পরম চৈতন্য পরমেশ্বরই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়। জড়রূপ-তত্ত্বান্তর জীবের আশ্রয়ের যোগ্য বস্তু নহে। সম্প্রতি জীবের স্বধর্ম্মটী জড়গত হওয়ায়, পরমেশ্বর-গত প্রীতি ধর্ম্মের বিকারই বিষয়রাগ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ঐ বিকৃত রাগ সঙ্কোচপূর্ব্বক প্রকৃত রাগের উত্তেজন করাই শ্রেয়ঃ, যেহেতু জড়ের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধ নাই, যে কিছু সম্বন্ধ আছে তাহা অপগতি মাত্র। যে কাল পর্য্যন্ত ভগবৎকৃপাক্রমে মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত জীবনযাত্রারূপ জড়সম্বন্ধ অনিবার্য্যরূপে কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। মুক্তির অন্বেষণ করিলেই মুক্তি সুলভ হয় না, কিন্তু ভগবৎকৃপা হইলে তাহা অনায়াসে হইবে; অতএব মুক্তি বা ভুক্তিস্পৃহা হৃদয় হইতে দূর করা উচিত। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা-রহিত হইয়া যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার করত জীবের স্বধর্ম্মানুশীলনই একমাত্র কর্ত্তব্য। জড় জগৎটী ভগবদ্দাসীভূতা পরাশক্তির ছায়াস্বরূপা মায়াশক্তির কার্য্য। এতদ্দ্বারা মায়াশক্তি ভগবৎস্বেচ্ছা সম্পাদনার্থে সর্ব্বদা নিযুক্তা থাকেন। ভগবৎপরাঙ্মুখ-জীবগণের ভোগায়তন (সৌভাগ্যোদয় হইলে জীব-গণের সংস্কারগৃহরূপ) এই জড়ব্রহ্মাণ্ডটী বর্ত্তমান আছে। এই কারারক্ষাকর্ত্রী মায়ার হাত হইতে নিস্তার পাইবার একমাত্র উপায় ভগবৎসেবা ইহা 'গীতাতে' কথিত হইয়াছে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

সত্ত্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুণময়ী মায়া পারমেশ্বরী শক্তিবিশেষ, ইহা হইতে উদ্ধার হওয়া কঠিন। যে সকল লোক ভগবানের শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপন্ন হয়, তাহারাই এই মায়া হইতে উদ্ধার হইতে পারেন।

ত্রিতত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধবিচার করিয়া এক্ষণে অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ কিছু কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। যদ্দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধ হইবে তাহাই অভিধেয়, অতএব প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রথমে বিচার করিতেছি। বদ্ধজীবের অবস্থাটী শোচনীয়, কেননা জীব স্বয়ং বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব হইয়াও জড়ের সেবক হইয়া পড়িয়াছেন। আপনাকে জড়বৎ জ্ঞান করিয়া জড়ের অভাব সকল দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছেন। কখন আহার অভাবে ক্রন্দন করেন, কখন জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া হাহুতাশ করিতে থাকেন, কখন বা কামিনী-গণের কটাক্ষ আশা করিয়া কত কত নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কখন বলেন আমি মরিলাম, কখন বলেন আমি ঔষধি সেবন করিয়া বাঁচিলাম, কখন বা সন্তান বিনাশ হইয়াছে বলিয়া দুরন্ত চিন্তাসাগরে নিপতিত হন। কখন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত তাহাতে বসিয়া মনে করেন আমি রাজরাজেশ্বর হইয়াছি, কতকগুলি নরসত্তার হিংসা করিয়া মনে করেন, আমি এক মহাবীর হইয়াছি, কখন বা তার-যন্ত্রে সমাচার পাঠাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছেন। কখন বা একখানি চিকিৎসা পুস্তক লিখিয়া আপনার উপাধি বৃদ্ধি করেন, কখন বা রেলগাড়ি রচনা করিয়া আপনাকে এক প্রকাণ্ড পণ্ডিত বলিয়া স্থির করেন, কখন বা নক্ষত্রদিগের গতি নিরূপণ করত জ্যোতি-র্বেত্তা বলিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি প্রবৃত্তির চালনা করিয়া চিত্তকে কলুষিত করিতে থাকেন, কখন কখন কিছু অন্ন, ঔষধি বা পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষাদান করত অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিলাম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আহা! এই সমস্ত কার্য্য কি শুদ্ধচিত্তত্ত্বের উপযুক্ত? যিনি বৈকুণ্ঠে অবস্থান করত বিশুদ্ধ প্রেমানন্দ আস্বাদন করিবেন, তাঁহার এই সকল ক্ষুদ্রপ্রবৃত্তি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর! কোথায় হরি-প্রেমামৃত, কোথায় বা কামিনীসম্ভোগ-জনিত তুচ্ছ সুখ, কোথায় বা চিত্তপ্রসাদক সাধুসঙ্গ, কোথায় বা চিত্তবিকারকারিণী রণসজ্জা। আহা! আমরা বাস্তবিক কি, এবং এখনই বা কি হইয়াছি; এই সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে আমরা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ ক্লেশত্রয়ে জড়ীভূত হইয়া নিতান্ত অপদস্থ হইয়াছি। কেনই বা আমাদের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে? আমরা সেই পরমানন্দময় পরমেশ্বরের নিকট নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি। তাহাতেই আমাদের এরূপ অসদ্গতি হইয়াছে; সন্দেহ নাই। আত্মার স্বধর্ম্মগ্লানিই

আমাদের অপরাধ। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জীব চিদানন্দ স্বরূপ। চিৎ ইহার গঠনসামগ্রী এবং আনন্দ ইহার স্বধর্ম্ম। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত জীবের যে নিত্য সম্বন্ধসূত্র তাহার নাম প্রীতি। জীবানন্দ ও ভগবদানন্দের সংযোজকরূপ ঐ প্রীতি-সূত্রটী নিত্য বর্ত্তমান আছে। সেই প্রীতিধর্ম্মটী চিদ্-গণের পরস্পর আকর্ষণাত্মক। তাহা অতি রমণীয়, সূক্ষ্ম ও পবিত্র। জীব যখন ভ্রমজালে পতিত হইয়া পরমেশ্বরের সেবাসুখ হইতে পরাঙমুখ হন, তখন মায়িক জগতে ভোগের অন্বেষণ করেন। ভগবদ্দাসী মায়াও তাঁহাকে অপরাধী জানিয়া নিজ কারাগৃহে গ্রহণ করেন। সেই অপরাধক্রমে জড় জগতে ক্লেশ ভোগ করিতেছি। আমাদের ভগবৎপ্রীতিরূপ স্বধর্ম্ম এখন কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়রাগরূপে আমাদের অমঙ্গল সম্বৃদ্ধি করিতেছে। এস্থলে আমাদের স্বধর্ম্মালোচনই একমাত্র প্রয়োজন। যে পর্য্যন্ত আমরা বদ্ধাবস্থায় আছি সে পর্য্যন্ত আমাদের স্বধর্ম্মালোচন বিশুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের স্বধর্ম্মবৃত্তি লুপ্ত হয় নাই, লুপ্ত হইতেও পারে না, কেবল সুপ্তভাবে গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অনুশীলন করিলেই তাহার সুপ্তিভাবটী দূর হইবে এবং পুনরায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। তখন মুক্তি ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি কাজে কাজেই ঘটিবে। মুক্তি যখন সাধ্য নয়, তখন তাহা আমাদের প্রয়োজন নয়। প্রীতি আমাদের সাধ্য, অতএব প্রীতিই আমাদের প্রয়োজন। জ্ঞানমার্গাশ্রিত পুরুষেরা সংসার-যন্ত্রণায় ব্যস্ত হইয়া মুক্তির অনুসন্ধান করেন। ফলতঃ অসাধ্য বিষয়ের সাধন বিফল হইয়া উঠে এবং সাধকেরও মঙ্গল হয় না। প্রীতি-সাধকদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন।

মৎকৃত দত্তকৌস্তুভ গ্রন্থে প্রীতির লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

আকর্ষসন্নিধৌ লৌহঃ প্রবৃত্তো দৃশ্যতে যথা।
অণোর্মহতি চৈতন্যে প্রবৃত্তিঃ প্রীতিলক্ষণং ॥

অয়স্কান্ত প্রস্তরের প্রতি লৌহ যেরূপ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ আকর্ষিত হয়, তদ্রূপ অণুচৈতন্য জীবের বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের প্রতি একটি স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে, তাহার নাম প্রীতি। আত্মা ও পরমাত্মা যেরূপ মায়িক উপাধি-শূন্য তদ্রূপ তন্মধ্যবর্ত্তী প্রীতিও অতি নির্ম্মল ও নির্ম্মায়িক। সেই বিশুদ্ধ প্রীতির উদ্দীপনই আমাদের প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

মহাবদান্য—শ্রীগৌরহরি

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর লেখনী হইতে পাই—শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতামহ জ্যোতির্বিবদ্যা-বিশারদ শ্রীল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে দৌহিত্রের রাশি নক্ষত্র লগ্নাদি বিশেষভাবে বিচার করতঃ অনন্যসাধারণ অপূর্ব্ব লক্ষণসমূহ দেখিয়া শিশুর নামকরণ করিয়াছিলেন—'বিশ্বম্ভর'। শেষলীলায় সন্ন্যাসগ্রহণান্তর তাঁহার নাম হইয়াছিল—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। যথা—

"প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম ॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥
শেষলীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।৩২-৩৪

"'বিশ্বম্ভর' শব্দ 'ডুভৃঙ্' ধাতু হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। সেই ধাতুর অর্থ—পোষণ ও ধারণ। প্রেম দিয়া ত্রিভুবনকে পোষণ ও ধারণ করিলেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীশচীমাতা ও শ্রীজগন্নাথমিশ্র উভয়েই শিশুরূপী শ্রীনিমাইর চরণতলে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র ও মীনচিহ্ন দেখিয়া সবিস্ময়ে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুরকে বলিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আমি ত' পূর্ব্বেই শিশুর লগ্ন গণিয়া লিখিয়া রাখিয়াছি যে—

'বত্রিশ লক্ষণ—মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥
পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥'

[অর্থাৎ (সামুদ্রিকে লিখিত আছে যে—) 'নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র ও জানু—এই পাঁচটি দীর্ঘ; ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলীপর্ব্ব, দন্ত ও রোম—এই পাঁচটি সূক্ষ্ম; নেত্র, পদতল, করতল, তালু, অধর ওষ্ঠ ও নখ—এই সাতটি রক্ত; বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ—এই ছয়টি উন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন—এই তিনটি হ্রস্ব; কটি, ললাট ও বক্ষ—এই তিনটি বিস্তীর্ণ; নাভি, স্বর ও সত্ত্ব (স্বভাব)—এই তিনটি গম্ভীর। যিনি এই বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত, তিনি মহাপুরুষ।' (চৈঃ চঃ আ ১৪।১৪-১৫ অঃ প্রঃ ভাঃ)]—এই সকল নারায়ণের চিহ্নবিশিষ্ট করচরণযুক্ত এই শিশু সর্ব্বলোককে উদ্ধার করিবে, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করিবে, ইহা হইতে পিতৃকুল মাতৃকুল—উভয় কুলের নিস্তার হইবে। তোমরা এখনই ব্রাহ্মণ ডাক, মহোৎসব কর; আজ বড় শুভদিন, আমি অদ্যই এই বালকের নামকরণ করিব।"

ইহা বলিয়া মহাপ্রভুর মাতামহ মহাপ্রভুর 'বিশ্বম্ভর'—এই নামটি রাখিলেন—

"সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার,—এই ত' কারণ ॥"
—চৈঃ চঃ আ ১৪।১৯

'বিশ্বম্ভর' শব্দটি অথর্ব্ববেদসংহিতায়ও (২য় কাণ্ড, ৩য় অনুবাক্, ৩য় প্রপাঠক, ১৬ মন্ত্র, ২য় সংখ্যা) আছে ঃ—

"বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা।"

শ্রীচৈতন্যভাগবতেও 'বিশ্বম্ভর' নামকরণের কারণ এইরূপ লিখিত আছে—

"এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে ॥
অতএব ইহান 'শ্রীবিশ্বম্ভর' নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান ॥"
—চৈঃ ভাঃ আ ৪।৪৭-৪৯

মহাপ্রভুর নিজপরিকর বিদ্বদ্গণপ্রদত্ত 'বিশ্বম্ভর' নামটিই আদি নাম; পতিব্রতা নারীগণ-প্রদত্ত 'নিমাই' নামটি দ্বিতীয় নাম। এই বিশ্বম্ভর-নামই আমাদের বড় আশা ভরসার স্থল। আজ সারাটি বিশ্ব যেরূপ ত্রিতাপ-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইতেছে, তাহাতে পরমকরুণ পঞ্চতত্ত্বাত্মক কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য শ্রীবিশ্বম্ভর গৌরহরির সর্ব্বব্যাপক প্রেম-বন্যার প্লাবন ব্যতীত জগতের এই ব্যাপক অশান্তি-অনর্থ-দুরিত দূরীকরণের আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগারম্ভে পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরবিশ্বম্ভর রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীরাধার ভাব-কান্তিসুবলিত কৃষ্ণই গৌররূপে 'ভক্তরূপ', গৌরকৃষ্ণাভিন্নপ্রকাশ শ্রীবলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দরূপে 'ভক্ত-স্বরূপ', শ্রীগৌর-কৃষ্ণের পুরুষাবতার—শ্রীমহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈত-রূপে 'ভক্তাবতার', শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিজশক্তি শ্রীগদাধর-শ্রীদামোদর স্বরূপ-শ্রীরায়রামানন্দাদি অন্তরঙ্গভক্তরূপে 'ভক্তশক্তি' এবং শ্রীভগবান্ গৌরকৃষ্ণের শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তরূপে 'শুদ্ধভক্ত'—এই পঞ্চতত্ত্ব মিলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শ্রীভগবান্ গৌরহরির প্রেম আস্বাদন রূপ নিত্যবিহার এবং কীর্ত্তনপ্রচার রূপ প্রেমপ্রদান লীলা। শ্রীকৃষ্ণচরিতই পূর্ব্বপ্রেমভাণ্ডার, তাহা জগতে অবতীর্ণ হইলেও অন্তরঙ্গভক্ত ব্যতীত সকলে তাহা আস্বাদনের সৌভাগ্য পান নাই। ভাণ্ডারের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রেমরস পাত্রটি মুদ্রাঙ্কিত ছিল। আজ স্বয়ং কৃষ্ণই এই পঞ্চতত্ত্বরূপে আসিয়া সেই ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রেমরসপাত্রের মুদ্রা ভাঙ্গিয়া দিয়া সেই প্রেমরস নিজেরা আস্বাদন করিতে করিতে পাত্রাপাত্র—স্থানাস্থান নির্ব্বিশেষে অকাতরে সর্ব্বত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রেমরসভাণ্ডারের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা অফুরন্ত—'যতই করেন দান তত যায় বেড়ে।' তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্বপ্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥
পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥

* * *

পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৭৷২০-২৪

প্রেমরস-ভাণ্ডারের দ্বার অবারিত ও প্রেমরসপাত্রের মুদ্রা উদ্‌ঘাটিত হইলে সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেমরসের বন্যা উচ্ছলিত হইয়া সমগ্র জগৎকে ডুবাইয়া ফেলিল—স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধ—সকলেই ডুবিল, তাহাতে 'বদ্ধজীবদিগের কৃষ্ণদাস্য-বিস্মৃতিরূপ অবিদ্যাবন্ধন-বীজ' বা 'কৃষ্ণসেবেতর ভোগ-বাসনা-বীজ' (অঃ প্রঃ ভাঃ ও অনুভাঃ দ্রষ্টব্য) নষ্ট হইয়া গেল দেখিয়া পঞ্চতত্ত্ব পরম উল্লসিত হইলেন। পঞ্চজনের প্রেমবর্ষণফলে প্রেমরস ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবন ব্যাপ্ত হইল, কিন্তু মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিক, নিন্দক, পাষণ্ডী, অধম পড়ুয়া—ইহারাই সেই প্রেমরসে বঞ্চিত হইল দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাদিগকেও আকর্ষণার্থ উহাদের সকলেরই বরণীয় চতুর্থাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণলীলা প্রকটনার্থ মনঃস্থ করিলেন। পরমকরুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু ২৪ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতির লীলা করিয়া পঞ্চবিংশ বর্ষে যতি-ধর্ম্ম গ্রহণলীলা অভিনয় করতঃ সকলকেই আকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাদের অপরাধ মোচন ও ভক্তিলাভ করাইয়া সকলকেই প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিলেন। (উক্ত চৈঃ চঃ আ ৭ম পঃ দ্রষ্টব্য)

উক্ত মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ প্রভৃতির ভাষ্যে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন ঃ—

" **'মায়াবাদী'**—প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণ। সমস্ত সদ্‌বিষয়ে যাহারা 'মায়া' লইয়া বাদ উঠায়। 'ব্রহ্ম'কে মায়ার অতীত বলিয়া ঈশ্বরকে 'মায়াসঙ্গী' করে এবং ঈশ্বরের অবতারসকলের দেহকে 'মায়িক' বলে। জীবের গঠনে মায়ার কার্য্য আছে অর্থাৎ জীবের সর্ব্বপ্রকার অহংবুদ্ধি—মায়া-নির্ম্মিত,—এরূপ বলে। সুতরাং জীব মুক্ত হইলে শুদ্ধজীব বলিয়া আর কোন অবস্থা থাকে না—এরূপ সিদ্ধান্ত করে। অর্থাৎ মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ হয়—এরূপ শিক্ষা দেয়।

'কর্ম্মনিষ্ঠ'— দেবানন্দাদি ভক্তিহীন কর্ম্মিগণ। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ অর্থাৎ যাহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে জীবের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া উক্তি করে।

'কুতার্কিকগণ'—সার্ব্বভৌমাদি নিরীশ্বর তার্কিকগণ।

'নিন্দক'—যাহাকে প্রভু দণ্ড লইয়া তাড়ন করিয়াছিলেন এবং 'গোপাল-চাপাল' প্রভৃতি প্রভু এবং প্রভু-ভক্তের নিন্দকগণ।

'পাষণ্ডী'—ভগবানের সহিত অন্যান্য দেবতার সমতা-ব্যাখ্যাকারিগণ।

'অধম পড়ুয়া'—যে সকল পড়ুয়া বিদ্যাকে তর্কের কারণ বলিয়া নির্ণয় করে এবং বিদ্যা যে ঈশ্বর-প্রাপ্তির উপায়, তাহা জানে না।"

—চৈঃ চঃ আ ৭৷২৯ অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন — 'মায়াতীত 'ভগবত্তায়', 'ভগবদ্ধামে', 'ভগবদ্ভক্তি'তে ও 'ভক্তে' মায়া আছে, এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসী ব্যক্তিই 'মায়াবাদী'। ঐ তত্ত্বচতুষ্টয়ে কর্ম্ম ও তৎফলভোগ-বাধ্যতা আছে,—এরূপ ভ্রান্তবুদ্ধি জনগণই 'কুতার্কিক'। ঐ তত্ত্বচতুষ্টয়ে নিন্দার যোগ্যতা আছে,—এরূপ ভ্রান্ত-বুদ্ধি ব্যক্তিই 'নিন্দক'। ঐ তত্ত্বচতুষ্টয়ের সহিত অপর মায়িকবস্তুর সাম্য আছে, এরূপ ভ্রান্তমতি ব্যক্তিই 'পাষণ্ডী' এবং ঐ তত্ত্বচতুষ্টয়ের সহিত অপর জড়ভোগ্য বিষয়ের তুল্যতা আছে,— এরূপ ভ্রান্ত অধ্যয়নশীল জনগণই 'অধম পড়ুয়া'। ইহারা সকলেই প্রেমময় গৌরসুন্দরের প্রদত্ত প্রেমবন্যার জল যাহাতে তাহাদিগকে কোনমতে স্পর্শ করিতে না পারে, এরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পলাইয়া গেল দেখিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণপ্রেমবিমুখ চতুর্ব্বর্গাভিলাষী জড়-প্রকৃতি মানবগণের পরম শ্রদ্ধেয় চতুর্থাশ্রমের ভূষণ স্বীকার করিতে অভিলাষ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত মায়া-মুগ্ধ বিষয়িগণের বিশ্বাসে চতুর্থাশ্রমই যে উপাদেয় আদর্শ,—ইহাই বিচার করিলেন।"

সকল জীবের উদ্ধারার্থই মহাপ্রভুর এই মহাবদান্য কৃপা-অবতার। ভক্তরাজ প্রহলাদ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চতুর্ব্বিধ রাজনীতিতে স্ব-পর-ভেদবিচার আছে বলিয়া তাহাকে তাঁহার অধ্যয়নযোগ্য উদারনীতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। "অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘু চেতসাম্। উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্ ॥" সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তিগণই

আপনপর ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার দলাদলির সৃষ্টি করিয়া কলিরই মান বর্দ্ধন করেন। কলিই কলহ, বিবাদ, যুদ্ধাদি অশেষ দোষাকর। ঐরূপ বিপরীত বুদ্ধিবিশিষ্ট পরস্পরে বিবদমান দলান্দোলন-দ্বারা কখনই জগতে বাস্তব সাম্য মৈত্র্য স্থাপিত হইতে পারে না। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' নীতিই প্রকৃত উদার নীতি —প্রকৃত 'রাজ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠনীতি। এই নীতি ভগবৎ-কেন্দ্রিক হইলে ইহাদ্বারাই জগতে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। কেন্দ্র এক হইলে অনন্ত বৃত্তের মধ্যেও কোন সংঘর্ষ সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, কিন্তু কেন্দ্র একাধিক হইলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। গীতায় শ্রীভগবান্ ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই একাভিমুখিনী বলিয়াছেন, অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির গতি বিভিন্নমুখিনী। অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি বহু শাখাবিশিষ্ট হইয়া বহুদিকে ধাবিত হয়, তদ্দ্বারা জগতে শান্তি স্থাপনের আশা সুদূর পরাহতা। এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবান্ হইতে অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব, সুতরাং প্রত্যেক জীবের স্বার্থগতি তদভিমুখিনী না হইলে—তদিন্দ্রিয়-তর্পণতাৎপর্য্যপরায়ণ হইবার পরিবর্ত্তে বহিরর্থমানী দুরাশয় হইয়া পড়িলে জগতে কি করিয়া শান্তি সংস্থাপিত হইবে? শ্রীমন্মহাপ্রভু তন্নিজজন শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন, সেই শিক্ষানুসরণফলেই জীব শ্রীভগবানে শুদ্ধভক্তি লাভ করতঃ প্রকৃত প্রেমসম্পৎ লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধি করেন—তখন আর জাতি কুল ধন বিদ্যা প্রভৃতি জনিত কোন অভিমান হৃদয়ে থাকে না, সকলকে পরম আত্মীয় জ্ঞানে আলিঙ্গন করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, আপন পর ভেদজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া অপরের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সুখে সুখবোধ হয়। তখন কৃষ্ণপ্রেমে প্রেমিক ভক্তের প্রেমালিঙ্গন লাভ করিয়া সকলেই প্রেমোন্মত্ত—প্রেমধনের কাঙ্গাল হইয়া উঠে। শ্রীভগবান্‌কে কেন্দ্র না করিয়া যে ভক্তিহীন সাম্য মৈত্র্যস্থাপন প্রয়াস, তাহা কখনই উদারচরিত্রের নিখুঁত অকৃত্রিম আদর্শ হইতে পারে না।

শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের সহিত প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রণাম করিতেছেন—নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

—চৈঃ চঃ ম ১৯।৫৩

[অর্থাৎ মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।]

এই একটি শ্লোকেই সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাধিদেবতা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরকে তাঁহার নিত্য স্বরূপ-নাম-রূপ-গুণ-লীলাবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনমুখে প্রণতি জ্ঞাপন করা হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার নাম— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (যিনি নিজেকে নিজে জানাইয়া বিশ্বকে ধন্য করিতেছেন), যিনি কান্তিতে গৌরবর্ণ (শ্রীরাধাভাবকান্তি-সুবলিত অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপধারী), যিনি গুণে মহাবদান্য (অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল স্বভক্তিসম্পদ্ ব্রজপ্রেমদাতা), তাঁহার লীলা—(পাত্রাপাত্র স্থানাস্থান নির্ব্বিশেষে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান)—এমন যে প্রভু তুমি, তোমাকে নমস্কার। 'ন' শব্দের অর্থ নিবৃত্তি, 'ম' শব্দে অহঙ্কার। সুতরাং স্থূল সূক্ষ্ম উপাধিগত যাবতীয় অহঙ্কার বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণই প্রকৃত নমস্কার শব্দবাচ্য।

সুতরাং আপামরে কৃষ্ণপ্রেমদাতা মহাবদান্য গৌরপাদপদ্মে এইপ্রকারে নিষ্কপট নমস্কৃতি বা প্রণতি-বিধানকারী ভাগ্যবান্ জীবই জগৎকে প্রকৃত প্রেমালিঙ্গনদানে সমর্থ। ভগবান্‌কে ভাল না বাসিয়া যে জীবকে ভালবাসার অভিনয়, তাহা জীবপ্রতি প্রকৃত অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচায়ক নহে। সম্বন্ধজ্ঞানহীন ভালবাসা বস্তুতঃ 'নির্ব্বৈর' ভালবাসা নহে। তাহার মধ্যে সংঘর্ষের মূলবীজ স্বপরভেদবুদ্ধ্যাত্মিকা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা অবশ্যই লুক্কায়িত থাকিবে।

'কীর্ত্তন' বলিতে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির উচ্চভাষণ—"নামরূপগুণলীলাদীনাং উচ্চের্ভাষণং তু কীর্ত্তনং"; "বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্" অর্থাৎ সকলে মিলিয়া সমস্বরে যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন। আবার—আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম আরও একটি বিশিষ্ট অর্থ আমাদিগকে শুনাইতেন যে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে—কায়মনোবাক্যে নির-

পরাধে যে কীর্ত্তন, তাহাই সংকীর্ত্তন বা সম্যক্ কীর্ত্তন-পদবাচ্য। এই নামসংকীর্ত্তনকেই শ্রীগৌর-পার্ষদপ্রবর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শীঘ্র শীঘ্র কৃষ্ণ-প্রেমসম্পজ্জননে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন ঋষি কলিতে অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদসমন্বিত সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরকে সংকীর্ত্তনবহুল যজ্ঞ দ্বারা ভজনকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলিয়া জানাইয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীনামে স্বীয় সর্ব্বশক্তি-আহিত (স্থাপিত, ন্যস্ত বা নিষিক্ত) হইবার কথা জানাইয়াছেন, এই হেতু এই অনন্তবীর্য্য নামসংকীর্ত্তনের সংঘ-সংঘটনশক্তি অত্যদ্ভুত ও অপরিমিত। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিতেছেন—

"সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥
'কোটি অশ্বমেধ—এক কৃষ্ণ নাম সম।'
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥"
—চৈঃ চঃ আ ৩।৭৬-৭৮

উক্ত গ্রন্থের অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—

'* * *
চৈতন্যের সৃষ্টি—এই প্রেমসংকীর্ত্তন॥
অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ।
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত' সুমেধা,—আর কলিহত জন॥"
—চৈঃ চঃ ম ১১।৯৭-৯৯

পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে—শ্রীভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার পক্ষে অঘটন-সংঘটন কিছুমাত্র বিস্ময়কর ব্যাপার নহে, কিন্তু আমরা অণুচৈতন্য মায়াবদ্ধ জীব, আমাদের পক্ষে তাদৃশ দুর্ঘটঘটনকার্য্য কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? হাঁ, ইহা সর্ব্বৈব সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারই ত' শ্রীমুখবাক্য—তাঁহার নামে তিনিই তাঁহার সর্ব্ব অমোঘ শক্তি অর্পণ করিয়াছেন এবং নামী অপেক্ষাও নামরূপে অধিক কারুণ্য বিস্তার করিয়াছেন, সুতরাং একটি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সদৃশ চিৎকণ জীবে বিভুচিৎ ভগবানের কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইলে—তাঁহার কৃপাকটাক্ষমাত্র পাইলে সে ভগবদিচ্ছায়—তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব করিয়া ফেলিতে পারে—শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের ভক্তবর শ্রীহনুমান্‌জী তৎপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাবলে অমিতবিক্রম তাঁহার পক্ষে একটি গন্ধমাদন পর্ব্বত কেন, শত শত গন্ধমাদন উৎপাটন ও প্রবহন-সামর্থ্য কিঞ্চিন্মাত্রও অসম্ভব হইতে পারে না। "গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥" (চৈঃ চঃ আ ১।২০-২১) শ্রদ্ধাহীনতা তথা সংশয়োদ্বেলিত চিত্ততার জন্য আমরা সাধনভজনে কিঞ্চিন্মাত্রও সাফল্য লাভ করিতে পারি না। 'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তিঅধিকারী'। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি ভক্তিতে অধিকার লাভ করিতে পারেন না। এক্ষণে শ্রদ্ধা কাহাকে বলে? তদুত্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—" 'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥" এইটি অতি মূল্যবান্ কথা। গুরুবাক্যে ভগবদ্‌বাক্যে তাঁহার ভক্তবাক্য বা শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসের অভাবে, বা সংশয় থাকার জন্য, তাঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে রতি বা প্রীতির অভাব-হেতু আমরা সাধন-ভজনে কিছুমাত্র অগ্রসর হইতে পারি না। এজন্য শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে ঐসকল অনর্থ দূরীভূত হইয়া ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তনে দৃঢ় নিষ্ঠার উদয় হয়। সেই নিষ্ঠাভক্তি ক্রমে ক্রমে রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। এই প্রেমভক্তিতেই হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্যাদি সকল অনর্থ দূরীভূত হইয়া একটা অপূর্ব্ব allembracing ভাবের উদয় হয়। তখন উচ্চ নীচ ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ—সকলের প্রতিই প্রীতিভাব জাগিয়া উঠে, এমন কি গলিতকুষ্ঠরোগগ্রস্ত, সকলের ঘৃণ্য অস্পৃশ্য ব্যক্তিকেও আলিঙ্গন করিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে, অন্যের সুখদুঃখে প্রকৃত সহানুভূতি জাগে। শ্রীভগবানে প্রেমোদয় হইলেই ভগবৎসম্বন্ধে এইরূপ বিশ্বপ্রেম আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি লাভ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর

মহামন্ত্র নামসংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি করতলগত হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাক্য—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ।
সর্ব্বশুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রামরায়॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণঅধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ পঃ

অতএব এক শ্রীমহাশক্তিমহামন্ত্রনাম হইতেই কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমোদয় পর্য্যন্ত সর্ব্বশুভোদয় সম্ভাবিত হয়। আর সেই প্রেমের ব্যাপকতাক্রমে বিশ্বপ্রেম জাগিয়া উঠে। পরমদয়াল বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষা দীক্ষা অবলম্বন করিলেই তদানুষঙ্গিক ফলক্রমে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

বর্ষারম্ভে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজিউর অশেষ করুণায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরম-পূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ-প্রবর্ত্তিত মাসিক পারমার্থিক পত্রিকা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' আজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিকী শুভ আবির্ভাব উৎসবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ষড়্‌বিংশতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের সর্ব্বজগন্মঙ্গলবিধায়িনী এই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীই আমাদের একমাত্র জীবাতু-স্বরূপ হউন, ইহাই আমরা অদ্য শ্রীপত্রিকার নববর্ষ-শুভারম্ভে শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবচরণে শতশত সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পুরঃসর গললগ্নী-কৃত বাসে সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি। আমাদের শ্রীপত্রিকার সহৃদয়-সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাগণকেও আমরা যথাযোগ্য অভিবাদন ও অভি-নন্দন জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাদের হার্দ্দী সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীগ্রন্থের উপ-সংহারে অত্যন্ত দৈন্যপূর্ণ ভাষায় তাঁহার উক্ত শ্রীগ্রন্থে শ্রোতৃবৃন্দের শ্রীচরণ বন্দনা ও কৃপাপ্রার্থনার যে মহদা-দর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধার করতঃ তদনুসরণে আমাদের শ্রীপত্রিকার শ্রোতৃ-বৃন্দকেও ঐরূপ যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অহৈতুকী কৃপা ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর দৈন্যোক্তি এইরূপ—

"সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা শুভের কারণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুক্রি পানে॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।১৫০-১৫২

"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ।
তৃণাদপি শ্লোক শুনে হয়ে গেল বাদ ॥"

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ]

সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রচার থাকিলেও ভারতবর্ষে ধর্ম্মের গণনা করা যায় না। স্ব-স্ব রুচি অনুসারে ধর্ম্মের সৃষ্টি হইতেছে। কিন্তু ধর্ম্ম ব্যক্তিগত সৃষ্ট পদার্থ নহে। মায়াবদ্ধ জীব অজ্ঞানপ্রসূত তাঁহার নিজ ভোগ চরিতার্থ করিবার জন্য যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্থাপন করেন, তাহা জগতের অকল্যাণকর। বক্তৃতা বা লেখনীর দ্বারা ধর্ম্মকে স্থাপন করা যায় না, উহা উপলব্ধির বিষয়। উপলব্ধিটাও ব্যক্তিগত চেষ্টায় সম্ভব নয়, উহা আম্নায়-পারম্পর্য্যে আগত উপলব্ধ-আত্মা যাঁহারা, তাঁহাদেরই বাণী, সেই বাণী ও বাণীবিগ্রহ অভিন্ন। শব্দের মধ্যে শব্দী আছেন, শব্দ শব্দীর কাছে লইয়া যান, এই শব্দ সামান্য-শব্দ নহে, ইহা শব্দব্রহ্ম। এই শব্দব্রহ্মই সাধ্য ও সাধন। অতএব ধর্ম্মের মূল একমাত্র ভগবান্। তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১১।৭—

ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।
স্মৃতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥

যাহার অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মা প্রসন্ন হয়, সর্ব্ববেদময় ভগবান্ শ্রীহরিই তাদৃশ ধর্ম্মের মূল বা প্রমাণ, সর্ব্ববেদময় ভগবদ্‌বিদ্‌গণের বিধানমূলক স্মৃতিও প্রমাণ স্বরূপ। সুতরাং তদ্‌ভক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ও তদ্‌ভক্তে ভক্তি ব্যতীত ধর্ম্মসমূহ কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। (চঃ টীঃ)

এই ভগবত্তত্ত্ব জীবের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য ও দুষ্প্রাপ্য। ব্যক্ত বস্তুকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা সম্ভব। কিন্তু অব্যক্ত অতীন্দ্রিয় ও অচিন্ত্য বস্তুকে পরিমাপ করিবার সামর্থ্য বদ্ধজীবের নাই, তজ্জন্য ভগবৎপার্ষদগণের সান্নিধ্য সাধকের একমাত্র কাম্য। তাঁহাদের সঙ্গ-প্রভাবে ঈশ্বরের সহিত যোগসূত্রের সম্ভাবনা থাকে। "পৃথিবীতে যতকথা ধর্ম্মনামে চলে, ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে।" ব্যক্তিগত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার দ্বারা ঈশ্বরানুভূতি দুষ্কর। বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদাদি বহু কথা বলিলেও সমস্তই যে ধর্ম্ম-প্রতিপাদক, তাহা নহে. অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মমর্ম্ম নিরূপণ সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। ইহা গীতা আলোচনা করিলে বিশদ্‌ভাবে বোঝা যায়, যথা—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥"

হে অর্জ্জুন! তুমি বেদোক্ত ত্রৈগুণ্যবিষয় পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ তত্ত্বে প্রবেশ কর, গুণময় মানাপমানাদি রহিত হও, 'নিত্যসত্ত্ব' আমার ভক্তগণের সঙ্গ কর। মদ্দত্ত বুদ্ধিযোগ লাভ করিয়া যোগ ও ক্ষেমের অনুসন্ধান রহিত হও।

এই শ্লোককে অবলম্বন করিয়া বেদকে ত্রিগুণাত্মক জ্ঞানে যদি বেদ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভবপর নহে। কারণ তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥"

আমি চরাচর সকলের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত, আমা হইতেই জীবের স্মৃতি, জ্ঞান ও তদুভয়ের নাশ ঘটিয়া থাকে। সকল বেদের আমিই বেদ্য, আমিই বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদবিৎ।

অতএব বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ভগবান্ এবং তিনিই বেদ-স্বরূপ। 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদঃ' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, গুণান্তর্গত জীব গুণতাড়িত হইয়া স্বেন্দ্রিয় তর্পণের জন্য বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যকে অবলম্বন করিয়া জীবনকে পরিচালিত করিবার প্রয়াস পায়। ঐরূপ কামাত্মক স্বর্গাদিফলপ্রাপ্তির আশাযুক্ত জীবের কামনা পূরণের জন্য বেদের বিভিন্ন স্থানে তাহাদের অনুকুল রুচি চরিতার্থ করিবার কথা থাকিলেও বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় তাহা নহে। গুণাতীত বস্তুতে পৌঁছাইবার জন্যই বেদ-স্বরূপ ভগবানের প্রচেষ্টা। বেদের যথার্থ তত্ত্বকে যাঁহারা অনুশীলন

করেন না, তাঁহারা ব্যক্তিগত বিচারকে অবলম্বন করিয়া বঞ্চিতই হইয়া থাকেন।

"ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতং,
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ।"

ধর্ম্মের বক্তা স্বয়ং ভগবান্ই। অন্য কেহ ধর্ম্মের বক্তা নহেন। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া নিজেরা ধর্ম্মের বক্তা সাজিলে জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ধর্ম্মের বহুত্ব এবং সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা থাকিলেও বেদ বেদান্তাদি সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় চার ভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা,—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি। কর্ম্মের কথা বলিতে গিয়া সকাম কর্ম্মকে অস্বীকার করা হইয়াছে, তবে নিষ্কাম কর্ম্ম স্বীকৃত হইলেও তাহার দ্বারা ঈশ্বরানুভূতি সম্ভব নয়। জ্ঞানে ব্রহ্মতত্ত্ব স্বীকৃত হইলেও পরিশেষে ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ব্বিশেষ। অতএব সেখানে অনুভূতির কোন কথা নাই বা আস্বাদন নাই। যোগমার্গে পরমাত্মতত্ত্বের আকার স্বীকৃত হইলেও পরিশেষে তাহাতে মিশিয়া যাওয়াই মোক্ষফল। অতএব সেখানেও আস্বাদনের কোন কথা নাই, কিন্তু ভক্তিমার্গে ভক্ত, ভগবান্ ও ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকৃত। সেখানে সেবানন্দ বর্ত্তমান।

স্বয়ং বেদস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মাধুর্য্যলীলাময় বিগ্রহ, ভুবনমঙ্গল গৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এই ভেদাভেদ শব্দের দ্বারাই জীবের সহিত ভগবানের যে নিকট সম্বন্ধ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা অচিন্ত্য। অচিন্ত্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ মায়াতীত। মায়াতীত তত্ত্বকে প্রকাশ করিতে পারেন একমাত্র মায়াতীত তত্ত্বই। তজ্জন্য আজ স্বয়ং কৃষ্ণই ভক্তভাব লইয়া গৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জীবকে পরতত্ত্বের কাছে লইয়া যাইবার জন্য তিনি যে ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্ম। বৈষ্ণবধর্ম্মের নামান্তর—জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম। এই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বিষ্ণুস্বামী হইলেও শ্রীগৌরহরির প্রবর্তিত যে বৈষ্ণবধর্ম্ম, তাহার মূল ভিত্তি কি তাহা আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। গৌরহরি স্বয়ং কোন গ্রন্থাদি লেখেন নাই। মাত্র আটটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তাহা শিক্ষাষ্টক নামে পরিচিত, উহা আটটি রত্নস্বরূপ, উহা জীবের গলার হার করিতে পারিলে জীবন ধন্য হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আটটি রত্নের তৃতীয় রত্ন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

শ্লোকটির মর্ম্মার্থ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সাধ্যসাধনতত্ত্ব লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না। প্রথম বাক্যটি 'তৃণাদপি সুনীচেন' অর্থাৎ তৃণাপেক্ষা সুনীচ হইতে বলিয়াছেন। তৃণের উপর পা দিলে তৃণ নীচু থাকে বটে কিন্তু পা উঠাইয়া লইলে তৃণ আবার মাথা তোলে। এইজন্য তৃণ হইতে সুনীচ হইবার কথা বলিয়াছেন। আমাদের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। আমরা সকলে নিজেকে বড় ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, এই গর্ব্বই আমাদের বন্ধনের কারণ। আমি শ্রেষ্ঠ নহি, আমি সকলের দাস—এই বোধে প্রভুত্বের অভিমান পরিত্যাগ করিতে পারিলে দাসের যাহা লভ্য তাহাই লাভ করা যাইবে। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস"—কৃষ্ণের দাস ইহা বড় কথা নয়, এখন ভাবিতে হইবে—"ভৃত্যস্য ভৃত্যঃ পরিচারক-ভৃত্যঃ ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ" আমি ভগবানের ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্য ইহা ভাবিতে পারিলে তৃণাদপি সুনীচ হওয়া যাইবে। দ্বিতীয় "তরোরিব সহিষ্ণুনা" বাক্যে বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইবার কথা বলিয়াছেন।

"বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মইলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥"

আমাদের স্বভাব হইতেছে কেবল গ্রহণ করা। গ্রহণেও অসহিষ্ণু, প্রদানেও অসহিষ্ণু, সহ্যগুণ নাই বলিলেই চলে। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ উৎসাহ, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ও ধৈর্য্যের কথা বলিয়াছেন। সাধনভজন করিতে হইলে ধৈর্য্যের একান্ত প্রয়োজন। তবে ইহাও সত্যকথা, বস্তুলাভের ঐকান্তিক আগ্রহ ও ক্ষুধা না থাকিলে ধৈর্য্য রাখা সম্ভব নহে। বীজ বপন করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ হয় না। রান্না চড়াইয়া দিয়াই

খাদ্যবস্তু খাওয়া যায় না, ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হয়। তদ্রূপ সাধন ভজন করিতে গিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন না করিলে সাধন ভজনে ফল লাভ করা যায় না।

'অমানিনা মানদেন' সাধককে অমানী হইতে হইবে এবং অন্যকে মান দান করিতে হইবে। ইহা শ্রীগৌরহরির উক্তি।

"আমি তো বৈষ্ণব　　এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি'　　হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥"

প্রতিষ্ঠা বা সম্মান যাঁহাদের কাম্য তাঁহাদের সাধন-ভজনের ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা সম্মানই লাভ হইবে, কিন্তু ভগবান্‌কে লাভ হইবে না। সাধনভজনবিহীন যে প্রতিষ্ঠা, তাহা শূকরীর বিষ্ঠার স্বরূপ।

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতানির্ম্মিত ॥"

ভগবদ্ভক্তগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার গন্ধমাত্র না থাকায় তাঁহারা প্রতিষ্ঠাস্বরূপ যাহা লাভ করেন, তাহা ভগবৎপ্রাপ্তির বাধক হয় না, উহা ঈশ্বরদত্ত। অতএব সাধক মাত্রেরই প্রতিষ্ঠা হইতে দুরে থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রতিষ্ঠার দম্ভ জীবের হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া তোলে, রসাল করে না। এজন্য শ্রীল দাস গোস্বামী বলিয়াছেন—"সদা দম্ভং হিত্বা", তুলসীদাস বলিয়াছেন—"নরকমূল অভিমান", অতএব অভিমান নরকের দ্বারস্বরূপ। আত্মকল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি সর্ব্বদা অমানী হইয়া অন্যকে মান দেওয়ার সাধনা করিলে চিত্ত প্রশান্ত হইবে। প্রশান্তচিত্তে ভগবদনুভূতির সম্ভাবনা, চাহিদা যেখানে, সেখানে অশান্তি, যেখানে চাহিদা নাই, সেখানেই শান্তি।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥" গীঃ ২।৭১

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত ॥" চৈঃ চঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

আবার সমস্ত প্রকারের চাহিদা হইতে মুক্ত হইয়া সাধন করিলে ঈশ্বরতত্ত্বকে লাভ করা যাইবে কিনা তাহাও প্রণিধানযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু চ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥"

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্যক্‌প্রকারে অনুষ্ঠিত হইলেও ভগবানের কথায় যদি রুচি না জন্মে তাহা হইলে যাবতীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। এইজন্য শ্রীগৌরহরি শ্লোকের শেষাংশে বলিলেন—'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। এই সমস্ত গুণগুলিকে অর্জ্জন করিয়া আর্ত্তির সহিত শ্রীহরিকীর্ত্তনই বিধেয়। নাম-নামী অভিন্ন, অতএব নামের সাধনা দ্বারাই নামীকে লাভ করা যাইবে। তবে ঐকান্তিক ভক্তিকে অবলম্বন করিয়াই শ্রীনামকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কারণ ভক্তি আত্মবৃত্তি, উহা দেহ ও মনের বৃত্তি নহে। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী।" —ইহাই শ্রুতিবাক্য।

শ্রীগীতায়ও বলিয়াছেন— "ভক্ত্যা মামভিজানাতি"। অতএব কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তরের আর্ত্তির সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকোক্ত চারিটি গুণে গুণী হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করিলেই জীবন ধন্য হইবে। কিন্তু মানুষের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা জাগিলেও তৃণাদপি শ্লোকানুশীলনে ঔদাসীন্য আসিলে তাহা বাদ প'ড়িয়া যায়। এইজন্য বলি—

"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ।
তৃণাদপি শ্লোক শুনে প'ড়ে গেল বাদ ॥"

মৎস্যাবতার

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

দশাবতারের মধ্যে মৎস্যাবতার আদি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁহার অনন্ত অবতারের সংক্ষিপ্ত দিগ্‌দর্শন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন কৃষ্ণের মুখ্য ছয়প্রকার অবতারের* মধ্যে লীলাবতার অন্যতম। লীলাবতারসমূহের আদি মৎস্যাবতার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অসংখ্য লীলাবতারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে ২৪৫ নম্বর পয়ারের অনুভাষ্যে মুখ্য লীলাবতার ২৫টী লিখিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত প্রথম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ে অবতারকথা ও তাঁহাদের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

"সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক—দুই ভেদ তাঁর।
সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্যাদি—লীলাবতার॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৪৪

"লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্‌দরশন॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন।
বরাহাদি—লেখা যাঁর না যায় গণন॥"

—ঐ ২৯৭-২৯৮

অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত 'মৎস্যপুরাণে' মৎস্যাবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি মহর্ষিগণ শ্রীলোমহর্ষণ সূতের পুত্র শ্রীউগ্রশ্রবা সূতের নিকট 'মৎস্যাবতারের' কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে সূতনন্দন এইরূপ বলিয়াছিলেন—"পুরাকালে রবিনন্দন রাজা মনু পুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক অযুত বর্ষব্যাপী তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তপস্যায় প্রীত হইয়া বর দিতে চাহিলেন। তখন রাজা পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রণতিপূর্ব্বক প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন প্রলয়কালে তিনি যেন নিখিল জগতের প্রাণিগণকে এবং জগৎকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। স্বর্গ হইতে দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন মনু নিজ আশ্রমে বসিয়া পিতৃতর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় একটী শফরী (পুঁটিমাছ) তাঁহার হস্তদ্বয়ে আসিয়া পড়িল। শফরীকে দেখিয়া রাজা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের কমণ্ডলুর মধ্যে রাখিলেন। সেই শফরী এক অহোরাত্রে ১ আঙ্গুল বড় হইল এবং কমণ্ডলুতে থাকিতে কষ্ট হওয়ায় রাজার নিকট আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল —'আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন।' মনু তখন দয়ালু হইয়া তাহাকে একটী মাটীর কলসীর মধ্যে রাখিলেন। মাছটী এক রাত্রিতেই তিন হাত বড় হইল, পুনরায় রাজার নিকট আর্ত্তি জ্ঞাপন করিল এই বলিয়া—'আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।' তখন মনু তাহাকে কূপমধ্যে, তাহাতেও স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় একটী সরোবরে, তৎপরে গঙ্গাজলে, সেখানেও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে

ছয় প্রকার অবতার—পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার।

† লীলাবতার—(১) চতুঃসন, (২) নারদ, (৩) বরাহ, (৪) মৎস্য, (৫) যজ্ঞ, (৬) নরনারায়ণ, (৭) কার্দ্দমি কপিল, (৮) দত্ত [দত্তাত্রেয়], (৯) হয়শীর্ষা, (১০) হংস, (১১) ধ্রুবপ্রিয় বা পৃশ্নিগর্ভ, (১২) ঋষভ, (১৩) পৃথু, (১৪) নৃসিংহ, (১৫) কূর্ম্ম, (১৬) ধন্বন্তরি, (১৭) মোহিনী, (১৮) বামন, (১৯) ভার্গব পরশুরাম, (২০) রাঘবেন্দ্র, (২১) ব্যাস, (২২) প্রলম্বারি বলরাম, (২৩) কৃষ্ণ (২৪) বুদ্ধ, (২৫) কল্কী—এই ২৫ মূর্ত্তি লীলাবতার ; ইঁহারা প্রতি কল্পেই (ব্রহ্মার একদিনের নামই এক 'কল্প') আবির্ভূত হন বলিয়া কল্পাবতার' নামেও কথিত। ইহাদের মধ্যে 'হংস' ও 'মোহিনী'—অচিরস্থায়ী ও অনতি-প্রসিদ্ধ প্রাভবাবস্থ অবতার ; কপিল, দত্তাত্রেয়, ঋষভ, ধন্বন্তরি ও ব্যাস—এই পাঁচ মূর্ত্তি চিরস্থায়ী ও বিস্তৃত কীর্ত্তি এবং মুনিচেষ্টাযুক্ত প্রাভাবাবস্থ অবতার ; আর কূর্ম্ম, মৎস্য, নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ ও প্রলম্বঘ্ন বলদেব—বৈভবাবস্থ অবতার। —(চৈঃ চঃ ম ২০ পঃ ২৪৫ অনুভাষ্য)

'প্রভুতা অর্থে নিগ্রহানুগ্রহ সামর্থ্য। বিভুতা অর্থে সর্ব্বালিঙ্গনযোগ্যতা বিভু ও প্রভু পরস্পর অন্যোঽন্যাশ্রিত। বৈভবপ্রকাশরূপে যিনি প্রকাশমান তিনিই বিভু ; আর যাহা হইতে তিনি প্রকাশমান তিনিই প্রভু ; বিভুতে ও প্রভুতে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ। প্রভু বাসুদেব, বিভু সঙ্কর্ষণ।' —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই মৎস্য সমগ্র সমুদ্রে ব্যাপ্ত হইলে মনু ভীত হইলেন এবং চিন্তা করিলেন নিশ্চয়ই ইনি ভগবান্ বাসুদেব হইবেন নতুবা বিংশতি অযুতযোজন বিস্তৃত কলেবর হয় কি করিয়া ? তাঁহাকে মৎস্যরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ বুঝিয়া মনু প্রণাম করিলে মৎস্যরূপী ভগবান্ নিজের তত্ত্ব অবগত করাইয়া বলিলেন—'হে মহীপতে, এই পৃথিবী অচির কালমধ্যেই জলপ্লাবিত হইবে। আমি জীবসমূহকে রক্ষার জন্য দেবতাগণের দ্বারা এক নৌকা নির্ম্মাণ করাইয়াছি। তুমি তাহাতে স্বেদজ, উদ্ভিদজ ও জরায়ুজ যতপ্রকার অনাথ প্রাণী আছে তাহাদিগকে রাখিয়া আসন্ন জলপ্লাবন হইতে রক্ষা কর। যখন প্রবল বাত্যার আঘাত আসিবে তখন নৌকাকে আমার * শৃঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবে। অনন্তর সমস্ত জগতের লয় হইলে তুমি সমস্ত জগতের প্রজাপতি হইবে। এইরূপে কৃতযুগের প্রারম্ভে তুমি সর্ব্বজ্ঞ মন্বন্তরাধিপতি নরপতি হইবে।"

অতঃপর কখন প্রলয় সংঘটিত হইবে, কি করিয়া জীবসমূহকে রক্ষা করিবেন ইত্যাদি বিষয়ে মনু জিজ্ঞাসা করিলে মৎস্য ভগবান্ অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মেদিনীর অগ্নি দগ্ধাবস্থা এবং তৎপরে অত্যন্ত বারিবর্ষণে জগত্রয়ের একার্ণবে পরিণত হওয়ার কথা বলিলেন। অতঃপর ভগবদ্‌বাক্যানুসারে প্রলয়কাল প্রবর্ত্তিত হইল, শৃঙ্গবান্ মৎস্যরূপধর জনার্দ্দন প্রাদুর্ভূত হইলেন। ভুজঙ্গ রজ্জুরূপে মনুর পার্শ্বে আগমন করিলেন। ধর্ম্মজ্ঞ মনু যোগবলে নিখিল প্রাণিগণকে আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই নৌকার মধ্যে রক্ষা করতঃ ভুজঙ্গ দ্বারা মৎস্যশৃঙ্গে বন্ধন করিয়া দিলেন। মৎস্য-ভগবান্, ব্রহ্মা, সোম, সূর্য্য, লোকচতুষ্টয়, পুণ্য নদী নর্ম্মদা, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, ভগবান্ ভব, বেদগণ, পুরাণগণ এবং বিদ্যাসমূহ মনুর নিকটে অবস্থিত হইলেন।"

মৎস্য ভগবান্ মনুকে আরও বলিয়াছিলেন, চাক্ষুষ মনুর অবসানে যখন জগৎ একার্ণবীকৃত হইবে তখন তিনিই আবার বেদসমূহকে উদ্ধার ও প্রবর্ত্তন করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে মৎস্যাবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা পরীক্ষিৎ দশাবতারের আদি মৎস্যাবতার সম্বন্ধে শুনিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মৎস্যাবতারের কথা বর্ণন করেন।

"ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
অবতারকথামাদ্যাং মায়ামৎস্যবিড়ম্বনম্॥"

—ভাগবত ৮।২৪।১

ব্রহ্মার এক দিনকে কল্প বলে। ব্রহ্মার এক দিনটী কম নয়। চতুর্যুগের আয়ুষ্কাল নির্ণয়ে এইরূপ কথিত হয়—চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার সৌরবর্ষ কলিযুগের পরমায়ু, তাহার দ্বিগুণ দ্বাপর, তিনগুণ ত্রেতা এবং চতুর্গুণ সত্য। সত্য ত্রেতা-দ্বাপর-কলি একত্রে একটী চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ। এইপ্রকার ৭১ চতুর্যুগ বা দিব্যযুগ অতিক্রান্ত হইলে একটী মনুর রাজত্বকাল সমাপ্ত হয়, তাহাকে মন্বন্তর বলে। ১৪ মনুর রাজত্ব সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মার একদিন হয়। † ব্রহ্মার রাত্রিরও পরিমাণ ঐরূপ। ব্রহ্মার দিবাবসানে বা কল্পাবসানে নৈমিত্তিক প্রলয় হয়। দিবাবসানে রাত্রিতে ব্রহ্মার নিদ্রা আসিলে ব্রহ্মা শয়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন হয়গ্রীব দানব ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত বেদসমূহ অপহরণ করিয়া প্রলয়জলে প্রবিষ্ট হইল। পুনঃ দিবসারম্ভে ব্রহ্মা উত্থিত হইয়া বেদের অভাবে কিভাবে সৃষ্টি বর্দ্ধন করিবেন চিন্তিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণু স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আদি মৎস্যরূপে প্রকটিত হইয়া হয়গ্রীব দানবকে নিধন করতঃ বেদ উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মাকে সমর্পণ করিলেন।

'অতীত প্রলয়াপায় উত্থিতায় স বেধসে।
হত্বাসুরং হয়গ্রীবং বেদান্ প্রত্যাহরদ্ধরিঃ॥"

—ভাগবত ৮।২৪।৫৭

'স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় প্রলয়ের অবসানে সেই শ্রীহরি হয়গ্রীব অসুরকে বিনাশ পূর্ব্বক নিদ্রা হইতে উত্থিত ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন।'

মৎস্য ভগবান্ এই কল্পে দুইবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়গ্রীব দানবকে

---

* মৎস্য ভগবানের রূপ ঃ—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বর্ণ শ্যাম, মস্তক শৃঙ্গধারী মৎস্যসদৃশ, সর্ব্বগাত্রে পদচিহ্ন, নাভি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত মনুষ্যাকৃতি, নাভির নিম্ন হইতে মৎস্যাকৃতি।

† আশুতোষদেবের নূতন বাংলা অভিধানে ব্রহ্মার এক দিনের পরিমাণ দিয়াছেন এইরূপ—৪৩২,০০,০০,০০০ বৎসর

বিনাশ করিয়া বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরে চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকের তথ্যে লঘুভাগবতামৃতের বাক্যের বিশ্লেষণে এইরূপ লিখিত আছে—

'স্বায়ম্ভুব মনুর প্রতি অগস্ত্যমুনির অভিশাপ হইয়াছিল বলিয়া মন্বন্তর মধ্যে প্রলয় হইয়াছিল। এই প্রলয়ের বিষয় মৎস্যপুরাণে বর্ণিত আছে। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবানের ইচ্ছায় আকস্মিক প্রলয় হয়, এই কথা বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে মার্কণ্ডেয় ঋষি বজ্রকে বলিয়াছেন। মন্বন্তরের অবসানে প্রলয় হয় না। চাক্ষুষ মন্বন্তরাবসানে ভগবান্ মায়াদ্বারা স্বাপ্নিক বিষয়ের ন্যায় সত্যব্রতকে প্রলয় দেখাইয়াছিলেন ;—এই বাক্য বলিয়া শ্রীধর স্বামিপাদ মন্বন্তরাবসানে প্রলয় স্বীকার করেন নাই।'

ভক্তকে সুখ দিবার জন্য ভগবানের অকরণীয় কিছু নাই। বস্তুতঃ ভক্তই ভগবানের আবির্ভাবের মূল কারণ। ভক্তের সেবা গ্রহণের জন্য ভগবান্ অসামর্থ্যের লীলা প্রকাশ করেন। ভক্ত সত্যব্রতের সেবা গ্রহণের জন্য মৎস্য ভগবান্ প্রথমে অসামর্থ্যের লীলা করিয়াছিলেন।

চাক্ষুষমন্বন্তরে 'সত্যব্রত' নামে একজন নারায়ণভক্ত রাজা শুধু জল পান করিয়া তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন। একদিন সত্যব্রত কৃতমালা নদীতে তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার অঞ্জলিস্থিত জলে একটী শফরীকে (পুঁটিমাছকে) দেখিতে পাইলেন। দ্রাবিড়-দেশাধিপতি সত্যব্রত শফরীটিকে নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। শফরীটী কাতরভাবে মুনিকে বলিল—'হে দীনবৎসল রাজন্! আমি ছোট পুঁটিমাছ। আমাকে অন্য বড় মাছ খাইয়া ফেলিবে, আপনি ইহা জানিয়াও আমাকে কি করিয়া নদীজলে ফেলিলেন, আমি অত্যন্ত ভীত, আমাকে রক্ষা করুন।' শফরীর কাতরোক্তি শুনিয়া দয়ালু রাজা তাহাকে কমণ্ডলুতে রাখিয়া নিজের আশ্রমে আসিলেন। একরাত্রিতে শফরী এত বড় হইল যে কমণ্ডলুতে তাহার স্থান সঙ্কুলান হইল না, সে পুনরায় মুনিকে বলিল—'আমি কমণ্ডলুতে এইভাবে কষ্টে বাস করিতে ইচ্ছা করি না, আমাকে বড় পাত্রে রাখুন, যাহাতে আমি ইচ্ছামত চলিতে পারি।' তখন মুনি তাহাকে একটী বড় কড়াইর জলে রাখিলেন, কিন্তু সেখানে সে মুহূর্ত্তে তিন হাত বড় হইল। পুনরায় শফরীর প্রার্থনায় তাহাকে সরোবরে, অক্ষয় জলাশয়ে, শেষে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সমুদ্রে নিক্ষেপকালে মৎস্য সত্যব্রত রাজাকে বলিলেন—'সমুদ্রে মহাবল মকরাদি আছে। তাহারা আমাকে খাইয়া ফেলিবে। এখানে আমাকে নিক্ষেপ করা উচিত হয় নাই।' মৎস্যের এইরূপ রমণীয় বাক্য শুনিয়া সত্যব্রত রাজা বুঝিলেন ইনি সামান্য মৎস্য নহেন, ইনি মৎস্যরূপী ভগবান্, বলিলেন—"আপনি মৎস্যরূপে শুধু আমাকে বঞ্চনা করিতেছেন। বস্তুতঃ আপনি কে ? আপনি একদিনেই শতযোজন পরিমিত সরোবরকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। আমরা কখনই এইরূপ অদ্ভুত শক্তি-শালী জলজন্তু দেখি নাই, শুনি নাই। নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরি নিখিল জীবকে অনুগ্রহ করিবার জন্য জলচররূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনার শরণাগত হইতেছি, আপনি কৃপা করুন। আপনার লীলাবতারসমূহ প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্য। আপনি কিজন্য এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন বলুন ?'

মৎস্যরূপী শ্রীহরি তদুত্তরে বলিতেছেন—'আজ হইতে সপ্তম দিবসে ত্রিলোক প্রলয় সমুদ্রে প্লাবিত হইবে। সেই সময় আমি তোমার নিকট এক বিশাল নৌকা পাঠাইয়া দিব। তুমি সমস্ত ওষধি ও বীজ নৌকাতে রাখিবে এবং সপ্তর্ষিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া এবং জন্তুগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ বৃহৎ নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ করিবে। প্রবল বায়ুর বেগে যখন নৌকা কম্পিত হইবে, তখন বাসুকী সর্পের দ্বারা আমার শৃঙ্গের সহিত নৌকাকে বাঁধিয়া রাখিবে। আমি ঋষিগণের সহিত তোমাকে এবং নৌকাকে আকর্ষণ করিয়া ব্রাহ্মী নিশা পর্য্যন্ত বিচরণ করিব। সেই সময়ে তুমি আমার মহিমা অবগত হইবে।' —এই বলিয়া শ্রীহরি অন্তর্হিত হইলে সত্যব্রত রাজা শ্রীহরির আদিষ্টকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজা সত্যব্রত ঈশানকোণাভিমুখী হইয়া মৎস্য ভগবানের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন প্রচণ্ড বর্ষায় সমুদ্র প্রথমে তটভূমি, পরে

ক্রমশঃ সমস্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়াছে। ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া রাজা আশ্রয়ের চিন্তা করিতেছেন, দেখিলেন বিশাল নৌকা সমাগত। ওষধিলতাসমূহ লইয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত সত্যব্রত রাজা সেই নৌকাতে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য রাজাকে কেশবের ধ্যান করিতে বলিলেন। রাজা তন্মনস্ক হইয়া ধ্যান করিলে দেখিতে পাইলেন প্রলয় মহাসাগরে এক শৃঙ্গধারী নিযুতযোজন পরিমিত অপূর্ব্ব সুবর্ণাভ মৎস্য ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন। রাজা মৎস্যের শৃঙ্গের সহিত বাসুকীকে রজ্জু করিয়া নৌকাকে বাঁধিলেন। অতঃপর সত্যব্রত রাজা মৎস্য ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মৎস্য ভগবান্ সত্যব্রত রাজাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলেন। মৎস্য বিষ্ণুর কৃপায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন রাজা সত্যব্রত বর্ত্তমান কল্পে বৈবস্বত মনু (শ্রাদ্ধদেব রূপে) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥" ১॥

—জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্রের ১ম শ্লোক

"হে কেশব! প্রলয়সমুদ্রজলে যখন বেদসমূহ ভাসমান ছিল, তখন আপনি মীনশরীর ধারণ করিয়া অক্লেশে নৌকার ন্যায় বেদসমূহকে ধারণ করিয়াছিলেন সেই মৎস্যরূপ-ধারী জগদীশ্বর শ্রীহরি, আপনার জয় হউক।"

'মায়াবাদ' ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায়

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ৩১৮ পৃষ্ঠার পর]

জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী গীতায় (৭ম অঃ ৪-৫ শ্লোক) শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ বলিতেছেন—

"ভূমি (পৃথিবী), আপ (জল), অনল (তেজঃ), বায়ু, খ (আকাশ), মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটি আমার অপরা অর্থাৎ জড়ত্বহেতু অনুৎকৃষ্টা প্রকৃতি, এতদ্ব্যতীত আমার যে একটি তটস্থা প্রকৃতি আছে, সেইটি আমার চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা প্রকৃতি, চৈতন্যত্বহেতু আমার জীবভূতা বা জীবস্বরূপা প্রকৃতিকেই পরা বা উৎকৃষ্টা প্রকৃতি বলা হয়। সেই জীবস্বরূপা তটস্থা শক্তি হইতে অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গা শক্তিনিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গাশক্তি-নিঃসৃত জড়জগৎ এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা শক্তি' বলা হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তৎপ্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', 'ভেদাভেদপ্রকাশ' ॥
সূর্য্যাংশকিরণ, যৈছে অগ্নি-জ্বালাচয়।"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১০৮-১০৯

অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস—কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের চিজ্জগৎ ও মায়িক জগৎ —এই উভয় জগতের মধ্য সীমায় স্থিত হইয়া জীব উভয় জগতের সহিত সম্বন্ধ রাখেন বলিয়া কৃষ্ণের সহিত তাঁহার ভেদাভেদপ্রকাশরূপ উভয়বিধ সম্বন্ধ। কৃষ্ণ—বিভু বা বৃহচ্চৈতন্য বস্তু, জীব অণুচৈতন্য বস্তু, চিদংশে উভয়ের মধ্যে ঐক্য বা অভেদত্ব থাকিলেও বিভুত্বে ও অণুত্বে ভেদও স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং কৃষ্ণের সহিত ভেদ ও অভেদ বিচার যুগপৎ সিদ্ধ। একই সময়ে ভেদ ও অভেদ সম্বন্ধ জীবচিন্তার অতীত বা অগম্য হওয়ায় ইহা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ মত' রূপে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অচিন্ত্য হইলেও তাহা শাস্ত্রৈক-জ্ঞানগম্য। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' অর্থাৎ উপনিষদাদি

শাস্ত্রই তাঁহাকে জানিবার একমাত্র যোনি বা উপায়-স্বরূপ। জীবের তটস্থ স্বভাব হইতেই জীবেশ্বরে এই যুগপৎ ভেদাভেদপ্রকাশ সম্বন্ধ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়াছে—সূর্য্য ও তাহার কিরণ-কণ এবং উদ্দীপ্ত অগ্নি ও তাহার বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ জ্বালা (অগ্নিশিখা)-চয়।

জীবের এই তটস্থ স্বভাব সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (৪।৩।৯ মন্ত্রে) উক্ত হইয়াছে—

"তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্ এতে উভে স্থানে পশ্যতি—ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।"

অর্থাৎ "সেই জীবপুরুষের দুইটি স্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও অনুসন্ধেয় চিজ্জগৎ। জীব তদুভয়মধ্যে স্বীয় সন্ধ্য তৃতীয় স্বপ্নস্থান স্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্‌বিশ্ব উভয় স্থানই দেখিতে পান।"

ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত ঐ শ্রুতিতেই (৪।৩। ১৮ মন্ত্রে) এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

"তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলে অনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চ পরঞ্চ, এবমেব অয়ং পুরুষ এতৌ উভৌ অন্তৌ অনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ।"

অর্থাৎ "জীবের সেই তাটস্থ্য ধর্ম্ম এইরূপ। যেরূপ মহামৎস্য একটি নদীতে থাকিয়া কখন পূর্ব্ব ও কখন পর—এই দুই তটে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীবপুরুষ জড় ও চিদ্ বিশ্বের মধ্যে কারণবারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয় কূল অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও বুদ্ধান্ত কূলেতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।"

"তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবসমূহ পরমেশ্বর হইতে নিঃসৃত হইয়াও যে পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট, সূর্য্যকিরণ-পরমাণু বা অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ তাহার উদাহরণ স্থল।" তদ্বিষয়েও বৃহদারণ্যক শ্রুতি (২।১।২০ মন্ত্রে) বলিতেছেন—

"যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাদ্ আত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।"

অর্থাৎ "অগ্নির যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে।"

"এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, তটস্থধর্ম্মবশতঃ মায়া ও চিৎএর উপযোগী যে বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্র চেতনসকল উদিত হইয়াছে, তাহারা মূল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণের অনুগত সত্তাবিশেষ। উভয় কূল দেখিতে দেখিতে ভোগেচ্ছার উদয় হইলেই তাহারা চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হয় এবং নিকটস্থিত মায়াদ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে আহূত হয়। সেই কৃষ্ণস্মৃতিভ্রমবশতঃ তাহারা অনাদি বহির্ম্মুখ। স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অপচয় অপরাধেই তাহাদের এ দশা। এই দুর্দ্দশার জন্য কৃষ্ণে বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য আরোপ করা যায় না। যেহেতু কৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ স্বাতন্ত্র্যরূপ চিদ্ধর্ম্ম অপচয়কার্য্যে কোনপ্রকার কর্ত্তৃত্ব রাখেন না। (জীব স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের) অপচয় করিলে (কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু) স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন সময়ে জীবরূপ বীজ প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।২৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণ প্রকৃতি স্পর্শ করেন না, মহা-বিষ্ণুরূপে প্রকৃতি ঈক্ষণপূর্ব্বক অপরাধী জীবনিচয়কে প্রকৃতি সমর্পণ করেন। সেই অপরাধক্রমেই মায়া-প্রকৃতি জীবকে সংসারদুঃখ দিয়া দণ্ড বিধান করেন। ভগবানের অংশ দুই প্রকার অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্ব্যূহ অবতারগণ সকলেই স্বাংশ বিস্তার। জীবই বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদ এই যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্নাভিমানে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা; কোন স্বতন্ত্রতা নাই। বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্নাভিমানী। স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্র শক্তিবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক্। কৃষ্ণ হইতে এরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়াও কৃষ্ণের পূর্ণতা হানি হয় না। ঐসকল জীবের মায়াপ্রবেশের পূর্ব্বেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা রূপ অপরাধ। অতএব মায়িক কালের পূর্ব্ব হইতে সেই অপরাধের মূল হওয়ায় অনাদি বহির্ম্মুখতা বলা যায়। মায়াসঙ্গ বিকার দ্বারা রুদ্রদেবতাও ভেদাভেদস্বরূপ, অতএব কৃষ্ণস্বরূপ নন। অম্লযোগে দুগ্ধ দধি হয়, তথাপি তাহাকে দুগ্ধান্তর বস্তু বলা যায় না এবং দধিও বস্তুতঃ দুগ্ধ নয় (চৈঃ চঃ ম ২০।৩০৭-৩০৯)।"

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ পরমাত্ম সন্দর্ভে ১৯শ

সংখ্যায় শ্রীজামাতৃমুনি প্রদর্শিত পাদ্মোত্তরবচন উদ্ধার করিয়াও দেখাইয়াছেন—

"জীব—জ্ঞানাশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞানী, জ্ঞানগুণ অর্থাৎ জ্ঞানই তাঁহার গুণ, অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত, জড়দেহ লাভ রূপ জন্মশূন্য, বিকার নাই, অণু অর্থাৎ জড় পরমাণু হইতেও সূক্ষ্ম, ব্যাপ্তিশীল অর্থাৎ জড়-দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্তিভাবাপন্ন, অহমর্থ অর্থাৎ 'আমি'-শব্দ-বাচ্য, ক্ষেত্রী অর্থাৎ জড়দেহরূপ ক্ষেত্রাধিপতি, বিভিন্ন রূপ অর্থাৎ ভগবান্ হইতে পৃথক্ এবং অক্ষর অর্থাৎ জড়ধর্ম্মরহিত।"

জীব যে তটস্থাশক্তি, তাহা পঞ্চরাত্রে শ্রীনারদও বলিয়াছেন—

'যত্তটস্থং তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্ বিনির্গতং'

অর্থাৎ চিচ্ছক্তিনির্গত চিৎকণ জীবই তটস্থ।

"বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর স্বভাবতঃ মায়ার অধীশ্বর এবং জীব স্বভাবতঃ মায়াবশ অর্থাৎ মায়াদ্বারা বশ হইবার উপযোগী।" বেদ বলেন (শ্বেতাশ্বতর ৪।৯-১০)—

'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥'

অর্থাৎ "মায়াধীশ ঈশ্বর মায়া দ্বারা এই জড়বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন। সেই জড়বিশ্বে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন একতত্ত্ব জীব মায়া কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়াছেন। মায়া একটি পরমেশ্বরের শক্তি ও মায়াধীশ পুরুষই পরমেশ্বর।"

মায়াবাদ-ব্যাপারটি কি, তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন—

"মায়াশক্তি স্বরূপশক্তির ছায়া মাত্র, তাহার চিজ্জগতে প্রবেশ নাই। সেই মায়া জড়জগতেরই অধিকর্ত্রী। জীব অবিদ্যা-ভ্রমে জড়জগতে প্রবিষ্ট। চিদ্বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা ও স্বতন্ত্রশক্তি অবশ্য আছে, মায়াবাদ তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে মানে না। মায়াবাদ বলে যে, জীবই ব্রহ্ম— মায়ার ক্রিয়াগতিকে তাহা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। মায়াসম্বন্ধ পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব, মায়া-সম্বন্ধশূন্য হইলেই জীবের ব্রহ্মত্ব। মায়া হইতে পৃথক্ হইয়া চিৎকণের অবস্থিতি নাই; অতএব জীবের মোক্ষই ব্রহ্মের সহিত নির্ব্বাণ। মায়াবাদ জীবকে ত' এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া শুদ্ধ জীবের সত্তা স্বীকার করিলেন না। আবার বলেন যে, ভগবান্ মায়াশ্রিত বলিয়া তাঁহাকে জড়জগতে আসিতে হইলে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়—তিনি একটি মায়িক স্বরূপ গ্রহণ না করিলে প্রপঞ্চে উদিত হইতে পারেন না। কেন না ব্রহ্মাবস্থায় তাঁহার বিগ্রহ নাই, ঈশ্বরাবস্থায় তাঁহার মায়িক বিগ্রহ হয়। অবতারসকল মায়িক শরীরকে গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করেন, আবার মায়িক শরীরকে এই জগতে রাখিয়া স্বধামে গমন করেন। মায়াবাদী ভগবানের প্রতি একটুকু অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়া-ছেন যে, জীব ও ঈশ্বরের অবতারে একটি ভেদ আছে —সেই ভেদ এই যে, জীব কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া স্থূলদেহ লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার ইচ্ছার বিরোধে কর্ম্মের স্রোতোবেগে জরা, মরণ ও জন্মপ্রাপ্ত হইতে বাধ্য হন। ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে মায়িক শরীর, মায়িক উপাধি, মায়িক নাম, মায়িক গুণাদি গ্রহণ করেন; তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তিনি সেই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধচৈতন্য হইতে পারেন; ঈশ্বর কর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু কর্ম্মফলের পরতন্ত্র ন'ন—এই সমস্ত মায়াবাদীর অসৎসিদ্ধান্ত।"

(ক্রমশঃ)

দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ধর্ম্মসম্মেলন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভা-বির্ভাব অনুষ্ঠান দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত অনুষ্ঠানের

উদ্ঘাটন করেন ২৩ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬-৩০ টায়। তিনি তাঁহার উদ্বোধন ভাষণে বলেন—

"আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। যতদিন শিক্ষা পদ্ধতিতে ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার প্রবর্ত্তন না হবে, ততদিন জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃত শান্তি আসবে না, দেশের প্রকৃত কল্যাণ হবে না। পাশ্চাত্যে দেশে ধন ও ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্য আছে, কিন্তু শান্তি নাই। তাঁরা শান্তির জন্য লালায়িত। ভারতের কোনও সাধু গেলে তাঁরা তাঁকে সম্মান করেন, আগ্রহের সহিত তাঁর কথা শুনেন। পাশ্চাত্যে ধর্ম্ম নাই তা নয় কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে তাদের ধারণা নাই। লেবাননে ইহুদী, ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বীগণের দীর্ঘসময় ব্যাপী হিংসার তাণ্ডব চল্‌ছে ধর্ম্মের নামে। আজ পর্য্যন্ত ১।১ লক্ষ নিরপরাধ ব্যক্তির মৃত্যু হ'য়েছে। তারা খুনাখুনি করবে না বলে মুখে বলে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার খুন করে; কারণ তাদের ধর্ম্মের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে ভালবাসতে শিক্ষা দিয়াছেন। নিজের প্রতিবেশীকে ভালবাসবে নিজের মত করে। ভগবানের জীব এই সম্বন্ধ দর্শনে সর্ব্বজীবে প্রীতি হয়, হিংসা আসে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম সমস্ত বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছে।" বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার অভিভাষণে বলেন—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মই জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে সমস্ত মনুষ্যের মধ্যে সম্প্রীতি আনয়নে এবং বিশ্বে শান্তি সংস্থাপনে সমর্থ। শ্রীমঠের পক্ষ হইতে মাননীয় রাজ্যপালকে সম্বর্দ্ধনাপত্র অর্পিত হয়।

বিচারপতি শ্রীভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাইন ধর্ম্মসভার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, এম্-পি তৃতীয় দিন ধর্ম্মসভায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন— 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে স্বয়ং ভগবান্ তা' আমরা জান্‌তে পারি। তাছাড়াও তাঁর জীবনের অলৌকিক কার্য্যসমূহের মধ্যে তাঁর ভগবত্তার প্রকাশ আমরা দেখ্‌তে পাই। রূপ-সনাতনের সহিত মিলন, তাঁহাদিগকে পার্ষদরূপে গ্রহণ, প্রকাশানন্দ ও বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার সবই মহাপ্রভুর পূর্ব্ব পরিকল্পিত। বাসুদেব-সার্ব্বভৌমের উদ্ধার লীলায় তাঁকে যে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি মহাপ্রভু প্রদর্শন করিয়েছিলেন, তা আজও পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে সংরক্ষিত আছে, মহাপ্রভুর ভগবত্তার ইহা জাজ্বল্যমান প্রমাণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যার উপদেশ করেন নাই, তিনি কৃষ্ণপ্রেমানুশীলন ও হরিনাম করবার এবং শিক্ষাষ্টকে 'তৃণাদপি সুনীচেন……' শ্লোকে কিভাবে কৃষ্ণনাম করতে হবে তা উপদেশ করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরণ ও শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অনন্যসাধারণ।"

বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, ডাঃ সমীর কুমার বিশ্বাস, এম্-ডি, শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন আই-জি-পি, শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুকান্তি শাস্ত্রী।

১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩টায় শ্রীমঠ-প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চাদ্বয় এবং রথে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণ সহ শ্রীমঠ হইতে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ দিয়া বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.২০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,, ১.০০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ২০.০০
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,, ১৫.০০
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, , ৫.০০
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,, ,, ৪.০০
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.২৫
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,, ২.০০
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,, ১.২০
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode ,, ২.৫০
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,, ২.৫০
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ,, ৩.০০
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] — — ,, ১৪.০০
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৫.০০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — .. ৩.০০
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ,, ৮.০০
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ,, ৪.০০
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনাবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,, ৪.০০

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।
ভিক্ষা—১'০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০'৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্বিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৯২

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৯২
৩ বিষ্ণু, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, শনিবার, ২৯ মার্চ্চ ১৯৮৬ { ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৩ পৃষ্ঠার পর]

যদি আমরা বৈষ্ণব বা শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারি-সঙ্ঘের বিহার শুদ্ধভক্তিমঠের অধিবাসিগণের সেবায় বিমুখ হ'য়ে কেবল অর্চ্চন-পথের পথিক হই, তবে আমাদের মঙ্গল সুদূর-পরাহত। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ মঠবাসিগণের কর্ত্তব্য। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ভক্তিমঠের অধিষ্ঠান নাই, অবতরণমাত্র আছে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে কেবল আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির কথা আছে; কিন্তু ভক্তি-মঠে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে চেষ্টায়ই সকলে ব্যস্ত। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হ'য়ে যদি কেহ মঠবাসিগণের মধ্যে তা'দেরই ন্যায় ইন্দ্রিয়চালন ও নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টার ন্যায় ব্যবহারাদি লক্ষ্য করে, তবে তাহা অক্ষজজ্ঞান-প্রমত্ত দ্রষ্টারই বিবর্ত্তমাত্র। যে-যে-বস্তুর দ্বারা হরি-সেবা হয়, তাহা সর্ব্বপ্রকারে মঠেই আছে। মঠবাসিগণের সেবা কর্‌লেই শ্রীনামে অধিকার হ'বে। মঠবাসিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়-দ্বারা হরিসেবা করেন। তাঁ'দের হরিজন-সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। যাঁ'দের 'হরিজন' ব'লে উপলব্ধি নাই, তাঁ'দের নিকটই মঠবাসিগণ এই সকল কথা কীর্ত্তন করেন। যাঁ'রা গৃহস্থ, তাঁ'রাও যদি নিজেদের হরি-ভজন-দ্বারা গৃহপ্রতীতি হইতে মুক্ত হ'য়ে গোলোকের অস্মিতায় বাস কর্ত্তে পারেন, গৃহের অধিবাসিগণকে স্বীয় ভোগোপকরণরূপে না জেনে' কৃষ্ণসেবোপকরণ জান্‌তে পারেন, তবে তাঁ'দেরও মঙ্গল হ'বে। আমরা ইন্দ্রিয়গ্রামকে যদি বাহ্যজগতে নিযুক্ত রাখি, তবে কখনও শ্রীনাম-পরায়ণ হ'তে পার্‌ব না।

আমাদিগকে নাম-পরায়ণ কর্‌বার জন্যই সাক্ষাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু এই স্থানে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। প্রাপঞ্চিক লোকেরা গৌরসুন্দরকে অসংখ্য ভোগের বস্তুর অন্যতমরূপে ভোগ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। তা'রা মনে কর্‌ছে,—দিব্যজ্ঞানের কথাগুলিও বুঝি তা'দেরই ইন্দ্রিয়তর্পণের অসংখ্য ভোগের সামগ্রীর ন্যায়। 'আমদানী-রপ্তানী'—আদান-প্রদান যদি ভগবান্ ও ভগবদ্দাসগণের সহিত কর্‌তে পারি, তা হ'লেই বণিক্-সমাজের আদান-প্রদানকার্য্য বা 'কর্ম্ম-বাদ' হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌ব। আমরা বাহ্যজগতের

রূপ, গুণ, বিচিত্রতা-দর্শনে ব্যস্ত—আমরা বাহ্য সংজ্ঞাতে ব্যস্ত! বাহ্যরূপ-দর্শনাদিতে যদি কৃষ্ণসম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তবেই মঙ্গল, নতুবা উহা—'মায়া'।

কৃষ্ণসেবায় যে সুখ বা দুঃখের উদয় হয়, সেই সুখের বা দুঃখের উদয়ে বাধ্য হ'য়ে গেলেই আমরা পৌত্তলিক, নাস্তিক হ'য়ে গেলাম। আমরা যা' চাচ্ছি, যিনি তা' সরবরাহ কর্‌তে পারেন, তাঁ'কেই আমরা বহুমানন করি। সংসারের জীব সকলেই আমদানী ও রপ্তানীতে ব্যস্ত।

খাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই,—পান করার কোন আবশ্যকতা নাই, যদি কৃষ্ণভজন না করি। মনুষ্যজন্ম-লাভে যে যোগ্যতা হ'য়েছিল, সেটিও না হওয়াই ভাল ছিল, যদি 'হরিভজন' না হ'ল। যদি পশুর ন্যায় খাওয়া-দাওয়া, বিলাস প্রভৃতিতেই মানুষের জীবন কেটে' যায়, তা'হলে যে যোগ্যতা-লাভ হ'য়েছিল, সেটিত' হারাণ হ'লই, তা'ছাড়া জন্মজন্মান্তরের অত্যন্ত অসুবিধার ভেতর পড়্‌তে হ'লো। "কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু।" পশুরা মানুষ হয় হরিভজন কর্‌বার জন্য।

কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সাধন—'সংকীর্ত্তন'। আর সব 'সাধন' যদি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অনুকূল বা সহায় হয়, তবেই তা'দিগকে 'সাধন' বলা যাবে, নতুবা ঐ সকলকে 'কুযোগিবৈভব' বা সাধনের ব্যাঘাত-মাত্র জান্‌তে হ'বে।

কর্ম্মবাদীর শরীর পিতামাতা হ'তে আমদানী হ'য়ে এসেছে। বর্ত্তমানে আমদানী হ'তে যেদিন তা'কে মাটীর ভেতর পুতে' ফেল্‌বে,—মুখে আগুন দেবে, সেদিন উহা রপ্তানী হ'বে। কর্ম্মফলবাদী আমদানীতে নানা বিদ্যাবুদ্ধি সংগ্রহ করেন, রপ্তানীতে তাঁ'র সব শেষ হ'য়ে যায়। সংসারের 'আমদানী-রপ্তানী' বা 'কর্ম্মফলবাদ' দুদিনের। স্বর্গসুখাদিলাভই বল, জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদিই বল, এ-সব কখনও আমরা চিরকাল রেখে' দিতে পারি না। ফুটো হাঁড়িতে কর্ম্মফলবাদি-সম্প্রদায় আমদানী কর্‌ছে, তা'দের সন্তানাদি হচ্ছে; পুত্রাদিকে রপ্তানী হ'তে চিকিৎসক-সম্প্রদায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌ছে না, ঈশ্বরের জিনিস ঈশ্বর নিয়ে নেন।

যা'রা হরিভজন করে না, তা'দের এ-সকল বুদ্ধি বা বিচার কিছুতেই আসে না। হরিভজন ব্যতীত জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক; স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক; পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক; ধনী হউক, দরিদ্র হউক; রূপবান্ হউক, পুণ্যবান্ হউক, পাপী হউক; যে-যে-অবস্থায় থাকে থাকুক, তা'দের অন্য সাধন-প্রণালী আর কিছুই নাই, 'সাধন'—একমাত্র 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন'।

"বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্" —বহুলোকে একত্র হ'য়ে যে কীর্ত্তন, তা'র নাম—'সংকীর্ত্তন'। আমার ন্যায় কতকগুলো বাজে লোকে মিলে' যদি 'হো হো' কর্‌তে থাকি, যদি চীৎকার ক'রে পিত্ত বৃদ্ধি করি, তাহ'লে কি 'সংকীর্ত্তন' করা হবে? যাঁ'রা শ্রৌতপথ আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'দের সহিত যদি কীর্ত্তন করি, তবেই 'হরি-সংকীর্ত্তন' হ'বে। ওলাউঠার উপশম বা ব্যবসায়-বৃদ্ধির জন্য যে কীর্ত্তন কিংবা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয়, তা' 'হরিসংকীর্ত্তন' নয়—উহা মায়ার কীর্ত্তন।

হরির সেবক বলেন,—'হরির সেবা কর, অন্য কিছু করো না। হরিসেবার নামে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ করো না; মনে রেখো,—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তর্পণের নামই—'সেবা'। তোমার নিজ বহির্ম্মুখ-ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি যা'তে হয়, সেটি 'সেবা' নয়। সেটিকে 'সেবা' মনে কর্‌লে তুমি আত্মবঞ্চিত হ'লে।

আমরা যদি হরির সত্যি-সত্যি সেবক বা কীর্ত্তন-কারীর সঙ্গে যোগ দেই, তবে আমাদেরও 'সংকীর্ত্তন' হবে। সংশ্রবণ হ'লেই সংকীর্ত্তন হ'বে। সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করাই আমাদের আবশ্যক। কৃষ্ণ সম্যগ্ বস্তু, তিনি হেয়, খণ্ড, অনুপাদেয়, 'অসম্যক্' বা 'আংশিক' বস্তু ন'ন। 'অমুক কামার গড়েছে, আমার চোখে বেশ ভাল লাগ্‌ছে', এর নাম—'আমার ভোগের কৃষ্ণ-ঠাকুর' ইহা—'কৃষ্ণ' নহেন। মায়া আমার চক্ষে ঠুলি দিয়ে আমাকে কৃষ্ণ দেখ্‌তে দিচ্ছে না, আমার মনগড়া —আমার ভোগের বস্তু 'পুতুল' দেখিয়ে বল্‌ছে,—এই কৃষ্ণঠাকুর। এই মায়ার বঞ্চনায় পড়ে' কখনও প্রকৃত কৃষ্ণদর্শন হয় না। কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনকারীর সহিত যেকাল পর্য্যন্ত কীর্ত্তন না করি, সেকাল পর্য্যন্ত মায়া আমাকে নানাভাবে বঞ্চনা ক'রে থাকে। যা'দের

হৃদয় নিজেদের প্রকৃত মঙ্গল চায় না, যা'রা নিজকে নিজে বঞ্চনা কর্‌তে চায়, তা'দের অনুগত হ'য়ে কীর্ত্তন কর্‌লে কোন মঙ্গল হবে না, উহা মায়ার কীর্ত্তনই হ'য়ে যাবে। মালা-তিলক-ফোঁটা লাগিয়ে ব'সে আছে, 'হো হো' কর্‌ছে,—পিত্তবৃদ্ধি কর্‌ছে,—গুরুর নিকট শ্রবণ করে নাই—কীর্ত্তন কর্ত্তে জানে না,—তা'দের অনুগত হ'লে সংকীর্ত্তন হবে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৫ পৃষ্ঠার পর]

কোন প্রয়োজনসিদ্ধি উদ্দেশ করিলে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বগত মহাত্মাগণ পরম প্রীতিরূপ প্রয়োজনসিদ্ধি করিবার জন্য নিজ নিজ অধিকার অনুসারে অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়গুলি অভিধেয় বিচারে আলোচিত হইবে।

পরমার্থসিদ্ধির যতপ্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে সমুদায় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। সেই তিন শ্রেণীর নাম—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠান স্বরূপ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করার নাম কর্ম্ম। বিধি ও নিষেধ, কর্ম্মের দুই ভাগ। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নিষিদ্ধ। কর্ম্মই বিধি। কর্ম্ম তিন প্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য, তাহা নিত্য। শরীর-যাত্রা, সংসারযাত্রা, পরহিতানুষ্ঠান, কৃতজ্ঞতাপালন ও ঈশ্বরপূজা এইপ্রকার কার্য্যসকল নিত্যকর্ম্ম। কোন ঘটনাক্রমে যাহা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে, তাহা নৈমিত্তিক। পিতৃবিয়োগঘটনা হইতে তৎপরিত্রাণচেষ্টা প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। লাভাকাঙ্ক্ষায় যে সকল অনুষ্ঠান করা যায় সে সমুদায় কাম্য, যথা—সন্তানকামনায় যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

সুন্দররূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে শারীরিক বিধি, নীতিশাস্ত্র, দণ্ডবিধি, দায়বিধি, রাজ্যশাসনবিধি কার্য্যবিভাগবিধি, বিগ্রহবিধি, সন্ধিবিধি, বিবাহবিধি, কালবিধি ও প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিধি সকলকে ঈশভক্তির সহিত সংযোজিত করিয়া একটী সংসারবিধিরূপ ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। সর্ব্বজাতির মধ্যেই এরূপ অনুষ্ঠান কোন না কোনরূপে কৃত হইয়াছে। ভারতভূমি সর্ব্বার্য্যজুষ্ট, অতএব সর্ব্বজাতির আদর্শস্থল হইয়াছে; যেহেতু ঐ সমস্ত বিধি অতি সুন্দররূপে সংযোজিত হইয়া বর্ণাশ্রমরূপ একটী চমৎকার ব্যবস্থারূপে ঐ ভূমিতে বর্ত্তমান আছে। অন্য কোন জাতি এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। অন্যান্য জাতির মধ্যে স্বভাবানুযায়ী কার্য্য হয় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিসকল অসংলগ্নরূপে ব্যবস্থাপিত আছে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে সমস্ত বিধিবিধান পরস্পর সংযোজিত হইয়া ঈশভক্তির সাহায্য করিতেছে। ভারতনিবাসী ঋষিগণের কি অপূর্ব্ব ধী-শক্তি! তাঁহারা অন্যান্য অনেক জাতির অত্যন্ত অসভ্যকালে (অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীন কালে) অপরাপর জাতির বিচারশক্তি সাহায্য না লইয়াও কেমন আশ্চর্য্য ও সমঞ্জস ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিলেন। ভারতভূমিকে কর্ম্মভূমি বলিয়া অন্যান্য দেশের আদর্শ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ঋষিগণ দেখিলেন যে, স্বভাব হইতে মনুষ্যের কর্ম্মাধিকার উদয় হয়। অধিকার বিচার করিয়া কর্ম্মের ব্যবস্থা না করিলে কর্ম্ম কখনই উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। অতএব স্বভাব বিচার করিয়া কর্ম্মাধিকার স্থির করিলেন। স্বভাব চারি প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বভাব, ক্ষত্রস্বভাব, বৈশ্যস্বভাব ও শূদ্রস্বভাব। তত্তৎ স্বভাবানুসারে মানবগণের তত্তদ্বর্ণ নিরূপণ করিলেন। ভগবদ্গীতার শেষে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥

আর্য্যদিগকে স্বভাব হইতে উৎপন্ন গুণক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিভাগে বিভক্ত

করিয়া তাহাদের কর্ম্ম বিভাগ করা হইয়াছে।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং ॥

শম (মনোবৃত্তির নিগ্রহ), দম (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ), তপ (অভ্যাস), শৌচ (পরিষ্কারতা), ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জব (সরলতা), জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই নয়টী স্বভাবজ কর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নং।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্মস্বভাবজং ॥

শৌর্য্য, তেজো, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে নির্ভয়তা, দান ও ঈশ্বরের ভাব এই সাতটী ক্ষত্র স্বভাবজ কর্ম্ম।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং।
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ॥

কৃষিকার্য্য, পশুরক্ষা ও বাণিজ্য এই তিন বৈশ্য-স্বভাবজ কর্ম্ম। নিতান্ত মূর্খ লোকেরা পরিচর্য্যারূপ শূদ্রস্বভাবজ কর্ম্ম করেন। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে অভি-নিবিষ্ট থাকিয়া মানবগণ সিদ্ধিলাভ করেন।

এইপ্রকার স্বভাবজ গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা বর্ণবিভাগ করিয়াও ঋষিগণ দেখিলেন, যে সংসারস্থ ব্যক্তির অবস্থাক্রমে আশ্রম নিরূপণ করা আবশ্যক। তখন বিবাহিত ব্যক্তিগণকে গৃহস্থ, ভ্রমণকারী বিদ্যার্থী পুরুষদিগকে ব্রহ্মচারী, অধিক বয়সে কর্ম্ম হইতে বিশ্রামগৃহীতা পুরুষদিগকে বানপ্রস্থ ও সর্ব্বত্যাগী-দিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া চারিটী আশ্রমের নির্ণয় করিলেন। বর্ণব্যবস্থা ও আশ্রম সকলের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপণ করত স্ত্রী ও শূদ্রগণের সম্বন্ধে একমাত্র গৃহস্থাশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ব্রহ্ম-স্বভাবসম্পন্ন পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কেহ সন্ন্যাসাশ্রম লইতে পারিবেন না, এরূপ ব্যবস্থা করতঃ তাঁহাদের অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্নতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সমস্ত শাস্ত্র-গত ও যুক্তিগত বিধি নিষেধ এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত এই ক্ষুদ্র উপসংহারে সমস্ত বিধির আলোচনা করা দুঃসাধ্য, অতএব আমি এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইতেছি, যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটী সংসার যাত্রা বিষয়ে একটী চমৎকার বিধি। আর্য্যবুদ্ধি হইতে যতপ্রকার ব্যবস্থা নিঃসৃত হইয়াছে, সর্ব্বাপেক্ষা এই বিধি আদরণীয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ভিন্নদেশীয় লোকেরা কিয়ৎপরিমাণে অবিবেচনা-পূর্ব্বক ও কিয়ৎপরিমাণে ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন। অস্মদ্দেশীয় অনভিজ্ঞ যুবক-বৃন্দও এতদ্ব্যবস্থার অনেক নিন্দা করেন। স্বদেশ-বিদ্বেষই তাহার প্রধান কারণ। তাৎপর্য্যানুসন্ধানের অভাব ও বিদেশীয় ব্যবহার অনুকরণপ্রিয়তাও প্রধান কারণ মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থটী সম্প্রতি দূষিত হইয়াছে। ইহাতে সন্দেহ কি? তাৎপর্য্যবিৎ পণ্ডিতের অভাব হওয়ায়, উহা ভিন্নরূপে চালিত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্যই সম্প্রতি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোকের নিকট নিন্দার্হ হইয়াছে। বর্ণাশ্রমব্যবস্থা দোষশূন্য, কিন্তু তাহা অযথাক্রমে চালিত হইলে কিরূপে নির্দ্দোষ থাকিতে পারে? আদৌ স্বভাবজ ধর্ম্মকে বংশজ ধর্ম্ম করায় ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য হইতেছে। ব্রাহ্মণের অশান্ত সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে ও শূদ্রের সন্তান পণ্ডিত ও সান্ত-স্বভাব হইলেও শূদ্র হইবে, এরূপ ব্যবস্থা মূল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ। প্রাচীন রীতি এই ছিল যে সন্তান উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কুলবৃদ্ধগণ, কুলগুরু, কুলাচার্য্য, ভূস্বামী ও গ্রামস্থ পণ্ডিতবর্গ তাহার স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নিরূপণ করিতেন। বর্ণ-নিরূপণকালে বিচার্য্য এই ছিল যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে কি না। নিসর্গবশতঃ এবং উচ্চাভিলাষজনিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ, উচ্চবংশীয় সন্তানেরা প্রায়ই পিতৃবর্ণ লাভ করিতেন। কেহ কদাচ অক্ষমতাবশতঃ নীচবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। পক্ষান্তরে নীচবর্ণ পুরুষদিগের সন্তানেরা উল্লিখিত সংস্কারসময়ে অনেক স্থলে উচ্চবর্ণ লাভ করিতেন। পৌরাণিক ইতিহাস দৃষ্টি করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময় হইতে অন্ধপরম্পরা নাম-মাত্র-সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কার্য্য না পাওয়ায় আর্য্যযশঃ-সূর্য্য অস্তপ্রায় হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যায় নারদ বলিয়াছেন ঃ—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাদিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥

পুরুষের বর্ণাদিব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ঐ লক্ষণ অন্যবর্ণজাত সন্তানে দৃষ্ট হইলে তাহাকে

সেই লক্ষণানুসারে তদ্বর্ণে নির্দ্দেশ করিবেন, অর্থাৎ কেবল জন্ম দ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাবজ ধর্ম্মটী ক্রমশঃ বংশজ হইয়া উঠিবে। মহৎ লোকের সন্তান মহৎ হয়, ইহাও কিয়ৎপরিমাণে স্বাভাবিক, কিন্তু এইটী কখনও ব্যবস্থা হইতে পারে না। সংসারকে ঐ প্রকার অন্ধপরম্পরা পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বভাবজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বার্থপর ও অতত্ত্বজ্ঞ স্মার্ত্তদিগের হস্তে ধর্ম্মশাস্ত্র ন্যস্ত হওয়ায় যে বিপদ্ আশঙ্কায় বিধান করা হইয়াছিল, সেই বিপদ্ ব্যবস্থাপিত বিধিকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। সুবিধানের মধ্যে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, সেই মল দূর করাই স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ। কিয়দংশে মল প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। অতএব হে স্বদেশহিতৈষি মহাত্মগণ! আপনারা সমবেত হইয়া আপনাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দোষ ব্যবস্থা সকলকে নির্ম্মল করতঃ প্রচলিত করুন। আর বিদেশীয় লোকের অন্যায় পরামর্শক্রমে স্বদেশের সদ্বিধি লোপ করিতে যত্ন পাইবেন না। যাঁহারা ব্রহ্মা, মনু, দক্ষ, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ভীষ্ম, ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহানুভবগণের কীর্ত্তিসন্ততি স্বরূপ এই ভারতভূমিতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা কি নবীন জাতি নিচয়ের নিকট সাংসারিক ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? অহো! লজ্জা রাখিবার স্থান দেখি না! বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা নির্দ্দোষরূপে পুনঃপ্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতিই হইতে পারিবে. ইহা আমার বলা বাহুল্য। ঈশ্বরভাবমিশ্রিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সকলেই আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিবেন, ইহাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

(ক্রমশঃ)

'মায়াবাদ' ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১৯ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমুরারি গুপ্তগৃহে বরাহভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এইমত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন ॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে ॥
সর্ব্ববেদময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ-ভব আদি গায় যাহার চরিত্র ॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ৩।৩৬-৪০

'অপাণিপাদঃ' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে যে শ্রীভগবানের প্রাকৃত হস্তপদাদি নিরাকরণ করিয়া চিন্ময় হস্তপদাদিরই স্তব করা হইয়াছে, ইহা নির্ব্বিশেষবাদিগণ স্বীকার করিতে চাহেন না। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি সকল শাস্ত্রেই শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌কে প্রপঞ্চে প্রকটলীলা করিতে হইলে মায়িকশরীর ধারণ না করিলেই চলিবে না, মায়াধীশ ভগবান্‌কে জড় কর্ম্মফলবাধ্য মায়াধীন জীবের ন্যায় মায়িক দেহ ধারণ করিতে হইবে, এইসকল অসৎ সিদ্ধান্ত প্রচার দ্বারা মায়াবাদী ভক্তের হৃদয়ে নিদারুণ শেল বিদ্ধ করিতে চাহেন। 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে' (শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮) ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে— শ্রীভগবানের প্রাকৃতইন্দ্রিয়-সাহায্যে কোন কার্য্য নাই, যেহেতু তাঁহার প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয় নাই, কোন বস্তুই তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিকরূপে দৃষ্ট হয় না, তিনি অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব, তিনি অনন্ত অবিচিন্ত্য শক্তিমত্তত্ত্ব, তাঁহার সেই

শক্তির নাম 'পরাশক্তি'। এক হইয়াও সেই স্বাভাবিকী পরাশক্তি জ্ঞান (সম্বিৎ), বল (সন্ধিনী) ও ক্রিয়া (হলাদিনী) ভেদে ত্রিবিধা।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"সন্ধিনীর সার অংশ 'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥
কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥
হলাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৬৪- ৯

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"সত্তাবিস্তারিণী সন্ধিনীশক্তির সারাংশের নাম 'শুদ্ধসত্ত্ব'। সত্ত্ব দুই প্রকার—মিশ্র সত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্ব। বস্তুসত্তারই নাম—সত্ত্ব। সন্ধিনীর ক্রিয়া ব্যতীত কোন সত্ত্বই হইতে পারে না। ভগবানের সত্তাপ্রকাশও সেই সন্ধিনীর কার্য্য। শুদ্ধ চিত্তত্ত্বে সন্ধিনীর যে ক্রিয়া, তাহারই নাম 'শুদ্ধসত্ত্ব'। ভগবানের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি কৃষ্ণের শুদ্ধ-সত্ত্বের বিকার অর্থাৎ বিশেষরূপ কার্য্য। এই স্থলে এই তত্ত্ব স্পষ্ট বুঝিবার জন্য আরও জানা উচিত যে, স্বরূপ—অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী চিজ্জগতের সমস্ত সত্তা অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ, ভগবানের দাস, দাসী, সঙ্গিনী, পিতামাতা প্রভৃতি সমস্ত চিন্ময় স্বরূপের সত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। মায়াশক্তিগত সন্ধিনী জড় জগতের সমস্ত ভৌতিক সত্তা বিস্তার করিয়াছেন এবং জীবশক্তিগত সন্ধিনী জীবের চিৎকণরূপ সত্তা বিস্তার করিয়াছেন।"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিতেছেন—

"কৃষ্ণের মাতাপিতা, স্থান-গৃহাদি শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি। পরিণত শুদ্ধসত্ত্বে ভগবানের স্বরূপ শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মকরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কৃষ্ণের আকরস্থল যে শুদ্ধসত্ত্ব, তাহাতে কৃষ্ণোৎপত্তির স্বরূপ দেখা গেলেও কৃষ্ণ বসুদেবাত্মক শুদ্ধসত্ত্বমাত্র নহেন, তিনি অদ্বয়জ্ঞান সম্বিৎসার ভগবজ্জ্ঞানের নিত্যাধিষ্ঠাতৃদেব চিৎ-স্বরূপ।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

"অনন্তশক্তিমধ্যে কৃষ্ণের তিনশক্তি প্রধান।
ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি নাম॥
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব—চিত্ত-অধিষ্ঠাতা॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মেলি' প্রপঞ্চ রচন॥
ক্রিয়াশক্তিপ্রধান—সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ॥
মায়াদ্বারে সৃজে তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহশক্তি॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।২৫২-২৫৭, ২৫৯-২৬১

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের অনন্তশক্তিমধ্যে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিই প্রধান। ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হয়। জ্ঞানশক্তি-প্রধান বাসুদেব ও ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ। এই তিনের তিন শক্তি লইয়াই প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট বা প্রকটিত হইয়াছে। অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় চিচ্ছক্তি দ্বারা চিচ্ছক্তিবিলাসরূপ গোলোক বৈকুণ্ঠাদিধাম প্রকট করিয়াছেন। সঙ্কর্ষণই কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে দূর হইতে মায়াকে ঈক্ষণ করেন। তাঁহারই ঈক্ষাশক্তিপ্রভাবে জড়া প্রকৃতি ক্রিয়াবতী হইয়া চরাচর জগৎ প্রসব করেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেও উক্ত চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ অঃ ১০৮-১১২ শ্লোকালোচনায় দেখিয়াছি, শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥"

বিঃ পুঃ ১।২২।৫৩

অর্থাৎ "একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে।"

কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি—এই তিনটি স্বাভাবিকী শক্তিপরিণতির কথা পরম প্রামাণিক বিষ্ণুপুরাণেও কথিত হইয়াছে—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

বিঃ পুঃ ৬।৭।৬১

অর্থাৎ "বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা সংজ্ঞা-বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তিই চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তিই জীবশক্তি (যাহাকে মায়ারূপা অবিদ্যা হইতে অপরা বা ভিন্না বলিয়া উক্ত হইয়াছে)। কর্ম্ম-সংজ্ঞারূপা অবিদ্যাশক্তির নাম মায়া।"

শ্রীভগবানের এই চিচ্ছক্তির কথা শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও (১।৩) উক্ত হইয়াছে—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥

"অর্থাৎ ব্রহ্মবাদিগণ ধ্যানযোগে ভগবানে নিজপ্রভাব দ্বারা সংবৃতা ও আত্মভূতা চিচ্ছক্তিকে নিখিল কারণ-রূপে দর্শন করিয়াছিলেন। ভগবান্ একমাত্র শক্তি-মত্তত্ত্ব। তিনি কাল ও জীবের সহিত স্বভাবাদি নিখিল কারণসমূহকে নিয়মিত করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন।"

উক্ত চিচ্ছক্তি বিষয়ে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী-গীতায়ও উক্ত হইয়াছে—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥ গীঃ ৪।৬

অর্থাৎ "আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয় স্বরূপ, স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয় করিয়া তদ্দ্বারা স্বস্বরূপে জীবের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় লিখিতেছেন—অমরকোষ অভিধানে প্রকৃতি শব্দে স্বরূপ ও স্বভাব—উভয় অর্থই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যসত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপেই আবির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি' —এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণ 'প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ 'নিজ স্বভাব অবলম্বনপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় সম্ভূত হই'। নিজ স্বভাব সচ্চিদানন্দঘনৈকরসস্বরূপে চিচ্ছক্তি যোগমায়াকে অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীভগবান্ তাঁহার জন্মাদিলীলা আবিষ্কার করেন। তাহাতে ত্রিগুণময়ী জড়মায়ার কোন কৃত্য নাই।

জীবশক্তি বিষয়েও শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (৬।১৬) বলিতেছেন—

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসার মোক্ষস্থিতি বন্ধ-হেতুঃ॥

অর্থাৎ তিনি (ভগবান্) বিশ্বকর্ত্তা বা সর্ব্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা বা সর্ব্বপ্রাপ্ত (বিদির্লাভ ইতি), আত্মযোনি অর্থাৎ জীবান্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, কালকর্ত্তা বা কালের প্রবর্ত্তক (রলয়োরভেদো বিচারে 'কালকাল' পাঠে কালেরও কাল বা নিয়ন্তা এই অর্থ), সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তক ('সর্ব্ববিদ্ যঃ' পাঠান্তরে যিনি সর্ব্বজ্ঞ বা সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন) প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতি (প্রকৃতি ও জীব-পুরুষের নিয়ামক) গুণেশ (অনন্তকল্যাণগুণবারিধি অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের অধীশ্বর)—মায়াশক্তি, জীবশক্তি ও চিচ্ছক্তিরও অধীশ্বর—শক্তি-মত্তত্ত্ব এবং সংসারের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধনের মূল কারণ (প্রকৃতি সম্বন্ধলক্ষণাত্মক সংসার হইতে মোক্ষ-লাভ, সংসারস্থিতিরূপ সর্গ অর্থাৎ উৎপত্তি বা সৃষ্টি-কালিক অবস্থানে, প্রলয়সাধারণে এবং সংসৃতি-বন্ধনে শ্রীভগবান্ই মূল কারণ, যেহেতু ভগবদ্ বিস্মৃতি হইতেই সংসারবন্ধন উপস্থিত হইয়া থাকে)।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ও তটস্থাখ্যা জীবশক্তি সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও (গীঃ ৭।৪-৫) লিখিয়াছেন—

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ-

মহাভূত এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটি জড়ত্বহেতু শ্রীভগবানের অপরা বা অনুৎকৃষ্টা প্রকৃতি। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিনিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গা মায়াশক্তিনিঃসৃত অচিজ্জগৎ বা জড়জগৎ, —এই উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে তটস্থাশক্তি বলা হইয়াছে। এই তটস্থাশক্তি হইতে সমস্ত জীব নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে চৈতন্যবিশিষ্ট করিয়াছে। চৈতন্যতা হেতুই এই শক্তির উৎকৃষ্টতা এবং তজ্জন্যই ইহাকে 'পরা প্রকৃতি' বলা হয়।

মায়াশক্তি বিষয়েও শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (শ্বেঃ ৪।৫) বলিতেছেন—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যাঃ ॥

এই শ্রুত্যর্থ এইরূপ ঃ—জগৎ প্রকৃতিকে রূপকভাবে 'অজা' কল্পনা করিয়া বলা হইতেছে—সরূপ অর্থাৎ সমান রূপ বা আপনার অনুরূপ বহু প্রজা বা সন্তানের প্রসবকারিণী লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণবর্ণযুক্তা অর্থাৎ রজঃ সত্ত্ব তমোগুণময়ী অথবা তেজ, জল ও পৃথিবীরূপা এক অজা বা ছাগীতুল্যা প্রকৃতিকে একটি অজ অর্থাৎ ছাগতুল্য অবিদ্বান্ বা অবিদ্বৎপ্রতীতিবিশিষ্ট বা অবিদ্যাগ্রস্ত বদ্ধজীব 'জুষমাণঃ' সেবমানঃ সন্ (অর্থাৎ ভোগপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া তৎপশ্চাৎ) অনুশেতে (অনুগমন করে—তামনুসৃত্য শেতে তিষ্ঠতি অর্থাৎ তাহার ভোগে প্রবৃত্ত হয়।) আবার অন্য অজ (অপর বিদ্বান্ বা বিদ্বৎপ্রতীতিবিশিষ্ট জীব) ভুক্তভোগাং এনাং জহাতি (কঞ্চিৎকালং ভুক্ত্বা) উৎপন্নবৈরাগ্যঃ ত্যজতীত্যর্থঃ অর্থাৎ প্রকৃতিকে কিছুকাল ভোগ করিবার পর সদ্গুরুকৃপাক্রমে বৈরাগ্যোদয়ে সেই প্রকৃতিকে ত্যাগ করে অর্থাৎ প্রকৃতি-ভোগাকাঙ্ক্ষা হইতে নিবৃত্ত হয়।

উক্ত শ্রুতিবাক্যের পরবর্ত্তি শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশিতি ॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽ
নীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ-
মস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥"

—শ্বেতাশ্বতর ৪।৬-৭

ঐ শ্রুতিবাক্যদ্বয় মুণ্ডকেও (৩।১।১-২) দৃষ্ট হয়। উহা ব্যতীত মুণ্ডক ৩।১।৩ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে—

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥"

উক্ত শ্রুত্যর্থ এইরূপ—সযুজা (সযুজৌ—সদা সংযুক্তৌ) সখায়া (সখায়ৌ—সমান-স্বভাবৌ বা সখ্যভাবাপন্নৌ) দ্বা (দ্বৌ) সুপর্ণা (সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ পক্ষিরূপেণ কল্পিতৌ জীবাত্মপরমাত্মানৌ) সমানং (একং) বৃক্ষং (বৃক্ষরূপেণ কল্পিতং দেহং) পরিষস্বজাতে (আলিঙ্গিতবন্তৌ) তয়োঃ (জীবপরমাত্মনোঃ) অন্যঃ (অন্যতরঃ—জীবঃ) স্বাদু (পক্বং ভোগযোগ্যমিত্যর্থঃ) পিপ্পলং (অশ্বত্থফলসদৃশং কর্ম্মফলং সুখদুঃখরূপং) অত্তি (উপভুঙ্ক্তে) অন্যঃ (অন্তর্যামী পরমাত্মা) তু পুনঃ অনশ্নন্ (অভুঞ্জানঃ) অভিচাকশীতি (সাক্ষিরূপেণ পশ্যতীত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

পুরুষঃ (জীবঃ) সমানে (একস্মিন্ জীবান্তর্য্যামিসাধারণে) বৃক্ষে (বৃক্ষবৎ ছেদনার্হে নশ্বরে দেহে) নিমগ্নঃ (অবিদ্যয়া তাদাত্ম্যবুদ্ধ্যা তদেকতামাপন্নঃ সন্) অনীশয়া (ভোগ্যভূতয়া প্রকৃত্যা) মুহ্যমানঃ (মোহং প্রাপ্তঃ সন্—পরাভিধ্যানাৎ অর্থাৎ প্রকৃত্যধ্যাসাৎ—দেহোঽহমিতি মননাৎ তিরোহিত-জ্ঞানানন্দলক্ষণস্বস্বরূপঃ সন্—ভাঃ ৩ ২।৬ দ্রষ্টব্য।) শোচতি (দেহাদ্যনিত্যবস্তুসংসর্গকৃতানি দুঃখানি অনুভবতি) (স এব) যদা (যস্মিন্‌কালে সদ্গুরূপসত্তিক্রমেণ তৎকৃপয়া) জুষ্টং (সেবয়া পরিতুষ্টং) অন্যং (প্রাকৃতদেহাদ্যুপাধি সম্বন্ধরহিতং অপ্রাকৃততনুং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং) ঈশং (ভগবন্তং পরমেশ্বরং) পশ্যতি (সদ্গুরুদত্তেন দিব্যজ্ঞানচক্ষুষা—প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন সাক্ষাৎ করোতি) (তদা) বীতশোকঃ (সর্ব্বদুঃখরহিতঃ সন্) অস্য (ঈশস্য)

মহিমানং (অপ্রাকৃত নামরূপগুণলীলাদিকং স্বপ্রকাশানন্দাত্মরূপং) এতি (প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

যদা (যস্মিন্‌কালে) পশ্যঃ (সদ্গুরুকৃপয়ালব্ধঃ দিব্যজ্ঞানচক্ষুর্দ্রষ্টা ভাগ্যবান্ জীবঃ) রুক্মবর্ণং (সুবর্ণবর্ণং) কর্ত্তারং (প্রভুং) ব্রহ্মযোনিং (যন্নাভিকমলাদ্ ব্রহ্মণ আবির্ভাবঃ তদ্ দ্বিতীয় পুরুষাবতারং গর্ভোদশায়িনং) ঈশং (ভগবন্তং) পুরুষং (পুরুষাদদৎ শ্রীভগবতঃ সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপং) পশ্যতে (সাক্ষাৎ করোতি) তদা (তৎকালে) বিদ্বান্ (সর্ব্বাবিদ্যা-মুক্ততত্ত্বজ্ঞঃ সন্) পুণ্যপাপে বিধূয় (পাপপুণ্যজনিত সংস্কারান্ পরিমুচ্য) নিরঞ্জনঃ (নিরূপাধিকঃ) পরমং সাম্যং (আত্মনং অপহতপাপ্মত্বাদ্যষ্টলক্ষণং) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥

অর্থাৎ সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী (পক্ষিরূপে কল্পিত জীবাত্মা পরমাত্মা) একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ মায়াধীন জীব দেহকে দেহিজ্ঞানে নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। আর একজন অর্থাৎ মায়াধীশ পরমেশ্বর উহা ভোগ না করিয়া সাক্ষি-স্বরূপে পরিদর্শন করিতেছেন। কর্ম্মফলের ভোক্তাজীব একই দেহরূপ বৃক্ষে অবস্থানপূর্ব্বক মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি জন্য স্বস্বরূপবিস্মৃতিবশতঃ শোক করেন (অর্থাৎ দেহাদি অনিত্যবস্তু সংসর্গকৃত দুঃখাদি অনুভব করেন)। আবার সেই ব্যক্তি যখন সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে তৎকৃপায় তদ্দত্ত দিব্যজ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য প্রাকৃত দেহাদি অনিত্য সম্বন্ধরহিত অপ্রাকৃত—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহস্বরূপ পরমেশ্বরকে দেখিতে পান, তখন তিনি সর্ব্বদুঃখ রহিত হইয়া সেই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলাত্মক মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হন অর্থাৎ অনুশীলন-সৌভাগ্য লাভ করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

শ্রীল রূপগোস্বামী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ৩০২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামীর মাধ্যমে বৃন্দাবনের রসকেলি সম্বন্ধে এবং ব্রজপ্রেমলাভের অভিধেয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥
—চৈঃ চঃ আ ৫।২০৩

শ্রীরূপদ্বারা ব্রজের রস-প্রেমলীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।৮৭

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভোর্বিধৌ প্রাগিব লোক সৃষ্টিম্ ॥
—চৈঃ চঃ ম ১৯।১

'সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক ভগবত্তত্ত্ব) প্রেরণা করিয়াছিলেন, সেইরূপ রূপগোস্বামীতে সমুৎসুক হইয়া নিজশক্তি সঞ্চারণপূর্ব্বক কালধর্ম্মে লুপ্ত বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা বিস্তার করিয়াছিলেন।'

'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ লিখিবার সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট হইতে প্রয়াগে শ্রীরূপগোস্বামী লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ ১।২ শ্লোকে শ্রীল রূপগোস্বামী উহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

হৃদির্যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোহহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥

'হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণাদ্বারা সামান্য কাঙ্গালরূপ আমি ভক্তিগ্রন্থ রচনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব হরির পদকমল আমি বন্দনা করি।'

ভক্তিশাস্ত্র লিখন পঠনাদি ভক্ত্যঙ্গসাধনে শ্রীল প্রভুপাদ (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ) এতৎপ্রসঙ্গে যে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যথা—

'এতাদৃশ বৈরাগ্যবিশিষ্ট জীবনে তাঁহারা কখনও ভক্তিরসশাস্ত্র লিখিয়া কৃষ্ণভজন করিতেন, কোন সময়ে নামসংকীর্ত্তন এবং কোন সময় গৌরলীলা স্মরণ-মননাদি দ্বারা কৃষ্ণভজন করিতেন। প্রাকৃত সহজিয়াদিগের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রবল যে, ভক্তিশাস্ত্র লিখন-পঠনাদি পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূর্খতা-সাধনোদ্দেশে শাস্ত্রাদি আলোচনা হইতে বিরাম লাভই ভক্তির সাধন। শ্রীরূপানুগভক্তের তাদৃশ কথায় আস্থা নাই; তবে সাধকের শাস্ত্র লিখন পঠনাদিতে যদি অর্থোপার্জ্জন বাঞ্ছামূলে জড়েন্দ্রিয় তর্পণ, জড়ীয় প্রতিষ্ঠা বা পূজা-লাভ বা অন্য কোন ক্ষুদ্র অবান্তর উদ্দেশ্য থাকে—যাহা উপশাখা নামে কথিত,—তাহা হইলে সেরূপ ভ্রষ্টাচার-পরায়ণের কখনও মঙ্গল হয় না। প্রকৃত শ্রীমদ্ রূপানুগের এরূপ ক্ষুদ্র ফলভোগমূলক কর্ম্মবাসনা নাই।' —শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামীর মাধ্যমে সূত্ররূপে ভক্তিরসের লক্ষণ বর্ণন প্রসঙ্গে এবং পারাপারশূন্য ভক্তিরসসিন্ধুর বিন্দু আস্বাদন বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান করিতে গিয়া কৃষ্ণভক্তির সুদুর্ল্লভত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। জীব অনুচৈতন্যস্বরূপ। অনন্ত জীবগণ দুই প্রকার—স্থাবর ও জঙ্গম। জঙ্গম (সচল) প্রাণী তিন প্রকার—খেচর, জলচর, স্থলচর। স্থলচরের মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্প সংখ্যক। মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা বেদ মানেন না (যথা—ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবরাদি) তাহাদিগকে বাদ দিলে বেদ মানে এইরূপ লোকের সংখ্যা অত্যল্প। বেদনিষ্ঠ ব্যক্তি দুই প্রকার—ধর্ম্মাচারী ও অধর্ম্মাচারী। ধর্ম্মাচারীর মধ্যে অধিকাংশ কর্ম্মনিষ্ঠ। কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে একজন জ্ঞানী, কোটী জ্ঞানীমধ্যে একজন মুক্ত শ্রেষ্ঠ এবং কোটী মুক্ত-মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত। ভক্তি জন্মোপযোগী সুকৃতিরূপ ভাগ্যোদয়েই জীবের পক্ষে সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণ-ভক্তি লভ্য হয় এবং গুরু ও কৃষ্ণকৃপাতেই ভক্তিলতার বীজের প্রাপ্তি ঘটে। অনুরাগময়ী শুদ্ধাভক্তির আশ্রয়-স্থল ব্রহ্মাণ্ডে, বিরজায়, ব্রহ্মলোকে ত' নাইই, এমনকি বৈকুণ্ঠও ভক্তিলতার সম্পূর্ণ আশ্রয়স্থল নহে। বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষই রাগময়ী ভক্তির পরিপূর্ণাশ্রয় স্থল। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিষয়টী সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহা মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল ॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি' যায় পাতা ॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম ॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন ॥

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫১-১৬১

শ্রীল প্রভুপাদ উপরিউক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাঁহার অনুভাষ্যে এইরূপভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন—'শ্রবণকীর্ত্তনাদি জলসেবন প্রভাবে উপশাখা পুষ্ট হইয়া বর্দ্ধমান হয়, তাহাতে মূল ভক্তিলতিকা বাড়িতে না পাইয়া থামিয়া যায়। শ্রবণ ও কীর্ত্তন নিরপরাধে অর্থাৎ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অপরাধের সহিত অনুষ্ঠান করিতে করিতে জীবগণ ভোগপরায়ণ, বন্ধ-মোচনাকাঙ্ক্ষী, সিদ্ধিলোভী, কপটতাশ্রিত, অবৈধ-যোষিৎলম্পট, মিছাভক্তি বা প্রাকৃত সহজিয়া-বাদের পরিপোষণকারী, শৌক্র-বংশ-মর্য্যাদার ছলনাদ্বারাই পারমাথিক মর্য্যাদার আগ্রহবিশিষ্ট পরীক্ষিৎ প্রদত্ত

কলির স্থানপঞ্চকের অধিবাসী, বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি-কারী, নাম-মন্ত্র-বিগ্রহ-ভাগবতজীবী অশুক্ল-বৃত্তিদ্বারা ধনাদি সংগ্রহে তৎপর, নির্জ্জন-ভজনানন্দী বলিয়া প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী, চিজ্জড় সমন্বয়বাদ-পোষণ দ্বারা যশোলাভেচ্ছু অথবা গুরুব্রুবের দাস্যসূত্রে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধী অদৈব বর্ণাশ্রমের অধীন ও পোষক প্রভৃতি বহুবিধ আখ্যায় আখ্যাত হইয়া,—অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয় তর্পণ-প্রমত্ত হইয়া শুদ্ধভক্তি ব্যতীত নশ্বর অবান্তর বস্তুর লাভোদ্দেশ্যে নির্ব্বোধ লোকগণকে বঞ্চনা পূর্ব্বক জগতে ধাম্মিক বা সাধু বা মহৎ বলিয়া পরিচয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়ে, বাস্তবিক শুদ্ধ-হরিসেবা হইতে পারে না।

যদি পূর্ব্বকথিত উপশাখার অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ সমূলে বিনষ্ট করেন তাহা হইলেই মূল ভক্তিলতিকার শাখা বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত প্রেমফল প্রসব করে ; নতুবা উপশাখার প্রাবল্যে হরি-ভজন হইতে চিরতরে অবসর গ্রহণ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে (স্বর্গাদি উচ্চলোকে, মর্ত্ত্যলোকে বা নরকে) ক্লেশ-লাভই অপরিহার্য্য।'

রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পাঁচ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। গৌণ রস সপ্ত-প্রকারের—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়।

> পঞ্চরস 'স্থায়ী' ব্যাপী রহে ভক্তমনে।
> সপ্ত গৌণ 'আগন্তুক' পাইয়ে কারণে ॥—চৈঃ চঃ

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মুখ্যরস স্থায়িভাবেই ভক্তহৃদয়ে থাকে। হাস্যোদ্ভুত ইত্যাদি গৌণরসগুলি কারণ উপস্থিত হইলে ভক্তহৃদয়ে আগন্তুকভাবে উদিত হইয়া মুখ্যরসকে পুষ্টি করিয়া নিবৃত্ত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপশিক্ষায় পঞ্চ মুখ্যরসের মধ্যে মধুররসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ, দাস্যের তদতিরিক্ত সেবন, সখ্যে বিশ্রম্ভ (অসঙ্কোচ) সেবা, বাৎসল্যে পালন, মধুররসে নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন—পর পর গুণাধিক্য বিদ্যমান। যেমন মৃত্তিকায় আকাশাদির সমস্ত গুণের স্থিতি রহিয়াছে, তদ্রূপ মধুররসে সমস্ত রসের বিদ্যমানতা। এইহেতু মধুররসের শ্রেষ্ঠত্ব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে দশদিন অবস্থান করতঃ শ্রীরূপগোস্বামীকে শিক্ষা প্রদান করিয়া প্রয়াগ হইতে বারাণসী যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলে শ্রীল রূপ-গোস্বামীও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত যাইতে ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামীকে বৃন্দাবনে যাইতে এবং বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে গৌড়দেশ হইয়া নীলাচলে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রতি-পালনের জন্য প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবনে গিয়া একমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার অনুসন্ধানে গঙ্গাতীর পথে প্রয়াগে আসিলেন। কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামী কাশী হইতে প্রয়াগে আসিয়া রাজপথ দিয়া মথুরা যাত্রা করায় শ্রীরূপ অনুপমের সহিত সনাতনের সাক্ষাৎকার হইতে পারে নাই। সনাতন গোস্বামী মথুরায় আসিয়া সুবুদ্ধি রায়ের নিকট শ্রীরূপ অনু-পমের সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী অনুপম-সহ গঙ্গাতীরপথে গৌড়দেশে আসিয়া পৌঁছিলে অনুপমের গঙ্গাতীরে শ্রীরামচন্দ্রের ধাম প্রাপ্তি ঘটে। বৃন্দাবনে থাকাকালেই শ্রীল রূপগোস্বামী তাঁহার রচিত 'নাটক চন্দ্রিকার' অর্থাৎ কৃষ্ণলীলা নাটকের নান্দীশ্লোক রচনা করিয়া-ছিলেন। গ্রন্থারম্ভে আশীর্ব্বচন, নমস্কার, বস্তুনির্দ্দে-শাদিরূপ যে কার্য্য তাহাকে 'নান্দী' বলে।

অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তিহেতু শ্রীরূপগোস্বামীর গৌড়-দেশ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত একত্রে পুরী যাওয়ার সুযোগ হয় নাই। এইজন্য তাঁহার পুরীতে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। গৌড়দেশ হইতে পুরী আসিবার কালে তিনি উড়িষ্যার সত্যভামাপুরে একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত সত্যভামাপুর গ্রামে তিনি সত্যভামা-কর্ত্তৃক তাঁহার নাটক পৃথক্‌ভাবে লিখিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

> 'স্বপ্ন দেখি রূপ-গোঁসাই করিলা বিচার।
> সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার ॥
> ব্রজ-পুর-লীলা একত্র কৈ রাছি ঘটনা।
> দুইভাগ করি এবে করিমু রচনা ॥"
>
> —চৈঃ চঃ অন্ত্য ১।৪৩-৪৪

শ্রীল রূপগোস্বামী পুরীতে পৌঁছিয়া দৈন্যবশতঃ জগন্নাথমন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করিতে, এমন কি কাশী-

মিশ্রভবনে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইতে গেলেন না। যদিও তাঁহার জগন্নাথমন্দিরে বা কাশীমিশ্রভবনে যাওয়াতে কোন বাধা ছিল না, তথাপি তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও ম্লেচ্ছের অধীনে চাকুরী করিয়াছিলেন বলিয়া নিজেকে ম্লেচ্ছবোধে তথায় গেলেন না। সিদ্ধবকুলে হরিদাস ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রূপগোস্বামীকে সর্ব্বোত্তম অধিকারী জানিয়াও রূপ-গোস্বামীর দ্বারা জগৎবাসীকে ভক্ত্যনুকূল দৈন্যশিক্ষা দিবার জন্য রূপ গোস্বামীকে জগন্নাথমন্দিরে যাইতে আদেশ করেন নাই।

হরিদাস-দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন-রূপ-দ্বারে দৈন্য প্রকাশিল॥

—ভক্তিরত্নাকর ১।৬৩১

শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের স্থানে রূপ-গোস্বামীকে দর্শন প্রদানের জন্য হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রূপগোস্বামীর দৈন্য রসসিক্ত শুদ্ধপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস ঠাকুর এবং রূপগোস্বামীর সহিত একস্থানে বসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু কুশল প্রশ্ন, সনাতনের বার্ত্তা প্রভৃতি বিষয়ে সংলাপ এবং ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। তৎপরে একদিন মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলে রূপগোস্বামী সকলের চরণ বন্দনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্নেহাবিষ্ট হইয়া শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যা-নন্দের দ্বারা রূপগোস্বামীকে আশীর্ব্বাদ করাইলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীল রূপগোস্বামী গোবিন্দের মাধ্যমে প্রত্যহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবশেষ প্রসাদ পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

"কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট ভঙ্গীক্রমে এইরূপ নির্দ্দেশ-প্রাপ্তি শ্রীল রূপগোস্বামীর বিদগ্ধ মাধব রচনার মূল সূত্রপাত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসত্যভামাদেবীর ইচ্ছা জানিয়া শ্রীল রূপগোস্বামী 'ললিত মাধব' ও 'বিদগ্ধ মাধব' দুইটি পৃথক্ নাটক রচনা করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীল রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর হৃদয়ের গূঢ় ভাবসমূহ অবগত হইয়াছিলেন। রথ-যাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া কাব্যপ্রকাশের সামান্য একটি শ্লোক উচ্চারণ করতঃ প্রেমাবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকের গূঢ়ার্থ স্বরূপদামোদর ব্যতীত সকলেরই দুর্ব্বোধ্য ছিল, কিন্তু শ্রীল রূপ-গোস্বামী একটি স্বকৃত শ্লোকে উহার গূঢ়ার্থ সুমধুর ভাষায় ব্যক্ত করতঃ তালপত্রে লিখিলেন। তিনি তালপত্রটি চালেতে গুঁজিয়া সমুদ্রস্নানে গমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় আসিয়া চালে গুঁজা তালপত্রটি খুলিয়া শ্লোক পাঠকরতঃ চমৎকৃত হইলেন।

"প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ ন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥"

—পদ্যাবলীতে শ্রীল রূপগোস্বামী-কৃত শ্লোক

'হে সহচরি! আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও তাই বটে; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।'

শ্রীল রূপগোস্বামী স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে 'আমার হৃদয়ের গূঢ়ার্থ তুমি কি করিয়া বুঝিলে' এই বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে চাপড় মারিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

সেই শ্লোক লঞা প্রভু স্বরূপে দেখাইলা।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিলা॥
মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে,—জানি কৃপা কৈরাছ আপনে॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১।৮৫-৮৬

একদিন শ্রীল রূপগোস্বামী বিদগ্ধমাধব নাটক রচনা করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় অকস্মাৎ উপনীত হইয়া রূপগোস্বামীর মুক্তার ন্যায় হস্তাক্ষরের ভূয়সী প্রশংসা করতঃ তাঁহার তালপত্রে লিখিত কৃষ্ণ-নামের মহিমাসূচক অপূর্ব্ব শ্লোক পাঠ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।

চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥"
—বিদগ্ধমাধব

" 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না ;—দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদকর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায় ; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে ।"

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর রূপগোস্বামী-কৃত শ্লোকে কৃষ্ণনামের অত্যদ্ভুত মহিমা শ্রবণ করিয়া পরমোল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 'কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র সাধুমুখে জানি। নামের মাধুরী ঐছে কাহা নাহি শুনি ॥' শ্রীমন্মহাপ্রভু—স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদি ভক্তগণকে লইয়া রূপগোস্বামীর নিকট আসিলেন। রূপগোস্বামী-কৃত—'প্রিয়ঃ সোঽয়ং ··· ··· ' শ্লোক স্বরূপদামোদর পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলে 'মহাপ্রভুর কৃপাফলেই ব্রহ্মার দুর্ব্বোধ্য সিদ্ধান্ত রূপগোস্বামীর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে' বলিয়া রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অভিমত প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশ-ক্রমে শ্রীল রূপগোস্বামী কৃষ্ণনামের মহিমাত্মক, 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী ··· ··· ' শ্লোক পাঠ করিলে ভক্তগণ আনন্দে বিস্মিত হইলেন। 'সবে বলে নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার। এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥' শ্রীরায় রামানন্দ বিদগ্ধমাধব, ললিত মাধবের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে রূপগোস্বামীর সহিত আলোচনা করিয়া চমৎকৃত হইলেন। রায় রামানন্দ রূপ-গোস্বামীর নিকট ইষ্টদেব সম্বন্ধে বর্ণন শুনিতে ইচ্ছা করিলে রূপগোস্বামী প্রথমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে উহা কহিতে সঙ্কোচবোধ করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশক্রমে পরে পাঠ করিয়া শুনাইলে মহাপ্রভু 'এই অতিস্তুতি হৈল' বলিয়া বাহ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্লোক শুনিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। উহা বিদগ্ধমাধবের ১ম অঙ্কের মঙ্গলাচরণের ২য় শ্লোক। যথা—

'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্ ।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ।'

'সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।'

শ্রীল রূপগোস্বামীর অপ্রাকৃত প্রেমরসযুক্ত কবিত্ব শুনিয়া রায় রামানন্দ সহস্রমুখে উঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

'এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে ॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥
প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি চিত্তকর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন ॥'
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১।১৯২-১৯৪

কালিদাসের কাব্যের মহিমা ততদিনই ছিল যতদিন রূপগোস্বামীর অপ্রাকৃত রসযুক্ত কাব্যের প্রকাশ হয় নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে প্রথমে সনাতন গোস্বামী পুরী হইতে ঝাড়িখণ্ড পথে বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীল রূপগোস্বামীকে গৌড়দেশ হইয়া বৃন্দাবনে যাইতে হওয়ায় তিনি একবৎসর পরে বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া সনাতন গোস্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। রূপগোস্বামীকে গৌড়দেশে আসিতে হইয়াছিল ভূসম্পত্তি ও সঞ্চিত ধন কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে যথাযথরূপে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য।

বৃন্দাবনে শ্রীল রূপগোস্বামী শ্রীগোবিন্দের সেবা এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী মদনমোহনের সেবা প্রকাশ করিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাকট্যের কথা এইরূপভাবে বর্ণিত আছে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর চারিটী নির্দ্দেশ—লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহের সেবাপ্রকাশ, শুদ্ধভক্তিশাস্ত্র প্রচার, নামপ্রেম প্রচার—রূপগোস্বামী যথাযথরূপে পালন করিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের সেবাপ্রকাশ কি প্রকারে

হইবে চিন্তিত হইয়া শ্রীরূপগোস্বামী ব্রজমণ্ডলে শ্রীগোবিন্দদেবের অন্বেষণে গ্রামে গ্রামে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যোগপীঠে ভগবানের অবস্থিতি শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে, কিন্তু ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে অন্বেষণ করিয়া কোথায়ও গোবিন্দদেবের দর্শন না পাইয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া যমুনার তীরে বিরহ ব্যাকুল হৃদয়ে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় ব্রজবাসীর রূপ ধারণ করতঃ সুন্দর একজন পুরুষ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই ব্রজবাসী অত্যন্ত মধুর বচনে রূপগোস্বামীর দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপগোস্বামী তাঁহার রূপ ও বচনে আকৃষ্ট হইয়া হৃদয়ের সকল কথা নিবেদন করিলেন। ব্রজবাসী রূপগোস্বামীকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কহিলেন —'চিন্তার কোন কারণ নাই। বৃন্দাবনে গোমাটিলা নামক যোগপীঠে গোবিন্দদেব গোপনে অবস্থান করিতেছেন। একটি শ্রেষ্ঠ গাভী প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে উল্লাসভরে তথায় দুগ্ধ প্রদান করেন।' এইকথা বলিয়া ব্রজবাসী অন্তর্দ্ধান করিলে রূপগোস্বামী 'কৃষ্ণ আসিয়াছিলেন চিনিতে পারিলাম না' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীল রূপগোস্বামী কোনপ্রকারে বিরহ দুঃখ সম্বরণ করতঃ ব্রজবাসিগণকে গোবিন্দদেবের প্রাকট্য স্থানের কথা নির্দ্দেশ করিলেন। ব্রজবাসিগণ পরমোল্লাসে গোমাটিলা-ভূমি খনন করিলে তাহা হইতে কোটী কন্দর্পমোহন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দদেবের আবির্ভাব হয়। গোবিন্দদেব বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ কর্ত্তৃক প্রকটিত বলিয়া কথিত। গোমাটিলাতে গোবিন্দদেবের পুনঃ প্রাকট্যের পরে প্রথমে পর্ণকুটীরে সেবিত হইতেছিলেন, পরে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য গোবিন্দের মন্দির ও জগমোহনাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহ লাল প্রস্তরের দ্বারা মন্দির সংস্কার করাইলে অদ্ভুত কারুকার্য্যখচিত মন্দিরের প্রকাশ হয়। ইহা হিন্দু স্থাপত্যের একটী অতুলনীয় নিদর্শন। গ্রৌজ সাহেব 'মথুরা' গ্রন্থে গোবিন্দজীউর মন্দির সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—'The temple of Gobinda Dev is not only the finest of this particular series, but is the most impressive religious edifice that Hindu art has ever produced, at best in upper India.' মন্দির সপ্ততলাযুক্ত এত উচ্চ ছিল যে, ঔরঙ্গজেব আগ্রা হইতে চূড়া দেখিয়া উহার কএকটী তলা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দজীউর মূল বিগ্রহ ম্লেচ্ছভয় উঠাইয়া বৃন্দাবন হইতে প্রথমে ভরতপুরে, পরে জয়পুরে যাইয়া অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী-রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে ১৬টী বিশেষ গ্রন্থের নাম 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যথা—

শ্রীহংসদূতকাব্য, শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথির বিধি, শ্রীবৃহদ্‌গণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীলঘুগণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপ্রিয়গণের মনোহরা স্তবমালা, প্রসিদ্ধ বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব, দানলীলাকৌমুদী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা, মথুরা-মহিমা, পদ্যাবলী, নাটকচন্দ্রিকা, লঘুভাগবতামৃত।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ ছাড়াও শ্রীরূপগোস্বামী উপদেশামৃত, নামাষ্টক, সিদ্ধান্তরত্ন, কাব্যকৌস্তুভ আদি লিখিয়াছেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীরূপমঞ্জরীর বা শ্রীল রূপগোস্বামীর পাদপদ্মকে সর্ব্বস্বরূপে বরণ করিয়াছেন।

"শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম ॥
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এই দুই নয়নে।
সেরূপ মাধুরীরাশি, প্রাণ কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥
তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥"

—নরোত্তম ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও শ্রীরূপগোস্বামীর পাদপদ্মের ধূলিকে সর্ব্বস্ব এবং শ্রীরূপগোস্বামীর পাদপদ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু নাই এইরূপ উক্তি করিয়াছেন—যথা,—আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।

শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম জন্মনি ॥

বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরের পশ্চাতে শ্রীরূপগোস্বামীর মূল সমাধিমন্দির এবং ভজনকুটীরের অবস্থিতি। এতদ্ব্যতীত নন্দগ্রামের নিকটে টেরিকদমে শ্রীল রূপগোস্বামীর ভজনকুটীর বিদ্যমান। টেরিকদমে শ্রীল রূপগোস্বামীর শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে ক্ষীরপ্রসাদ দিবার ইচ্ছা হইলে রাধারাণী বালিকাবেশে ক্ষীর রন্ধনের জন্য রূপগোস্বামীকে দুগ্ধ, চাল, চিনি দিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ক্ষীরপ্রসাদ আস্বাদন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীরাধারাণীকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে জানিতে পারিয়া সনাতন গোস্বামী রূপগোস্বামীকে পুনঃ ক্ষীর রন্ধন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ভাদ্রমাসের শ্রীঝুলন একাদশীর পরদিবস শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে শ্রীল রূপগোস্বামী তিরোধান লীলা করেন।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1.	Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2.	Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4.	Printer's and Publisher's name : Nationality : Address :	Sri Mangalniloy Brahmachary Indian Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5.	Editor's name : Nationlity : Address :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj Indian Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6.	Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief..

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

Dated 29. 3. 1986

কূর্ম্মাবতার

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

দশাবতারের মধ্যে দ্বিতীয় কূর্ম্মাবতার। লীলাবতার অসংখ্য, তন্মধ্যে মুখ্য ২৫টী লীলাবতারের কথা পূর্ব্বে মৎস্যাবতার প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে। এখানে উহার পুনরুল্লেখ করা হইল না।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টম স্কন্ধে সমুদ্র-মন্থনকালে কূর্ম্ম-ভগবানের আবির্ভাবের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

"তত্রাপি দেবসম্ভূত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সুতঃ।
অজিতো নাম ভগবানংশেন জগতীপতিঃ॥
পয়োধিং যেন নির্মথ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা।
ভ্রমমাণোঽম্ভসি ধৃতঃ কূর্ম্মরূপেণ মন্দরঃ॥"

—ভাগবত ৮।৫।৯-১০

ষষ্ঠ মন্বন্তরে বৈরাজের ঔরসে এবং দেবসম্ভূতির গর্ভে অজিত ভগবান্ বিষ্ণুর অংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অজিত ভগবানই ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করাইয়া দেবতাগণকে অমৃত প্রদান এবং কূর্ম্মরূপে সাগরজলে মন্দার পর্ব্বতকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন।

পরীক্ষিৎ মহারাজ উহা বিস্তারিত শুনিতে ইচ্ছা করিলে শুকদেব গোস্বামী যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্তসার কথা এই—

"একদা দুর্ব্বাসা ঋষির সহিত পথে দেবরাজ ইন্দ্রের সাক্ষাৎকার হইলে তিনি নিজের কণ্ঠস্থিত মালা ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া উহা অগ্রাহ্য করতঃ ঐরাবতের কুম্ভে নিক্ষেপ করিলেন। মালাটী নীচে পতিত হইয়া ঐরাবতের পদের দ্বারা পিষ্ট হইল। তদ্দর্শনে দুর্ব্বাসা ঋষি কুপিত হইয়া ইন্দ্রকে 'শ্রীভ্রষ্ট হও'—এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে ইন্দ্র দেবতাগণসহ শ্রীভ্রষ্ট হইলেন।

অনন্তর অসুরগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দেবতাগণ অসুরগণের দ্বারা পরাভূত হইলেন এবং বহু দেবতার মৃত্যু হইল, অধিকাংশ দেবতা পুনর্জীবন লাভ করিতে পারিলেন না। দেবতাগণ পরস্পর আলোচনার দ্বারা কোনও প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া নিজেদের দুরবস্থার কথা জানাইলেন। ব্রহ্মা দেবতাগণকে হতবীর্য্য ও অসুরগণকে শক্তিশালী দেখিয়া সমাহিত চিত্তে পরমপুরুষের ধ্যান করিলেন। তৎপরে তিনি দেবতাগণকে প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, পরমপুরুষ শ্রীহরির চরণে প্রপত্তির দ্বারাই এই বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি হইতে পারে। ব্রহ্মা দেবতাগণের সহিত ক্ষীরসাগরস্থ শ্বেতদ্বীপে গমন করতঃ বেদমন্ত্রে বিষ্ণুভগবানের বহু স্তব করিলেন। দেবতাগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু বিষ্ণুর তেজোপ্রভাবে ব্রহ্মা ব্যতীত অন্য দেবতাগণ বিষ্ণুকে দেখিতে পাইলেন না। তখন ব্রহ্মা মহেশ্বরের সহিত পুনরায় বিষ্ণুর স্তব করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অজিত ভগবান্ দেবতাগণকে শুক্রাচার্য্যের অনুগ্রহ-প্রাপ্ত দৈত্যগণের সহিত কৌশলে সন্ধি স্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন এবং সম্মিলিতভাবে মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড এবং বাসুকীকে রজ্জু করিয়া অমৃত উৎপাদনের জন্য ক্ষীরসাগরকে মন্থন করিতে বলিলেন। অজিত ভগবান্ দেবতাগণকে সাবধান করিয়া দিলেন এই বলিয়া—মন্থনফলে কালকূট বিষ উত্থিত হইলে তাহাতে ভীত না হইতে, অন্যান্য যে সকল লোভনীয় বস্তু উঠিবে তাহার জন্য লোভ না করিতে এবং অন্য কেহ উহা গ্রহণ করিলে তাহাতে আপত্তি অথবা ক্রোধ প্রকাশ না করিতে। অজিত ভগবান্ উপদেশ প্রদান করতঃ অন্তর্হিত হইলে দেবতাগণ দৈত্যপতি বলি মহারাজের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। অতঃপর দেবতা ও অসুরগণ সম্মিলিতভাবে চলিলেন মন্দর পর্ব্বতকে আনিতে। বহু বিক্রম প্রকাশ করতঃ তাঁহারা মন্দর পর্ব্বতকে উঠাইলেন কিন্তু পথে চলিতে চলিতে গুরুভার বশতঃ পর্ব্বত পতিত হইলে তাহার নীচে পিষ্ট হইয়া বহু দেবতা ও দানবের মৃত্যু হয়। তাঁহাদের ঐ প্রকার দুরবস্থার কথা অবগত হইয়া গরুড়ধ্বজ অজিত ভগবান্ কৃপার্দ্রচিত্ত হইয়া তথায় শুভাগমন করতঃ তাঁহাদের প্রতি অমৃতময়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন—

তাহাতে তাঁহারা পুনর্জীবিত হইলেন। অতঃপর ভগবান্ স্বহস্তে অনায়াসে মন্দর পর্ব্বতকে উঠাইয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখিলেন এবং স্বয়ং তাহার উপরে বসিলেন। শ্রীভগবানের নির্দ্দেশে গরুড় দেবতা ও অসুরগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সাগরের নিকটে মন্দর পর্ব্বতকে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

সমুদ্রমন্থন হইতে যে অমৃত উত্থিত হইবে তাহাতে দেবতা ও অসুরগণ উভয়েরই অংশ থাকিবে এই সর্ত্তে সমুদ্র মন্থন করা হইবে স্থির হয়। প্রথমে বাসুকীকে রজ্জু করিয়া মন্দর পর্ব্বতকে বেষ্টন করা হইল। শ্রীহরির কৌশলে মদোন্মত্ত দৈত্যগণ বাসুকীর সম্মুখের দিক এবং দেবতাগণ পিছনের দিক পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। তাঁহারা মহোদ্যমে মন্থনকার্য্য আরম্ভ করিলে কিয়ৎকালমধ্যে পর্ব্বত আধারশূন্য হইয়া সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। দেবতা, দানবগণের সমস্ত পৌরুষ নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত ও হতাশ হইলে দুরন্তবীর্য্য অজিত ভগবান্ উক্ত বিঘ্ন অবলোকন করিয়া অত্যদ্ভুত কচ্ছপশরীর ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ করিলেন। কুলাচল—মন্দর পর্ব্বতকে উত্থিত হইতে দেখিয়া দেবাসুরগণ পুনরায় মন্থনে সমুদ্যত হইলেন। ভগবান্ শ্রীহরি মহাদ্বীপের ন্যায় লক্ষযোজন বিস্তৃত পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ করিলেন। শ্রেষ্ঠ দেবাসুরগণের দ্বারা ভ্রামিত মন্দর পর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া অসীম শক্তিমান্ কূর্ম্ম ভগবানের আবর্ত্তনজনিত অঙ্গে কণ্ডূয়নবৎ সুখানুভব হইল। অনন্তর ভগবান্ শ্রীহরি দেবতা ও অসুরগণের উৎসাহের জন্য নিজেই বলরূপে তাঁহাদের মধ্যে এবং বাসুকীতে নিদ্রারূপে প্রবিষ্ট হইলেন। ভগবান্ পর্ব্বতের উপর পর্ব্বতরাজের ন্যায় সহস্র বাহু বিস্তারপূর্ব্বক এক হস্তে পর্ব্বত ধারণ করতঃ ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবতাগণের দ্বারা স্তুত হইতে লাগিলেন এবং পুষ্পবর্ষণ হইতে থাকিল।

"সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ॥"

—ভাগবত ১।৩।১৬

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধে মৎস্যাবতার দশম এবং কূর্ম্ম একাদশাবতাররূপে উল্লিখিত হইয়াছে। একাদশাবতার বিষ্ণু কচ্ছপরূপে সমুদ্রমন্থনরত দেবদানবগণের জন্য মন্দর পর্ব্বতকে নিজ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন।

"পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
ন্নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎ সংস্কারকলানুবর্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥"

—ভাগবত ১২।১৩।২

"পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণজনিত সুখহেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কার লেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রহিয়াছে—কখনও নিবৃত্ত হইতেছে না।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় এইরূপ লিখিয়াছেন—

'প্রাপঞ্চিক সমুদ্রে বেলাপ্রদেশ সর্ব্বদাই উত্তাল-তরঙ্গ-মালার সবেগ পতন-দ্বারা প্রতিহত হইতেছে। এই ঊর্ম্মিমালার ঘাতপ্রতিঘাতের বিরাম নাই। যাঁহার নিশ্বাসরূপ বায়ুর দ্বারা ইহা সংঘটিত হইতেছে সেই বায়ুশক্তি পাঠকদিগকে রক্ষা করুন। বেদশাস্ত্র শ্রীকূর্ম্ম ভগবানের নিশ্বাসে জীবহৃদয়ে সত্যের ধারণা প্রদান করিয়া অজ্ঞান তিরোহিত করেন। ভগবদবতার কমঠদেব নিদ্রিত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হইলে তাঁহার নিঃশ্বাস জীবভোগ্য ও জীবত্যাজ্য বিচারে গৃহীত হয়। কিন্তু সেই অধোক্ষজ কূর্ম্মের শ্বাসবায়ু কৃপাপরবশ হইলে ভোগ বা ত্যাগ হইতে বদ্ধজীবগণকে রক্ষা করেন, সেই কূর্ম্মদেবের চিন্ময় শ্বাস অচিৎপ্রতীতি হইতে ভাগ্যবন্ত জীবগণকে রক্ষা করুন। অমন্দোদয় মন্দরগিরির উপলখণ্ড যাঁহার পৃষ্ঠদেশে তর্কেহারূপ কণ্ডূয়ন নিরসনার্থ গাত্রবিকর্ষণ করায় তাঁহার নিদ্রাযোগ্যতায় বদ্ধজীব আশ্বস্ত হইতেছে এবং ভগবদবস্তুকে প্রস্তরধর্ম্মবিশিষ্ট জানিয়া চেতনের বিষয়াশ্রয়জ্ঞান হইতে দূরে অপসৃত হইতেছে, সেই ভগবচ্ছ্বাসানিল বদ্ধজীবের তর্ক-কণ্ডূয়নের উপশান্তি বিধান করুন। কূর্ম্মাবতারের প্রাকট্য ও কূর্ম্মলীলার প্রয়োজনীয়তা বদ্ধজীব-হৃদয়ে অনুকূলবাত-প্রভাবে জড়ভোগ্যতা-কণ্ডূয়নেরও শান্তি করুক্।"

"পুরামৃতার্থং দৈতেয়—দানবৈঃ সহ দেবতাঃ।
মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থুঃ ক্ষীরসাগরম্ ॥
মথ্যমানে তদা তস্মিন্ কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দনঃ।
ব্যভার মন্দরং দেবো দেবানাং হিতকাম্যয়া।
দেবাশ্চ তুষ্টুবুর্দেবং নারদাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
কূর্ম্মরূপধরং দৃষ্ট্বা সাক্ষিণং বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥"

—কূর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বভাগ ১।২৭-২৯

"পূর্ব্বকালে দেবগণ দানবদিগের সহিত মিলিত হইয়া অমৃতের নিমিত্ত মন্দর পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড করতঃ ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়াছিলেন। সেই সমুদ্র-মন্থনকালে কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দন দেবগণের হিতকামনায় মন্দর পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ অব্যয় বিষ্ণুকে কূর্ম্মরূপ ধারণ করিতে দেখিয়া দেবগণ ও নারদাদি মহর্ষিসমূহ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধে কূর্ম্ম ভগবানের আবির্ভাব প্রসঙ্গ—যাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে—তাহাতে একটী বিষয় বিশেষভাবে শিক্ষণীয় যে যখনই দেবতা ও অসুরগণ দম্ভ প্রকাশ করিতেছেন তখনই ভগবান্ তাহাদের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। বারংবার দম্ভ চূর্ণ হইলেও পুনরায় তাঁহারা দম্ভ প্রকাশ করিতেছেন। বিষ্ণু-মায়ামোহিত জীবের এই প্রকার বুদ্ধি-বিভ্রম হয়। অবশেষে ভগবান্ তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে শক্তি প্রদান করতঃ মন্থনকার্য্য করাইলেন। সুতরাং 'আমি করিতেছি' এই প্রকার অভিমান সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত,—ইহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

"ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরণিধরণকিণ-চক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে।"

—জয়দেব-কৃত দশাবতার স্তোত্র

হে কেশব! আপনার অতি বিপুল পৃষ্ঠে পৃথিবী-ধারণ হেতু ব্রণচিহ্ন জাত হইয়াছে। হে কূর্ম্মরূপী জগদীশ্বর শ্রীহরি আপনার জয় হউক।

এখানে শ্রীজয়দেব মন্দর পর্ব্বতকে 'ক্ষিতি', 'ধরণী' শব্দপ্রয়োগে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পৃথিবী জীবসমূহকে ধারণ করেন আবার পৃথিবীকে ধারণ করেন ভগবান্ কূর্ম্মদেব। ভগবদর্চ্চনকালে অর্চ্চনকারী কূর্ম্মদেবের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হন।

"আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ।
কূর্ম্মো দেবতা আসনাভিমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ ॥
পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু ॥"

—হরিভক্তিবিলাস ৫।২১-২২

"আসন-মন্ত্রের ঋষি মেরুপৃষ্ঠ, ছন্দঃ সুতল, দেবতা কূর্ম্ম, আসনাভিমন্ত্রণে প্রয়োগ করা হয়। হে পৃথ্বি! তুমি সকল লোককে ধারণ করিয়াছ, হে দেবি! বিষ্ণু তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, তুমিও নিত্য আমাকে ধারণ কর এবং এই আসনকে পবিত্র কর।"

শ্রীগৌরহরির পঞ্চশততম বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে আগমনী

আর্ত্ত নির্য্যাতিত মানবের করুণ ক্রন্দনে।
নারায়ণ যুগে যুগে জন্ম লয়েন ভুবনে ॥
কলিযুগে গৌরহরি, পাপীরে তরাতে হরি,
জন্ম নিলেন নদীয়ায় শচীদেবীর ঘরে।
শুভ ফাল্গুনী পূর্ণিমা, নভে উদিত চন্দ্রমা,
হরিনাম হতেছিল চন্দ্রগ্রহণের তরে ॥
নবদ্বীপে সেইদিনে, জন্ম হলো শুভক্ষণে,
আমাদের প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরহরির।
যাঁর কৃপায় ধন্য আজ মানব ধরণীর ॥

তাঁর জন্মপঞ্চশত বর্ষ শুভারম্ভে।
ভক্তগণ করে কত কর্ম্মসূচী বঙ্গে ॥
সুধী শিষ্য ভক্তগণ, করে নানা আলাপন,
স্মরিয়া শ্রীচৈতন্যের নানা অলৌকিক প্রেম।
উচ্চ নীচ জাতি ভেদ, নামমন্ত্রে হয় ছেদ,
জপিলে সে হরিনাম অন্তর হয় শুদ্ধ হেম ॥
তাই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের, হয় বহু মানবের,
পরম ঈপ্সিত তীর্থ নদীয়ার নবদ্বীপ।
যেথা গৌর জন্ম লয়ে জ্বেলেছেন শুভদীপ ॥

শ্রীউমা ভট্টাচার্য্য (গোস্বামী)

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের
পূত চরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ৩৩২ পৃষ্ঠার পর]

অপনোদনের চেষ্টাই প্রকৃত হৃদয়বত্তা ও পরোপচিকীর্ষার পরিচয়— হরিকথামৃতই ম্রিয়মাণ মানবের মৃত-সঞ্জীবনী, তাহার বিতরণকারিজনগণই প্রকৃত 'ভূরিদা'।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ স্বয়ং সপার্ষদে গোয়ালপাড়ায় উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বাণী কীর্ত্তনমুখে মঠ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত মঠের দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। শহরটিও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মঠ-মধ্যে ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ ও সেবকখণ্ডাদি বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন মনে করিলে তজ্জন্য প্রশস্ত স্থানেরও অভাব হইবে না। তবে এখন যে ঘরগুলি আছে তাহার একটিকে শ্রীমন্দিররূপে পরিণত করা হইবে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবপ্রতিষ্ঠিত প্রচারকেন্দ্রে বিগত ১৭ ডিসেম্বর বুধবার শ্রীজয়প্রকাশ সিংহ এস্-ডি-ও এবং ১৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার গোয়ালপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীমহেন্দ্র বরা মহোদয়ের সভাপতিত্বে দুইটী ধর্ম্মসভায় যথাক্রমে 'জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার' এবং 'ভাগবতধর্ম্ম' সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা ও শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।" —শ্রীচৈতন্যবাণী ৯ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৬২ পৃষ্ঠা

৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১, ২২ মাঘ ১৩৭৭ শুক্রবার শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরোভাব-তিথিবাসরে শ্রীগুরুদেবের পৌরোহিত্যে ও সেবানিয়ামকত্বে গোয়ালপাড়াস্থিত শ্রীমঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদরজীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এতদুপলক্ষে ৪ ফেব্রুয়ারী হইতে ১০ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৭ দিন ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন এবং ৭ ফেব্রুয়ারী সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীবিগ্রহগণের রথারোহণে নগর ভ্রমণ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। উৎসবানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস, শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী, শ্রীউপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।*

শ্রীল গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের) মনোঽভীষ্ট সেবা পূরণার্থে এবং পতিতজীবের উদ্ধারকল্পে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষাশ্রয়-লীলার পর হইতে তাঁহার প্রকটকাল পর্য্যন্ত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ভারতে এবং পূর্ব্ববঙ্গে (বর্ত্তমান বাংলাদেশে) যে বিপুল প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অগণিত নরনারী শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব পশ্চিমভারতে ও দাক্ষিণাত্যে মায়াবাদীদের দুর্ভেদ্য দুর্গে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের অসমোর্দ্ধত্ব বুঝাইলে তাহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি মায়াবাদ বিচার পরিত্যাগ করতঃ শুদ্ধভক্তিপথ গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত বাহ্য অবয়ব দর্শনে এবং তাঁহার মাধুর্য্যপূর্ণ ব্যবহারে মায়াবাদিগণও তাঁহাদের বিচার খণ্ডিত হইবে বুঝিয়াও তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইতেন এবং তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। শ্রীল গুরুদেবের পরম সুন্দর দীর্ঘ তেজোদৃপ্ত গৌরকান্তি তাঁহার পরমাদর্শ চরিত্র এবং

---

* শ্রীল গুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে গত ৮ ফাল্গুন (১৩৯২) ২০ ফেব্রুয়ারী (১৯৮৫) বুধবার শ্রীল গুরুদেবের বিরহতিথি শুভবাসরে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে গোয়ালপাড়া মঠে নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

পারমার্থিক গূঢ় বিষয়গুলি অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা বুঝাইবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা সজ্জনমাত্রকেই আকর্ষণ করিত। শ্রীল গুরুদেবের আচরণ এত নিখুঁত ছিল যে কেহ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার চরিত্রে দোষ দর্শন করিতে সমর্থ হইত না। শাস্ত্রের বুলি আওড়ান ও বক্তৃতা করা সহজ, কিন্তু শাস্ত্র ও মহাজন নির্দ্দেশিত পন্থায় আচরণ সহজ নহে। আচার্য্য তাঁহাকেই বলে যিনি আচরণ করিয়া শিক্ষা দেন। "আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ।" —বায়ুপুরাণ। যিনি শাস্ত্রের অর্থ চয়ন করিয়া অপরকে শাস্ত্রবিহিত আচরণে স্থিত করেন এবং স্বয়ং শাস্ত্রানুসারে চলেন তিনি 'আচার্য্য' নামে কীর্ত্তিত। আচাররহিত পেশাদার বক্তার দ্বারা কখনও ধর্ম্ম প্রচার হয় না। 'Don't follow me, but follow my lecture'—আমার আচরণ দেখিও না, আমি যাহা বলি, তাহা শুন—এই নীতির দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার হয় না। শ্রীল প্রভুপাদ হরিকথা কাহার জিহ্বায় কীর্ত্তিত হয় বলিতে গিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—'যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই হরিসেবায় নিয়োজিত থাকেন, যিনি প্রতি পদবিক্ষেপে হরি-সেবা করেন তাঁহার জিহ্বায় হরি হইতে অভিন্ন হরিকথা প্রকটিত হয়।' শ্রীল গুরুদেব একস্থানে অবস্থান করতঃ সকল অভ্যাগতের সুবিধা অসুবিধার প্রতি এইরূপ দৃষ্টি রাখিতেন যে সকলেই মনে করিতেন শ্রীল গুরুদেব তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতীত সাধারণ মনুষ্যে এই গুণের প্রাকট্য সম্ভব নহে। তাঁহার সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টিতা দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতেন এবং ভাবিতেন তিনি উক্ত বিষয়ে শিক্ষালাভ না করিয়াও কিভাবে ঐ বিষয়সমূহে পারঙ্গতি লাভ করিলেন। শ্রীল গুরুদেবের অলৌকিক ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার মনোহভীষ্ট সেবা পরিপূরণের আকাঙ্ক্ষায় যাঁহারা গৃহবন্ধন ছেদন, পিতামাতা স্বজনগণের মায়া-মমতা পরিত্যাগ করতঃ শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন অথবা শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মুখ্য ত্যক্তাশ্রমীর নাম সংক্ষিপ্ত-ভাবে বিবৃত হইল ঃ—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ — ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস ইং ১৯৬১
দীক্ষানাম—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—ইং ১৯৪৪-৪৫

(২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ — ,, ১৯৬১
দীক্ষানাম—শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—ইং ১৯৪৪-৪৫

(৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ — ,, ১৯৬১
দীক্ষানাম—শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৪৭-৪৮

(৪) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ — ,, ১৯৬২
দীক্ষানাম—শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাসাধিকারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৫১-৬২

(৫) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ — ,, ১৯৬৫
দীক্ষানাম—শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৪৬

(৬) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ — ,, ১৯৬৯
দীক্ষানাম—শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৫৫

(৭) শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৫০

(৮) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ — ,, ১৯৬৯
দীক্ষানাম—শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৫১

(৯) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ — ,, ১৯৭০
দীক্ষানাম—শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৫০

(১০) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ — ,, ১৯৭০
দীক্ষানাম—শ্রীদীননাথ বনচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৫০

(১১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ　　ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস ইং ১৯৭০
দীক্ষানাম—শ্রীভুবনমোহন দাসাধিকারী, (শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য)

(১২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ　　"　　১৯৭২
দীক্ষানাম—শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১১৪৪-৪৫

(১৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ　　"　　১৯৭৩
দীক্ষানাম—শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৫১-৫২

(১৪) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ　　"　　১৯৭৩
দীক্ষানাম—শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৪৬-৪৭

(১৫) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ　　"　　১৯৭৩
দীক্ষানাম—শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা— ১৯৬৩-৬৪

(১৬) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ　　"　　১৯৭৪
দীক্ষানাম—শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৫১

(১৭) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ বোধায়ন মহারাজ　　"　　১৯৭৬
পূর্ব্বনাম—শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত)

(১৮) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দণ্ডী মহারাজ　　"　　১৯৭৬
পূর্ব্বনাম—শ্রীগোপালদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত)

(১৯) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ　　"　　১৯৭৭
দীক্ষানাম—শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৫৫

(২০) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রবোধ মুনি মহারাজ　　"　　১৯৭৭
পূর্ব্বনাম—শ্রীঠাকুর দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত)

(২১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ　　"　　১৯৭৭
পূর্ব্বনাম—শ্রীপ্যারীমোহন ব্রহ্মচারী (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত)

শ্রীল গুরু:দেবের সতীর্থ অথবা আশ্রিত প্রতিষ্ঠানের তৎকালীন বিশিষ্ট সদস্যগণ ঃ—

(১) শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত)
(২) শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী (বৃন্দাবন) (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত)
(৩) শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত)
(৪) শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী, নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৪৭
(৫) শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত)
দীক্ষা প্রাপ্তির পর—শ্রীসনাতন দাসাধিকারী—১৯৬৬
(৬) ডাক্তার এস্ এন্ ঘোষ (শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত)
দীক্ষানাম—শ্রীসুজনানন্দ দাসাধিকারী
(৭) শ্রীনরেন্দ্রনাথ কাপুর, দীক্ষানাম—শ্রীনরহরি দাসাধিকারী
নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৫৪-৭৮
(৮) শ্রীচুণিলাল দত্ত, দীক্ষানাম—শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী
নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৪৭-৫০
(৯) পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, দীক্ষানাম—শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী
নাম ও মন্ত্রদীক্ষা—১৯৪৫-৪৮

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারে শ্রীল গুরুদেবের বিপুল উদ্যম

শ্রীল গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের আকর্ষণ এবং নানাস্থানে প্রচারকেন্দ্র সংস্থাপন

হায়দরাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার শুভপদার্পণ ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্যমী বিশিষ্ট প্রচারক শ্রীমৎ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীর প্রাক্ ব্যবস্থায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ বিগত ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯, ২৩ ভাদ্র, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ বুধবার হায়দরাবাদে শুভপদার্পণ করতঃ বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্রীল গুরুদেব হায়দরাবাদে শুভপদার্পণ করিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের গভর্ণর শ্রীভীমসেন সাচার, বিচারপতি শ্রীগোপাল রাও একবোটে, শেঠ শ্রীজয়চরণ দাস, শেঠ শ্রীপূরণমল, শেঠ শ্রীউত্তমচাঁদজী, শেঠ শ্রীগোলাপ রায়, শ্রীবিলাস রায়, শ্রীপ্রহলাদ রায়, শ্রীসুন্দরমল, শ্রী এম্-এস্ কোটেশ্বরন, শ্রীহনুমানপ্রসাদ আগরওয়াল, শ্রী টি বেণুগোপাল রেড্ডি, এড্ভোকেট, রাজা পান্নালাল পিতি, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা, শ্রীরামনিবাস শর্ম্মা, হকিম শ্রীরামেশ্বর রাও প্রভৃতি স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। কলিকাতার 'যুগান্তর' এবং হায়দরাবাদের 'Deccan Chronicle' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীল গুরুদেবের হায়দরাবাদে প্রচার সংবাদ পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল ঃ—

নগর-সংকীর্ত্তনকালে নৃত্য ও কীর্ত্তন রত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ এবং সংকীর্ত্তনমণ্ডলী

"৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ সঙ্কীর্ত্তন দল সহ গত ৯ই সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদে পদার্পণ করেন। বিশিষ্ট নাগরিকগণ ষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ শহরের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভাসমূহে স্বামীজী মহারাজ ভাষণ দান করেন।

অন্ধ্র প্রদেশের গভর্ণর শ্রীভীমসেন সাচার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও তাঁহার সঙ্কীর্ত্তন দলকে হায়দরাবাদে শুভাগমনোপলক্ষে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। রাজভবনে সমবেত বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ, গভর্ণর ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীজী মহারাজের ভাষণ ও ব্রহ্মচারিগণের সুললিত ভজন কীর্ত্তন শ্রবণে পরিতুষ্ট হন। শ্রীসাচার সস্ত্রীক স্বামীজী মহারাজ প্রদত্ত ভগবৎপ্রসাদ শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করেন। স্বামীজী তাঁহার ভাষণে বলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম বিশ্ববাসীর মধ্যে যথার্থ ঐক্য ও প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ। ২০শে সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদের প্রধান প্রধান রাজপথ দিয়া বিরাট নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। সহস্র সহস্র নরনারী শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ প্রবর্ত্তিত মৃদঙ্গাদিসহ নৃত্য-কীর্ত্তন হায়দরাবাদের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম।

২৭শে সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রাক্কালে হায়দরাবাদ অল ইণ্ডিয়া রেডিও ষ্টেশনে বেতারবার্ত্তায় প্রচারের জন্য শ্রীল স্বামীজী মহারাজের বাণী ও ব্রহ্মচারিগণের ভজন-কীর্ত্তন রেকর্ডে গ্রহণ
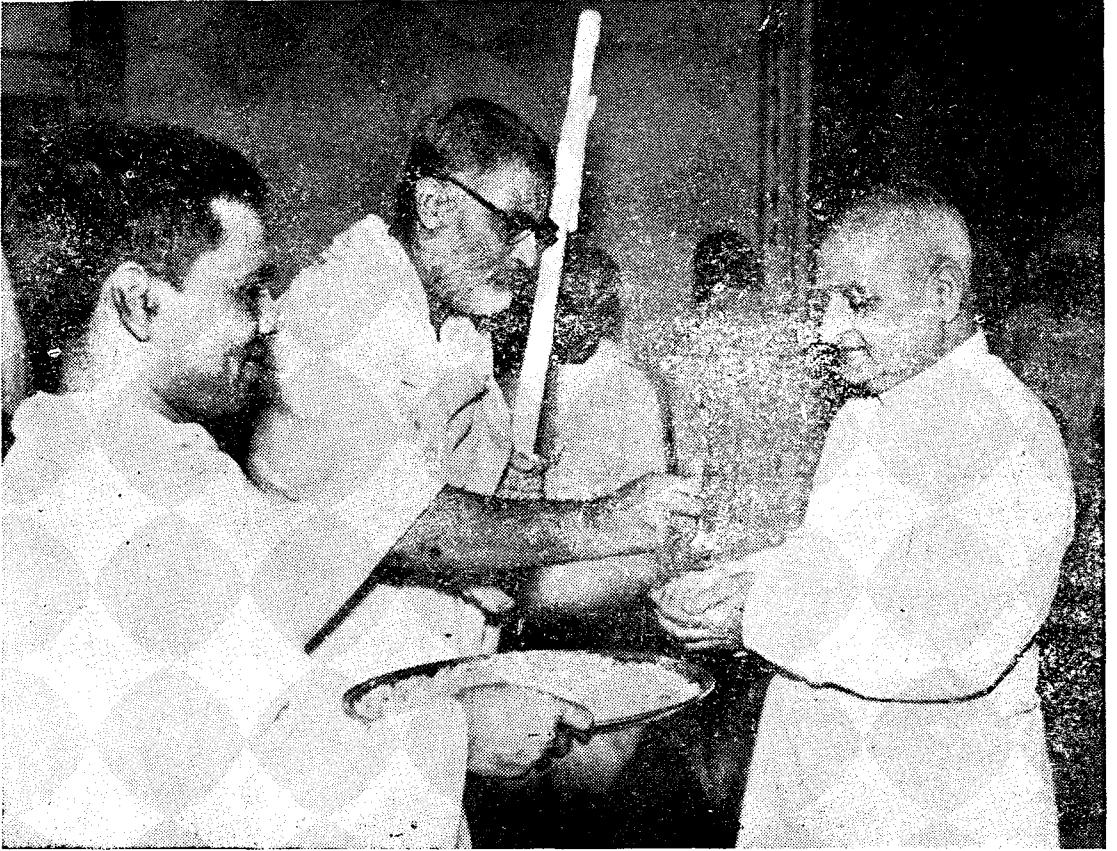
[অন্ধ্রপ্রদেশের গভর্ণর শ্রীভীমসেন সাচার শ্রীআচার্য্যদেব প্রদত্ত শ্রীভগবৎপ্রসাদ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন]

করা হয়। উক্ত বেতারবার্ত্তায় স্বামীজী দেশের ও বিশ্বের বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া দেশনেতা ও বিশ্বের আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দকে বিশ্বশান্তি সমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মবাণীর প্রতি অবহিত হওয়ার জন্য আবেদন জানান।

হায়দরাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একটী শাখা প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।" —(যুগান্তর ১৫ই আশ্বিন, ১৩৬৬, ২রা অক্টোবর, ১৯৫৯)

"Governor Bhimsen Sachar accorded an entertainment to His Holiness Paribrajak Acharyya Tridandi Swami 108 Sree Sreemat Bhakti Dayita Madhav Goswami Maharaj, president of Sree Chaitanya Gaudiya Math, Ishodyan, Sreemayapur, Nadia, West Bengal and its branches all over India and his sankirtan party at Raj Bhawan, Hyderabad on Tuesday September 15.

The Swamiji addressed a largely attended respectable gathering at Raj Bhawan and explained the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the sankirtan party performed melodious Bhajan-sankirtan. The Swamiji in his speech stated that Divine Love (Prem Bhakti) as taught and preached by Lord Sree Chaitanya Mahaprabhu is the greatest spiritual force on earth which can establish close relation of love and unity of hearts amongst all human beings and thereby establish real peace in the world. Divine Love is more powerful than 'Ahimsa'. All animated beings are inter-connected and inter-related and they are the parts of One Organic System—The All Pervading Soul. The knowledge of our common relation to that Absolute Soul will foster in us love and affinity for each other. Lord Chaitanya Mahaprabhu teaches us to cultivate that Prema-Bhakti by Nama Sankirtanam—chanting of the Holy Name of Lord Srikrisna. Nama Sankirtanam is the best Sadhan to achieve that goal in Kali Yuga. Namasankirtanam is an universal religion under which banner all irrespective of caste, creed and religion can unite.

At the conclusion of the meeting and Bhajan kirtan, Swamiji offered Prasdam to Mr. and Mrs. Bhimsen Sachar and had the pleasure of having close friendly conversation with the Governor"—(The Deccan Chronicle, sunday, September 20, 1959)

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ		পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি
নবমাধস্তনান্বয়বর	দশমাধস্তনান্বয়বর	২৫শ বর্ষ	২১৬	২৮
১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর	১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর	,,	২৩৭	৩১
১৩৪৮	১৩৪২	,,	২৪০	১৯
শ্রীরাধাগোবিন্দ শেঠ	শ্রীরাধাগোবিন্দ সীট	,,	২৯০	১৩
কলাকোপায় শ্রীমতী কুসুমকুমারী	বাঘরায় শ্রীমতী কুসুমকুমারী	,,	৩০৭	২৪
সহ্য করিতে পারিবেন না	সহ্য করিতে পারিবেন	,,	৩১১	১৫

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৯৩
৫ মধুসূদন, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, মঙ্গলবার, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৬ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর]

আরও সংকীর্ত্তনের প্রতিবন্ধক-কারী আছেন। তাঁরা বলে থাকেন,—"বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগবন্তঃ" ; কেহ কেহ বা পতঞ্জলি ঋষির অনুগত হয়ে রেচক-পূরকাদি করে প্রাণকে আয়াম বা সংযম কর্‌বার বিচারে আবদ্ধ হন, এই বিচারেও তাঁ'রা বাহ্যজগতেই আবদ্ধ হয়ে পড়েন। মনে করি,—'নিবৃত্ত হব', কিন্তু সাধুর জীবনলাভ আমার ভাগ্যে হয়ে উঠে না। জগৎ হতে তফাৎ হতে ইচ্ছা করি, 'যোগ-পথ', 'বেদান্ত-পাঠ' প্রভৃতিতে মঙ্গল হবে মনে করি, কিন্তু ঐপ্রকার ত্যাগীর কল্পনা বা প্রচ্ছন্ন-ভোগ-পিপাসা আমাদের নিঃশ্রেয়স আনতে পারে না বলে ঐ সকল চেষ্টা—'অভিধেয়' শব্দবাচ্য হতে পারে না। তাই, যাঁ'রা অবঞ্চক হয়ে লোকের কাছে নিরপেক্ষ সত্যকথা বল্‌ছেন, সেইসকল মহাপুরুষগণ বলেন,—

কর্ম্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড, কেবলি বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥"

'কর্ম্মী' বা 'জ্ঞানী' হওয়া—জীবের প্রয়োজনীয় বিষয় নহে। 'কর্ম্ম' বা 'জ্ঞান' জীবাত্মার ধর্ম্ম নহে। 'শ্রীকৃষ্ণসেবা'ই জীবের নিত্যধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন কর্‌লেই জীবের নিত্যমঙ্গল হবে। মঙ্গলের ছায়া-লাভে জীবের প্রকৃত মঙ্গল-লাভ হবে না। কৃষকসূত্রে আমাদের দরকার - ধান গাছের মঙ্গল সাধন করা, শ্যামা-গাছকে উপ্‌ড়ে ফেলে দিতে হবে ; শ্যামা-গাছকে ফেল্‌তে গিয়ে ধানকে যেন উপ্‌ড়ে না দেই। কর্ম্ম ও জ্ঞানে ভগবানের সেবা নাই। কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই —স্বার্থপর। কুকর্ম্মী ত' অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। সৎকর্ম্মীর পুণ্য কার্য্যের পুরস্কারও একপ্রকার দণ্ডই—উহা মূর্খতার দণ্ডমাত্র। অত্যন্ত রূপবান্ হওয়া, অধিক অর্থশালী হওয়া, অতি পণ্ডিত হওয়া—এক-একটা দণ্ডেরই প্রকার-ভেদ। পাপের দণ্ডটা আমরা বেশ বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু পুণ্যের দণ্ডটা ভাবি-কালে হয়

ব'লে, তখন-তখনই বুঝা যায় না। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন,—

"পাপে না করিহ মন, আমি সে পাপিজন,
তা'রে, মন, দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম, তা'র না লইও নাম,
পুণ্য', 'মুক্তি'—দুই ত্যাগ করি ॥
প্রেমভক্তি-সুধা-নিধি, তাহে ডুব' নিরবধি,
আর যত—ক্ষারনিধি-প্রায়।
নিরন্তর সুখ পাবে, সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিলুঁ উপায় ॥"

ভগবদ্ভজন-বঞ্চিত ব্যক্তিদের হৃদ্গত ভাব—অর্চ্চামূর্ত্তিটী কামারের গড়া একটি পুতুল। বাহ্যভাব তা'দিগকে এতদূর আচ্ছন্ন করেছে,—তা'রা দেহ ও মনোধর্ম্মের দ্বারা এতদূর পরিচালিত হচ্ছে যে, বাহ্য মূর্ত্তি তা'দের চক্ষে প্রবল থাকায় তা'রা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন কর্‌তে পাচ্ছে না; শ্রীমূর্ত্তিকে তা'রা তা'দের ভোগের বস্তু মনে কর্‌ছে। তা'রা রাধাগোবিন্দের নামকে 'অক্ষর'-মাত্র মনে কর্‌ছে। অর্থাৎ নামাপরাধ কর্‌তে কর্‌তে ভোগরাজ্যে ধাবিত হচ্ছে। সেইসকল পাষণ্ডি-দিগকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য 'পাষণ্ডদলন-বানা' নিত্যানন্দপ্রভুর একটা প্রধান কার্য্য পড়ে গেছ্‌লো।

'সত্যকথা' আবরণ করাই বর্ত্তমানে একটা মহা-পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা'রা "সত্যং পরং" এই ভগবানের স্বরূপ-লক্ষণ হ'তে তফাৎ হয়ে আমদানী-রপ্তানীর কার্য্যে ব্যস্ত, তা'রাই কর্ম্মকাণ্ডী। যা'রা ভগবানের কথা বিশ্বাস করে না, সংকীর্ত্তনকেই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য এবং মুক্তকুলের উপাস্য-বস্তুরূপে জানে না, সেই জরাসন্ধাদি-তুল্য ব্যক্তিগণ জ্ঞানকাণ্ডী; একজন ভোগী, অন্যজন ফল্গু-ত্যাগী বা প্রচ্ছন্নভোগী।

'কৃষ্ণসংকীর্ত্তন' হ'লে আমাদের সংসারের উন্নতি কর্‌বার বুদ্ধি হ'তে (লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির আশার প্রাকৃত চেষ্টা হ'তে) সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি হয়। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-চন্দ্রিকা হ'তে জীবের মঙ্গলকুমুদ প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠে। নাম-ভজনকারী ব্যক্তিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য-লাভ হয়। একমাত্র নাম-কীর্ত্তন-কারীরই পূর্ণমাত্রায় সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডিত্যে অধিকার আছে। চৈতন্যরসবিগ্রহের আনন্দ-প্লাবনে হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে গেলে বাহ্য-জগতের চিন্তা-স্রোতে ব্যস্ত বা নশ্বর-সুখের লোভে মত্ত থাক্‌বার চেষ্টা হ'তে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়—সর্ব্বপ্রকার উগ্রতা প্রশমিত হয়—মায়াবাদ গ্রহণীয় নয়, একথা জানা যায়।

দ্বিতীয় কথা—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের অধিকারী সকলেই। কৃষ্ণে সর্ব্বশক্তি আছে—নামেও সর্ব্বশক্তি আছে। "পুরুষ হরিভজন কর্‌বে, স্ত্রী কর্‌তে পার্‌বে না; সুস্থব্যক্তি হরিভজন কর্‌বে, রুগ্নব্যক্তি কর্‌তে পার্‌বে না; যে তিন বেলা স্নান কর্‌তে পারে না, সে হরিভজন কর্‌তে পার্‌বে না; যা'র গায় খুব জোর নেই, সে হরিভজন কর্‌তে পার্‌বে না; নীচ-কুলে জাত বলে হরিভজন কর্‌তে পার্‌বে না"—এরূপ বিচার শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে নাই। "ও বালক, আমি বৃদ্ধ হ'য়ে ওর সঙ্গে হরি-কীর্ত্তন কর্‌বো না; আমি পণ্ডিত, মূর্খের সঙ্গে হরি-কীর্ত্তন কর্‌বো না; আমি কুলীন, নীচকুলজাত ব্যক্তির সঙ্গে হরিকীর্ত্তন কর্‌বো না"—এরূপ মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্মের বিচার আত্মধর্ম্ম কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে নাই। "মলমূত্র-পরিত্যাগ-কালে অথবা পাপযুক্ত হৃদয়ে হরি-নাম কর্‌তে পারি না",—এরূপ বিচারও শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে নাই। মল-মূত্র-ত্যাগকালে 'হরিনাম' করা যায়, পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও হরিনাম কর্‌তে পারে; কিন্তু যা'রা "হরিনাম ক'রে পাপ হজম কর্‌ব"—এরূপ কপটতার আশ্রয় করে, তা'রা 'হরিনাম' কর্‌তে পারে না; নাম-বলে পাপ কর্‌বার প্রবৃত্তি থাক্‌লে 'হরিনাম' হয় না।

মূর্খের অর্চ্চনাধিকার নাই। কিন্তু কাল—কলি। ব্রাহ্মণ ছেলেকে বল্‌ছেন,—"যখন লেখাপড়া শিখ্‌লি নে, তখন পূজারীগিরি কর্‌গে।" কিন্তু এটা (অর্চ্চন) —সর্ব্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্যের কার্য্য। (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)—

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ-
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥"

[যিনি এই স্থূল-শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটিই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে 'গাধা' অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।]

অব্রাহ্মণদের বিচার—'আমার স্ত্রীপুত্র, এ দেহটা আমার, আমি উৎকৃষ্ট-কুলে জন্মগ্রহণ করেছি, আমার রক্ত-মাংস-চামড়াগুলি পরম পবিত্র',—এরূপ বিচার নিয়ে ভগবদ্ভক্তের কাছে যাওয়া যায় না—ভগবদ্ভক্তের কৃপার অভাবে 'হরিনাম' হয় না, এরূপ প্রমত্ত থাক্‌লে শ্রীবিগ্রহের দর্শন হয় না—শ্রীবিগ্রহকে 'পুতুল' দেখে,—ঠাকুরকে ভাস্করে গড়েছে—কাদা, মাটি, পাথর, কাঠ, পেতল দিয়ে ঠাকুর হয়েছে—এরূপ মনে হ'য়ে থাকে। যে যে-অবস্থায় আছে, সে যদি সাধুর কথা শুনে, তবে তা'র পৌত্তলিকতা দূর হয়।

'লেখাপড়া শিখেছি'—এ বুদ্ধিটা প্রবল হ'লে 'হরিসেবা' করতে পারা যায় না, 'পৌত্তলিক' হ'য়ে যেতে হয়। মানুষের লেখাপড়া শিখ্‌বার আদৌ আবশ্যকতা নাই, যদি সেই লেখাপড়া হরিভজনের প্রতিবন্ধক হয়। ওরকম লেখাপড়া শিখে' মানুষ পৌত্তলিক হ'য়ে যায়; হরিসেবার বদলে তা'রা অহঙ্কারের পূজা করে। মূর্খ কর্ম্মকাণ্ডী যেমন হরিসেবা কর্‌তে পারে না, অতিজ্ঞানী জ্ঞানকাণ্ডীও তমোধর্ম্মে আসক্ত হ'য়ে পড়ে (ঈশাবাস্যে ৯)—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠার পর]

এবম্বিধ বর্ণাশ্রম-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া মানববৃন্দ ক্রমশঃ পরমার্থ লাভ করিতে পারেন। এজন্য কর্ম্মবাদী পণ্ডিতেরা অভিধেয় বিচারে কর্ম্মকেই প্রয়োজনসিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম ব্যতীত বদ্ধজীব ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। নিতান্তপক্ষে শরীরনির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে কোনক্রমেই প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিত্যজ্য। যখন কর্ম্ম ব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্ম সকলে পারমেশ্বরীভাবার্পণ করা উচিত, নতুবা ঐ কর্ম্ম, পাষণ্ড কর্ম্ম হইয়া উঠিবে। যথা ভাগবতে—

এতৎসংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতং।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতং ॥

কর্ম্ম অকাম হইলেও উপদ্রব বিশেষ, অতএব উহা অধিকারভেদে, ব্রহ্মে জ্ঞানযোগ দ্বারা, ঈশ্বরে ফলার্পণ ব্যবস্থাক্রমে অথবা ভগবানে রাগমার্গে অর্পিত না হইলে শিবদ হয় না। যথাস্থলে রাগমার্গের বিবৃতি হইবে। অতএব কর্ম্মের অভিধেয়ত্ব সত্ত্বে, সমস্ত কর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর পরমাত্মার পূজা করা প্রয়োজন। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে ঈশ্বরপূজা অপরিহার্য্য। যেহেতু পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতাসহকারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করার নামই ঈশ্বরপূজা। কাম্য কর্ম্মগুলি নিম্নাধিকারীর কর্ত্তব্য, তথাপি তাহাতে ঈশ্বরভাব মিশ্রিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা ভাগবতে—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥

যে কর্ম্মই করুন অর্থাৎ মোক্ষকাম, অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যে অনুষ্ঠানই করুন, তাহাতে পরম পুরুষ পরমেশ্বরের যজন, তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা করিবেন।

জ্ঞানও পরমার্থসিদ্ধির উপায় স্বরূপ লক্ষিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম জড়াতীত, জীবাত্মাও জড়াতীত। পরব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন জড়াতীত ক্রিয়াই পরমার্থ-

সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞানবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন। কর্ম্ম যদিও সংসার ও শরীরযাত্রা নির্ব্বাহক, তথাপি জড়জনিত থাকায়, অজড়তা সম্পন্ন করিবার তাহার সাক্ষাৎ সামর্থ্য নাই। কর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরে চিত্তনিবেশের অভ্যাস হইয়া থাকে, কিন্তু জড়াশ্রিত কর্ম্ম পরিত্যাগ না করিলে নিত্য ফল লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক চেষ্টা দ্বারাই কেবল আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়। প্রথমে প্রকৃতির আলোচনা করতঃ প্রকৃতির সমস্ত সত্তা ও গুণকে স্থগিত করিয়া, ব্রহ্ম-সমাধিক্রমে জীবের ব্রহ্মসম্প্রাপ্তির সাধন করিতে হয়। যে কাল পর্য্যন্ত জড়দেহে জীবের অবস্থান আছে, সে কাল পর্য্যান্ত শারীর কর্ম্ম মাত্র স্বীকার্য্য। এবম্বিধ জ্ঞানবাদ দুইভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবজ্‌জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণ-রূপ ফলের উদ্দেশ থাকে। নির্ব্বাণের পর আর আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান ব্রহ্মজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ এবং আত্মা মুক্ত হইলে নির্ব্বিশেষ হইয়া ব্রহ্মের সহিত ঐক্য হইয়া পড়েন। এই প্রকার সাধনটী ভগবজ্‌-জ্ঞানের উত্তেজক বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—ভগবদ্‌গীতায় ভক্তির উদ্দেশ্য ভগবান্‌ কহিয়াছেন।—

যেত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥
ক্লেশোধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তাদিগতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥

যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব ব্রহ্মকে, ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত করিয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া উপাসনা করেন অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, তাঁহারাও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানকেই অবশেষে প্রাপ্ত হন। অব্যক্তাসক্ত চিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞান-মার্গে অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে, কেননা শরীরী বদ্ধ জীবগণের পক্ষে অব্যক্তাদিগতি দুঃখজনক হয়। এই শ্লোকত্রয়ের মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন দ্বারা জীবের জড়বুদ্ধি দূর হইলে, পরে সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-কৃপাবলে চিদ্গত বিশেষ নির্দ্দিষ্ট ভগবত্তত্ত্ব লাভ হয়। জড়জগতের ভাবসকল নরসমাধিকে এতদূর দূষিত করে যে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ স্থূলভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে দূরীভূত করিয়া সমাধির প্রথমাবস্থায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন আত্মা জড়যন্ত্রণা হইতে ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন, তখন কিয়ৎকালের মধ্যে স্থিরবুদ্ধি হইয়া সমাধিচক্ষে বৈকুণ্ঠস্থ বিশেষ দেখিতে পান তখন আর অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম দর্শনশক্তিকে আচ্ছাদন করেন না। ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া অপ্রাকৃত নয়নকে পরিতৃপ্ত করে। এই স্থলে ব্রহ্মজ্ঞানটী ভগবজ্‌-জ্ঞান হইয়া পড়ে। ভগবজ্‌জ্ঞানোদয় হইলে তদ্রহস্য পর্য্যন্ত পরম লাভ সংঘটন হয়। অতএব পরমার্থপ্রাপ্তির সাধকরূপ জ্ঞান অভিধেয় তত্ত্বের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ভগবজ্‌-জ্ঞানালোচনা করিলে প্রয়োজনরূপ বিশুদ্ধ প্রীতির নিদ্রাভঙ্গ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

জ্ঞান সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। জ্ঞানের স্বাভাবিক অবস্থাই ভগবজ্‌-জ্ঞান এবং অস্বাভাবিক অবস্থাই অজ্ঞান ও অতিজ্ঞান। অজ্ঞান হইতে প্রাকৃতপূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ। প্রাকৃতপূজা দুইপ্রকার, অর্থাৎ অন্বয়-রূপে প্রাকৃত ধর্ম্মকে ভগবজ্‌-জ্ঞান এবং ব্যতিরেকভাবে ঐ ধর্ম্মে ভগবদ্বুদ্ধি। প্রাকৃতান্বয়-সাধকেরা ভৌম-মূর্ত্তিকে ভগবান্‌ বলিয়া পূজা করেন। ব্যতিরেক সাধকগণ প্রকৃতির ধর্ম্মের ব্যতিরেক ভাব সকলকে ব্রহ্ম বোধ করেন। ইঁহারাই নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব বাদকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই শ্রেণী সম্বন্ধে ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে যথা—

এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতং ॥
অতঃপরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্ব্বিশেষণং।
অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙমনসঃ পরং ॥
অমুনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্নন্তি মায়া সৃষ্টে বিপশ্চিতঃ ॥

মহী প্রভৃতি অষ্ট আবরণে আবৃত ভগবানের স্থূল রূপ আমি বর্ণনা করিলাম। ইহা ব্যতীত একটী সূক্ষ্ম রূপ কল্পিত হয়। তাহা অব্যক্ত, নির্ব্বি-শেষ, আদি মধ্য অন্তরহিত, নিত্য বাক্য ও মনের

অগোচর। এই দুই রূপই প্রাকৃত। সারগ্রাহী পণ্ডিত সকল ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃতরূপ নিয়ত দর্শন করেন। অতএব নিরাকার ও সাকারবাদ উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও পরস্পর বিবদমান। যুক্তি, জ্ঞানকে অতিক্রম করত তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে নিত্য বলিতে চাহে না। এই অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অনুগত হইয়া স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসন্ধান করে। এই অতিজ্ঞানজনিত চেষ্টাদ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না; যথা ভাগবতে দশম স্কন্ধে ;—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দাক্ষ! জ্ঞানজনিত যুক্তিকে যাঁহারা চরমফল জানিয়া ভক্তির অনাদর করিয়াছেন, সেই জ্ঞানমুক্তাভিমানী পুরুষেরা অনেক কষ্টে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও অতিজ্ঞানবশতঃ তাহা হইতে চ্যুত হন। সদ্‌যুক্তিদ্বারাও অতিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত চারিটী বিচার প্রদত্ত হইল।

১। ব্রহ্মনির্ব্বাণই যদি আত্মার চরম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা হইতে আত্মসৃষ্টি হইয়াছে কল্পনা করিতে হয়। কেন না এমত অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কষ্ট হইত না। ব্রহ্মকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিলে ব্রহ্মেতর স্বাধীন তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহার লভ্য নাই।

৩। পরব্রহ্মের নিত্য বিলাস সত্ত্বে, আত্মার ব্রহ্ম-নির্ব্বাণের প্রয়োজন নাই।

৪। ভগবচ্ছক্তির উদ্বোধনরূপ বিশেষ নামক ধর্ম্মকে সর্ব্বাবস্থায় নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে, সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। তদভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ ও সংস্থানের অভাব হয়। ব্রহ্মের অস্তিত্বেও সংশয় হয়। বিশেষ নিত্য হইলে আত্মার ব্রহ্মনির্ব্বাণ ঘটে না।

মায়াবাদ শতদূষণী গ্রন্থে এ বিষয়ের বিশেষ বিচার আছে, দৃষ্টি করিবেন। (ক্রমশঃ)

‘মায়াবাদ’ ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৯ পৃষ্ঠার পর]

যখন সদ্গুরুকৃপায় দিব্যজ্ঞানচক্ষুঃপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ দ্রষ্টা জীব সুবর্ণবর্ণ প্রভু ব্রহ্মযোনি (অর্থাৎ যাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়, সেই গর্ভোদশায়ী মহাপুরুষকে অথবা শ্রীভগবানের অঙ্গকান্তি-স্বরূপ ব্রহ্মের আশ্রয়স্থল শ্রীভগবান্‌কে অথবা বেদাদি শাস্ত্রের আবির্ভাবস্থল শ্রীভগবান্‌কে) শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন, তখন সর্ব্ব অবিদ্যাপরিমুক্ত তত্ত্বজ্ঞ সেই জীব পাপপুণ্যজনিত সংস্কারাদি পরিমুক্ত ও নিরুপাধিক হইয়া আত্মার অপহতপাপ্ম-ত্বাদি অষ্টলক্ষণ প্রাপ্তিরূপ সমতা লাভ করেন। এইরূপ এইসকল শ্রুতিবাক্যে জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকৃতি লাভরূপ পরম সৌভাগ্যোদয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মায়াবাদী জীবকে ভগবান্ করিয়া ভক্তিভক্তভগবানের নিত্যত্ব ছেদন করিয়া জগৎকে এই প্রেমসম্পৎ হইতে চির-বঞ্চিত করিতে চাহেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার ‘শরণাগতি’ গীতিকাব্য গ্রন্থে ‘ভক্তিপ্রতিকূলভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার’ সম্বন্ধে (২৭নং গীতিতে) লিখিতেছেন—

“বিষয়-বিমূঢ় আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ॥
এই দুই সঙ্গ নাথ না হয় আমার।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার॥

এ দু'য়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদিসঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল ॥
বিষয়ি-হৃদয় যবে সাধুসঙ্গ পায়।
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায় ॥
মায়াবাদ-দোষ যা'র হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তা'র বজ্রসম ভেল ॥
'ভক্তির স্বরূপ', আর 'বিষয়', 'আশ্রয়'।
মায়াবাদী 'অনিত্য' বলিয়া সব কয় ॥
ধিক্ তা'র কৃষ্ণসেবা, শ্রবণ, কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন ॥
মায়াবাদ-সম ভক্তিপ্রতিকূল নাই।
অতএব মায়াবাদিসঙ্গ নাহি চাই ॥
ভকতিবিনোদ মায়াবাদ দূর করি'।
বৈষ্ণবসঙ্গেতে বৈসে নামাশ্রয় ধরি' ॥"

মায়াবাদ এমনই এক মহামোহজনক মতবাদ যে, বহু বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, এমনকি মহাধুরন্ধর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পর্য্যন্তও ইহার কবলে কবলিত হইয়া আত্মবিনাশ বরণ করেন। 'ব্যবহারিক সত্য' বিচারে কৃষ্ণভক্তির সকল অঙ্গ স্বীকার করিয়াও 'পারমার্থিক সত্য' বিচারে পরিণামে ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ গতিপ্রার্থী হইয়া মায়াবাদী আত্মার চিরসর্ব্বনাশ সাধন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয়তম ভক্ত শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থের একটি শ্লোকে (৪৯ সংখ্যা) লিখিয়াছেন—

"কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয় বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।
হা হা কৃ যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি ॥"

অর্থাৎ "বর্ত্তমান কাল কলি অর্থাৎ বিবাদের মূল। এই যুগে ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুবর্গ অত্যন্ত প্রবল। পরমোজ্জ্বল ভক্তিমার্গ—কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, ফল্গুবৈরাগ্য, কুতর্কাদি বাগ্‌বিতণ্ডা প্রভৃতি কোটি কোটি কণ্টকে অবরুদ্ধ। হে চৈতন্যচন্দ্র তুমি যদি অদ্য কৃপা না কর, তাহা হইলে হায়! আমি ঐসকল দ্বারা বিকল হইয়া কোথায় যাইব, কি করিব?"

কোটিকণ্টকরুদ্ধ শ্রীভক্তিমার্গের কণ্টকস্বরূপ অনন্ত অন্তরায় সকলের মধ্যে মায়াবাদই একটি সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ভীতিপ্রদ বিষময় কণ্টক। কলিযুগপাবনাবতারী কলিভয়নাশন শ্রীশচীনন্দন স্বয়ং ভগবান্ সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত এই বিষমবিষমা কণ্টক হইতে পরিত্রাণ করিবার দ্বিতীয় বান্ধব আর কেহই নাই।

একসময়ে শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্ত শ্রীল ভগবান্ আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তসূত্রভাষ্য শারীরক'ভাষ্যোপেত বেদান্তসূত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীভগবান্ আচার্য্যসমীপে আসিলে সরল-বৈষ্ণব শ্রীআচার্য্য তাঁহাকে তাঁহার বন্ধুপ্রবর শ্রীল দামোদর স্বরূপ সমীপে লইয়া গিয়া তাঁহাকে গোপাল-সমীপে বেদান্ত-ভাষ্য শ্রবণের জন্য আগ্রহ জানাইলেন। শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রেম-ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—

"বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥
বৈষ্ণব হঞা যেবা 'শারীরকভাষ্য' শুনে।
সেব্য-সেবক ভাব ছাড়ি' আপনারে ঈশ্বর মানে ॥
মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৯৪-৯৬

বন্ধুবাক্যশ্রবণে সঙ্কুচিত হইয়া আচার্য্য কহিতে লাগিলেন—

"(আচার্য্য কহে)—আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে।
আমা সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে ॥"

ইহা শুনিয়া শ্রীল স্বরূপ কহিলেন—

"(স্বরূপ কহে)—তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে।
'চিৎ-ব্রহ্ম মায়ামিথ্যা' এইমাত্র শুনে ॥
জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মনঃপ্রাণ ॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।৯৭-৯৯

স্বরূপমুখে এই সকল কথা শ্রবণে আচার্য্য লজ্জা ও ভয়ে অধোবদন হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। কএকদিন পরেই ভ্রাতাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

'মায়াবাদ' এমনই সর্ব্বনাশকর ভক্তিবিরোধী মতবাদ! ভগবদ্‌ভক্তগণ উহা হইতে সর্ব্বতোভাবে সাবধানতা অবলম্বন করেন। অবশ্য 'শঙ্করঃ শঙ্করঃ

সাক্ষাৎ' অর্থাৎ আচার্য্য শঙ্কর স্বরূপতঃ কৃষ্ণপ্রিয়তম—বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ (ভাঃ ১২।১৩।১৬), কিন্তু ভগবদাদেশে তাঁহাকে অসুর বিমোহনার্থ মায়াবাদরূপ অসন্মতবাদ প্রচার করিতে হইয়াছে। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সন্ন্যাস-লীল শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীসার্ব্বভৌম-সহ কথোপকথন বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"সবার জীবন কৃষ্ণ, জনক সবার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তা'র ॥
যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে।
তাঁর অভিপ্রায় দাস্য, তাঁরি মুখে কহে ॥"

তথাহি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবাক্যম্ –

"সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীয়স্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥"

[অর্থাৎ 'হে নাথ, যদিও জীব এবং ব্রহ্মে (বস্তুগত) অভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তথাপি আমি জীব আপনারই অধীন অর্থাৎ আপনার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট, পরন্তু আপনি কখনও আমার সত্তায় সত্তাবিশিষ্ট নহেন। সমুদ্র এবং তরঙ্গের মধ্যে (বস্তুগত) অভেদ থাকিলেও তরঙ্গ সমুদ্রেরই সত্তায় সত্তাশালী, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের সত্তায় সত্তাশালী নহে।']

"যদ্যপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্বঠাঞি ॥
তবু তোমা হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা হৈতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি ॥
যেন 'সমুদ্রের সে তরঙ্গ' লোকে বলে।
'তরঙ্গের সমুদ্র' না হয় কোন কালে ॥
অতএব জগৎ তোমার, তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা ॥
যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্য হয় সেইজন ॥
এই শঙ্করের বাক্য—এই অভিপ্রায়।"

—চৈঃ ভাঃ অ ৩।৪৬-৫৪

"শঙ্করাচার্য্য সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণভজনই যে জীবের নিত্যধর্ম্ম,—এরূপ কথা বলেন নাই, তথাপি তিনি আপনাকে সমুদ্রের তরঙ্গ বিচার করিয়াছেন, তরঙ্গ সমুদ্র নহে, ইহাই তাঁহার মত।" অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের হৃদ্‌গত অভিপ্রায়—কৃষ্ণদাস্য, জীবব্রহ্মৈক্যাদি অসুর-মোহনপর মতবাদ।

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদও তাঁহার 'বৃহদ্‌-ভাগবতামৃত' (২।২।১২৬) গ্রন্থে উক্ত 'সত্যপি' বাক্যটিকে 'শ্রীভগবচ্ছঙ্করপাদানাং ভেদাভেদন্যায়োপবৃংহিত বচনং' —এইরূপ বলিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর-বাক্য—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥" ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষণার্থ তিনি জীব ও জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। জীব ও জগৎকে স্বীকার করিতে হইলে ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয় সুতরাং অদ্বিতীয়ত্ব বাধিত হয়।

আচার্য্যের ব্যবহৃত 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ এইরূপ যে, ভ্রমবশতঃ যাহা প্রথমে সত্যরূপে প্রতীত হয়, পরে ভ্রমাপগমে তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্প বলিয়া ভ্রমোদয়কালে ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুকে সর্পই দেখে, পরে ভ্রমাপগমে রজ্জুজ্ঞানোদয়ে তাহার সর্পজ্ঞানটি অসত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়। অতএব ভ্রম থাকাকালীন সর্পজ্ঞানকে একেবারে আকাশকুসুম বা শশশৃঙ্গবৎ অলীক বা অসৎ বলাও যাইবে না। সুতরাং আচার্য্যের মতে জীব ও জগৎ মিথ্যা, কিন্তু একেবারে অলীক বা অসৎ নহে।

আচার্য্য ব্রহ্মকে যাবতীয় বিশেষ বা সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদরহিত নির্ব্বিশেষ বা নির্গুণ বলেন। গুণবিশেষের আরোপে অসীম অনন্ত নির্গুণ ব্রহ্মকে সসীম করিয়া ফেলা হয়।

সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত যে কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর, পরতমতত্ত্ব, সর্ব্বাবতারের অবতারী প্রভৃতি বলেন, মায়াবাদী সেই অবতারী কৃষ্ণ বা তাঁহার বিভিন্ন অবতারকে 'সগুণ ব্রহ্ম', তাঁহারা মায়িক আকৃতি-বিশিষ্ট এইরূপ বলেন। শঙ্করমতের মায়া-শক্তি সম্বন্ধে শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁহার বেদান্তসার গ্রন্থে 'সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী, সদ-সদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধিভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ' এইরূপ একটি পরিচয় দিতেছেন। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে যে জীব ও জগৎ ভ্রমরূপ বিবর্ত্ত হয়, ইহাই ঐ মায়াকৃত। বস্তুতঃ জীব ও জগৎ মিথ্যা, উহার পারমার্থিক সত্যতা নাই। উহাকে ব্যবহারিক, প্রাতীতিক বা প্রাতিভাসিক (প্রকৃত বলিয়া

প্রতীয়মান) সত্যরূপে বলা হয়। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া বিচারিত হইলেও মায়াবাদী জীবকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং জগৎকে মিথ্যাভূত বিচার করিয়া নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক ব্রহ্মকেই তাঁহারা পারমার্থিক পরম সত্য-রূপে বিচার করেন। শ্রীভাগবত (১৷২৷১১) বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং শ্লোকে এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানেরই যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই ত্রিবিধ প্রতীতির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য পরব্রহ্মকেই এক অদ্বিতীয় তত্ত্ব বলেন। আচার্য্য ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার না করিলেও ব্রহ্মসূত্র ১৷১৷১ ভাষ্যে 'সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতং ব্রহ্ম' এইরূপ বলিয়াছেন। তবে আচার্য্য বলেন—ব্যবহারিকস্তরে মায়াশক্তি বা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। এই ঈশ্বরই অনন্ত গুণবিশিষ্ট, ইনিই সগুণ ব্রহ্ম। উপাসনার সুবিধার জন্যই এই সাকার বা সবিশেষ ব্রহ্মের কল্পনা, এই সগুণ ব্রহ্ম মায়া-বিজৃম্ভিত। সুতরাং সৃষ্ট জগৎ যেমন মিথ্যা মায়া-কল্পিত, স্রষ্টা ঐ সগুণ ব্রহ্মরূপী ঈশ্বরও তদ্রূপ মিথ্যা মায়া মাত্র।

'ব্রহ্ম' শব্দের মুখ্য অর্থে অনন্ত চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ চিদ্‌বিভূতি-সম্পন্ন শ্রীভগবান্। মায়াবাদী তাঁহার চিদ্‌বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে 'নিরাকার' বলিয়া প্রতিপাদন করেন। তাঁহার চিন্ময় ধাম, চিন্ময় দেহ, চিন্ময় নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি এবং তাঁহার অপ্রাকৃত লীলাপরিকরাদি কোন 'বিশেষ'ই স্বীকার করিবেন না। ঐ সকলকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়া তিনি তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মকেই এক অচিন্তনীয় পরমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাহেন। শ্বেতাশ্বতরাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী পরাশক্তি সুস্পষ্টরূপেই স্বীকৃত আছে, কিন্তু তিনি শব্দের মুখ্য বা অভিধা অর্থ ছাড়িয়া নানাপ্রকার গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থ দ্বারা শ্রুতির মুখ্যার্থ আচ্ছাদন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের শক্তিপরিণতি স্বীকৃত হইলে জীব ও জগৎকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কিছুমাত্রই ব্যস্ত হইতে হয় না। শ্রুতিস্মৃতি সকলেই জীবকে তটস্থাশক্তিসম্ভূত—স্বরূপ-শক্তির অনুপ্রকাশস্থলীয় নিত্য সত্য সনাতন তত্ত্বই বলিয়াছেন। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস, সেই স্বরূপবৃত্তি কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃতিবশতঃই তাঁহার বদ্ধাবস্থা সংসার দুঃখজলধিনিমজ্জিতাবস্থা, অর্থাৎ পরমেশ্বর বৈমুখ্য হেতুই জীবের বন্ধনদশা, আবার সেই পরমেশ্বর সান্মুখ্য হইতেই বন্ধন বিনিবৃত্তি এবং তাঁহার স্বরূপ-সাক্ষাৎকৃত্যাদি। স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই সমগ্র বিশ্ব বা জগৎ সেই ভগবান্ হইতেই উদ্ভূত, শ্রীভগবান্ এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদিগকে যাহা কিছু অর্পণ করেন অর্থাৎ আমরা আমাদের প্রাক্তনকর্ম্মজনিত অদৃষ্টানুসারে যাহা কিছু পাই, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া তাহা তাঁহাতে অর্পণ করতঃ তাঁহার প্রসাদসেবী হইতে হইবে। অন্য কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিতে হইবে না।

ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণের এক অংশ পর-মাত্ম-কর্ত্তৃক (গীঃ ১০৷৪২ দ্রষ্টব্য) ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব (তেন হেতুনা) পরমেশ্বরের উচ্ছিষ্ট বস্তু ত্যাগধর্ম্মসহকারে বা যুক্ত বৈরাগ্যের সহিত গ্রহণ কর, ভগবৎসম্পত্তিকে ভোক্তৃ-রূপে গ্রহণ করিবার লালসা করিও না। অথবা ভগবান্ তোমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে নিবেদন করিয়া তাঁহার প্রসাদ বুদ্ধিতে তাহা গ্রহণ কর, কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না। অথবা তেন (ঈশা পরমেশ্বরেণ) ত্যক্তেন (দত্তেন বস্তুনা) অর্থাৎ পরমেশ্বরপ্রদত্ত বস্তুকে তৎপ্রসাদ জ্ঞানে গ্রহণ কর, 'ইতো সমাধিকং ভবতু ইতি বুদ্ধিং ত্যজ' অর্থাৎ ইহা হইতে আমার অধিক হউক—এই বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। সুতরাং জগৎকে ভোগ্য বা ত্যজ্য বিচারের পরিবর্ত্তে 'ঈশাবাস্য' বিচারে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধে গ্রহণ করিতে পারিলেই শ্রুতিমতের প্রকৃত সমর্থন সম্ভাবিত হইতে পারে।

(ক্রমশঃ)
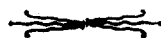
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(২৩)

রায় রামানন্দ

'প্রিয়নর্ম্মসখঃ কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ। মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দরায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥ অতো রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদিকং কৃতী। রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দন্বহম্॥ ললিতেত্যাহুরেকে যত্তদেকে নানুমন্যন্তে। ভবানন্দং প্রতি প্রাহ গৌরো যত্ত্বং পৃথাপতিঃ॥ গোপ্যার্জ্জুনীয়য়া সার্ধমেকীভূয়াপি পাণ্ডবঃ। অর্জ্জুনোযদ্রায় রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমাঃ॥ অর্জ্জুনীয়াভবত্তূর্ণং অর্জ্জুনোঽপি চ পাণ্ডবঃ। ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডে ব্যক্তমেব বিরাজতে। তস্মাদেতদ্ব্রয়ং রামানন্দ-রায়-মহাশয়ঃ॥' —গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১২০-১২৪।

প্রিয়নর্ম্মসখা অর্জ্জুন, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন এবং অর্জ্জুনীয়া সখী রায় রামানন্দে প্রবিষ্ট আছেন ইহা উপরিউক্ত প্রমাণে জানা যায়। পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, অর্জ্জুন গোপীদেহ লাভ করতঃ অর্জ্জু-নীয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ বলেন কৃষ্ণলীলায় যিনি 'ললিতা' তিনিই গৌরলীলাপুষ্টির জন্য রায় রামানন্দরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, আবার কেহ বলেন তিনি অভিন্ন 'বিশাখা' স্বরূপ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চৈতন্যচরিতামৃত ৮ম পরিচ্ছেদের ২৩ নম্বর পয়ারের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

"রাধাকৃষ্ণের বিশাখা সখীর প্রতি ও বিশাখা সখীর রাধাকৃষ্ণের প্রতি যে স্বাভাবিক প্রেম, তাহাই উদিত হইল।" শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রায় রামানন্দকে অভিন্ন 'বিশাখা' স্বরূপে দর্শন করিয়াছেন।

রায় রামানন্দের পিতার নাম রায় ভবানন্দ। রায় ভবানন্দ শৌক্র-করণ কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব পরিচয়ে ইনি পাণ্ডুরাজা ছিলেন। ইহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে রায় রামানন্দ জ্যেষ্ঠপুত্র। অপর চার পুত্রের নাম— গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি ও বাণীনাথ পট্টনায়ক। "সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী। পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি॥" —চৈঃ চঃ মধ্য ১০।৫৩। পুরী হইতে পশ্চিমে ছয়-ক্রোশ দূরে ব্রহ্মগিরি বা আলাননাথে রায় ভবানন্দের নিবাস ছিল। রায় রামানন্দের বংশপরম্পরা আগত মনোহর রায়ের লেখনীতে রায় রামানন্দের বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—'উৎকলদেশীয় সমাজে করণজাতি 'শৌক্র-শূদ্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরামানন্দ করণজাতিতে উদ্ভূত হন। তজ্জন্য লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি শৌক্র-শূদ্র হইয়াও বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণ-গুরু বৈষ্ণব পরমহংস ছিলেন।' জাতিকুল সব নিরর্থক জানাইতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা-কৃষ্ণের ইচ্ছায় গৌরলীলাপুষ্টির জন্য যবনকুলে নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"জাতি, কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥
অধম কুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্মি' শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম-কুলেতে॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৬।২৩৭-২৪০

বৈষ্ণব গুণাতীত নির্গুণ। তাহাকে জাতিবুদ্ধি করিলে নরকগতি হয়। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলি-মলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ। শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধির্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥" —পদ্মপুরাণ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ৩॥ জন অন্তরঙ্গ ভক্তের মধ্যে রায় রামানন্দ অন্যতম ছিলেন। "প্রভু লেখা করে যারে—রাধিকার গণ। জগতের মধ্যে পাত্র—সাড়ে তিনজন॥ স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ। শিখি মাহিতি —তিন, তাঁর ভগিনী—অর্ধজন॥' —চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১০৫-১১৬

রায় রামানন্দ রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে বিদ্যা-নগরের অধিকারী বা প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। কাহারও মতে রায় রামানন্দ রাজা প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন।

মাঘমাসের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুর হইয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে গিয়াছিলেন। নীলাচলে দোলযাত্রা দর্শনের পর চৈত্র মাসে সার্ব্বভৌম উদ্ধারলীলা হয়। বৈশাখ মাসে মহাপ্রভু দক্ষিণ যাত্রা করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ভ্রমণে একাকী যাইতে স্থির করিলে নিত্যানন্দ প্রভু 'কৃষ্ণদাস' বিপ্রকে সঙ্গে দিলেন। দক্ষিণযাত্রাকালে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে চারিটী কৌপীন-বহির্ব্বাস দিয়া রায় রামানন্দের সহিত গোদাবরী তীরে সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন।

"তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে, প্রভু, মোর নিবেদনে॥
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে।
অধিকারী হয়েন তেঁহো বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ি-জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তেঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস,—দুঁহের তেঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে 'বৈষ্ণব' বলিয়া॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিলু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৭।৬১-৬৭

"শ্রীরামানন্দ বহির্দৃষ্টিতে কৌপীনবিশিষ্ট সন্ন্যাসী নহেন, তজ্জন্য লৌকিক দৃষ্টিতে রাজভৃত্য বিষয়ী, বস্তুতঃ তিনি বিদ্বৎ বা নরোত্তম-সন্ন্যাসী ছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে বৈষ্ণব না থাকিলেও রামানন্দ রায়ের নৈসর্গিক বৈষ্ণবতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আবার প্রভুর কৃপায় ভক্ত হইবার পর রামানন্দের কথা আলোচনা করিয়া তাঁহাকে 'অধিকারী রসিক-ভক্ত' বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।" —শ্রীল প্রভুপাদের অনুভাষ্য

বৃহস্পতির অবতার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভা-পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত গৃহস্থাশ্রমে সন্ন্যাসীর গুরু হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বয়ং ভগবত্তা এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ রায় রামানন্দকে বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং অন্যের কা কথা। ভক্ত ও ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁহাদের তত্ত্ব ও মহিমা বুঝিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। "অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে। কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥ ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহারে। সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥" —চৈঃ চঃ মধ্য ৬।৮২-৮৩

শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তিপ্রদানমুখে দাক্ষিণাত্য-বাসীকে বৈষ্ণব করতঃ কূর্ম্মস্থানে কূর্ম্মদেবের দর্শন, কূর্ম্ম-বিপ্রকে কৃপা ও সর্ব্বত্র কৃষ্ণভক্তি প্রচারের আদেশ, গলিতকুষ্ঠ বাসুদেব বিপ্রের উদ্ধার, সিংহাচলমে জিয়ড়-নৃসিংহের অগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন, তৎপরে গোদাবরী তীরে আসিয়া প্রেমবিভাবিত নেত্রে গোদাবরীকে যমুনা এবং তত্তটবর্ত্তী বনকে বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিলেন। গোদাবরী পার হইয়া কভুরে রায় রামানন্দের সহিত মিলনাকাঙ্ক্ষায় স্নানকার্য্য সমাপন করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময় রামানন্দ রায় বাদ্যাদি সহযোগে তথায় আসিয়া মহাপ্রভুর দিব্যরূপ দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া পাল্কী হইতে নামিয়া প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে চিনিয়াও তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে রায় রামানন্দ নিজেকে দাস শূদ্র মন্দ বলিয়া পরিচয় দিলেন। মহাপ্রভু রায় রামানন্দের দৈন্যোক্তি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন করিলে প্রভু-ভৃত্যের স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হইল। তাঁহাদের অষ্টসাত্ত্বিক প্রেম-বিকার দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হইয়া বিচার করিলেন—

"এই ত' সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন॥
এই মহারাজ—মহাপণ্ডিত গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইলা অস্থির॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২৬-২৭

বিজাতীয় লোক দেখিয়া মহাপ্রভু নিজভাবকে সংবরণ করিলেন। মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে তাঁহার সহিত মিলনের জন্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমের অনুরোধের কথা জানাইলে রায় রামানন্দ দৈন্যসহকারে বলিলেন—

"সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা—তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥
কাঁহা তুমি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাহা মুঞি—রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম ॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা, বেদভয়।
মোর দর্শন তোমা বেদে নিষেধয় ॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৩৪-৩৭

মহাপ্রভুর দর্শনে সমুপস্থিত ব্রাহ্মণাদি সকলেই প্রেমগদগদভাবে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিলেন—যাহা পূর্ব্বে তাহাদিগকে কখনও করিতে দেখা যায় নাই। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে মহাপ্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর, রায় রামানন্দের এইরূপ উক্তিতে মহাপ্রভু ভক্তের মহিমা বর্দ্ধনের জন্য বলিলেন—

প্রভু কহে, তুমি মহা-ভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন ॥
অন্যের কি কথা, আমি—'মায়াবাদী সন্ন্যাসী'।
আমি হ' তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৪৪-৪৫

মহাপ্রভু রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলেন ৫।৭ দিন অবস্থান করতঃ তাঁহার দুষ্ট চিত্তকে মার্জনের জন্য। পরে উভয়ে নিজ নিজ কৃত্য সমাপনের পর সন্ধ্যার সময় আসিয়া পুনঃ সেই স্থানে মিলিত হইলেন। সাধারণতঃ দেখা যায় ভক্ত প্রশ্ন করেন ভগবান্ উত্তর দেন, কিন্তু এখানে তদ্বিপরীত। মহাপ্রভু প্রশ্নকর্ত্তা, রায় রামানন্দ উত্তরদাতা। মহাপ্রভুর শক্তিতেই রায় রামানন্দ উত্তর দিতেছেন। কবিরাজ গোস্বামী উক্ত পরিচ্ছেদের নিজ কৃত প্রথম শ্লোকেই বিষয়টী পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"সঞ্চার্য্য রমাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং প্রযাতি ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১

'সিদ্ধান্ত-অমৃত-সমুদ্ররূপ শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দ নামক ভক্তমেঘে স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃত সঞ্চারণ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত দ্বারা পুনরায় স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞতারূপ সমুদ্রতা লাভ করিলেন।' অনেক সময় অশরণাগত ব্যক্তিগণ আধ্যক্ষিক বিচারে বুঝিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হন, ভগবদ্‌বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না।

মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে শাস্ত্রপ্রমাণের সহিত সাধ্য নির্ণয় করিতে বলিলে রায় রামানন্দ বিষ্ণুভক্তি-কেই সাধ্য নির্ণয় করতঃ আস্তিক্য বিচারের ক্রমোন্নতি প্রদর্শনে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি পর্য্যন্ত শাস্ত্রপ্রমাণ সহ পর পর উন্নত স্তরের কথা বলিলেও মহাপ্রভু সব-গুলিকেই বাহ্য বলিলেন, কারণ মহাপ্রভুর প্রদেয় বস্তু শুদ্ধভক্তি এইসব সাধনে নাই। মহাপ্রভু রায় রামা-নন্দের সহিত প্রসঙ্গে যাহারা বেদনিষিদ্ধ বিকর্ম্মী অকর্ম্মী তাহাদিগকে একেবারেই বাতিল করিয়া বর্ণা-শ্রমধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিলেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদিকে মহাপ্রভু 'কিছু না' এই কথা বলেন নাই, বাহ্য বলিয়া-ছেন। যাহারা বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম করে তাহাদিগকে প্রথমে বেদপ্রসিদ্ধ কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—বর্ণাশ্রমধর্ম্মে প্রকটিত হইলে তাহার পরের স্তর কর্ম্মার্পণের অধিকার হইবে, এইভাবে ক্রমোন্নতির কথা জানাইয়াছেন। যদিও ভক্তি নিরপেক্ষা হওয়ায় ভক্তের সঙ্গ হইলে ক্রমকে অপেক্ষা না করিয়াও ভক্তি হইতে পারে। রায় রামানন্দ যখন জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা বলিলেন তখন মহাপ্রভু 'এহো হয়' বলিলেন—এখান হইতে মহাপ্রভুর শিক্ষা আরম্ভ। এখানে 'জ্ঞানশূন্যা' শব্দের দ্বারা নির্ভেদ ব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞান-চিন্তাকে নিরাস করিয়াছেন কিন্তু শুদ্ধভক্তিলাভের অনুকূল সম্বন্ধজ্ঞানকে নিরসন করেন নাই।

"তাৎপর্য্য এই যে, কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন অপেক্ষা কর্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্ব-ধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও, সে সমুদায়ই বাহ্য; কেন না, সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধভক্তি, তাহা সেই চারিপ্রকার সিদ্ধান্তে নাই। 'আরোপসিদ্ধা' ও 'সঙ্গসিদ্ধা' ভক্তি কখনই শুদ্ধভক্তি বলিয়া পরিচিত হয় না। 'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি'—একটী পৃথক্ তত্ত্ব; তাহা—কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগরূপ

সন্ন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক্। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই যে, তাহা—অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন। উহাই সাধ্য বস্তু; কেন না, সাধ্য অবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাইলেও সিদ্ধাবস্থায় ইহা নির্ম্মলরূপে লক্ষিত হয়।" —ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

সাধুর আনুগত্যে সাধুমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণের কথা যতক্ষণ উক্ত হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মহাপ্রভু 'এহো বাহ্য' বলিয়াছেন। সুতরাং শুদ্ধভক্তমুখবিগলিত হরিকথা শ্রবণ হইতেই শুদ্ধভক্তি আরম্ভ। তাহার পর রায় রামানন্দ ভক্তির ক্রমোন্নত স্তরের কথা বলিতে গিয়া প্রেমভক্তি—শান্ত-প্রেম, দাস্য-প্রেম, সখ্য-প্রেম, বাৎসল্য-প্রেম, কান্ত-প্রেম এবং সর্ব্বশেষে রাধার প্রেমের কথা এবং কৃষ্ণের স্বরূপ, রাধার স্বরূপ, 'কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার', 'কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি'—ইত্যাদি যে বিষয়সমূহ বলিলেন তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে। চরিত্রবর্ণনে অস্বাভাবিক বিস্তৃতির ভয়ে ঐ প্রসঙ্গগুলি এখানে পর্য্যালোচনা করা হইল না। ভক্তের নিকট ভগবানের স্বরূপ লুক্কায়িত থাকে না। রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বলিলেন—

"পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসি-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি' মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গে ঢাকা ॥"

মহাপ্রভু রায় রামানন্দ মহাভাগবত এইজন্য ঐরূপ দেখিতেছেন বলিয়া আত্মগোপনের চেষ্টা করিলে রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের মুখ্য কারণের কথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন। মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবরূপা শ্রীমতী রাধিকা দুই-এর মিলিত নিজ-স্বরূপ দেখাইলে রায় রামানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। মহাপ্রভুর স্পর্শে রায় রামানন্দের চেতন হইল। দশরাত্রি রায় রামানন্দের সহিত সুখে অবস্থানের পর মহাপ্রভু তীর্থ পর্য্যটনান্তে নীলাচলে ফিরিবেন এই কথা বলিয়া রায় রামানন্দকে বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে মিলিত হইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥

—ভাগবত ১১।২৩।৫৭

'অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রাচীন মহজ্জনের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ ভিক্ষুকাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণপাদপদ্মনিষেবণ দ্বারা এই দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ আমি উত্তীর্ণ হইব।'

"প্রভু কহে—সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ ॥
সেই বেষ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি' নিভৃতে বসিয়া ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৩।৭-৯

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা ॥

—স্কন্দপুরাণ—সূতসংহিতা

'ত্রিদণ্ডী যতি শিখা রাখিবেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন।'

(ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বেষ)—"চতুঃষষ্টিপ্রকার ভক্ত্যঙ্গবিচারে বৈষ্ণবচিহ্নধারণের অন্তর্গত তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ। যাঁহারা এই তুর্য্যাশ্রমোচিত বেষ ধারণ করেন,

তাঁহাদেরই মুকুন্দসেবায় সংসার হইতে উদ্ধার হয়। পরাত্মনিষ্ঠগণ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেষ ধারণ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বতম মহর্ষিগণ ত্রিদণ্ড-বেষ ধারণ করিতেন, পরে বিষ্ণুস্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ডবেষকেই 'পরাত্মনিষ্ঠ' বলিয়া জ্ঞাপন করিয়া মুকুন্দসেবায় নিষ্ঠা প্রবর্ত্তন করেন। ঐকান্তিকী-ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ সেই ত্রিদণ্ডের সহিত চতুর্থ 'জীবদণ্ডের' সংযোগে যে একদণ্ড-বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার অন্তর্গতই ত্রিদণ্ড-বিধান। একদণ্ডি-সম্প্রদায় ত্রিদণ্ডের একতাৎপর্য্যত্ব বুঝিতে না পারায় ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক শিবস্বামিগণ পরবর্ত্তিকালে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপন পূর্ব্বক সেবা-সেবক-ভাব বা মুকুন্দসেবা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত অষ্টোত্তরশতনামী সন্ন্যাসিগণের পরিবর্ত্তে দশনামীর ব্যবস্থাই কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

শ্রীগৌরসুন্দর যদিও আর্য্যাবর্ত্তের তাৎকালিক প্রথামতে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ডচতুষ্টয় একীভূতই ছিল, ইহা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতি গান করিয়াছিলেন। পরাত্মনিষ্ঠার অভাবে যে একদণ্ড, তাহা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুমোদিত নহে। ত্রিদণ্ডিগণ দণ্ডত্রয়ের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে ঐকান্তিকী ভক্তির বিধান করিয়া থাকেন। অপ্রাকৃত-ভক্তিরহিত একদণ্ডিগণ নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বী হওয়ায় তাঁহারা পরাত্মনিষ্ঠা-বিমুখ, সুতরাং ব্রহ্মসংজ্ঞক প্রভৃতিতে লীন হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট হওয়াকেই 'মুক্তি' বলিয়া মনে করেন। আর্য্যাবর্ত্তবাসী মায়াবাদিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে 'ত্রিদণ্ডী' বলিয়া অবগত না হওয়ায় তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞানে 'বিবর্ত্ত' উপস্থিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত একদণ্ড সন্ন্যাসের কোন কথাই বলেন নাই, ত্রিদণ্ডধারণকেই তুর্য্যাশ্রমের একমাত্র বেষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীকেই বহুমানন করিয়াছেন; বহিঃপ্রজ্ঞ মায়াবাদিগণ তাহা বুঝিতে পারেন না।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে অদ্যাবধি তাঁহার অনুগত জনের মধ্যে শিখাসূত্রযুক্ত সন্ন্যাস প্রচলিত আছে। একদণ্ডি-মায়াবাদিগণ শিখাসূত্রবর্জ্জিত এবং ত্রিদণ্ড-মাহাত্ম্য বুঝিতে অসমর্থ, যেহেতু তাঁহাদের শ্রীভগবানে সেবা-প্রবৃত্তি নাই। বিষয়সেবা-নিমগ্ন চিত্তে ধৈর্য্যহীন হইয়া তাঁহারা অতদ্ধর্ম্মাশ্রয়ে সেব্য-সেবক-ভাব বর্জ্জিত হইয়া প্রকৃতি বা ব্রহ্মে লীন হইবার বিচার করিয়া থাকেন। দৈববর্ণাশ্রম-প্রবর্ত্তনকারী আচার্য্যগণ আসুরবর্ণাশ্রমীর বোধ ও চিন্তাস্রোত প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না।" —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাসিক্ত হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবৈকনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী ও বনচারী শিষ্যপঞ্চক এবং বনচারী প্রশিষ্য শ্রীল গুরুদেবের তিরোভাব তিথি শুভবাসরে এবং গৌরপূর্ণিমা তিথি শুভবাসরে জীবনের অবশিষ্টকাল একান্তভাবে মুকুন্দসেবায় আত্মনিয়োগের জন্য মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট শ্রীল আচার্য্যদেবের সতীর্থ ত্রিদণ্ডীযতিগণের সমক্ষে বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস বেষ গ্রহণ করিয়াছেন। সন্ন্যাসের দশবিধ সংস্কারে এবং বৈষ্ণবহোমাদি সেবাকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ। তাঁহাদের পূর্ব্ব নামের সহিত সন্ন্যাস নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

শ্রীল গুরুদেবের তিরোভাব তিথিবাসর

[২৭ ফাল্গুন, ১৩৯২ ; ১১ মার্চ্চ, ১৯৮৬ মঙ্গলবার]

শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ

শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ

শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ

শ্রীসত্যগোবিন্দ বনচারী— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকেবল মহাযোগী মহারাজ

শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসর

[১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ বুধবার]

শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী-অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে এবং মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবোপলক্ষে কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ৯ মাঘ, ২৩ জানুয়ারী বৃহস্পতি-বার হইতে ১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত যে বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ২৬শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মহদুৎসবানুষ্ঠানে স্থানীয় নাগরিকগণ ব্যতীতও মফঃস্বল হইতে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু শত ভক্ত-অতিথির সমাবেশ হইয়াছিল। প্রথম দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় দেখিয়া পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় **রাজ্যপাল শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত মহোদয়** তাঁহার উদ্বোধন ভাষণের প্রারম্ভে নরনারীগণের ধর্ম্মানুরাগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন শুধু ধর্ম্মসভায় যোগদানের দ্বারা বা ধর্ম্মকথা শুনার দ্বারাই অভিপ্রেত সুফল পাওয়া যাইবে না যদি সেইভাবে আচরণ করা না হয়।
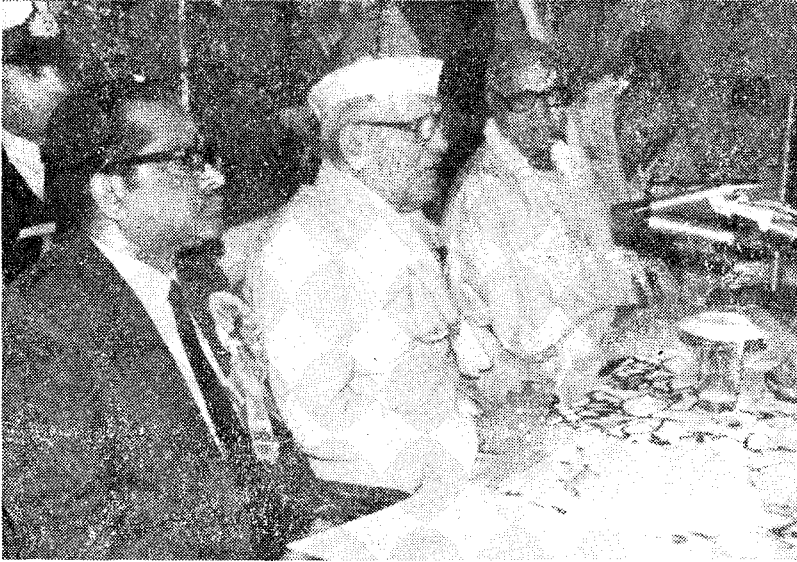
কলিকাতা মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীউমাশঙ্কর দীক্ষিত ভাষণ দিতেছেন, তাঁহার ডানপার্শ্বে বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক, বামপার্শ্বে শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহোদয়ের সুপুত্র **শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ** মহাশয়—যিনি তৃতীয় দিনের সভার প্রধান অতিথি ছিলেন—বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রকাশ করতঃ সভামণ্ডপে না বসিয়া নীচে উপবেশন করতঃ সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিতে থাকিলে গৌরদাসানুদাসগণের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং সমবেত শ্রোতৃবৃন্দ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি স্বনামধন্য ব্যক্তি হইয়াও আচরণমুখে শিক্ষার জন্য ঐরূপ আদর্শ প্রদর্শন করিলেন।

কলিকাতা মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশনের প্রধান অতিথি শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, এম-পি ভক্তগণের সহিত নীচে উপবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন

১২ মাঘ অপরাহ্ন ৩টায় শ্রীমঠ হইতে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চাদ্বয় ভক্তগণের স্কন্ধে এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথে সুসজ্জিত ও ভক্তগণের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং বিচিত্র বাদ্যাদি সহযোগে দক্ষিণ কলিকাতা পরিভ্রমণ করেন। সংকীর্ত্তনে ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন, বিশেষতঃ আনন্দপুরের ভক্তগণের মৃদঙ্গবাদন সেবা সকলের হৃদয়োল্লাসকর হইয়াছিল। অমৃতবাজার ও যুগান্তর দৈনিক পত্রিকায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার চিত্তাকর্ষক দৃশ্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে বহির্গত বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার আংশিক দৃশ্য

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে শ্রীধামমায়াপুর—ঈশোদ্যানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব উপলক্ষে নয়দিনব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান

[নবদ্বীপধাম পরিক্রমা, ধর্ম্মসম্মেলন, সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, গৌরলীলা-প্রদর্শনী ও মহোৎসব]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৫ চৈত্র, ১৯ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত নয়দিন ব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, ধর্ম্মসম্মেলন, সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, গৌরলীলা প্রদর্শনী, মহোৎসব প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান পঞ্চশতবার্ষিকী আবির্ভাবোৎসবের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাবস্থলী মহাযোগপীঠে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর শুভাগমন এবং 'নিতাই-গৌরহরি' নামের সম্মিলিত ধ্বনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে শুভ আবির্ভাবকালের হরিধ্বনিমুখরিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্দীপনাময় স্মৃতি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিয়াছেন। বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধ-ভক্তিমন্দাকিনী প্রবাহের মূল পুরুষ শ্রীগৌরনিজজন, শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (যাঁহাকে শ্রীশিশির ঘোষ মহাশয় সপ্তম গোস্বামী বলিয়াছেন) ও বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম পরমহংস শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সাক্ষাৎ অনুভূত ও নির্দ্দেশিত এবং বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের দ্বারা আচরিত ও প্রচারিত গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অন্তর্দ্বীপস্থ শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান—যাহার সাক্ষ্যরূপে বল্লালদীঘিকা, বল্লালঢিপি ও চাঁদ কাজির সমাধি আজও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে এবং নদীয়া গেজেটিয়ার, লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ও এড্‌মিরানটীতে সংরক্ষিত দুইটী মানচিত্রে—মেথু ভাণ্ডার বুক ও জন থর্টনের প্রাচীন মানচিত্রে, হাণ্টার সাহেবের ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে যাহা সুনিশ্চিতভাবে প্রদর্শিত, তাহার প্রতি কক্ষা করিয়া যাহারা নিজেদের প্রাকৃত দুষ্ট স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গঙ্গার পশ্চিমপারে কোলদ্বীপে—বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থানকে নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়া জনসাধারণকে বিপথে চালিত করিতেছেন, তাহারা মহাভাগবত্তোম মহাপুরুষগণের চরণে অপরাধ করিয়া নিজেরাও অমঙ্গলকে বরণ করিতেছেন এবং অজ্ঞ জনসাধারণকে অমঙ্গলের দিকে ঠেলিয়া দিতেছেন—ইহা খুবই দুর্দ্দৈব। এই সব অপরাধমূলক কার্য্যের দ্বারা প্রকৃত সত্যকে ঢাকিয়া রাখা কখনই সম্ভব নহে। তাহারা শুধু ভক্ত ও ভগবানের সহিত কক্ষা করিতে গিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই আনিতেছেন। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণকে শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকা ২৫শ বর্ষ বিশেষ সংখ্যা (প্রথম সংখ্যা) পাঠে অনুরোধ জানান হইতেছে।

ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিমাঞ্চলের এবং ভারতের বাহির হইতে—সুদূর কানাডা আদি স্থান হইতেও প্রায় পাঁচ সহস্র ভক্ত-অতিথির আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের তরফে ও তত্ত্বাবধানে হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে স্বরূপগঞ্জ হইতে বামনপুকুর পর্য্যন্ত রাস্তায় আলোকসজ্জার, নিরাপত্তার জন্য পুলিসের, যাত্রিসাধারণের থাকিবার জন্য অস্থায়ী সেডের, গঙ্গাপারাপারের জন্য লঞ্চের, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রভৃতির ব্যাপক ব্যবস্থা হইয়াছিল। জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহও বিভিন্নভাবে যাত্রিগণকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমায়াপুর ঘাট হইতে শ্রীচৈতন্য মঠ

পর্য্যন্ত মিষ্টদ্রব্য-ডাব প্রভৃতি, মনিহারী, পিতলের বাসন, পূজার বাসন, ঠাকুরের মূর্ত্তি ও ছবি, তুলসী-মালা-ঝোলা প্রভৃতি বিচিত্র প্রকারের দোকান-পসার, স্থানে স্থানে ভোজনালয় ও প্রদর্শনীর দ্বারা রাস্তার দুই পার্শ্ব সুসজ্জিত হইয়া স্থানটীকে কএকদিনের জন্য জনাকীর্ণ জনপদে পরিণত করিয়াছিল।

শ্রীমঠের সভামণ্ডপে প্রত্যহ যে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে ৬ চৈত্র হইতে ৮ চৈত্র এবং ১০ ও ১১ চৈত্র প্রত্যহ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করা হয়। অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদন, সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণ, গোদ্রুমদ্বীপ—কীর্ত্তন, মধ্যদ্বীপ—স্মরণ, কোলদ্বীপ—পাদসেবন, ঋতুদ্বীপ—অর্চ্চন, জহ্নুদ্বীপ—বন্দন, মোদদ্রুমদ্বীপ—দাস্য ও রুদ্রদ্বীপ—সখ্য ভক্তির যজন স্থল। প্রথমদিন শ্রীমায়াপুর এবং চতুর্থদিন সহর নবদ্বীপ পরিক্রমায় শ্রীগৌরবিগ্রহ সুসজ্জিত পালকীতে সর্ব্বাগ্রে গমন করিয়া ভক্তগণকে দর্শনদানে কৃতার্থ করেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন ১০।১২ মাইল অথবা তদপেক্ষাও দীর্ঘপথ মস্তকে রৌদ্রের তাপ, নগ্নপায়ের নীচে কঙ্কর ও তপ্তধূলির উপর দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধাম পরিক্রমা করিয়া ভক্তগণ তাঁহাদের মহাপ্রভুর ধামের প্রতি অনুরক্তি জ্ঞাপন করেন। সংসার পরিক্রমার দ্বারা আমরা সংসারে আবদ্ধ হই, ভগবদ্ধাম পরিক্রমার দ্বারা ভগবানে প্রীতি এবং আনুষঙ্গিকভাবে সংসার হইতে মুক্তি হয়। লাভের দিকটা চিন্তার মধ্যে থাকিলে শারীরিক কষ্টের জন্য অনুশোচনা হইবে না। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ প্রত্যেক স্থানের মহিমা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেন। শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ হিন্দীভাষী ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া বলেন। মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ প্রত্যহ সমস্ত রাস্তা নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিদ্যাপীঠটীর সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য সকলের নিকট আবেদন জানান এবং বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিয়া শুনান।

১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ বুধবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবানুষ্ঠান সমস্ত দিন উপবাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, গৌরাবির্ভাবকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৌরাবির্ভাব-প্রসঙ্গ পাঠ, শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা ভোগরাগ, আরতি ও সংকীর্ত্তনাদি সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৌরাবির্ভাব-প্রসঙ্গ সুললিত কণ্ঠস্বরে পাঠ করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রিতে ভক্তগণকে অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়।

২৬ মার্চ্চ বুধবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী পূর্ণিমা তিথি শুভবাসরে বহু নরনারী নাম ও মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণে প্রার্থী হওয়ায় নাম-মন্ত্রদীক্ষা ও সন্ন্যাস প্রদান কার্য্যানুষ্ঠানে শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও মঠের পরিচালক সমিতির সদস্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজকে সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত থাকিতে হওয়ায় এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে সভার কার্য্য হউক সদস্যগণের এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হওয়ায় সেইদিন বিজ্ঞাপিত করা হয় অদ্যকার সভার কার্য্য পরদিন প্রাতে অনুষ্ঠিত হইবে। তদনুসারে পরদিন প্রাতঃ ৬টায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন যথারীতি সম্পন্ন হয়।

শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ অসুস্থ বোধ করায় তাঁহার ইচ্ছাক্রমে মঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী এবং আয়-ব্যয়ের audited হিসাব পাঠ করিয়া শুনান।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে আনুকূল্য সংগ্রহকারী সেবকগণের ভূয়সী প্রশংসা করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত মঠের বিশিষ্ট সেবকগণের নাম উল্লেখ করেন ঃ—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ
(২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ
সহায়ক সাথী—শ্রীগোকুলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
(৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ
সহায়ক সাথী—শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী,
শ্রীউপাসনা ব্রহ্মচারী ও
শ্রীপ্রহলাদ দাস ব্রহ্মচারী
(৪) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ
(৫) শ্রীমদ্ অরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী
সহায়ক সাথী—শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী
(৬) শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী
সহায়ক সাথী—শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী
(৭) শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (ছোট)

পরিক্রমার যাত্রিগণের নিকট হইতে যাঁহারা মুখ্য-ভাবে আনুকূল্য সংগ্রহে যত্ন করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ
(২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ
(৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ

চিত্তাকর্ষক রমণীয় শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনীর জন্য শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক নারায়ণ মহারাজ (কৃষ্ণরঞ্জন বনচারী), শ্রীতারক দাস ও শ্রীবিশ্বরূপ দাসের সেবাপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

গৃহনির্ম্মাণ, অস্থায়ী কুটীর নির্ম্মাণ, গোশালার ও সমাধি মন্দিরের কার্য্যে এবং মন্দির-সংকীর্ত্তনভবন-গৃহাদির চূণকাম ব্যবস্থা ইত্যাদি বহুবিধ সেবাকার্য্যে মুখ্যভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহা-রাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী।

পুষ্করিণী খনন ও ঘাট নির্ম্মাণে আনুকূল্য করিয়া কলিকাতা নিবাসী শ্রীরবীন্দ্র কুণ্ডু মহোদয় ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল মহাযোগী মহারাজের (শ্রীসত্যগোবিন্দ বনচারীর) পুষ্করিণী পরিষ্কার ও ঘাটনির্ম্মাণ সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন বিশেষভাবে প্রশংসার্হ। মঠের ব্রহ্মচারিগণ ও কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত বৈষ্ণব ও অভ্যাগত ভক্তগণকে প্রসাদ পরিবেশন সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীভাগবতপ্রপন্ন দাস ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারীর ভাণ্ডার ও বাজার সেবায় দিবারাত্র পরিশ্রম ও যত্ন এবং ডাক্তার শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ ও ডাঃ উমাচরণ দাসের যাত্রি-গণের চিকিৎসার জন্য যত্ন প্রশংসনীয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদগণের অন্যতম সারস্বত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট শক্তিশালী বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীগৌড়ীয় আসন ও মিশন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকা-চার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ গত ৪ অক্টোবর, ১৯৮৫ তাঁহার কলিকাতা, ২৯ বি, হাজরা রোডস্থ মঠে অপ্রকট হইয়াছেন। তাঁহার মহাপ্রয়াণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে অপূরণীয় ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেছি, তিনি আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কৃত অপরাধ-সমূহ মার্জ্জনা করুন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির বিশিষ্ট সদস্য শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের মঠরক্ষক এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের প্রয়াণে তীব্র বিরহ-

বেদনা জ্ঞাপন করেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের প্রয়াণেও বিরহ-বেদনা প্রকাশ করা হয় ঃ—

(১) শ্রীমদ্ নবীনকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজ
(২) শ্রীরামচন্দ্র চৌবেজী
(৩) লালা শ্রীব্রজভূষণলাল গুপ্তা
(৪) শ্রীভক্তিকমল ব্রহ্মচারী (পুরী মঠে পূজারী সেবায় নিয়োজিত ছিলেন)
(৫) শ্রীক্ষীরোদশায়ী দাসাধিকারী (ক্ষীরেন রাভা, মালাধরা)
(৬) শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র হালদার (গৌহাটী)
(৭) শ্রীমতী সুধা বন্দ্যোপাধ্যায় (হাজরা রোড, কলিকাতা)

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় বিশেষভাবে আনুকূল্য করায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গৌরাশী-র্ব্বাদ প্রদান করেন ঃ—

(১) শ্রীব্রজগোপাল বসাক, রাণাঘাট—শ্রেষ্ঠ্যার্য্য
(২) শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী
শ্রীসতীশ ঘোষ, তিনসুকিয়া—ভক্তিসৌরভ
(৩) শ্রীরাজকুমার গর্গ, ভাটিণ্ডা—ভক্তিপ্রাণ
(৪) বৈদ ওমপ্রকাশ শর্ম্মা, ভাটিণ্ডা—ভক্তিবারিধি
(৫) শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, চণ্ডীগড়—সেবাসুন্দর
(৬) শ্রীঅভয়চরণ দাস—কৃতিরত্ন
(৭) শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী—বিদ্যারত্ন

কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় আত্ম-নিয়োগের জন্য নিম্নলিখিত মঠবাসী বৈষ্ণবগণ শ্রীল গুরুদেবের তিরোভাব তিথিতে ও শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বেষ গ্রহণ করেন ঃ—

শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ
শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ
শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন বনচারী— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ
শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ
শ্রীসত্যগোবিন্দ বনচারী— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিকেবল মহাযোগী মহারাজ

শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রানুশীলনে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য প্রতি বৎসরের ন্যায় এইবারও গৌরপূর্ণিমা তিথিতে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

২৭ মার্চ্চ শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ রেজিষ্টার্ড প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বর্ষব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের যে বিপুল আয়োজন হইয়াছে তন্মধ্যে এখন পর্য্যন্ত ২৮টি স্থানে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভা-বির্ভাবোপলক্ষে ধর্ম্মসম্মেলন আদি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদ, পুরী, বৃন্দাবন, জম্মু, অমৃতসর, আগরতলা ও কলি-কাতায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেরাদুন,

ভাটিণ্ডা, গোকুল মহাবন, নিউদিল্লী, ক্যানিং, ছোট মোল্লাখালি-সুন্দরবন, যশড়া শ্রীপাট, বনগাঁও, বোলপুর, রামকেলিধাম (মালদহ), চাঁচল, তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, কোকরাঝাড়, সরভোগ, বরপেটা রোড, আনন্দপুর, কৃষ্ণনগর, শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যান, ঝাণ্টিপাহাড়ীতে (বাঁকুড়ায়) যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে তন্মধ্যে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে অনুষ্ঠান (যাহা পৃথকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে) ব্যতীত অন্যান্য স্থানের অনুষ্ঠান সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মঠের ত্যক্তাশ্রমী সাধু-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে প্রতিটি স্থানে শুভ পদার্পণ করতঃ মুখ্য বক্তারূপে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের বিশিষ্ট সদস্য এবং গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, কোকরাঝাড়, সরভোগ, ঝাণ্টিপাহাড়ীর অনুষ্ঠানে, শ্রীমঠের বিশিষ্ট সদস্য ও কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ যশড়া শ্রীপাট, বনগাঁও, বোলপুর, রামকেলিধাম, চাঁচল, তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, কোকরাঝাড়, সরভোগ, বরপেটা রোড, আনন্দপুর, কৃষ্ণনগর মঠের অনুষ্ঠানে, শ্রীমঠের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ দেরাদুন, ভাটিণ্ডা, গোকুল মহাবন, নিউদিল্লীর অনুষ্ঠানে, শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ভাটিণ্ডা, নিউদিল্লীর অনুষ্ঠানে, তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ তেজপুর মঠের অনুষ্ঠানে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ সরভোগ, বরপেটা রোডের অনুষ্ঠানে, আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, কোকরাঝাড়, সরভোগ, বরপেটা রোড, আনন্দপুর, কৃষ্ণনগরের অনুষ্ঠানে এবং হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ঝাণ্টিপাহাড়ীর অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। এতদতিরিক্ত চাঁচল, তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী, সরভোগ, বরপেটা রোড, আনন্দপুর, কৃষ্ণনগর, ঝাণ্টিপাহাড়ীর ধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ), গোয়ালপাড়া, সরভোগ, কোকরাঝাড়, বরপেটা রোডের ধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, গৌহাটী ধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী দেরাদুন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (শ্রীব্যোমকেশ সরকার), শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী, শ্রীউত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, কাঁচরাপাড়ার শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস, যশড়ার শ্রীবলরাম দাস (ছোট) এবং বীরভূমের শ্রীসুধীর কৃষ্ণ দাস শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সেবায় আনুকূল্য করেন। বোলপুর, রামকেলিধাম, চাঁচল এবং আসামের বিভিন্ন স্থানের অনুষ্ঠানে শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীঅহিন সিংহ, শ্রীমানিক কুণ্ডু, দেরাদুন, ভাটিণ্ডা, গোকুল মহাবন, নিউদিল্লী, ক্যানিং ছোট মোল্লাখালি, বোলপুর, রামকেলিধামের অনুষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয় রঞ্জন দে প্রভৃতি কলিকাতা মঠের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ এবং যশড়া শ্রীপাট ও বনগাঁওএর অনুষ্ঠানে মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তরিকতার সহিত প্রচারসেবায় সহযোগিতা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

দেরাদুন (উত্তর প্রদেশ)ঃ—১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৯২ ; ৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ মঙ্গলবার হইতে ২৫

অগ্রহায়ণ, ১১ ডিসেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থিতি।

১৯ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার দেরাদুন-পীপলমণ্ডীস্থ শ্রীগীতাভবনে এবং পরদিবস ১৮৭, ডি, এল, রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীমঠের সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীহীরা-সিং বিষ্ট এম্-এল্-এ এবং ডি-এ-ভি কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীতেজোমিশ্র আচার্য্য যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় যাঁহারা যত্ন করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীফাল্গুনী ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্য ব্রহ্মচারী, শ্রীবল-রাম ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীপ্রেমদাসজী, শ্রীতুলসীদাসজী, শ্রীললিতা প্রসাদজী, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদজী, শ্রীমানপ্রকাশ শর্ম্মা ও শ্রীসুলতান সিং।

নেস্‌ভিলা রোডস্থ শ্রীশকুন্তলা গরালার গৃহে, জয়-পুর রোডস্থ শ্রীশকুন্তলা আগরওয়ালার বাসভবনে, সেবকাশ্রম রোডস্থ শ্রী এইচ, পি, মেহতার গৃহে, লুনিয়ামহল্লাস্থিত শ্রীজঙ্গম শিবালয়ে, ডি-এল-রোডস্থ স্বধামগত শ্রীরামচন্দ্র চৌবের আলয়ে, আমওয়ালা-নানুরঘেরাস্থিত শ্রীনরসিং দাসের বাসগৃহে, নেহরু গাঁওস্থিত শ্রীদীনাত্তিহর দাসের গৃহে এবং কৈলাশপুরী ও-এন-জি-সি কলোনীস্থিত শ্রীএস্, পি, গরালার বাস-ভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব শুভ পদার্পণ করতঃ হরি-কথামৃত পরিবেশন করেন।

ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব)ঃ—২৬ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ৩ পৌষ, ১৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতি-বার পর্য্যন্ত ভাটিণ্ডা সহরে ভানামল ধর্ম্মশালায় অবস্থিতি।

শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ ১১ ডিসেম্বর দেরাদুন হইতে মুসৌরি এক্সপ্রেসে যাত্রাকরতঃ পরদিবস প্রাতে দিল্লী জংশন ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে ১২ ডিসেম্বর ভাটিণ্ডায় থার্ম্মেল কলোনীতে বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় যাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব যথাসময়ে পৌঁছিতে পারেন তজ্জন্য ভাটিণ্ডার ভক্তবৃন্দ দিল্লী হইতে ভাটিণ্ডা পর্য্যন্ত মটরকারের ব্যবস্থা করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী কারযোগে এবং পার্টির অন্যান্য সকলে ট্রেনযোগে ভাটিণ্ডায় পৌঁছেন। ভাটিণ্ডায় থার্ম্মেল কলোনীস্থ শ্রীহরিমন্দিরে ১২, ১৩ ডিসেম্বর বিশেষ সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে বৃত হইয়াছিলেন যথাক্রমে চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী জে, ডি, মেলহোত্রা এবং সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীআর, এস্ ভাল্লা।

১৪ ডিসেম্বর হইতে ১৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ভাটিণ্ডা সিটিতে ভানামল ধর্ম্মশালায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পূত-চরিত্র, শিক্ষা ও অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সভায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। ১৭ ডিসেম্বর সান্ধ্য-ধর্ম্মসভায় প্রধান অতিথিরূপে বৃত সিনিয়র সেসন জজ শ্রী এম্, এস্ আলুওয়ালা মানব-জাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় হৃদয়গ্রাহী অভিভাষণ প্রদান করেন।

১৪ ডিসেম্বর, ২৮ অগ্রহায়ণ শনিবার দুইটী সুরম্য রথে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুসজ্জিত আলেখ্যার্চ্চা-সহ ভানামল ধর্ম্মশালা হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া বহির্গত বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন দর্শনে নরনারীগণের মধ্যে এক দিব্য অনির্ব্বচনীয় আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়। দীর্ঘ শোভা-যাত্রায় ভক্তগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া পরমানন্দে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৫ ডিসেম্বর রবিবার মধ্যাহ্নে ভানামল ধর্ম্ম-শালায় অনুষ্ঠিত মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন। বৈদ ওমপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীরাজকুমার গর্গ, শ্রীশ্যামসুন্দর পুষ্কার্ণা, শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, শ্রীপ্রেম গুপ্ত প্রভৃতি মঠা-শ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং চণ্ডীগড় হইতে ভক্তগণ বিপুলসংখ্যায় উৎসবা-নুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুধীর কান্তের গৃহের ভিত্তি-সংস্থাপন অনুষ্ঠানে এবং শ্রীবিশ্বম্ভরলাল চেতানি, শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বা ও শ্রীবেদ-প্রকাশ মিত্তলের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ বীর্য্যবতী কথার দ্বারা তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্তিবিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন।

গোকুল মহাবন (উত্তরপ্রদেশ) ঃ—৪ পৌষ, ২০ ডিসেম্বর শুক্রবার হইতে ৬ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থিতি। শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টীসহ ভাটিণ্ডা হইতে ২০ ডিসেম্বর প্রাতে বম্বে জনতা এক্সপ্রেসে যাত্রাকরতঃ উক্ত দিবস সন্ধ্যায় গোকুল মহাবনে আসিয়া পৌঁছেন।

শ্রীমঠের সভামণ্ডপে ২১ ডিসেম্বর এবং ২২ ডিসেম্বর স্থানীয় রাজকীয় দীক্ষা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীহরেকৃষ্ণ তেওয়ারী এবং পরগণা অধিকারী শ্রী ডি, পি সিংহ যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন। উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন।

মঠের দুই পার্শ্বে বহু ষ্টল করিয়া গৌরলীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকায় উহা দর্শনের জন্য প্রত্যহ অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হইয়াছিল। এই প্রকার অভিনব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা তথায় নূতন, এইজন্য স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের ব্যক্তিগণের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। ২১ ডিসেম্বর মহোৎসবে বহু সহস্র ব্রজবাসী পরম তৃপ্তির সহিত তাহাদের রুচিপ্রদ বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী মহোৎসবের ও গৌরলীলা প্রদর্শনীর জন্য বিশেষভাবে আনুকূল্য করিয়া এবং লুধিয়ানার শ্রীরাকেশ কাপুরও স্থূল আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বেষ গ্রহণান্তে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ), শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীপুরুষোত্তম দাস, শ্রীদীনশরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতকৃষ্ণ, শ্রীঅরুণ দাস প্রভৃতি মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

নিউদিল্লী ঃ—৭ পৌষ, ২৩ ডিসেম্বর সোমবার হইতে ১২ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত নিউ-দিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীআগরওয়াল পঞ্চায়তি ধর্ম্ম-শালায় অবস্থিতি। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ধর্ম্মশালার দ্বিতলে সংকীর্ত্তনভবনে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূত চরিত্র ও শিক্ষা এবং যুগধর্ম্ম হরিনাম সংকীর্ত্তন বিষয়ে স্বামীজীগণ ভাষণ প্রদান করেন।

২৫ ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ মন্দির হইতে নিউদিল্লীর পাহাড়গঞ্জের মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। ২৭ ডিসেম্বর পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালায় অনুষ্ঠিত মহোৎসবে অগণিত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। জম্মু, চণ্ডীগড় ও ভাটিণ্ডার অনেক ভক্ত এই উৎসবা-নুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সদলবলে আগরওয়াল পঞ্চায়তি রেজিষ্টার্ড সংস্থার প্রেসিডেণ্ট শ্রীরামজীর বাসভবনে এবং শ্রীহরসহায় মলজী শ্রীত্রিলোকীনাথজী, শ্রীরামলাল খেরা, মডেল টাউনস্থিত শ্রীপ্রহলাদ রায়জীর গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

কেরলবাগস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংঘাশ্রমের সভাপতি আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহা-রাজের আমন্ত্রণে ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের ত্যক্তাশ্রমী সাধুবৃন্দ সমভিব্যাহারে তাঁহাদের প্রেরিত ভ্যানগাড়ীতে পাহাড়গঞ্জ হইতে কেরলবাগস্থিত মঠ দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় সংঘাশ্রমের সেবকগণের বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত সংকীর্ত্তন মণ্ডলের, শ্রীআগরওয়াল পঞ্চায়তি সংস্থার এবং শ্রীরামায়ণ সৎসঙ্গের সভ্যবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ক্যানিং (২৪ পরগণা) ঃ—১৮ পৌষ (১৩৯২), ৩ জানুয়ারী (১৯৮৬) শুক্রবার হইতে ২০ পৌষ, ৫ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত মঠের শুভানুধ্যায়ী সজ্জনবর

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয়ের গৃহে অবস্থিতি। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ৩ জানুয়ারী অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে ক্যানিং ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন এবং সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থানে আসিয়া পৌঁছেন।

ক্যানিংবাসী ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে স্থানীয় হরিসভা প্রাঙ্গণে বিরাট সভামণ্ডপে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শান্তিপুরের শ্রীপ্রবোধানন্দ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীসুবেশ কুমার কুইতি, এম্-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবী কুমার চক্রবর্ত্তী, কল্যাণী কলেজের অধ্যাপক শ্রীতুষার কান্তি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ প্রসীৎ কুমার রায়চৌধুরী, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি এবং হরিচাঁদ মতুয়া সেবাসংঘের সদস্যবৃন্দ। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে একটী বিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন—"শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব উপলক্ষে যে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছে, উহা রাজনৈতিক, সামাজিক বা জাগতিক কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সভা নহে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা ও তাঁহার সন্তোষ বিধানের জন্যই এই সভা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজনই মহাপ্রভুর আরতি বিধান করিতে পারেন, অন্যে নহে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গোস্বামিগণের হৃদয়ে মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের কথা অনুকীর্ত্তনের দ্বারাই মহাপ্রভুর পূজা বিধান হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজজনের আনুগত্য রহিত হইয়া কথা বলিতে গেলেই মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও মহিমা কীর্ত্তিত না হইয়া মনঃকল্পিত অবান্তর কথা কীর্ত্তিত হইবে। ভগবান্‌কে প্রাকৃত মানুষের সমতুল মনে করা, প্রাকৃত মনুষ্যবুদ্ধি করা ভগবচ্চরণে অপরাধ। 'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর, বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর।' মহাপ্রভুর পূজার নামে যদি তাঁহার অপূজা হয় তাহা হইলে সেই প্রকার অনুষ্ঠানের কোনও সার্থকতা থাকে না।"

প্রত্যহ সভামণ্ডপে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। হরিসভার সভাপতি, সেক্রেটারী ও সদস্যবৃন্দ হরিসভাপ্রাঙ্গণে সভার ব্যবস্থাপনায় আন্তরিকভাবে যত্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

৫ জানুয়ারী, ২০ পৌষ রবিবার হরিসভা প্রাঙ্গণ হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ক্যানিং সহর পরিক্রমা করতঃ পুনঃ হরিসভা প্রাঙ্গণে আসিয়া সমাপ্ত হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরাঙ্গ সাহা এবং অন্যান্য ভক্তগণের বাড়ীতে শুভপদার্পণ করেন।

চিত্তরঞ্জনবাবু এবং তাঁহার আত্মীয়-পরিজনবর্গের বৈষ্ণব-সেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

ছোট মোল্লাখালি (সুন্দরবন, ২৪ পরগণা) ঃ— ৬ জানুয়ারী, ২১ পৌষ সোমবার হইতে ৮ জানুয়ারী ২৩ পৌষ বুধবার পর্য্যন্ত ছোট মোল্লাখালিতে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅজিন দেবনাথের বাড়ীতে অবস্থিতি। সুন্দরবন অঞ্চলে ছোট মোল্লাখালি যাওয়ার ব্যবস্থা ক্যানিং হইতে নদীপথে লঞ্চযোগে। গঙ্গাসাগর মেলার দরুণ অধিকাংশ লঞ্চ চলিয়া যাওয়ায় লঞ্চে যাওয়ার ব্যবস্থা হইল না। সেখানে নদীপথে দ্রুত যাওয়ার জন্য ভট্‌ভটি নৌকার ব্যবস্থা আছে। যে নৌকা ইঞ্জিনের মাধ্যমে চলে, ইঞ্জিনের ভট্ ভট্ শব্দ হয় বলিয়া তাহাকে ভট্‌ভটি বলে। আমরা সকলে ভট্‌ভটিতে বেলা ১১টায় যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় ছোট মোল্লাখালিতে পৌঁছিলে অধীর আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষমান ভক্তগণ উল্লসিত হইলেন। আমরা দ্বিপ্রহরে তথায় না পৌঁছায় তাঁহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তগণ বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করতঃ সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ছোট মোল্লাখালিতে বর্ষাকালেতে মাঝে মাঝে জলপ্লাবন হয় বলিয়া রাস্তাঘাট সুবিধার নহে, বাজারের মধ্যে রাস্তা ইট পাতিয়া কিছুটা চলাফেরার মত করিয়াছে। কাঁচা রাস্তা উচু-নীচু, অনভ্যস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে চলাই কঠিন।

ছোট মোল্লাখালি পঞ্চশতবার্ষিকী উৎসব কমিটির পক্ষ হইতে বিরাট সভামণ্ডপে তিন দিন বিশেষ ধর্ম্ম-সভার আয়োজন হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে গোসাবার এস্-আই শ্রীকৌস্তুভকান্তি মণ্ডল এবং এম্-সি বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারী শ্রীপুলিনবিহারী মণ্ডল যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছোট মোল্লাখালি উৎসব কমিটির পক্ষ হইতে প্রথম দিবস সভ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীল আচার্য্যদেব অভিনন্দন পত্রের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে প্রত্যহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীসত্যহরি দাস বাবাজী, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপুলিনবিহারী দাসাধিকারী ও শ্রীহরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী। ছোট মোল্লাখালির ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরনিজজনের আনুগত্যে শ্রীগৌরাঙ্গের তত্ত্ব ও মহিমা কীর্ত্তন করায় শ্রীল আচার্য্যদেব খুবই প্রসন্ন হন।

২২ পৌষ প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় শ্রীঅজিন দেবনাথের গৃহ হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সম্পূর্ণ ছোট মোল্লাখালি এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম পরিক্রমা করিয়া অজিনবাবুর বাড়ীতেই সমাপ্ত হয়। তাঁহার গৃহে মহোৎসবে শত শত ভক্তকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

২৩ পৌষ প্রাতে শ্রীপাদ বামন মহারাজের নেতৃত্বে কতিপয় ব্রহ্মচারী ভক্ত ভট্ভটিতে সুন্দরবন দেখিতে গেলেন, কিন্তু বৈকাল পর্য্যন্ত অনেক ঘুরিয়াও ব্যাঘ্র দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ছোট মোল্লাখালিবাসী ভক্তগণ অবস্থাপন্ন না হইয়াও যেভাবে প্রাণ দিয়া বৈষ্ণবসেবা ও শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারে যত্ন করিয়াছেন তাহা আদর্শস্থানীয় বলিতে হইবে। ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী, শ্রীঅজিন দেবনাথ, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, ভ্রাতা ও পরিজনবর্গের, শ্রীবিষ্ণুপদ সাহা এবং তত্রস্থ ভক্তের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। করুণাময় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহাদের বৈষ্ণবসেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

৯ জানুয়ারী ছোট মোল্লাখালি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে শ্রীল আচার্য্যদেবকে অনেক ভক্তের বাড়ীতে পদার্পণ করিতে হওয়ায় বিলম্বে যাত্রা করায় বিশেষ ভট্ভটির ব্যবস্থা থাকিলেও সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার দরুণ ক্যানিং-এ রাত্রি ৮টার পরে আসিয়া পৌঁছে। উক্ত দিবস রাত্রিতে চিত্তরঞ্জনবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া পরদিন প্রাতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়।

(ক্রমশঃ)

ইং ১৯৮৬ সালে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ

(১) শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী
(২) শ্রীসুমঙ্গল দাস ব্রহ্মচারী
(৩) শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী
(৪) শ্রীপূরণচাঁদ ধীমান্—ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব)
(৫) শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাস (শ্রীকস্তুরীলাল ভরদ্বাজ, ভাটিণ্ডা)

তৃতীয় বিভাগ

(১) শ্রীপ্রাণপ্রিয় দাস ব্রহ্মচারী
(২) শ্রীরাধাকান্ত দাস ব্রহ্মচারী
(৩) শ্রীযোগেশ কুমার শর্ম্মা—নিউদিল্লী
(৪) শ্রীগোকুলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) —	,,	২৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	৪.০০

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১'০০ পয়সা। **অতিরিক্ত ডাকমাশুল**—০'৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৩
৭ ত্রিবিক্রম, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ৩০ মে ১৯৮৬ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৭ পৃষ্ঠার পর]

এই পৃথিবীতে হাজার হাজার, লাখ লাখ সাধন-প্রণালীর কথা লোকে বল্‌ছে। কেউ বল্‌ছে,—'হরিনাম করাটা মূর্খেরই কার্য্য ; পণ্ডিতের কার্য্য—হরিনাম না ক'রে 'বাহাদুর' হ'য়ে যাওয়া।' তাই গৌরহরি বিদ্বন্মন্য সমাজকে শিক্ষা দিবার জন্য বল্‌ছেন,—"হে হরিনাম ! তোমাতে আমার রুচি দিলে না—তোমার নামে আমার অনুরাগ হ'লো না।" 'শূদ্রেরা—মূর্খেরা 'হরিনাম' করে করুক ; আমি পণ্ডিত, আমি ব্রাহ্মণ—আমি বেদ অধ্যয়ন ক'রবো, আমি অর্চ্চন ক'রবো' ; মহাপ্রভু বল্‌ছেন,—বদ্ধজীবের ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়, তাই তিনি লোকশিক্ষকের লীলা-প্রদর্শনচ্ছলে বল্‌ছেন,—'হায়, ভগবানের নাম ব্যতীত অন্য কার্য্যে আমার রুচি হচ্ছে, সাক্ষাৎ (ব্যবধান-রহিতা) উপাসনায় আমার অরুচি !'

তিনি নামসম্বন্ধে তৃতীয় কথা বল্‌ছেন,—"হে জীবগণ, তোমরা কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু ক'রো না, সর্ব্বক্ষণ 'কীর্ত্তন' কর্‌বে। 'অমানী-মানদ', 'তৃণাদপি সুনীচ' না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। তুমি বড় ওস্তাদ,—বড় বুদ্ধিমান্,—এসকল বিচারে প্রমত্ত হ'য়ো না।" আমি গৌরসুন্দরের নিকট হ'তে তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার উপদেশ পেলাম ; আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তখন আমার তাহা সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত—আমার তখন জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ আমাকে কৃপা ক'রে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার অবসর প্রদান করেছেন. এরূপ জেনে' আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি আমার গুরুবর্গের উন্নত পদবীর অমর্য্যাদা করে, তবে তা'কে বল্‌ব,—"ওরে পাষণ্ডী, তুই বৈষ্ণবের সুনীচতা বুঝ্‌তে পারছিস্‌নে, ভগবানের বক্ষে—স্কন্ধে—মস্তকে রাখ্‌বার বস্তু যে 'বৈষ্ণব', তাঁকে তুই তোর চেয়েও নীচ মনে কর্‌ছিস্ ? তোতে যে ঘৃণ্য ব্যাপার আছে, তা' তুই বৈষ্ণবে আরোপ কর্‌ছিস্ কোন্ সাহসে ? পাষণ্ডী কর্ম্মী তুই, জানিস্‌নে—সমস্ত মঙ্গলমূর্ত্তি হাত যোড় ক'রে যে বৈষ্ণবদের সেবা-প্রতীক্ষায় সতত দণ্ডায়মান,

সেই বৈষ্ণবদের নিন্দা কর্‌লে তোর অমঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী! বৈষ্ণবের বিদ্বেষ কর্‌লে জীবের পরম অমঙ্গল ঘটে।

বৈষ্ণব-নিন্দককে সমুচিতভাবে দণ্ডিত কর্‌তে হ'বে,—ইহাই 'তৃণাদপি সুনীচতা', সহিষ্ণুতা'; কিন্তু যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালি-গালাজ কর্‌তে থাক্‌বেন, তখন আমি জান্‌বো,—যে সকল লোক অসুবিধায় পড়্‌বেন, ভগবান্‌ তাঁ'দের দ্বারা আমার মঙ্গলবিধান ক'রে দিচ্ছেন। ভগবান্‌ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্য-প্রকার কটু কথা বা'র ক'রে আমাকে সহ্যগুণ শিক্ষা দেন। ভগবান্‌ আমাকে জানান,—দুনিয়ার নিন্দা সহ্য কর্ত্তে না শিখ্‌লে 'হরিনাম' কর্‌বার অধিকার হয় না।

কৃষ্ণকীর্ত্তন কর্‌তে হ'লে 'মানদ' হ'তে হ'বে। আমাদের গুরুদেবকে মূর্ত্তিমান্‌ 'মানদ' দেখেছি; তিনি বহির্ম্মুখ লোকদিগকে ভোগা দিতেন—বাজে কথা ব'লে বিদায় দিতেন; কারণ, তা'রা নিজেরাও করে না, অপরকেও হরিভজন কর্‌তে দেয় না।

সকলকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর্‌তে হবে; তাই ব'লে মায়াকে 'হরি' সাজাতে হ'বে না। আমার ভোগের উপাদানকে, আমার খাবার দৈ'কে 'ভগবান্‌' বল্‌তে হবে না। ভগবানের প্রসাদকে ভগবান্‌ বল্‌তে হ'বে।

'আমাকে লোকে সেবা করুক্‌'—এর নাম 'কর্ম্ম-কাণ্ড'। 'হরিকে দিয়ে নিজের ভজন করিয়ে নোবো—হরি চাকর থাক্‌বে—আমাদের ভোগের বস্তুর সরবরাহকারিরূপে সর্ব্বদা দাঁড়িয়ে থাক্‌বে'—আমাদের এইরূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় কু-বুদ্ধি!

হরিসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য যে-সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহাই 'হরিকথা'। কিন্তু ভোগ-প্রবৃত্তির বৃদ্ধির জন্য যে-সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহা 'হরিকথা' নয়—মায়ার কথা।

কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন কর, তা'হলে লোকে জানুক,—'মায়ার কীর্ত্তন' 'কৃষ্ণের সংকীর্ত্তন' নহে। সেবার অনুকূল যে-সকল কার্য্য, তাহাই 'ভক্তি'। কর্ম্মের সঙ্গে তাহা গোলমাল (confound) ক'রে ফেলা উচিত নয়।

কর্ম্মকাণ্ডে 'তৃণাদপি সুনীচতা' নাই; কপটতা ক'রে 'আঁকু পাঁকু ভাব' দেখানটা তৃণাদপি সুনীচতা নহে। সে-জন্যই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেছেন,— "চৈতন্যচরণে নিষ্কপট অনুরাগবিশিষ্ট পুরুষ ব্যতীত অপরের তৃণাদপি সুনীচতা সম্ভব নহে"; (যথা চন্দ্রামৃতম্‌ ২৪),—

"তৃণাদপি চ নীচতা সহজসৌম্যমুগ্ধাকৃতিঃ
সুধা-মধুরভাষিতা বিষয়গন্ধ-থুথুৎকৃতিঃ।
হরিপ্রণয়বিহ্বলা কিমপি ধীরনালম্বিতা
ভবন্তি কিল সদ্‌গুণা জগতি গৌরভাজামমী॥"

অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষাও সুনীচতা অর্থাৎ প্রাকৃত-অভিমান-শূন্যতা, স্বাভাবিকী স্নিগ্ধ-কমনীয়-মূর্ত্তি, অমৃতের ন্যায় মধুরভাষিতা, কৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধরহিত-বিষয়গন্ধে থুৎকারিতা, হরিপ্রেমে বিহ্বল হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা,—এই সকল সদ্‌গুণ জগতে একমাত্র গৌরভক্তগণেরই হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৪৯ পৃষ্ঠার পর]

জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধবিধি জানিতে পারিলে তত্তৎ সম্প্রদায়-বিরোধ থাকে না। আদৌ আত্মার বেদন-ধর্ম্মই উহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। বেদন-ধর্ম্মের দুইটি ব্যাপ্তি। (১) বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক ব্যাপ্তি। (২) রসানুভাবাত্মক ব্যাপ্তি। প্রথম ব্যাপ্তির নাম জ্ঞান। উহা স্বভাবতঃ শুষ্ক ও চিন্তাপ্রায়। দ্বিতীয় ব্যাপ্তির নাম প্রীতি। বস্তু ও তদ্ধর্ম্ম অনুভব সময়ে আস্বাদক আস্বাদ্যগত যে একটী অপূর্ব্ব রসানুভূতি হয়, তদাত্মক ব্যাপ্তির নাম প্রীতি। উক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রীতির মধ্যে একটী বিপর্য্যয়ক্রম-সম্বন্ধ পরিলক্ষিত

হয়। অর্থাৎ জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়। পক্ষান্তরে প্রীতিরূপ ব্যাপ্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, জ্ঞানরূপ ব্যাপ্তি সেই পরিমাণে খর্ব্ব হয়। জ্ঞানব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলে, মূল বেদন-ধর্ম্মটী এক অখণ্ড তত্ত্ব হইয়া উঠে। কিন্তু উহা নীরসতার পরাকাষ্ঠা লাভ করত সম্পূর্ণ আনন্দবর্জ্জিত হয়। প্রীতি-ব্যাপ্তি অত্যন্ততা অবলম্বন করিলেও জ্ঞান-ব্যাপ্তির অঙ্কুররূপ বেদন-ধর্ম্ম লোপ হয় না, বরং সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনানুভূতিরূপ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া প্রীত্যাত্মক আস্বাদন রসকে বিস্তার করে। অতএব প্রীতি-ব্যাপ্তিই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

অভিধেয় বিচারে ভক্তিকে প্রধান সাধন বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তি-মীমাংসা গ্রন্থে এইরূপ সূত্রিত হইয়াছে—

ভক্তিঃ পরানুরক্তিরীশ্বরে।

ঈশ্বরে অতি উৎকৃষ্ট আনুরক্তিকে ভক্তি বলা যায়। বদ্ধ-জীবাত্মার, পরমাত্মার প্রতি আনুরক্তিরূপ যে চেষ্টা, তাহাই ভক্তির স্বরূপ। সেই চেষ্টা কিয়ৎ পরিমাণে কর্ম্মরূপা ও কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানরূপা। ভূতময় শরীরগত চেষ্টা কর্ম্মরূপা। লিঙ্গশরীরগত চেষ্টা জ্ঞানরূপা। ভক্তি, আত্মগত প্রীতিরূপ ধর্ম্মকে সাধন করে, এজন্য ইহাকে প্রীতি বলা যায় না। প্রীতির উৎপত্তি হইলে ভক্তির পরিপক্ব-অবস্থা হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। মূলতত্ত্ব ব্যতীত বিশেষ বিশেষ অবস্থা বিস্তাররূপে বর্ণন করা এই উপসংহারে সম্ভব নয়। অতএব মূলতত্ত্ব অবগত হইয়া, শাণ্ডিল্যসূত্র ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র দৃষ্টি করিলে পাঠক মহাশয় ভক্তি সম্বন্ধে সকল কথা অবগত হইবেন।

প্রীতির ন্যায় ভক্তিপ্রবৃত্তিও দুই প্রকার, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা। ভগবানের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি যখন স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তখন ভক্তি ঐশ্বর্য্যপরা হয়। সাধকের স্বীয় ক্ষুদ্রতা ভাব হইতে দাস্যরসের উদয় হয়। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য প্রভাব হইতে ভগবত্তত্ত্বে অসামান্য প্রভুতা লক্ষিত হয়। তখন পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত পরমপুরুষ সর্ব্বরাজ-রাজেশ্বর ভাবে (নারায়ণ স্বরূপে) জীবের কল্যাণ বিধান করেন। এ ভাবটী ক্ষণিক নয়, কিন্তু নিত্য ও সনাতন। পরমেশ্বর স্বভাবতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক্ করা যায় না। কিন্তু ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যরূপ আর একটী চমৎকার ভাব তাঁহাতে স্বরূপসিদ্ধ। ভক্তির যখন মাধুর্য্যপর ভাবটী প্রবল হয়, তখন ভগবৎসত্তায় মাধুর্য্যের প্রকাশ হইয়া উঠে এবং ঐশ্বর্য্য ভাবটী সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রালোকের ন্যায় লুপ্তপ্রায় হয়। ঐশ্বর্য্যভাব লীন হইলে, সেই ভগবৎসত্তা উচ্চোচ্চ রসের বিষয় হইয়া উঠে। তখন সাধকের চিত্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস পর্য্যন্ত আশ্রয় করে। ভগবৎসত্তাও তখন ভক্তানুগ্রহ বিগ্রহ, পরমানন্দ ধাম, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে প্রকাশিত হয়। নারায়ণ সত্তা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-সত্তা উদয় হইয়াছে এরূপ নয়, কিন্তু উভয়-সত্তাই বিচিত্ররূপে সনাতন ও নিত্য। ভক্তদিগের অধিকার ও প্রবৃত্তিভেদে প্রকাশভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায়। আত্মগত পঞ্চবিধ রস মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগুলির আশ্রয় বলিয়া ভক্তিতত্ত্বে ও প্রীতিতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষতা মানা যায়। সংহিতায় এবিষয় বিশেষরূপে কথিত হইয়াছে।

গাঢ়রূপে বিচার করিলে স্থির হয় যে, ভগবানই একমাত্র আলোচ্য। অদ্বয় তত্ত্ব নিরূপণে পরমার্থের তিনটী স্বরূপ বিচার্য্য হইয়া উঠে, তথা ভাগবতে,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি, ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(ক্রমশঃ)

'মায়াবাদ' ভক্তিপথের প্রধান অন্তরায়

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫২ পৃষ্ঠার পর]

বৈষ্ণবদার্শনিকগণ জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী বিচিত্রা শক্তির পরিণতি বা জীবের বদ্ধ ও মুক্তাবস্থা এবং জীবকে ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ চিৎকণস্বরূপ শ্রুতি-স্মৃতি ও ব্রহ্মসূত্র-সম্মতিরূপেই বলিয়া থাকেন। তাহাতে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছান্দোগ্য ৬।২।১)—এই শ্রুতিবাক্য উল্লঙ্ঘিত হয় না। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ১।১।১ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ত' ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির 'পরাহস্য শক্তের্বিবিধৈব শ্রূয়তে' বাক্য স্বীকার না করিলে চলিবে কেন? ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিলেই ত' ব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্বীকৃত হইল। শ্রুতির 'রসো বৈ সঃ' (তৈঃ ২।৭।২), আনন্দং ব্রহ্ম (বৃঃ ৩।৯।২৮), 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (তৈঃ ২।১), 'লোকবত্তু লীলা কৈবল্যং' (ব্রঃ সূঃ ২।১।৩৩), 'স ঐক্ষত' (বৃঃ ১।২।৫), 'সোঽকাময়ত' (তৈঃ ২।৬) ইত্যাদি বহু শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, রসময়তা, আনন্দময়তা, সত্যতা, বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেই চক্ষুর দর্শনক্রিয়া, মনের সঙ্কল্পাদি ক্রিয়া, লীলাময়তাদি বিশেষের পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মের অপ্রাকৃত-বিশেষ স্বীকৃত হইলে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্বের হানি ঘটিবার কি কারণ থাকিতে পারে?

কৃষ্ণকে মায়াবাদী যদি মায়া উপাধিযুক্ত মিথ্যা ব্রহ্মই বলেন, তবে সেই কৃষ্ণ তাঁহাতে শরণাগত জীবকে 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' এই প্রকার মায়ামুক্তির আশ্বাস কি করিয়া দিতে পারেন? কৃষ্ণ নিজেকে সর্ব্ববেদবেদ্য, বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবিদ্ বলিয়া পরিচয় দিয়া যে অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্, অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ, অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ইত্যাদি বাক্যে তাঁহাকেই সর্ব্বকারণকারণ জ্ঞানে ভজন করিতে বলিতেছেন, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণোপাস্য ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়, যোগিজনোপাস্য পরমাত্মাকেও তাঁহারই এক সর্ব্বব্যাপক অংশ ইত্যাদি বলিয়া সর্ব্বগুহ্যতম বাক্যে যে মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ইত্যাদি উপদেশ করিলেন, ইহা কি সমস্তই ব্যবহারিকতায় পরিপূর্ণ? ইহাতে পারমার্থিক সত্যতা কি কিছুই নাই?

শ্রীশঙ্কর শ্রীনসিংহ-পূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের (২।৭।৬)—"অথ কস্মাদুচ্যতে নমামীতি। যস্মাদ্ যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ।" —এই মন্ত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'মুক্তাঅপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে'—অর্থাৎ সমস্ত দেবতা, মুমুক্ষু ও ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে নমস্কার বিধান অর্থাৎ ভক্তি করেন, মুক্তগণও স্বেচ্ছায় (কর্ম্মজনিত নহে) শরীর পরিগ্রহ করিয়া যে ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া থাকেন। মুক্তাঅপি ইত্যাদি বাক্য শ্রীভাগবতে শ্রুতিস্তবের—ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকের ব্যাখ্যায়ও শ্রীস্বামিপাদ সর্ব্বজ্ঞ-ভাষ্যকার-ব্যাখ্যা বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করও যাঁহাকে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ মুক্তস্বভাব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ (ব্রঃ সূঃ ১।১।১ ভাষ্য) ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সেই অনন্ত অচিন্ত্য অতীন্দ্রিয় গুণশালী ব্রহ্ম কি করিয়া 'মায়াবিজৃম্ভিত' পারমার্থিক নিত্য-সত্তাশূন্য বস্তু হইতে পারেন এবং মায়ামুক্ত পুরুষগণই বা কি প্রকারে সেই মায়িক উপাধিযুক্ত মিথ্যা বস্তুর উপাসনা করিবেন? মুক্তপুরুষগণের মুক্তাবস্থায় ভগবদারাধনার কথা বেদাদিতেও দৃষ্ট হয়। সৌপর্ণ-শ্রুতিবাক্য—'মুক্তা অপি হ্যেনমুপাসতে' অর্থাৎ মুক্তগণও ইঁহাকে উপাসনা করেন। শ্রীল মধ্বাচার্য্যপাদও পূর্ব্বোক্ত ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঐ শ্রুতি-বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। আমাদের নিত্য আচমনীয় মন্ত্রেও দৃষ্ট হয়—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ (ঋগ্বেদসংহিতা ১।২২।২০)—দিব্য সূরি অর্থাৎ মুক্তপুরুষগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদ সদা অর্থাৎ নিত্যকাল দর্শন করেন। 'মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২) —(মুক্তানামুপসৃপ্যতয়া প্রাপ্যতয়া ব্যপদেশাৎ নির্দ্দেশাৎ)। সর্ব্বসম্বাদিনীতে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—মুক্তানামেব

সতাং উপসৃপ্যং ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ম মুক্ত সাধুগণেরই উপসৃপ্য বা গতি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—উপনিষদে ও ব্রহ্মসূত্রে মুক্ত ও বদ্ধজীবের কথা আছে। ইহাতে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব বাধিত হইবে কেন ?

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর তাঁহার চারিজন প্রধান শিষ্যদ্বারা ভারতের চারিপ্রান্তে শ্রীবিষ্ণুর চারিধামে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দ্বারকায় শ্রীসুরেশ্বরাচার্য্য-দ্বারা 'সারদা মঠ', পুরীধামে শ্রীপদ্মপাদাচার্য্যদ্বারা 'গোবর্দ্ধন মঠ', বদরিকায় শ্রীতোটকাচার্য্য-দ্বারা 'জ্যোতির্ম্মঠ' এবং রামেশ্বরে শ্রীহস্তামলকাচার্য্যদ্বারা 'শৃঙ্গেরী মঠ'—এই চারিটি মঠে যথাক্রমে সাম, ঋক্, অথর্ব্ব ও যজুর্ব্বেদের প্রাধান্য এবং শ্রীশঙ্কর-কথিত 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ও 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই চারিটি মহাবাক্য ঐ চারিটি মঠে যথাক্রমে অবলম্বনীয় হইয়া থাকে।

আচার্য্য শঙ্কর 'তত্ত্বমসি' (ছাঃ ৬।৮।৭), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃঃ ১।৪।১০), 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (ছাঃ ৬।২।১) 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (মাঃ ২), 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩।১৪।১), 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' (মুঃ ৩.২।৯), 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' (কঠ ২।১।১১, বৃঃ ৪। ৪।১৯) ইত্যাদি কতিপয় শ্রুতিমন্ত্র তাঁহার কেবলাদ্বৈত মতবাদ সমর্থনের পক্ষে অনুকূল বিচারে 'মহাবাক্য' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ জীব-ব্রহ্মে ভেদসূচক যে অসংখ্য শ্রুতিবাক্য আছে, তৎসমুদয়কে তিনি 'ব্যবহারিক' বিচারে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিচার করেন নাই। যেমন—'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি' (বৃঃ ২। ১।২০), 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' (মুঃ ৩।১।১, শ্বেঃ ৪।৬), 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং' (কঠ ২।২।১৩, শ্বেঃ ৬।১৩), 'ওঁ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্' (তৈঃ ২।১), 'মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি' (কঠ ১।২।২২, ২।১।৪), 'সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা' (তৈঃ আঃ ১ অনু), 'প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ' (শ্বেঃ ৬।১৬), 'তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' (কঠ ২।২৩, মুঃ ৩।২।৩), 'তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তং' (শ্বেঃ ৩।১৯), 'নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি' (কেন ৩।৬, ১০), 'সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্মায়মাত্মা ব্রহ্ম সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ' (মাঃ ২), 'অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু' (বৃঃ ২। ৫।১৪) ইত্যাদি অসংখ্য ভেদ-বাচক শ্রুতিবাক্যকে তিনি আমল দেন নাই। ঐসকল শ্রুতিবাক্য স্বীকার না করিবার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণও তিনি প্রদর্শন করেন নাই। এজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদার্শনিকগণ বেদান্তের শঙ্করভাষ্যকে স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই বিচার করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে স্বীকার করতঃ তাঁহাকেই স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু বেদান্তের ভেদ ও অভেদপর যাবতীয় শ্রুতিবাক্যকেই সবিশেষ সমাদর করতঃ তৎসমুদায়ের অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত দ্বারাই চিৎসমন্বয়-সম্বিধান করিয়াছেন। আচার্য্য 'ব্যবহারিক সত্য' বলিতে প্রথমে যাহা সত্যবৎ প্রতীত হয়, পরে তাহা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়া থাকে, ইহাই বলেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহাকে বহু ভেদপর শ্রুতিমন্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করিতে হয়। এজন্য চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥"

অসুরবিমোহনার্থই আচার্য্যকে ইহা করিতে হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মে চিদংশে ঐক্য থাকিলেও বিভুত্বে অণুত্বে ত' ভেদ জাজ্বল্যমান, একই সময়ে এই ভেদাভেদ চিন্তার অতীত বলিয়াই অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ শ্রুতিসম্মত। এমন কি আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ২।৩।৪৩ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই ভেদাভেদ স্বীকারও করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে— "চৈতন্যঞ্চাবিশিষ্টং জীবেশ্বরয়োর্যথাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গয়োরৌষ্ণ্যম্। অতো ভেদাভেদাবগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ" অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরে চিদংশে বা চৈতন্যাংশে কোন ভিন্নতা নাই, যেমন অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গে উষ্ণতাবিষয়ে কোন ভেদ নাই। অতএব শ্রুতিবাক্যদ্বারা ভেদ ও অভেদ—উভয়ই অবগত হওয়া যায় বলিয়া জীব-ব্রহ্মে অংশাংশিভাব।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জীবব্রহ্মে চিদংশে অভেদের কথা বলিয়া বিভুত্বে ও অণুত্বে; মায়াধীশত্বে ও মায়াধীনত্বে; সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব এবং অল্পজ্ঞত্ব,

অণুশক্তিমত্ত্ব ও নিয়ম্যত্বাদি বিচারে জীবব্রহ্মে ভেদও অনস্বীকার্য্য বলিয়াছেন। সুতরাং অভেদপর শ্রুতি-বাক্যে—তুমিই সেই, আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মই হন ইত্যাদি বলা হইলেও জীব কি সেই পূর্ণ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইতে পারেন? আচার্য্য 'ব্যবহারিক' প্রভৃতি শব্দদ্বারা জীবকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেও শ্রুতিস্মৃতি যে জীবকে নিত্য, চিচ্ছক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় তটস্থাশক্তির অংশ, বিভিন্নাংশ প্রভৃতি পরিচয় দিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছেন? সুতরাং জীবেশ্বরে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া মায়াবাদী তাঁহার বেদাশ্রিতত্ব কোনক্রমেই বজায় রাখিতে পারেন না।

[আমরা এবিষয়ে শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের বিচারাবলম্বনে পরবর্ত্তি প্রবন্ধে আরও কতিপয় বিচার অবতারণা করিয়া মায়াবাদীর প্রচারিত আত্মবিনাশি কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশির কবল হইতে আত্মত্রাণের প্রয়াস পাইব।]
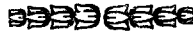
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

রায় রামানন্দ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৫৬ পৃষ্ঠার পর]

দক্ষিণ ভারতের তীর্থ ভ্রমণান্তে মহাপ্রভু গোদাবরী-তীরে বিদ্যানগরে ফিরিয়া আসিলে রায় রামানন্দের সহিত পুনর্মিলন হয়। রায় রামানন্দের ভক্তিসিদ্ধান্ত ও রসবিচারের প্রমাণস্বরূপ মহাপ্রভু-কর্ত্তৃক দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণকালে সংগৃহীত 'কর্ণামৃত' ও 'ব্রহ্মসংহিতা' রায় রামানন্দকে অর্পিত হইলে তিনি গ্রন্থ দুইটীর নকল সংরক্ষণ করিলেন। মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সহিত কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে এক সপ্তাহকাল যাপনের পর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুরী যাইতে ইচ্ছা করিলে রামানন্দ রায় নীলাচলে যাইবার রাজাজ্ঞা প্রাপ্তির পর হাতী ঘোড়া-সৈন্যাদি বিষয়ের সমাধানান্তে পরে পুরীতে পৌঁছিবেন জানাইলেন।

মহাপ্রভু পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া কাশীমিশ্র-ভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর দর্শনের জন্য রাজা প্রতাপরুদ্র অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজা প্রতাপরুদ্রকে আশ্বাস দিয়াছিলেন মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসিলে কোনওপ্রকারে সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। কিন্তু বাসুদেব সার্ব্বভৌম আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও 'রাজদর্শন করিবেন না'—মহাপ্রভুর এই দৃঢ় সঙ্কল্প থাকায়, মহাপ্রভুর সহিত রাজা প্রতাপরুদ্রের মিলনসাধনে ব্যর্থ হইলেন।

পুরীতে মহাপ্রভুর রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ সান্নিধ্য-লাভের অভিপ্রায় অবগত হইয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র প্রসন্নচিত্তে রায় রামানন্দকে পুরীতে অবস্থানের জন্য তাঁহার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের সংস্থান করতঃ রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রদান করিলেন। রায় রামানন্দ মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সহিত প্রথমে কটকে, পরে পুরীতে আসিয়া পৌঁছিলে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ-কারের জন্য সর্ব্বাগ্রে কাশীমিশ্র ভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। মহাপ্রভুর সহিত মিলনে রাজা প্রতাপরুদ্রের আর্ত্তির কথা জানিয়া সুবিচক্ষণ রামানন্দ রায় কথোপকথনপ্রসঙ্গে মহাপ্রভুকে রাজার ইচ্ছার কথা প্রথমে ব্যক্ত না করিয়া প্রতাপরুদ্রের গুণমহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের ভগবদ্ প্রেমাবিষ্টাবস্থা, মহাপ্রভুর প্রতি প্রগাঢ় অনুরক্তি, মহাপ্রভুর সেবার জন্য তাহাকে রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রদান ইত্যাদি মহারাজের গুণমহিমা কীর্ত্তন করিয়া রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর চিত্তকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলিলেন। ইতিমধ্যে পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষা এবং মহাপ্রভুর দর্শন দিতে অস্বীকৃতি এইরূপ অবস্থায় রাজাকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য মহাপ্রভুর ব্যবহৃত একটি বহির্বাস রাজার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর ব্যবহৃত বহির্বাস প্রাপ্ত হইয়া মহারাজের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ হইলেও

সাক্ষাৎ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে রায় রামানন্দ রাজার হৃদ্‌গত অভিপ্রায়ের কথা পরিশেষে মহাপ্রভুর নিকট ব্যক্ত করিলেন। রায় রামানন্দের অনুরোধকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া মহাপ্রভু রাজার গুণমহিমা স্বীকার করিলেও 'এক রাজা' নামের মলিনতা হেতু তাঁহাকে না পাঠাইয়া তাঁহার অভিন্ন-স্বরূপ পুত্রকে পাঠাইবার জন্য অনুমতি দিলেন।

"যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাঁহারে মলিন কৈল এক রাজা নাম ॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ তুমি তাঁহার তনয় ॥
'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'—এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিবে আপনি ॥
তবে রায় যাই সব রাজারে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১২।৫৪-৫৭

অভিন্ন 'বিশাখা' বা 'ললিতা'স্বরূপ রায় রামানন্দের অনুগত শ্রীরূপমঞ্জরী। রায় রামানন্দের সহিত বিদগ্ধ-মাধব ও ললিতমাধব নাটকদ্বয়ের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে রূপ গোস্বামীর আলোচনা হইয়াছিল। রায় রামানন্দ রূপ গোস্বামীর নিকট ইষ্টদেব সম্বন্ধে বর্ণন শুনিতে ইচ্ছা করিলে রূপ গোস্বামী বিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কের মঙ্গলাচরণের ২য় শ্লোক 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্বসন্দীপিতঃ, সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ।।' পাঠ করিয়া শুনাইলে রায় রামানন্দ উক্ত শ্লোকের সহস্রমুখী প্রশংসা করেন এবং বলেন মহাপ্রভুর কৃপাফলেই ব্রহ্মার দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ও অপ্রাকৃত স্বরূপ খ্যাপনের জন্য অশৌক্র ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত মহাভাগবত রায় রামানন্দের নিকট শৌক্রব্রাহ্মণকুলোদ্ভব প্রদ্যুম্ন মিশ্রের হরিকথা শ্রবণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টনিবাসী, পরবর্ত্তি-কালে ওড়িষ্যানিবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য দৈন্যার্ত্তি জ্ঞাপন করিলে মহা-প্রভু তাঁহাকে রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে শ্রীরায় রামানন্দ জগন্নাথ-দেবের নিকট অভিনয় করাইবার জন্য দুইটী দেব-দাসীকে মার্জ্জনাদির দ্বারা সুসজ্জিত করতঃ নৃত্য গীতাদি শিক্ষাপ্রদান সেবায় নিযুক্ত থাকাকালে প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় রামানন্দের সহিত কৃষ্ণকথা শ্রবণাকাঙ্ক্ষায় তথায় পৌঁছিলে রায় রামানন্দের সেবক উপরিউক্ত সেবাকার্য্যে ব্যস্ততার কথা বলিয়া তাঁহাকে বাহিরে বসাইয়া রাখিলেন। প্রতিদিন জগন্নাথের ঐরূপ নিগূঢ় সেবায় নিয়োজিত থাকাকালে সেবকগণ কোনপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিতেন না। সেবা সমাপ্তির পর রায় রামানন্দ বাহিরে আসিলে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের আগমন সংবাদ জানিতে পারিলেন। বহু বিলম্ব হওয়ায় রায় রামানন্দ মিশ্রকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতঃ নিজকৃত অপরাধের মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিলেন। সময় অতিবাহিত হওয়ায় মিশ্র নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুনঃ একদিন মিশ্র মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে মহাপ্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে কিরূপ কি কৃষ্ণকথা হইয়াছে শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলে মিশ্র সব বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। সন্দিগ্ধ-চিত্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্রের সংশয় অপনোদনের জন্য মহাপ্রভু রায় রামানন্দের অলৌকিক চরিত্রবৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনমুখে এইরূপ বলিলেন—

"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন রহু দূরে, 'প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি ॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ?
রামানন্দ-রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন।
কহিবার নহে, যাহা আশ্চর্য্য-কথন ॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি ॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ যত, তার দর্শন-স্পর্শন ॥
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ ॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন—কাষ্ঠ-পাষাণ-সম।
আশ্চর্য্য,—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৫।৩৫-৪২

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে এবং তাঁহার মাধ্যমে জগদ্বাসীকে রায় রামানন্দের অপ্রাকৃত স্বরূপ অবগত করাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন এই কথা বলিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে রায় রামানন্দের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য পুনরায় প্রেরণ করিলেন। প্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় রামানন্দের নিকট আসিয়া অপূর্ব্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতঃ বিস্মিত হইলেন এবং আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

'রায় রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ বলিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটক শ্রীজগন্নাথ-দেবের নিকট অভিনয় করিবার জন্য দুই দেবকন্যা অর্থাৎ নবীনা দেবদাসীকে (যাঁহাদিগকে এখন মাহারী বলে, তাঁহাদিগকে) আনাইয়া সেই নাটকের অভিনয়-যোগ্য গোপীভাব শিক্ষা দিতেছিলেন। সেই দুইকন্যা প্রধানা গোপীদিগের লীলাভিনয় করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রধানা গোপীরূপে সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া স্বয়ং তদনুগত দাসীর ভাব গ্রহণপূর্ব্বক ভাবী অভিনয়ের গীত-সেবাদি শিক্ষা দিতেছিলেন। শ্রীরামানন্দ আপনাকে শ্রীমতীর দাসী জানিয়া শ্রীমতীর অভিনয়কারিণীতে সেব্যবুদ্ধি আরোপ করতঃ তাঁহাদের দেহ-সংস্কার ও মণ্ডনাদি করিতেছিলেন।' —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

" 'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥
এইসব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইলা তাঁহা শ্রবণ করিতে ॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা-ভঙ্গীতে প্রকাশি' নিজ-লাভ মানে ॥
আর এক 'স্বভাব' গৌরের শুন, ভক্তগণ।
গূঢ় ঐশ্বর্য্য-স্বভাব করে প্রকটন ॥
সন্ন্যাসী-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচশূদ্র-দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ ॥
'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব' কহে রায়ে করি' 'বক্তা'।
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র-সহ হয় 'শ্রোতা' ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৫।৮০-৮৫

'শ্রীরামানন্দ প্রভু প্রাকৃত লোকচক্ষে প্রবৃত্তি-মার্গীয় গৃহস্থ, সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন বলিয়া প্রতিভাত। প্রাকৃত-গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া গৃহব্রত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু গৃহস্থিত অপ্রাকৃত বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব-গৃহস্থের ন্যায় অদান্তগো হইয়া আদৌ ষড়্‌বর্গের বশীভূত হন না। গৃহস্থাশ্রমি-লীলায় শ্রীরামানন্দ প্রভু প্রাকৃত লোকের ভোগময়ী দৃষ্টিতে বিষয়ী হইলেও অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাই তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত মনের সর্ব্বক্ষণ উপাস্য-বিষয় হওয়ায় তিনি কৃষ্ণবিষয়ী, ভগবানের চিদ্‌বিলাসবিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী তার্কিক নহেন। তিনি ত্যক্তবিষয় নির্গুণ সন্ন্যাসিগণকে কৃষ্ণপ্রতীতিহীন জড়বিষয় ত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণবিষয়ানুশীলনে প্রবৃত্ত করাইতে সমর্থ।' —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।

শ্রীপুরুষোত্তম ধামে শ্রীবল্লভ ভট্ট আসিয়া শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলে বল্লভ ভট্টের পাণ্ডিত্যা-ভিমানহেতু তাঁহার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজতত্ত্ব গোপ-নের ছলনা করতঃ ভক্তগণের মহিমা কীর্ত্তনকালে রায় রামানন্দকে সম্বন্ধ-প্রয়োজন এবং ব্রজের শুদ্ধ রসতত্ত্ববেত্তারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"রামানন্দ রায় কৃষ্ণরসের নিধান।
তেঁহো জানাইলা কৃষ্ণ-স্বয়ং ভগবান্‌ ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৭।২৩

"কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায় প্রসাদে জানিলু ব্রজের শুদ্ধভাব ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৭।৩৭

"সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখ-দানহেতু তৈছে রামরায় ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৬।৯

পুরীতে হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণকালেও রায় রামানন্দ উপস্থিত ছিলেন চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনে জানা যায়। 'রামানন্দ, সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে। হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥' —চৈঃ চঃ অ ১১।৫০

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায়—তিন দ্বার রুদ্ধ অথচ মহাপ্রভু তাঁহার প্রকোষ্ঠে নাই, সিংহদ্বারের উত্তরে অস্থি-সন্ধি শিথিলতাপ্রযুক্ত মহা দীর্ঘাকার অবস্থা প্রাপ্তি, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে জ্ঞান ফিরিলে পুনরায় ঘরে আনয়ন, কোন সময়ে চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন ভ্রমে মহাভাবাবেশ, হরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারা শীতল

করতঃ গৃহে আনয়ন—স্বরূপ-দামোদরের সহিত রায় রামানন্দও সঙ্গী ছিলেন। প্রভুর দিব্যোন্মাদের দশ দশায় রায় রামানন্দ ভাবোপযোগী কালোচিত শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভুকে সুখ দিতেন।

'রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥'

এত কহি গৌরহরি, দুইজনার কণ্ঠ ধরি',
কহে—শুন স্বরূপ-রামরায়।
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥

এইমত গৌর প্রভু প্রতি দিনে দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥
সেই দুইজন প্রভুরে করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥
কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥

—চৈঃ চঃ অ ১৫।২৪-২৭

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২।৭৭

রায় রামানন্দের ভজনস্থান 'শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যান' মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। জগন্নাথ-বল্লভ উদ্যানে প্রবেশ করিয়া মহাপ্রভু মহাভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথ-বল্লভ-উদ্যানে অশোক বৃক্ষের তলে কৃষ্ণদর্শন ও তৎপরে কৃষ্ণ অদর্শনহেতু মূর্চ্ছিত হওয়ার লীলা করিয়াছিলেন।

" 'জগন্নাথ-বল্লভ' নাম উদ্যান প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী, যেন বৃন্দাবন।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥"

—চৈঃ চঃ অ ১৯।৭৯-৮০

"প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখেন আচম্বিতে ॥
কৃষ্ণ দেখি' মহাপ্রভু ধাঞা চলিলা।
আগে দেখি' হাসি' কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলা ॥
আগে পাইলা কৃষ্ণে, তাঁরে পুনঃ হারাঞা।
ভূমেতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হঞা ॥"

—চৈঃ চঃ অ ১৯।৮৫-৮৭

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দের মাধ্যমেই সহর্ষে জানাইয়াছিলেন কলিযুগে কৃষ্ণপ্রেমলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় শ্রীনামসংকীর্ত্তন।

'হর্ষে প্রভু কহেন শুন স্বরূপ রামরায়!
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥'

—চৈঃ চঃ অ ২০।৮

রায় রামানন্দ রাঘবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং রাঘবেন্দ্র পুরী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এইরূপ উক্তি 'ভজন-নির্ণয়' গ্রন্থে পাওয়া যায়।

জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে (মতান্তরে, বৈশাখী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে) শ্রীরায় রামানন্দের তিরোধান লীলা হয়।

বরাহাবতার

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

দশাবতারের অন্তর্গত তৃতীয় বরাহবতার। পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় মৎস্যাবতার বর্ণনপ্রসঙ্গে লীলাবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা সৃষ্টির জন্য আদিষ্ট হইয়া সৃষ্টিবিষয়ে চিন্তা করিতে থাকিলে তাঁহার শরীর হইতে পুরুষ স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্ত্রী শতরূপা আবির্ভূত হইলেন। ব্রহ্মার ইচ্ছাক্রমে প্রজাসৃষ্টির জন্য স্বায়ম্ভুব মনু শতরূপাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পৃথিবী প্রলয়-সলিলে নিমগ্ন হওয়ায় প্রাণিগণের অবস্থিতির হেতু পৃথিবী উদ্ধারের জন্য তিনি পিতা ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্মা পৃথিবীকে জলমগ্ন দেখিয়া কি উপায়ে ইহাকে উদ্ধার করিবেন দীর্ঘকাল

চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত জল নিঃশেষিত করিয়া পৃথিবীকে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তথাপি পৃথিবী পুনরায় জলরাশির দ্বারা কেন প্লাবিত হইল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সৃষ্টার্থে নিযুক্ত হইয়াছেন, পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া রসাতলে চলিয়া যাওয়ায় এখন পৃথিবীর উদ্ধার কিভাবে সাধিত হইবে চিন্তা করিয়া কোনও কুল কিনারা না পাইয়া পরমেশ্বর বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা যখন চিন্তামগ্ন, তখন তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে অকস্মাৎ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত ক্ষুদ্র বরাহ মূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত ক্ষুদ্র বরাহমূর্ত্তি ব্রহ্মার সমক্ষেই দেখিতে দেখিতে ক্ষণকালের মধ্যে আকাশস্থ হইয়া হস্তীর ন্যায় রূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা-মরীচি প্রমুখ বিপ্রগণ, সনকাদি ঋষিগণ ও স্বায়ম্ভুব মনু অলৌকিক বরাহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ভাবিলেন পরব্যোমের কোনও দেবতা কি ছদ্মবেশে শূকররূপে ভ্রমণ করিতেছেন। অহো কি আশ্চর্য্য! তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে অপরূপ বরাহমূর্ত্তির আবির্ভাব! যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি কি নিজরূপ গোপন করিয়া তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করিতেছেন? ব্রহ্মা পুত্রগণের সহিত এইরূপ বিচার করিতেছেন, এমন সময় গিরিরাজের ন্যায় যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। সর্ব্বব্যাপী শ্রীহরি গর্জ্জনদ্বারা ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। সেই গর্জ্জনধ্বনির এইরূপ মাধুর্য্য যে শ্রবণকারীর দুঃখ নাশ করে। ব্রহ্মা, স্বায়ম্ভুব মনু এবং জনলোক, তপলোক ও সত্যলোকস্থ মুনিগণ বেদমন্ত্রদ্বারা বরাহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। বরাহমূর্ত্তি বিষ্ণু ভগবান্ ব্রহ্মা ও মুনিগণের স্তব শ্রবণ করিয়া দেবতাগণের মঙ্গলের জন্য প্রলয়জলে প্রবিষ্ট হইলেন। বরাহ ভগবান্ পুচ্ছ উত্তোলন করিয়া আকাশে উঠিলেন এবং কাঁধের কেশসমূহ কম্পিত করিয়া খুরদ্বারা মেঘসমূহকে বিপর্য্যস্ত করিলেন। তিনি রোম ও শুভ্র দন্তবিশিষ্ট হইয়া মহাজ্যোতির্ম্ময়রূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। শ্রীহরির অপূর্ব্ব চমৎকারময়ী লীলা, তাহা চিন্তা করিলেও রোমাঞ্চ হয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও পশুর ন্যায় ঘ্রাণের দ্বারা পৃথিবী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যদিও বাহ্যতঃ ভয়ঙ্কর দর্শন, কিন্তু স্তবকারী মুনিগণের প্রতি প্রশান্ত দৃষ্টিতে নিরীক্ষণের দ্বারা তাঁহাদিগকে আনন্দ প্রদান করিয়া সলিলাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বজ্রসদৃশ পর্ব্বতের ন্যায় দেহ সমুদ্রে পতিত হইলে সমুদ্রকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। সমুদ্র ভীত হইয়া 'ত্রাহি ভগবান্' বলিয়া প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ খুরদ্বারা সমুদ্রকে বিদীর্ণ করিয়া নিম্নে রসাতলে পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন প্রলয়কালে তাঁহার উদরে পৃথিবীকে যেভাবে ধারণ করিয়াছিলেন সেইভাবে। শ্রীবরাহদেব নিজ দন্তদ্বারা রসাতল হইতে পৃথিবীকে উঠাইয়া অতি রমণীয়রূপে প্রকাশিত হইলেন। সেই সময় মহাপরাক্রমশালী অসুর হিরণ্যাক্ষ জলমধ্যে গদা উঠাইয়া প্রতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে বরাহদেব ভয়ঙ্কর ক্রোধে সিংহ যেরূপ হস্তীকে বিনাশ করে তদ্রূপ হিরণ্যাক্ষের বধ সাধন করিলেন।* দৈত্যের রক্তে ভগবানের কপোল ও মুখমণ্ডল লোহিতবর্ণ রূপ ধারণ করিল। ব্রহ্মাদি ঋষিগণ কৃতাঞ্জলিপুটে বরাহ ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। ঋষিগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু নিজের খুরের দ্বারা আক্রান্ত জলে পৃথিবীকে স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

এখানে একটী বিষয় প্রণিধানযোগ্য— লঘুভাগবতামৃতে লিখিত আছে—ব্রহ্মকল্পে বরাহ ভগবান্ দুইবার আবির্ভূত হন, তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে বহির্গত হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার এবং ষষ্ঠ মন্বন্তরে (চাক্ষুষ মন্বন্তরে) পৃথিবী উদ্ধার ও

* হিরণ্যাক্ষ রসাতলে প্রবিষ্ট বরাহদেবকে সামান্য শূকর, হীনবল মনে করিয়া অনেক উপহাস করিলে ভগবান্ যথোচিত প্রত্যুত্তর দিলেন। ক্রুদ্ধ হিরণ্যাক্ষের প্রচণ্ড গদাঘাত বরাহদেব প্রতিহত করিলেন। উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। আসুরী বেলা প্রাপ্তি হইলে অসুরের বল অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে তৎপূর্ব্বেই লোকসংহারকারিণী সন্ধ্যা ও অভিজিৎ নামক মঙ্গলময়যোগেই অসুরের নিধন সাধন কর্ত্তব্য ব্রহ্মা এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। হিরণ্যাক্ষ গদা, ত্রিশিখশূল, পরিশেষে মায়া বিস্তার ও বজ্রতুল্য মুষ্ট্যাঘাতাদির দ্বারা বহু বিক্রম প্রকাশ করিলেও বরাহদেব পদাঘাতের দ্বারা দৈত্যের বিনাশ সাধন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে ১৮ ও ১৯ অধ্যায়ে প্রসঙ্গটী বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

হিরণ্যাক্ষের বধ সাধন। ভাগবতামৃতের বিচারানুসারে উত্তানপাদের বংশোদ্ভূত প্রচেতার পুত্র দক্ষ, দক্ষের কন্যা দিতি, দিতির পুত্র হিরণ্যাক্ষ। যে সময় আদি বরাহ অবতীর্ণ হইলেন সেই সময় কল্পারম্ভে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র-কন্যা হয় নাই। সুতরাং স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কি করিয়া হিরণ্যাক্ষের জন্ম হইতে পারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে ভাগবতে বিদুরের প্রশ্নের উত্তরে মৈত্রেয় ঋষি বরাহদেবের স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর ও চাক্ষুষ মন্বন্তরের লীলা একসঙ্গে বর্ণন করিয়াছেন। (স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপাকে অবলম্বন করিয়া প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ—দুই পুত্র ও আকুতি, দেবহূতি, প্রসূতি—তিন কন্যা হয়)

"দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ॥

—ভাগবত ১।৩।৭

বিশ্বের সৃষ্টির জন্য রসাতলগত পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়া যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু দ্বিতীয় অবতার বরাহরূপ ধারণ করিলেন। এখানে বরাহদেবকে দ্বিতীয়াবতার বলা হইয়াছে।

যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধারণায় বিভ্রৎ
ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ।
অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং
তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার॥

—ভাগবত ২।৭।১

অনন্ত ভগবান্ পৃথিবী উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণকালে মহাসাগরে আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে দন্তের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।

জলক্রীড়াসু রুচিরং বারাহিং রূপমাস্থিতঃ।
অধৃষ্যং মনসাপ্যন্যৈর্বাঙ্ময়ং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥
পৃথিব্যুদ্ধরণার্থায় প্রবিশ্য চ রসাতলম্।
দংষ্ট্রয়াভ্যুজ্জহারৈনামাত্মাধারো ধরাধরঃ॥
দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রাগ্রবিন্যস্তাং পৃথ্বীং প্রথিতপৌরুষম্।
অস্তবন্ জনলোকস্থাঃ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়ো হরিম্॥

—মৎস্যপুরাণ ৬।৮-১০

'জলক্রীড়াকারী মনেরও অনাক্রম্য বাঙময়-ব্রহ্ম-সংজ্ঞিত বরাহের রূপ ধারণ পূর্ব্বক সেই আত্মাধার পৃথিবী উদ্ধারের জন্য রসাতলে প্রবেশ করিয়া এই ধরিত্রীকে দন্তের দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার দন্তে পৃথিবীকে বিন্যস্ত দেখিয়া জনলোকস্থ সিদ্ধ ও ব্রহ্মর্ষিগণ প্রথিতযশাঃ হরিকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।' এখানে সৃষ্টি ও বিলয়কারী ব্রহ্মস্বরূপী নারায়ণ বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশবধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে"

—শ্রীজয়দেবের দশাবতার স্তোত্র

চন্দ্রের কলঙ্করেখার ন্যায় যিনি পৃথিবীকে দন্তাগ্রে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কেশবধৃত শূকররূপী জগদীশ্বর হরি জয়যুক্ত হউন।

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥

—ভাঃ ১০।২।৪০

কংসকারাগারে দেবকীর গর্ভে যখন ভগবান্ প্রবিষ্ট হইলেন তখন ব্রহ্মা দেবতাগণসহ স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণস্তবের ইহা অন্তিম শ্লোক।

"মৎস্য, অশ্বগ্রীব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, দাশরথি, পরশুরাম, বামন ইত্যাদিরূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে তুমি প্রতিপালন করিয়া থাক; হে যদূত্তম, তোমাকে বন্দনা করি। হে ঈশ্বর, এই পৃথিবীর ভার এখন গ্রহণ কর।" —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীপাদ জগমোহন প্রভুর অপ্রকটলীলাবিষ্কার

শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর'? এই প্রশ্নোত্তরে তৎপার্ষদপ্রবর রায় রামানন্দ বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।" সত্যই কৃষ্ণভক্তবিচ্ছেদজনিত দুঃখ অতীব গুরুতর। ভক্তই ধরিত্রীবক্ষের মহামূল্য রত্নস্বরূপ—"তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইলা মেদিনী।" পূজ্যপাদ ভক্তরত্ন শ্রীল জগমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর সহিত মাত্র কএকদিন পূর্ব্বে ষোলক্রোশব্যাপী শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা-মহোৎসবকালে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের ভজনকক্ষের পশ্চিমপার্শ্বস্থ কক্ষে একসঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করিয়া আসিয়াছি, তখন তাঁহার এত শীঘ্র অপ্রকটলীলাবিষ্কারের কোন বিশেষ লক্ষণই বুঝিতে পারি নাই. হঠাৎ তিনি জ্বরাক্রান্ত হইবার লীলা অভিনয় করতঃ গত ১৯শে এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুর হইতে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পরদিবসই—গত ২৫ বিষ্ণু (৫০০ শ্রীগৌরাব্দ), ৬ বৈশাখ (১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), ২০ এপ্রিল (১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ) রবিবার শুক্লপক্ষীয় কামদা একাদশীবাসরে (দি ১২।২৭ মিঃ) মধ্যাহ্নে তাঁহার ভজনকক্ষে মঠবাসিবৈষ্ণবগণের উচ্চ সংকীর্ত্তনমধ্যে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্মে চির আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

গত ২১শে এপ্রিল তারিখে সন্ধ্যায় চণ্ডীগড় মঠে কলিকাতা হইতে টেলিগ্রামযোগে শ্রীপাদ জগমোহন প্রভুর হৃদয়বিদারক অপ্রকটসংবাদ পাইয়া আমরা সকলেই স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়ি। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যার পর শ্রীমঠের অধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের বিশেষ প্রযত্নে শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে আহূত একটি বিরহ-সভার অধিবেশনে পূজ্যপাদ জগমোহন প্রভুর অতিমর্ত্ত্য-চরিতাবলী খুবই মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কীর্ত্তন করা হয়।

পূজ্যপাদ জগমোহন প্রভু বৈষ্ণবোচিত অশেষ গুণে গুণী ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার একটি সম্ভ্রান্ত ভক্ত ভূম্যধিকারীর গৃহে জন্মলাভ করিয়া শিশুকাল হইতেই তিনি খুব ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তাঁহার নৈতিক চরিত্র ছিল আদর্শস্থানীয়। ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করিয়া দৈবানুগ্রহে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃতা অমৃতনিস্যন্দিনী শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণসৌভাগ্য লাভ করিবামাত্র তিনি জড়বিদ্যার্জ্জনের সকল মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরবিদ্যার্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অনতিকালবিলম্বে প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে চিরতরে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিরূপে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের সহিত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় সর্ব্বাত্মনিয়োগ করতঃ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রচুর কৃপাভাজন হইলেন। জমিদার-বংশে জন্মগ্রহণহেতু বিষয়-কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণের নানা হেতু উপস্থিত হওয়ায় বৈষয়িক কর্ম্মেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তিনি বেশ আইনজ্ঞ ছিলেন। খ্যাতনামা আইনজ্ঞগণও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার উচ্চ প্রশংসা করিতেন। এজন্য মঠবাসকালে শ্রীমঠের বিষয়-সংরক্ষণকর্ম্মে তাঁহার অনেক সেবা-কুশলতার পরিচয় পাওয়া যাইত। শ্রীমঠের সাময়িক পত্রিকা ও ভক্তিগ্রন্থাদি প্রচারকার্য্য, প্রুফ সংশোধনাদি বিভিন্ন বিষয়েও তাঁহার সেবানৈপুণ্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিশেষ সুখাবহ হইত, তিনি তজ্জন্য সকলেরই স্নেহময়ী কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। আমরা তাঁহার মঠজীবনে তাঁহাতে কোন আলস্যপরায়ণতা বা শ্রীগুরুদত্ত ভজনসাধনে অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করি নাই। তাঁহার শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবাচেষ্টা ও শ্রীগুরুবাক্যে—শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবায়—শ্রীগুরু-মনোহভীষ্ট সম্পাদনে দৃঢ় নিষ্ঠা দর্শনে সকলেরই চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইত।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের প্রকটলীলাকালে পরম পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা মাধব মহারাজের সহিত তাঁহার খুবই হৃদ্যতা ছিল। পূজ্যপাদ মহারাজও কনিষ্ঠভ্রাতা-জ্ঞানে তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। অনন্তর শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর বাগবাজার মঠে কিছুকাল অবস্থানান্তে তত্রত্য গুরু-

ভ্রাতাদের সহিত কতকগুলি বিষয়ে ঐক্যমত সংরক্ষণ করিতে না পারিয়া তিনি পূজ্যপাদ মহারাজের নিকট চলিয়া আসেন। মহারাজ তাঁহাকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার মঠের মঠ-রক্ষক করিয়া অনেক দায়িত্বপূর্ণ সেবাকার্য্যের ভার অর্পণ করেন। বিভিন্ন স্থানের মঠমন্দির সম্পর্কিত অনেক বৈষয়িক কার্য্যের ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। তিনিও বিশেষ যত্নে সেই সকল কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতঃ মহারাজকে প্রচুর সুখ দান করেন। শ্রীমঠের মাসিক পত্রিকা শ্রীচৈতন্যবাণীরও প্রুফ সংশোধনাদি বহু সেবাকার্য্য তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। পরে দৃষ্টিশক্তির অল্পতা-বশতঃ তাহা আর করিতে না পারায় তৎকৃতিসাধ্য অন্যান্য সেবাকার্য্য নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতে থাকেন। মহারাজ তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে তাঁহাকে তাঁহার অতীব নিষ্কপট বিশ্বস্ত বান্ধব-জ্ঞানে তাঁহাকে শ্রীমঠের কএকটি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার প্রদান করিয়া যান, তিনি তাহাও পরমযত্নে সমাধান করতঃ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট মহারাজের অবশ্যই বহু প্রীতিভাজন হইয়াছেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর, হিসাব লেখাতেও তাঁহার পারঙ্গতি ছিল। হঠাৎ গত ২০শে এপ্রিল মধ্যাহ্নে তাঁহার ন্যায় একজন ভজনপরায়ণ নিষ্কপট সত্যনিষ্ঠ সেবাপ্রাণ বান্ধবকে হারাইয়া আমরা খুবই কাতর হইয়া পড়িয়াছি।

"কৃপা করি' কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা, হৈল সঙ্গভঙ্গ॥"

তিনি আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কৃত সকল দোষত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করুন, ইহাই তচ্চরণে সকাতর প্রার্থনা।

কলিকাতা মঠে ১০ জ্যৈষ্ঠ, ২৫ মে রবিবার মধ্যাহ্নে বিরহ মহোৎসবে যোগদানকারী শ্রীমদ্ জগমোহন প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট বহুশত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে যে বিশেষ ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে সভাপতির অভিভাষণ ব্যতীত জগমোহন প্রভুর গুণাবলী কীর্ত্তনমুখে ক্রমানুযায়ী বলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীনন্দদুলাল দে সলিসিটর, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ। শ্রীমদ্ তপস্বী মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন—"শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জে এক সম্ভ্রান্ত জমীদার বংশে কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রীজগদীশ বসু। শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্যে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীতে আকৃষ্ট হইয়া সংসার পরিত্যাগ করতঃ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে ১৯৩১ সালে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে যোগদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় জীবন উৎসর্গীকৃত করেন। তিনি শেষের দিকে শ্রীপাদ মাধব মহারাজের নিকট আসিয়া পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান প্রকাশে এবং অন্যান্য সেবাকার্য্যে প্রচুর সহায়তাও করেন।" বৈষ্ণবগণ তাঁহার গুরুতে, বৈষ্ণবপদধূলিগ্রহণে, ধামে ও হরিনামে প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টার কথা প্রচুররূপে কীর্ত্তন করতঃ তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। অনুষ্ঠানে শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডিযতিগণও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের গভর্ণিং বডির অনুপ্রেরণায় শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব উপলক্ষে পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্নস্থানে ছয়মাস যাবৎ অখণ্ড প্রচারোদ্যোগান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের রেজিষ্টার্ড গভর্ণিং বডির অনুপ্রেরণায় শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ অখণ্ড ছয়মাস ব্যাপী পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরবাণীর প্রচারান্তে সম্প্রতি স্বদেশে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্নস্থানে প্রচারান্তে শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছিলে স্থানীয় মঠের ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন

পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন স্থানে প্রচারের মধ্যে কানাডা-রাজ্যের অন্তর্গত অণ্টারিয়ো প্রদেশের টরণ্টো মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ গান্ধী মেমোরিয়াল হলে পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে বিরাট্ ধর্ম্মসভা ও প্রসাদ বিতরণ এবং তথাকার আন্তর্জাতিক 'কৃষ্ণচেতনা সংঘে' (Iskcon) বিভিন্ন দিবসে ভাষণ, ব্রাম্পটন সহরের ব্রামলী 'হিন্দুসভা' মন্দিরে ও ফার্ণ রোডের 'হিন্দু প্রার্থনা সমাজে' ভাষণ, টরণ্টো ইউনিভারসিটিতে কতিপয় ভাষণ, কানাডার রাজধানী অটোয়ার 'কমিউনিটি প্রোজেক্ট' হলে ও তথাকার রেডিও সেণ্টারে ভাষণ, কুইবেক প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ মণ্ট্রিয়াল নগরীর 'Macgil University' (ম্যাক্‌গিল ইউনিভারসিটিতে), হিন্দুমিশনে ও শিবরাত্রিদিবস উপলক্ষে মিলিত ত্রিনেদাদ-গায়ানাচক্রে ভাষণ এবং নিউইয়র্ক (আমেরিকার) ইস্‌কন্ টেম্পলে, নিউ জার্সি সহরে ও ব্রুকলিনের সরস্বতীপূজাবাসরে বিভিন্ন

দিবসে প্রাচ্যপাশ্চাত্যের বহু উচ্চশিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে ভাষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদুপরি বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে প্রত্যেক স্থানেই বহুসংখ্যক গৃহস্থ ভক্তের আহ্বানে তাঁহাদের স্বল্পবিস্তর আয়োজনে স্বামিজী শ্রীচৈতন্যশিক্ষামূলক সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করেন।

স্বামিজীর মুখ্য উদ্দেশ্য— শ্রীহরিনাম প্রচার, "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" —শ্রীগৌরবাণীর সার্থক রূপায়ণ। তিনি সর্ব্বদাই বলেন Reality (বাস্তব সত্য) ও Dreaming realityর (স্বাপ্নিক বাস্তবতার) মধ্যে আস্‌মান-জমিন পার্থক্য বর্ত্তমান। নিরস্ত কুহক বাস্তব সত্যকে (Realityকে) আশ্রয় করিয়াই কুহকস্থানীয় জৈব সংসার বিদ্যমান্। কিন্তু নিরস্ত-কুহক বাস্তব সত্যই জীবের একমাত্র আশ্রয়নীয়, কুহক কখনও আশ্রয়ের বস্তু নহে। যেমন স্বপ্নদৃষ্ট-বস্তুগুলি সত্য বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহা কখনও আশ্রয়নীয় নহে, তদ্রূপ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের তথাকথিত স্বপ্নবৎ জাগ্রত প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জৈবসংসারটিকেও কখনও আশ্রয়ের বস্তু বলিয়া মনে করিতে হইবে না। স্বপ্ন যেমন মনের ক্রিয়া অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের জাগ্রদাবস্থার কার্য্য-কারণও সেইরূপ মনেরই ক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছুই নহে। জাগ্রত ভূমিকা পাইলে স্বপ্ন যেমন স্বতঃই শিথিল হয়, তদ্রূপ নিরস্তকুহক বাস্তব ভূমিকা (Reality) পাইলে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অবাস্তব জৈব-সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য জীবের অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ঐ বাস্তব সত্যে পৌঁছিতে সাধুসঙ্গই একমাত্র উপায়। ভগবান্ শ্রীগৌরহরি সাধু-গুরুরূপে আসিয়া জীবগণকে শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। "সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া। সাধুগুরু-রূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥" প্রকৃত ভক্ত সাধুর চরিত্র কি প্রকার হওয়া প্রয়োজন, তাহার জ্বলন্ত আদর্শ তিনি স্বয়ং ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজ-আচরণ দ্বারা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

পাশ্চাত্য ভ্রমণান্তে শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ স্বগতোক্তি করেন,—"সমগ্র বিশ্ব বর্ত্তমানে মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির বিশ্বভাবন (universal) প্রেমধর্ম্ম মতের সংস্পর্শে আসিয়া স্ব-স্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছামূলক আনুষ্ঠানিক ও ঐকদেশিক ধর্ম্ম-বিচারগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বোধে পরিত্যাগ করিবার প্রয়াস পাইতেছে দেখিয়া স্বতঃই উৎসাহিত হইতেছি। শ্রীগৌরজনের আশ্রয়ে জীবের অনন্তপ্রকার পার্থিব অভিমানের দ্রুত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে, জীবের চরম লক্ষীভূত নিত্যস্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার এক তাৎপর্য্যপরতা ফিরিয়া আসিতেছে। তজ্জন্য যাবতীয় ভক্তিবিরোধিনীর অশান্ত চেষ্টাগুলি আর মস্তকোত্তলন করিতে সমর্থ হইতেছে না। বিশ্বভাবন প্রেমধর্ম্মের আশ্রয়ে আমরা পরস্পরকে আত্মীয় জ্ঞান করিবার সৌভাগ্য বরণ করিতেছি এবং পরস্পরের সেবাচেষ্টায় সুখ লাভ করিতেছি।"

শ্রীমন্ মহারাজ শ্রীগৌরহরির বিশ্বভাবন প্রেম-ধর্ম্মমতের বহুল প্রচার আকাঙ্ক্ষা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান

যশড়া শ্রীপাট, চাকদহ (নদীয়া) ঃ—২৭ পৌষ, ১২ জানুয়ারী রবিবার হইতে ২৯ পৌষ, ১৪ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অবস্থিতি। প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় এবং ২৮ পৌষ পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ সভায় শ্রীল আচার্য্য-দেব এবং কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ ভাষণ প্রদান

করেন। সভায় আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু', 'শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু', 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্য'।

২৭ পৌষ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথমন্দির —শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চাকদহ সহরে কাঠালপুলিস্থিত শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট দর্শন করিয়া জগন্নাথমন্দিরে ফিরিয়া আসে।

২৮ পৌষ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব তিথিতে মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

২৯ পৌষ অপরাহ্নে শ্রীল আচার্য্যদেব মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচুঠাকুর মহাশয়) ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সহ পালপাড়াস্থিত শ্রীমহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট দর্শন করিয়া আসেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটের সম্মুখের রাস্তা, ভিতরের দুইপার্শ্বের প্রাচীর এবং দরদালানাদির সংস্কার হওয়ায় স্থানের শোভা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংস্কার ও নির্ম্মাণকার্য্যে শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছে।

শ্রীপাটের মঠরক্ষক শ্রীনিমাইদাস বনচারী, শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুভাষ প্রভৃতি মঠবাসী এবং শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমহাদেব দাস, শ্রীবলরাম দাস প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বনগাঁও (২৪ পরগণা) ঃ—অবস্থিতি ১লা মাঘ, ১৫ জানুয়ারী বুধবার হইতে ৩রা মাঘ, ১৭ জানুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত। বনগ্রাম-মতিগঞ্জে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীব্রজবল্লভ দাসাধিকারীর (শ্রীব্রহ্মানন্দ দাসের) এবং তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সজ্জনগণের গৃহসমূহে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তাঁহার সতীর্থ ত্রিদণ্ডী যতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের থাকিবার সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

স্থানীয় মাতৃমন্দির কমিটির পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবোপলক্ষে মতিগঞ্জস্থিত মাতৃমন্দিরে দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন।

৩রা মাঘ প্রাতে মতিগঞ্জ হইতে ভক্তগণ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে বাহির হইয়া বনগাঁও সহর পরিভ্রমণান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীব্রজবল্লভ দাসাধিকারীর ও শ্রীনিত্যানন্দ সাহার গৃহে দুইদিন মহোৎসবে বহু ভক্তকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

বনগাঁও শিমুলতলার শ্রীবৈদ্যনাথ সিং, শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদের গৃহে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন।

সস্ত্রীক শ্রীব্রজবল্লভ দাসাধিকারী ও তাঁহার পুত্র-পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

বোলপুর (বীরভূম) ঃ—অবস্থিতি ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ৩৪ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দসহ কলিকাতা-হাওড়া হইতে ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে বোলপুর ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় বোলপুরবাসী ভক্তগণকর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভক্তগণ স্বামীজীগণের অনুগমনে সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থান মাড়োয়ারী ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপনের জন্য বোলপুরে সংগঠিত উৎসব কমিটীর পক্ষ হইতে আয়োজিত স্থানীয় রেলময়দানে বিশাল সভামণ্ডপে তিনটী সান্ধ্য বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন যথাক্রমে বোলপুর মহকুমা আদালতের সাবডিভিসনাল জুডিসিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় দাসগুপ্ত, বোলপুর মহকুমা আদালতের জুডিসিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীআনন্দ কুমার রাহা এবং শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর প্রাক্তন

অধ্যাপক ডঃ শ্রীদুর্গেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন যথাক্রমে অবসরপ্রাপ্ত আই-এ-এস্ ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য ডঃ শ্রীঅশোক কুমার মুস্তাফী, বিশ্বভারতার উপাচার্য্য ডঃ নিমাই সাধন বসু এবং সেণ্ট্রাল এক্সাইজের কালেক্টর শ্রীভি-এস্ চক্রবর্ত্তী। বীরভূমের সুপারিণ্টেনডেণ্ট অব পুলিশ শ্রীহেমচাঁদ তৃতীয় দিনের অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠ-রক্ষক ও গৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত তৃতীয় অধিবেশনে বক্তৃতা করেন উৎসব কমিটীর কার্য্যকরী সভাপতি শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী এবং উৎসব কমিটীর সহ-সভাপতি শ্রীরণজিৎ ঘোষ।

১৮ মাঘ শনিবার প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় রেল-ময়দান হইতে বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া বোলপুরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দিরে এবং তৎপরে রেল-ময়দানে আসিয়া সমাপ্ত হয়। ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

১৯ মাঘ রবিবার রেলময়দানে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব পঞ্চাশ মূর্ত্তি ভক্তবৃন্দ সমভি-ব্যাহারে রিজার্ভ বাসযোগে ১৯ মাঘ রবিবার প্রাতে বোলপুর হইতে রওনা হইয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবস্থলী বীরচন্দ্রপুর—একচক্রধামে বেলা ১০টায় পৌঁছিয়া সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবস্থলী এবং বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করেন। পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় তথায় মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ সেবার সুযোগ লাভ করিয়া সকলে কৃতকৃতার্থ হইলেন। একচক্রধামে পাণ্ডব-গণের বসতিস্থান এবং ভীম কর্ত্তৃক বকরাক্ষস বধস্থান দর্শন করিয়াও সকলে আনন্দ লাভ করিলেন। রিজার্ভ বাসযোগে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে কোটাসুরে নামিয়া সকলে বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি ও অন্যান্য স্থান দর্শন করতঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বে বোলপুরে ফিরিয়া আসেন। উৎসব কমিটীর সভাপতি শ্রীবিদ্যুৎ রঞ্জন বসু ভক্তগণকে দর্শনাদিবিষয়ে সাহায্য করার জন্য সঙ্গে থাকায় কাহারও কোনও অসুবিধা হয় নাই।

বোলপুর উৎসব কমিটির পক্ষ হইতে রেলময়দানে গৌরলীলা প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা থাকায় প্রত্যহ রেল-ময়দানে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীভোলানাথ ঘোষ, শ্রীকমল তরফদার ও শ্রীমধু-সূদন রায় বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীবিদ্যুৎ রঞ্জন বসু শ্রীকমল তরফদার, শ্রীভোলা-নাথ ঘোষ, শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস, শ্রীরণজিৎ ঘোষ, শ্রীনারায়ণ সাহা, শ্রীনিত্যানন্দ রায় এবং উৎসব কমিটির অন্যান্য সদস্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। উৎসবের আনুকূল্য সংগ্রহে রাখালবাবু, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস, শ্রীবিদ্যুৎ রঞ্জন বসু ও শ্রীসুবোধ সাহার সহিত সহায়করূপে ছিলেন শ্রীগোলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

রামকেলিধাম (মালদহ) ঃ—২০ মাঘ, ৩ ফেব্রু-য়ারী সোমবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় মালদহ জেলার (গৌড়ে) রামকেলিধামে শ্রীমদনমোহন মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবো-পলক্ষে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। ডাক্তার বি-বি সরকার বি-এস্-সি, এম-বি-বি-এস্ সভাপতিরূপে, মালদহ মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ও 'সাদাচোখ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুভাষ চৌধুরী প্রধান অতিথিরূপে এবং শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। রামকেলিধাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ও তদীয় পার্ষদদ্বয় শ্রীরূপ-সনাতনের পবিত্র মিলনস্থলী হওয়ায় 'শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় প্রিয়পার্ষদদ্বয় শ্রীরূপ সনাতন' বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে বলেন,—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদদ্বয় শ্রীরূপ সনাতন মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও মহিমা যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন সেইভাবেই মালদহ-রামকেলিধাম নিবাসী ব্যক্তিগণের

উপলব্ধির যত্ন করা উচিত স্বকপোলকল্পিত বিচার পরিত্যাগ করিয়া। গৌরনিজজনের আনুগত্যরহিত হইয়া যাঁহারা নিজ প্রাকৃতবুদ্ধিবিচারের দ্বারা মহাপ্রভুর মহিমাকীর্ত্তনে প্রয়াসী হন, তাঁহারা মহাপ্রভুতে মনুষ্য-বুদ্ধিহেতু তাঁহাকে জাগতিক সমাজ সংস্কারক, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বা আইন অমান্য আন্দোলনের প্রবর্ত্তক-রূপে প্রতিপন্ন করিবার যত্ন করিয়া থাকেন। যিনি অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক তাঁহার সম্বন্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শব্দের প্রয়োগ হাস্যকর। শ্রীরূপ-সনাতন মহাপ্রভুকে যে বাক্যের দ্বারা প্রণাম করিয়াছেন তাহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিলে আমাদের মহা-প্রভুর তত্ত্ব-মহিমা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধির বিষয় হইবে।

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

[প্রভুপাদকৃত শ্লোকের অন্বয় ঃ— মহাবদান্যায় (অতুল-পরমকরুণাময়ায়) কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় (শিব-বিরিঞ্চিদুর্ল্লভকৃষ্ণপ্রেমদাতৃ-প্রবরায়) কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে (কৃষ্ণচৈতন্যাখ্যায়) গৌরত্বিষে (শ্রীরাধাদ্যুতিসবলিত-গৌরকান্তিময়ায়) কৃষ্ণায় (গোপীজনবল্লভায় গোবিন্দায়) তে (তুভ্যং) নমঃ।]

রামকেলিধাম দর্শনে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে আগত ভক্তবৃন্দ এবং বোলপুরের কতিপয় ভক্তবৃন্দ মোট চল্লিশ মূর্ত্তি বোলপুর হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে প্রাতে যাত্রা করতঃ বেলা ১২-৩০ মিঃ নাগাদ মালদহ ষ্টেশনে পেঁাছিলে অগ্রিম ব্যবস্থার জন্য পূর্ব্বে প্রেরিত শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ) ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী এবং অ্যাডভোকেট শ্রীহরিদাস সরকার, ডাক্তার বি, বি, সরকার প্রভৃতি মালদহের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজাদি ভক্তগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত রিজার্ভ বাসযোগে প্রায় বেলা ১টায় রামকেলিধামে সকলে আসিয়া পেঁাছেন। রূপ সনা-তনের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মিলনস্থলীতে শ্রীমন্মহা-প্রভুর পাদপীঠ মন্দির প্রথমে সকলে দর্শন ও পরিক্রমা করেন, পরে মদনমোহন মন্দিরে যাইয়া শ্রীরাধামদন-মোহন, শ্রীগৌরাঙ্গ-শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত এবং রূপ সনাতনের শ্রীবিগ্রহগণ দর্শন ও সংকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা করেন। ভক্তগণ যাঁহারা পূর্ব্বে স্নান করিয়া আসেন নাই তাঁহারা রামকেলিধামে প্রকটিত রাধাকুণ্ডে স্নানকৃত্য সমাপন করিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ২রা ফেব্রুয়ারী পঞ্চাশ মূর্ত্তি ভক্তবৃন্দসহ রিজার্ভ বাসযোগে কলিকাতা হইতে রাত্রিতে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে রামকেলিধামে পেঁাছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই রূপসাগর দর্শন ও তাহাতে স্নানের সৌভাগ্য হয়। শ্রীমঠের তরফ হইতে তথায় মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। মহোৎসবের রন্ধনসেবার সাহায্যের জন্য শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী পূর্ব্বদিন রাত্রিতে বোলপুর হইতে রামকেলিধামে আসিয়া পেঁাছিয়াছিল। মহোৎ-সবে যাত্রিগণ ছাড়াও মালদহ সহরের কতিপয় ব্যক্তি ও রামকেলিধামের নরনারীগণ মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

রামকেলিধামে ধর্ম্মসভাদির ব্যবস্থায় যাঁহারা সাহায্য করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য এডভোকেট শ্রীহরিদাস সরকার, শ্রীগৌরচন্দ্র বসাক ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র পাণিগ্রাহী। উক্ত দিবস রাত্রিতেই ২০ মূর্ত্তি গৃহস্থভক্ত গৌড় এক্সপ্রেসযোগে এবং বাসের যাত্রী বাসযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরদিন চাঁচলে মহা-প্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব-সহ ১৭ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্ত চাঁচলের সুনীল ঘোষের প্রাক্ ব্যবস্থানুযায়ী ৩রা ফেব্রুয়ারী মালদহ লজে রাত্রি যাপন করেন। থাকি-বার ব্যবস্থা অতীব সুন্দর হওয়ায় শ্রান্তিক্লান্তিবশতঃ সকলেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্ম-চারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী রাত্রিতে রিক্সাযোগে ভক্তপ্রবর শ্রীহরিদাস বাবুর বাড়ীতে যাইয়া অন্নব্যঞ্জ-নাদি রন্ধন করতঃ মালদহ লজে আনিয়া সকলকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

চাঁচল (মালদহ) ঃ—অবস্থিতি ৪ ফেব্রুয়ারী, ২১ মাঘ মঙ্গলবার হইতে ৬ ফেব্রুয়ারী, ২৩ মাঘ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৭ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ মালদহ হইতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রাতে বাসযোগে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় চাঁচলে আসিয়া পোঁছেন। চাঁচলনিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারী (শ্রীসনীল চন্দ্র ঘোষ) চাঁচল বাজারে তাঁহার পৃথক্ দুইটী পাকা দ্বিতলগৃহে এবং হিন্দু হোষ্টেলের পিছনে তাঁহার ঠাকুরবাড়ীতে সাধুগণের ও গৃহস্থ ভক্তগণের থাকিবার সুব্যবস্থা করেন। হিন্দু হোষ্টেলের পিছনে সুনীল ঘোষের ঠাকুর-মন্দিরের সম্মুখস্থ চত্বরে নিৰ্ম্মিত সভামণ্ডপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব উপলক্ষে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের পৌরোহিত্যে তিনটি বিশেষ ধৰ্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং কৃষ্ণনগর শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূতচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী (ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ) বক্তৃতা করেন। ২৩ মাঘ বৃহস্পতিবার মহোৎসবে মধ্যাহ্নে নরনারীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় সুনীল ঘোষের ঠাকুরবাড়ী হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া চাঁচল বাজার, চাঁচলের মহারাজার প্রাচীন ঠাকুরবাড়ী আদি মুখ্য মুখ্য স্থান দিয়া পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যায় ঠাকুরবাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সস্ত্রীক শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারী, বোলপুরের মহিলা ভক্তদ্বয় শ্রীগৌরী-জ্যোৎস্না ভৌমিক এবং মঠের ব্রহ্মচারী সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

স্থানীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅতুল সিংহ মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে একদিন তাঁহার গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে ৭ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রিজার্ভ মিনিবাসযোগে চাঁচল হইতে বেলা ১টায় মালদহ ষ্টেশনে আসিয়া পোঁছেন। তথা হইতে রাত্রিতে তিনসুকিয়া মেলযোগে শ্রীল আচার্য্যদেব দ্বাদশ মূর্ত্তিসহ আসাম যাত্রা করিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম):— অবস্থিতি ২৭ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ৪ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব ও শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে ২ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধৰ্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে যথাক্রমে ভাষণ প্রদান করেন তেজপুর মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, আসাম বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীমহীকান্ত দাস এবং ডাক্তার শ্রীআনন্দমোহন মুখার্জ্জি। ১ম ও ২য় অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন শোণিতপুর জেলার ন্যায়াধীশ শ্রীতরুণ কুমার শৰ্ম্মা এবং দরং কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীটঙ্কেশ্বর ভট্টাচার্য্য। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নমোহন জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নগরভ্রমণে বাহির হইলে শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন ও রথাকর্ষণে সৌভাগ্যলাভ করিয়া নরনারীগণ পরমোল্লসিত হন। পরদিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নর-নারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপুলক সরকার, শ্রীপ্রাণপ্রিয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণা দাস বনচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস, শ্রীরামকুমার দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসদা-

শিব দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

স্বধামগত শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার পুত্রগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং গৃহস্থ অতিথিগণসহ ১২ ফেব্রুয়ারী তাঁহাদের গৃহে শুভ পদার্পণ করেন। স্বধামগত পুলিনবিহারী প্রভুর সহধর্ম্মিণী বিশেষ বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মঠের বার্ষিকোৎসবে আনুকূল্যকারিগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীবনোয়ারীলাল টেব্রাওয়ালা, শ্রীমহেন্দ্রপ্রসাদ—শ্রীরামস্বরূপ ও শ্রীকান্তি প্রসাদ টেব্রাওয়ালা, শ্রীনৃপেন চন্দ্র সাহা, শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহা ও শ্রীনকুল চন্দ্র পাল। শ্রীনকুলবাবু একদিন মঠের আচার্য্যদেব ও স্বামীজিগণকে তাঁহার মটরকারযোগে সহরের বাহিরে তাঁহার ফ্যাক্টরী দেখাইবার জন্য লইয়া গিয়াছিলেন।

তেজপুর সহরের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে। তেজপুর অঞ্চলের পূর্ব্ব পৌরাণিক নাম ছিল শোণিতপুর। বলি মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র বাণাসুরের রাজধানী ছিল শোণিতপুর। অধুনা স্থানের পৌরাণিক স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য জেলার নাম শোণিতপুর রাখা হইয়াছে। শোণিতপুরে বাণাসুরের রাজপ্রাসাদ-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে বাণাসুরের যে ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় তাহা দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবকালীন ঘটনা। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রথমা পত্নী ছিলেন রাজা রুক্মীর পৌত্রী (সুভদ্রা বা রোচনা) এবং দ্বিতীয়া পত্নী বাণাসুরের কন্যা ঊষা। [তত্ত্ববিচারে অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের আদি চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত]। বলি মহারাজের শতপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাণাসুর অত্যন্ত শিবভক্ত ছিলেন। বাণাসুর সহস্রহস্তে বাদ্য করিয়া তাণ্ডবাদির দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিতেন। মহাদেবের প্রসাদে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাঁহার অধীন ছিলেন। বাণাসুরের কন্যা ঊষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। বাণাসুরের মন্ত্রীকন্যা এবং ঊষার সহচরী সখী চিত্রলেখা অনিরুদ্ধকে ঊষার পতিরূপে পাইবার ব্যাকুলতা জানিয়া দ্বারকা হইতে যোগবলে নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে শোণিতপুরে আনিয়া ঊষার সহিত সম্বন্ধ করাইয়াছিলেন। মহাবল বাণাসুর উহা জানিতে পারিয়া অনিরুদ্ধকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। দ্বারকায় অনিরুদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার পরিজনবর্গ শোকাকুল হইলেন। পরে নারদের নিকট অনিরুদ্ধের বন্ধনবার্ত্তা শুনিয়া কৃষ্ণ যাদবশ্রেষ্ঠ বীরগণ ও বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে বাণাসুরের নগর অবরোধ করিলেন। বাণাসুরের সাহায্যের জন্য কার্ত্তিকেয় প্রমথগণের সহিত মহাদেব কৃষ্ণ-বলরামের বিপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ভূতগণ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে মহাদেব শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে শৈবজ্বর প্রয়োগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শৈবজ্বরকে দর্শন করিয়া বৈষ্ণবজ্বর সৃষ্টি করিলেন। মহাদেব বৈষ্ণবজ্বরে পীড়িত ও পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবশেষে মহাদেব তাঁহার প্রিয় সেবক বাণাসুরের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের দর্প বিনাশের জন্য তাঁহার সহস্র বাহুর মধ্যে চারিটী বাহু ছাড়া সমস্ত বাহুই ছেদন এবং তাঁহার সৈন্যসমূহকে নাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ ভক্ত শঙ্করের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য প্রহলাদ-বংশজাত বাণাসুরকে এই আশীর্ব্বাদ করিলেন—সে জরা-মরণরহিত, সর্ব্বত্র নির্ভীক হইয়া রুদ্রের শ্রেষ্ঠ পার্ষদরূপে পরিগণিত হইবে। বাণাসুর অভয় লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ ঊষার সহিত অনিরুদ্ধকে রথে আরোহণ করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঊষাসহ অনিরুদ্ধকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। (ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) —	,,	২৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	৪.০০

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য পালনীয় শুদ্ধতিথিযুক্ত ব্রত ও উপবাস-তালিকা সম্বলিত এই সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উপবাস ও ব্রতাদিপালনের জন্য অত্যাবশ্যক।

ভিক্ষা—১'০০ পয়সা। অতিরিক্ত ডাকমাশুল—০'৩০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৯৩
৮ বামন, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, সোমবার, ৩০ জুন ১৯৮৬ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭০ পৃষ্ঠার পর]

'হরিকথা' ব্যতীত জগতে আর অন্য কথা কিছু নাই। একমাত্র হরিকথা দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয় ; কেবল সুর, মান, তাল, লয়—এ-সকল 'কীর্ত্তন' নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে ভাল 'কালোয়াত' হ'তে বল্লেন না। তিনি বল্লেন,—সর্ব্বক্ষণ 'হরিকীর্ত্তন' কর। 'খোলে রকমারি বোল উঠা'তে পার্‌লে বা লোক ভুলা'তে পার্‌লেই কীর্ত্তনকারী' হওয়া যায় না। নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণটা 'হরিকীর্ত্তন' নয়—যা'-দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, সে-টিই হরিকীর্ত্তন'। নিজে লীলা-প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন কর্‌তে পারা যায় না।

মহাপ্রভু শ্রীনাম-সাধন-প্রণালীর কথা ব'লে নাম-কীর্ত্তনকারীর সর্ব্ববিধ কৈতব বা অন্যাভিলাষ-বর্জ্জ-নের কথা জানা'লেন। ভাগবত-ধর্ম্ম বা পরধর্ম্ম একমাত্র নামকীর্ত্তনমুখেই সাধিত হয়, তাহা 'প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব' ধর্ম্ম। ধন-জন-পাণ্ডিত্য-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধানের জন্য বা মুক্তিলাভের জন্য আমাদের প্রয়াস কর্‌তে হ'বে না। ধর্ম্মার্থকাম বা কর্ম্মফলবাদ ও মোক্ষ—যা'র জন্য জগতের তথা-কথিত ধর্ম্মসম্প্র-দায়ের শতকরা শতজনই লালায়িত, শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন,—সে-সকলই কৈতব বা ছলনা। ঐ সকলের প্রয়াস যা'দের আছে, তা'দের মুখে 'হরিনাম' বেরোবে না। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-বাসনার জন্য আমরা যেন নামাশ্রয়ের অভিনয় দেখিয়ে নামের চরণে অপরাধ না করি। নিজ নিজ ভোগের বা শান্তির প্রার্থনা ভগবানের চরণে করতে হবে না। নিজের সুবিধার জন্য ভগবান্‌কে কখনও চাকর কর্‌বো না—খাটাবো না। যা'রা ধর্ম্মার্থকাম ইচ্ছা করেন, তা'দিগকে 'কর্ম্মকাণ্ডী', আর যা'রা কর্ম্মফলত্যাগের বিচার করেন, তা'দিগকে 'জ্ঞানকাণ্ডী' বলা হয় ; তা'রা উভয়েই স্বার্থপর—ভগবান্‌কে চাকর করবার জন্য ব্যস্ত ! —ভোক্তৃতত্ত্ব ভগবান্‌কেও তা'দের ভোগের বস্তু কর্‌বার জন্য ব্যস্ত ! কিন্তু শুদ্ধভক্ত বলেন (মুকুন্দমালা-স্তোত্রে ৪)—

"নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ।।"

[হে হরে! আমি বিষয়-সুখের জন্য, অথবা গুরুতর কুম্ভীপাক কিংবা অন্য নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না, কিংবা নন্দনকাননে সুন্দরী সুরকামিনীগণের সুকোমল তনুলতা-সমূহের যোগে সুখলাভ করিবার জন্যও তোমার চরণযুগল বন্দনা করি না; কিন্তু কেবলা-ভক্তির প্রতি-স্তরে আশ্রিত হইবার জন্যই হৃদয়মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।]

আমি নিজ-কার্য্যের জন্য শান্তি বা অশান্তি কিছুই চাইনে। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা—এসকল মনের ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম, তাৎকালিক ধর্ম্ম। চতুর্ব্বর্গকে যা'দের প্রয়োজন জ্ঞান হ'য়েছে, তা'দের দ্বারা 'হরিভজন' হ'তে পারে না—'হরিনাম' হ'তে পারে না। আমদানী-রপ্তানীকারি-দলের মুখে কখনও 'শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন' হয় না। আমদানী হ'লেই রপ্তানী হয়।

'বৈষ্ণবাপরাধ' ও 'নামাপরাধ'— দু'টো একই জিনিষ। নামাপরাধের ফলে ভোগের চেষ্টা হয়,—কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় আগ্রহযুক্ত হ'তে হয়। যদি আমরা নন্দনন্দনের সেবার অধিকার প্রার্থনা করি, তা'হলে আমাদের কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-চেষ্টার হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক,—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়-মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥

কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা যথাস্থানে নিয়োগ কর, তা' না হ'লে তা'র ফল বিষময় হ'বে। অমঙ্গলের হাত হ'তে উদ্ধার লাভ কর্‌তে চাইলে মহাপ্রভুর পাদ-পদ্মাশ্রয় ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা-
চ্চৈতন্য-চন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥"

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭১ পৃষ্ঠার পর]

আদৌ ব্যতিরেক চিন্তাক্রমে মায়াতীত ব্রহ্ম-প্রতীত হন। ব্রহ্মের অন্বয় স্বরূপ লক্ষিত হয় না, কেবল ব্যতিরেক স্বরূপটী জ্ঞানের বিষয় হইয়া উঠে। জ্ঞান-লাভই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অবধি। জ্ঞানের আস্বাদনাবস্থা ব্রহ্মে উদয় হয় না, যেহেতু তত্তত্ত্বে আস্বাদক আস্বাদ্যের পার্থক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অন্বয় ব্যতিরেক উভয় ভাবের মিশ্রতা সহকারে পরমাত্মা লক্ষিত হন। যদিও পৃথক্‌তার আভাস উহাতে পাওয়া যায়, তথাপি সম্পূর্ণ অন্বয় স্বরূপাভাবে, পরমাত্মতত্ত্ব কেবল কূটসমাধিযোগের বিষয় হন। এ স্থলে আস্বাদক আস্বাদ্যের স্পষ্ট বিশেষ উপলব্ধি হয় না। ভগবানই একমাত্র অনুশীলনীয় তত্ত্ব বলিয়া উক্ত শ্লোকের চরমাংশে দৃষ্ট হয়। আস্বাদ্য পদার্থের গুণ-গণ মধ্যে এক একটী গুণ অবলম্বিত হইয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অভিধা নির্ণীত হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত গুণগণ সমগ্র সন্নিবেশিত হইয়া শ্রীভাগবতের চতুঃশ্লোকের অন্তর্গত "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকের উদ্দেশ্য ভগবৎস্বরূপ জীব সমাধিতে প্রকাশ হয়। যত প্রকার ঈশ্বরনাম ও স্বরূপ জগতে প্রচলিত আছে সর্ব্বা-পেক্ষা ভগবৎ-স্বরূপের নৈর্ম্মল্য প্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত পারম-হংস্য-সংহিতার ভাগবত নাম হইয়াছে। বস্তুতস্তু ভগবানই সর্ব্বগুণাধার। মূল গুণ বাস্তবিক ছয়টী

ভগবচ্ছব্দবাচ্য, যথা পুরাণে,—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ অর্থাৎ মঙ্গল, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়ত্ব এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব এই ছয়টীর নাম ভগ। যাঁহাতে ইহারা পূর্ণরূপে লক্ষিত হয় তিনি ভগবান্। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভগবান্ কেবল-গুণ বা গুণ-সমষ্টি নন, কিন্তু কোন স্বরূপ বিশেষ, যাহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিক ন্যস্ত আছে। উক্ত ছয়টী গুণের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও শ্রী, ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে প্রতীত হয়। অন্য চারিটী গুণ, গুণরূপে দেদীপ্যমান আছে। ঐশ্বর্য্যাত্মক স্বরূপে, আস্বাদের পরিমাণ ক্ষুদ্র থাকায়, উহা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যাত্মক স্বরূপটী অধিকতর আস্বাদকপ্রিয় হইয়াছে। উহাতে একমাত্র মাধুর্য্যের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। ঐশ্বর্য্যাদি আর পাঁচটী গুণ ঐ স্বরূপের গুণ পরিচয় রূপে ন্যস্ত আছে। মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে স্বভাবতঃ একটী বিপর্য্যয়-ক্রম-সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। যেখানে মাধুর্য্যের সম্বৃদ্ধি, সেখানে ঐশ্বর্য্যেরও খর্ব্বতা। যেখানে ঐশ্বর্য্যের সম্বৃদ্ধি, সেখানে মাধুর্য্যের খর্ব্বতা। যে পরিমাণে একটী বৃদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে অন্যটী খর্ব্ব হয়। মাধুর্য্যস্বরূপ সম্বন্ধে চমৎকারিতা এই যে, তাহাতে আস্বাদক আস্বাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ও সমানতা উভয় পক্ষের স্বীকৃত হয়। এবম্ভূত অবস্থায় আস্বাদ্য বস্তুর ঈশ্বরতা, ব্রহ্মতা ও পরমাত্মতার কিছুমাত্র খর্ব্বতা হয় না, যেহেতু পরমতত্ত্ব স্বতঃ অবস্থাশূন্য থাকিয়াও আস্বাদকদিগের অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতীত হন। মাধুর্য্যরসকদম্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপই একমাত্র স্বাধীন ভগবদনুশীলনের বিষয়।

ঐশ্বর্য্যোদ্দেশ ব্যতীত ভগবদনুশীলন ফলবান হইতে পারে কি না, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ আশঙ্কা করিয়া রাসলীলা বর্ণন সময়ে রাজা পরীক্ষিত শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যথা,—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহো পরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং ॥

উত্তমাধিকারপ্রাপ্তা রাগাত্মিকা নিত্যসিদ্ধাগণের শ্রীকৃষ্ণরাসপ্রাপ্তি স্বতঃসিদ্ধ কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ রাগানুগাগণ নির্গুণতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদের ধ্যানাদি গুণ বিকারময়। মায়িক গুণ উপরতির জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন; কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতেন না, কেবল সর্ব্বাকর্ষক কান্ত বলিয়া জানিতেন। সেইরূপ প্রবৃত্তির দ্বারা কিরূপে তাঁহাদের গুণপ্রবাহের উপশম হইয়াছিল?

তদুত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন,—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥

শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন অধোক্ষজের প্রতি যাঁহারা প্রীতির অনুশীলন করেন, তাঁহাদের সিদ্ধি-প্রাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় কি? যদি বল, ভগবানের অব্যয়তা, অপ্রমেয়তা, নির্গুণতা এবং অপ্রাকৃত গুণময়তা, এইরূপ ঐশ্বর্য্যগত ভাবের আলোচনা না করিলে কিরূপে নিত্যমঙ্গল সম্ভব হইবে, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, ভগবৎসত্তার মাধুর্য্যময় স্বরূপ ব্যক্তিই সর্ব্বজীবের নিতান্ত শ্রেয়োজনক। ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণের মধ্যে শ্রী অর্থাৎ ভগবৎসৌন্দর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন, ইহা শুকদেব কর্ত্তৃক সিদ্ধান্তিত হইল। অতএব তদবলম্বী উত্তমাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ উভয়েরই নিঃশ্রেয় লাভ হয়। কোমলশ্রদ্ধেরা সাধনবলে পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মজ গুণময় সত্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তমাধিকারী হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত হন, কিন্তু উত্তমাধিকারীগণ উদ্দীপন উপলব্ধিমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণরাসমণ্ডলে প্রবেশ করেন।

এতন্নিবন্ধন শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্তির সাধারণ লক্ষণ এইরূপ লক্ষিত হয়।

অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রবোধানন্দ ও শ্রীপ্রকাশানন্দ এক নহেন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস' নামক সাত্বত-স্মৃতিশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রথম মঙ্গলাচরণ-শ্লোকেই গ্রন্থকার শ্রীল গোপাল-ভট্ট গোস্বামিপাদ 'চৈতন্যদেবং ভগবন্তমাশ্রয়ে' অর্থাৎ 'শ্রীমদ্ ভগবান্ চৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি' বলিয়াই তাঁহার গ্রন্থের শুভারম্ভ করিয়াছেন, নিজেকে "ভগবৎপ্রিয়স্য—প্রবোধানন্দস্য শিষ্যো গোপালভট্টঃ" অর্থাৎ 'ভগবৎপ্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপালভট্ট' বলিয়া পরিচয় দিয়া শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস ও শ্রীশ্রীল রূপ-সনাতনকে প্রীত করিবার জন্য ভক্তির বিলাস অর্থাৎ পরমবৈভবরূপ ভেদসমূহ সমাহরণ করিতেছেন, —এইরূপ বলিয়াছেন।

এই শ্রী'ভগবৎপ্রিয়' প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদকে কেহ কেহ কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সর-স্বতীর সহিত এক করিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন, ইহা সম্পূর্ণরূপে অসমীচীন জ্ঞানে সর্ব্বতোভাবে প্রতিবাদার্হ।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ প্রণীত 'শ্রীরাধারস-সুধানিধি' গ্রন্থের সর্ব্বশেষে ২৭২তম সংখ্যায় নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি দিয়া গ্রন্থের উপসংহার প্রদর্শিত হইয়াছে—

'স জয়তি গৌরপয়োধির্মায়াবাদার্কতাপসন্তপ্তং।
হৃন্নভ উদশীতলয়দ্ যো রাধারসসুধানিধিনা ॥'

অর্থাৎ "যিনি রাধারসসুধানিধি দ্বারা মায়াবাদরূপ সূর্য্যতাপসন্তপ্ত হৃদয়াকাশকে উত্তমরূপে শীতল করি-য়াছেন, সেই শ্রীগৌরপয়োধি স্বযুক্ত হইতেছেন।"

এই শ্রীরাধারসসুধা-নিধি (রত্ন বা সমুদ্র) গ্রন্থের রসজ্ঞ মনীষিগণ ঐ শ্লোকটিকে গ্রন্থকর্ত্তার স্বরচিত শ্লোক বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না, উহা পরবর্ত্তিসময়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহারা বলেন—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় ১৭শ ও পঞ্চ-বিংশ এবং আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে মায়াবাদী প্রকাশানন্দের কথাই উল্লিখিত আছে। শ্রীচৈতন্যভাগ-বতের মধ্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে ও বিংশ অধ্যায়েও কাশী-বাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দের উল্লেখ আছে। তিনি পরবর্ত্তিসময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সবিশেষ অচিন্ত্যভেদাভেদ মত স্বীকার করিলেও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীই যে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী, তাহার যুক্তিসঙ্গত, শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ কোথায়?

একদণ্ডী নির্ব্বিশেষবাদী শাঙ্কর সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশা-নন্দ সরস্বতী কাশীবাসী; আর মহীশূর দেশাগত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রপ্রবাসী, পরে ব্রজমণ্ডলে কাম্যবনবাসী, রামানুজীয় ত্রিদণ্ডী জীযার স্বামী, প্রথমে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ উপাসক, পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ—যুগলমন্ত্রোপাসক হইয়া যিনি শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত, রাধারসসুধানিধি, সঙ্গীতমাধব বৃন্দাবনশতক, নবদ্বীপ শতক প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, ইঁহাকে কোন্ প্রমাণ-বলে প্রকাশানন্দের সহিত এক করা হইবে? ব্যেঙ্কটভট্ট, তিরুমলয় ভট্ট ও প্রবোধানন্দ, ইঁহারা তিন ভ্রাতা। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইঁহাকে ১৪৩৩ শকাব্দায় চাতু-র্ম্মাস্যকালে রামানুজীয় সম্প্রদায়ে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে দেখিলেন, আবার দুই বৎসর পরেই ১৪৩৫ শকাব্দায় তাঁহাকে কাশীতে মায়াবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত দেখা খুবই যুক্তি-বিরুদ্ধ ব্যাপার। শ্রীঘনশ্যাম—শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তিকৃত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিত আছে—

"তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট আর প্রবোধানন্দ।
তিন ভ্রাতার প্রাণধন—গৌরচন্দ্র ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক—এ তিন পর্ব্বতে।
রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে ॥
তিরুমলয়, ব্যেঙ্কট, প্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে—প্রভু বিনে রহিব কেমনে? ॥
মো-সবার সঙ্গে পরিহাস কে করিবে?।
কাবেরী স্নানেতে সঙ্গে কেবা লইয়া যাবে? ॥
চারিমাস পরে প্রভু হইলা বিদায়।
তিন ভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায় ॥
প্রভু তিন ভ্রাতায় করি' আলিঙ্গন।
কহিলা অনেক রূপ প্রবোধবচন ॥
কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্ব্বত্র হইল খ্যাতি যতি সরস্বতী ॥
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয় তাঁ বিনা স্বপনে নাহি আন ॥"

এত প্রীতি যে মহাপ্রভুর সহিত, সেই প্রীতি দুই বৎসর পরে কি একেবারেই অন্তর্হ্ত হইয়া শুদ্ধভক্তি-বিরোধী মায়াবাদে পরিণত হইতে পারে ? বিশেষতঃ শ্রী-সম্প্রদায়ের গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ কখনই গৃহত্যাগ করিয়া একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বিষয়বিরক্ত হইয়া ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কাম্যবনবাসী ভজনানন্দী পরমবৈষ্ণব—শ্রীব্রজলীলার তুঙ্গবিদ্যা—বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের পরম পূজ্য পিতৃব্য ও নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ গুরুদেবকে বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী মায়াবাদী মায়াবদ্ধ জীববিশেষ বলিয়া পরিচয় দিতে যাওয়া কি মহাভয়ঙ্কর নিরয়-প্রাপক বৈষ্ণবাপরাধ নহে ?

পরমারাধ্য প্রভুপাদ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন—১৪২৫ হইতে ১৪৩০ শকাব্দা পর্য্যন্ত যিনি মায়াবাদী থাকিলেন, সেই প্রকাশানন্দ ১৪৩৩ শকাব্দায় কি করিয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়া শ্রীরামানুজীয় 'শ্রীবৈষ্ণব' হন, আবার—১৪৩৫ শকাব্দায় পুনরায় তিনি কি প্রকারে ঘোর মায়াবাদী হইয়া কাশীতে ষাট হাজার সন্ন্যাসীর গুরু হইতে পারেন ? কোন মত স্থাপন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বাপর ঘটনার ত' সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে ?

শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্য ৩য় অধ্যায়ে শ্রীমুরারি গুপ্ত ভবনে বরাহভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু যে বেদের আপাত-প্রতীত নির্ব্বিশেষভাবপ্রতি ক্রোধ করিয়া বলিতেছেন—

('বেদপ্রতি ক্রোধ করি' বলয়ে উত্তর' ॥)
"হস্তপদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
বেদে মোরে এইমত করে বিড়ম্বন ॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥
বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে ॥"

—এই সকল ঘটনা ১৪২৫ শকাব্দের পর হইতে ১৪৩০ শকাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয়। সুতরাং ১৪৩৩ শকে শ্রীরঙ্গমে শুভাগমন পূর্ব্বক মহাপ্রভু কি করিয়া ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে প্রবোধানন্দকে শ্রীবৈষ্ণব রূপে দেখিলেন ? বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীনারায়ণসেবক শ্রী-প্রবোধানন্দ ক্ষণে দারুণ অভক্ত মায়াবাদী, ক্ষণে আবার পরমবৈষ্ণব কি করিয়া হইতে পারেন ?

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ব্রজলীলায়—সাক্ষাৎ শ্রীতুঙ্গবিদ্যা,—

তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা।
সা প্রবোধানন্দ যতির্গৌরোদ্গান সরস্বতী ॥

অর্থাৎ ব্রজলীলায় যিনি অষ্টপ্রধানা সখীর অন্তর্গত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা তুঙ্গবিদ্যা ছিলেন, তিনিই গৌরাবতারে শ্রীগৌর-কীর্ত্তন-সরস্বতী শ্রীপ্রবোধানন্দযতি।

[আমরা এই প্রবন্ধটি পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ তথা শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্ গ্রন্থের ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিত 'গ্রন্থ-কারের পরিচয়' নামক ভূমিকা অবলম্বনে আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম। শ্রীগৌর-পার্ষদচরণে অপরাধের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তাহা হইতে সকলেরই সর্ব্বতোভাবে সাবধান হওয়া একান্ত কর্তব্য।]
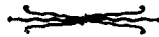
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(২৪)

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কৃষ্ণলীলায় সিদ্ধ পরিচয় নাম চম্পকমঞ্জরী। শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যপার্ষদ শ্রীরূপ-মঞ্জরীর অনুগত চম্পকমঞ্জরী জগজ্জীবের নিত্য-কল্যাণবিধানের জন্য নরোত্তম ঠাকুররূপে রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোপালপুর পরগণায় (গড়েরহাট বা গরাণহাট পরগণায়) রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় ক্রোশ দূরে

খেতুরীধামে পঞ্চদশ শকাব্দের মধ্যভাগে মাঘী-পূর্ণিমা* তিথিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। "মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম। দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্র-সম ॥" —ভক্তিরত্নাকর ১।২৮১। তাঁহার পিতৃদেব ছিলেন গোপালপুর পরগণার অধিপতি রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত, জননী শ্রীনারায়ণী দেবী। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ (মতান্তরে কনিষ্ঠ) ভ্রাতার নাম ছিল শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত। শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের পুত্রের নাম শ্রীসন্তোষ দত্ত। কৃষ্ণপার্ষদ বৈষ্ণব যে কোন কুলে আসিতে পারেন ইহা জানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাক্রমে নরোত্তম ঠাকুরের কায়স্থকুলে আবির্ভাবলীলা। 'জাতিকুল সব নিরর্থক জানাইতে। জন্মাইলেন হরিদাসে ম্লেচ্ছকুলেতে ॥' বৈষ্ণবকে প্রাকৃত জগতের অন্তর্গত জাতিবুদ্ধি করিলে নরক প্রাপ্তি ঘটে। 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ··· ··· বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ··· ··· নারকী সঃ ॥' (পদ্মপুরাণ)। শৈশবকাল হইতেই নরোত্তম ঠাকুরের চরিত্রে ভাবী মহাপুরুষোচিত চিহ্নসকল প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা ও ভক্তিভাব দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। তিনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ গুণমহিমা চিন্তনে সর্ব্বদা মগ্ন থাকিতেন। রাজৈশ্বর্য্যের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতগণে। করয়ে বিজ্ঞপ্তি অশ্রু ঝরে দুনয়নে ॥ স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গণসহ দেখা দিয়া। প্রিয় নরোত্তমে স্থির করিল প্রবোধিয়া ॥" ভক্তিরত্নাকর ১।২৮৫-২৮৬। নরোত্তম ঠাকুর সংসার কি ভাবে ছাড়িবেন যখন চিন্তা করিতেছিলেন, পিতা পিতৃব্য সকলেই রাজকার্য্যে অন্যত্র গেলে, সেই অবসরে জননীদেবীকে প্রকারান্তরে বুঝাইয়া, রক্ষককে ভুলাইয়া কার্ত্তিক পূর্ণিমা তিথিতে সংসার ত্যাগ করিলেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কানাইর নাটশালা গ্রামে আসিয়া আনন্দে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে অকস্মাৎ 'নরোত্তম' নাম করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর ভাবাবেশ দেখিয়া নিত্যানন্দ প্রভু উহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন—'দেখ শ্রীপাদ, তোমার মহিমা তুমি নিজে জান না। নীলাচল যাইবার সময় তুমি প্রেমে দিনের পর দিন কান্দিয়াছিলে তাহা আমি বান্ধিয়া রাখিয়াছি। নরোত্তমকে সেই প্রেম দিবার জন্য পদ্মাবতী তীরে সেই প্রেম রাখিব।' তৎপর নরোত্তমকে প্রেম দিবার জন্য মহাপ্রভু কুতুবপুরে আসিয়া পদ্মাবতীতে স্নান করতঃ তাঁহার তটে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু পদ্মাবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'এই প্রেম নাও, গোপনে রাখিয়া দিবে, নরোত্তম আসিলে তাঁহাকে দিবে।' তখন পদ্মাবতী বলিলেন, 'কেমন করিয়া বুঝিব নরোত্তম আসিয়াছে?' তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন. 'যাঁহার পরশে তুমি অধিক উছলিবা। সেই নরোত্তম, প্রেম তাঁরে তুমি দিবা ॥' যে স্থানে মহাপ্রভু নরোত্তমের জন্য প্রেম রাখিলেন তাহাই পরবর্ত্তিকালে 'প্রেমতলী' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নরোত্তম ঠাকুরের যখন বয়স ১২ বৎসর স্বপ্নে নিত্যানন্দ প্রভু দর্শন প্রদান করতঃ পদ্মাবতীর স্থানে গচ্ছিত প্রেম লইবার জন্য নরোত্তমকে আদেশ করিলেন। নরোত্তম ঠাকুর স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া একদিন একাকী পদ্মানদীতে যাইয়া স্নান করিলে তাঁহার চরণস্পর্শে পদ্মাবতী উছলিয়া উঠিলেন। পদ্মাবতী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাক্য স্মরণ করিয়া নরোত্তমকে প্রেম সমর্পণ করিলেন। প্রেম পাইবামাত্র নরোত্তমের ভাব, বর্ণ সব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নরোত্তমের প্রেমবিকার দেখিয়া পিতামাতা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। নরোত্তম শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রেম-মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া গৃহবন্ধন ছেদন করিয়া বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হইলেন। নরোত্তম রাজপুত্র হইলেও ভগবদ্বিরহকাতর হইয়া সর্ব্বপ্রকার দেহসুখ জলাঞ্জলি দিয়া দিবারাত্র ক্রন্দন করিতে করিতে নগ্নপদে চলিতে লাগিলেন, আহার নাই, নিদ্রা নাই, পায়ে ক্ষত ব্রণ হইয়া গেল, তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, শেষে একটি বৃক্ষতলে পতিত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। একজন গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ একভাণ্ড দুগ্ধ আনিয়া মধুর স্নেহসূচক ভাষায় বলিলেন, 'ওহে

* মাঘী-পূর্ণিমা—মঘাযুক্ত পৌর্ণমাসী। মাঘমাসের পূর্ণিমার দিন মঘা নক্ষত্র যোগ হইলে উহাকে মাঘী পূর্ণিমা বলে। মাঘীপূর্ণিমার দিন প্রথম কলিযুগ প্রবৃত্ত হয়। 'অথ ভাদ্রপদে কৃষ্ণে ত্রয়োদশ্যাস্তু দ্বাপরম্। মাঘে চ পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরং কলিযুগাস্মৃতম্ ॥' এই তিথিতে পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান অনন্ত ফলদায়ক।

নরোত্তম ! এ দুগ্ধ খাও, ব্রণ ভাল হবে, সুখে পথে চলি যাও ।' এইকথা বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্দ্ধান করিলে নরোত্তম শ্রান্তি-ক্লান্তিবশতঃ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় নরোত্তম ঠাকুর শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর দর্শন লাভ করিলেন। শ্রীরূপ-সনাতন পরম স্নেহভরে নরোত্তমের বক্ষে হাত দিয়া চৈতন্য মহাপ্রভুর আনীত দুগ্ধ ভোজন করাইলেন। নরোত্তমের সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হইল। নরোত্তম ঠাকুর কিভাবে বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর কৃপালাভ করিয়াছিলেন তাহাও প্রেমবিলাসে বর্ণিত হইয়াছে।

নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব মাঘী পূর্ণিমায়, সংসার ত্যাগ কার্ত্তিক পূর্ণিমায় এবং লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ শ্রাবণ-পূর্ণিমায়। কাহারও মতে নরোত্তম ঠাকুর পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠতাত শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্তের উপর রাজ্য-ভার অর্পণ করিয়া বৃন্দাবন গিয়াছিলেন।

'শ্রীনরোত্তমের ক্রিয়া কহিতে কি পারি।
সর্ব্বতীর্থদর্শী আকুমার ব্রহ্মচারী ॥'
'আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ব্বতীর্থদর্শী।
পরমভাগবতোত্তমঃ শ্রীল নরোত্তমদাসঃ ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ১।২৭৮-২৭৯

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শিষ্য বা পার্ষদ-রূপে পরিগণিত শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। শ্রীলোকনাথ গোস্বামী তীব্র বৈরাগ্যের সহিত শ্রীব্রজমণ্ডলে ভজন করিয়াছিলেন। তিনি বিবিক্তানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। কাহাকেও শিষ্য করিবেন না এইরূপ তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্কল্প তিনি লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হইবেনই। নরোত্তম ঠাকুর রাজপুত্র হইয়াও লোক-নাথ গোস্বামীর কৃপালাভের জন্য বৃন্দাবনে তাঁহার বাহ্য কৃত্যের স্থানটি প্রত্যহ মধ্যরাত্রে যাইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতেন এবং হস্তধৌতের জন্য উত্তম মাটি ও জল রাখিয়া দিতেন। প্রেমবিলাসে বিষয়টি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"যে স্থানে গোসাঞি জীউ যান বহির্দ্দেশ।
সেই স্থানে যাই করেন সংস্কার-বিশেষ ॥
মৃত্তিকার শৌচের লাগি মাটি ছানি আনে।
নিত্য নিত্য এইমত করেন সেবনে ॥
ঝাটাগাছি পুতি রাখে মাটির ভিতরে।
বাহির করি' সেবা করে আনন্দ অন্তরে ॥
আপনাকে ধন্য মানে, শরীর সফল।
প্রভুর চরণ-প্রাপ্ত্যে এই মোর বল ॥
কহিতে কহিতে কাঁদে ঝাটা বুকে দিয়া।
পাঁচ সাত ধারা বহে হৃদয় ভাসিয়া ॥"

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর প্রত্যহ নিজ বাহ্যকৃত্য স্থানটি নির্ম্মল ও দুর্গন্ধমুক্ত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। কে এইরূপ কার্য্য করিতেছে তাহা জানিবার জন্য শৌচস্থানের সন্নিকটে গোপনে অবস্থান করিয়া হরিনাম করিতে লাগিলেন। মধ্যরাত্রে একজনকে প্রবেশ করিয়া উক্ত কার্য্য করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুত্র নরোত্তমের ঐরূপ কার্য্য জানিতে পারিয়া লোকনাথ গোস্বামী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলেন। তিনি উক্ত কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। নরোত্তম ঠাকুর লোকনাথ গোস্বা-মীর পাদপদ্মে নিপতিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের দৈন্য ও আর্ত্তি দেখিয়া স্নেহার্দ্রচিত্ত হইয়া লোকনাথ গোস্বামী দীক্ষা প্রদান করিলেন। গুরুসেবা কিভাবে করিতে হয় তাহা নরোত্তম ঠাকুর নিজে আচরণমুখে জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিলেন।

"হেনই সময়ে নরোত্তম তথা গিয়া।
গুরুসেবা যথোচিত কৈলা হর্ষ হৈয়া ॥
সেবায় প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষা মন্ত্র দিল।
নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১।৩৪৫-৩৪৬

"কিবা নব্য যৌবন সে পরম সুন্দর।
কার্ত্তিক পূর্ণিমাদিনে ছাড়িলেন ঘর ॥
ভ্রমিয়া অনেক তীর্থ বৃন্দাবনে গেলা।
লোকনাথ গোস্বামীর স্থানে শিষ্য হৈলা ॥
শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে।
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১।২৯২-২৯৪

শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর একমাত্র শিষ্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদও নরোত্তম ঠাকুরের ন্যায় গুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং গুরুপাদপদ্মের কৃপালাভের জন্য অসীম ধৈর্য্যশীলতা আচরণমুখে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর ন্যায় গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজও কাহাকেও মন্ত্র দিবেন না সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রভুপাদকে ১৩ বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তাহাতেও ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ প্রভুপাদের দৈন্য আর্ত্তি দেখিয়া নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতঃ অত্যন্ত স্নেহাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের একমাত্র শিষ্য শ্রীল প্রভুপাদ।

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরূপ-সনাতনাদির অপ্রকটের পর উৎকল-গৌড়-মাথুরমণ্ডলের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত এবং বৃন্দাবনে বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার শ্রেষ্ঠ পাত্ররাজ ছিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের আশ্রয়ে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখীকৃষ্ণ দাস শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখীকৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে 'আচার্য্য', 'ঠাকুর' ও 'শ্যামানন্দ' নাম প্রদান করিয়া যাবতীয় গোস্বামী শাস্ত্রাদিসহ গৌড়দেশে নাম প্রেম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রথমে বঙ্গদেশে বনবিষ্ণুপুরে রাজা বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক গ্রন্থাপহরণের সংবাদ এবং পরে শ্রীনিবাসের দ্বারা তদুদ্ধার সংবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন। বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থাপহরণ ও তদুদ্ধার প্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্যবাণী ২৩শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৩১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শ্রীনিবাস আচার্য্যের চরিত্র বর্ণনে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস-শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র সেনকে ও তদনুজ গোবিন্দকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ বিরক্ত বৈষ্ণবের ভজনাদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত তাহা শিক্ষা দিবার জন্য এবং উত্তরবঙ্গের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনগণের আত্যন্তিক কল্যাণবিধানের জন্য নরোত্তম ঠাকুরের মধ্যে রাজোচিত সামাজিক রীতিনীতির অনুকূল ব্যবহারাদিতে রুচি দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে খেতুরীতে যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুও গ্রন্থ অপহৃত হইলে লোকনাথ গোস্বামীর অভিপ্রায় জানিয়া নরোত্তম ঠাকুরকে খেতুরীতে এবং উত্তরবঙ্গে প্রচারে যাইতে বলিয়াছিলেন। শ্রীনরোত্তমের প্রতি কহে শ্রীনিবাস—"খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন। প্রভু লোকনাথ আজ্ঞা করহ পালন॥" —ভক্তিরত্নাকর ৭।১১৯। বিবিক্তানন্দী বৈষ্ণবগণ অপ্রাকৃত ভূমিকায় শ্রীহরির অন্তরঙ্গ সর্ব্বোত্তম সেবায় নিয়োজিত থাকাকালে মায়াবদ্ধ জীবের প্রাকৃত দেহাত্মাভিমানোত্থিত সাংসারিক তাৎকালিক কল্যাণমূলক কার্য্যে রুচিবিশিষ্ট হন না। শ্রীকৃষ্ণসেবাই জীবনের একমাত্র মৃগ্য—এই ভাবের ব্যত্যয় ঘটিলেই জাগতিক কল্যাণকর কার্য্যের বহুমানন হয়। 'ঝি'কে মারিয়া 'বৌ'কে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় লোকনাথ গোস্বামী নিজজনের মাধ্যমে জগদ্বাসীকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর শ্রীল গুরুদেবের বিরহে ব্যাকুল হইলেও শ্রীল গুরুদেবের আদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া খেতুরীতে আসিয়া শুদ্ধ প্রেমভক্তির বাণী প্রচার করতঃ উত্তরবঙ্গবাসী নরনারীগণের উদ্ধার সাধন করিলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার রচিত 'প্রার্থনা' গীতিতে হৃদয়ের দৈন্য ও আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন ঃ—

অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব-মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥

পুনঃ যদি কৃপা করি', এজনারে কেশে ধরি',
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নতুবা পরাণ গেল,
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর আদেশে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খেতুরীতে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীরাধারমণ ও শ্রীরাধাকান্ত এই ছয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। খেতুরীতে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নরোত্তম ঠাকুর যে মহামহোৎসব করিয়াছিলেন তাহার আজও বৈষ্ণবসমাজে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে।

"নরোত্তম যে সময়ে গৌড়দেশ আইলা।
প্রভু লোকনাথ সে-সময়ে আজ্ঞা কৈলা ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ-সেবন।
শ্রীবৈষ্ণবসেবা শ্রীপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন ॥
যৈছে আজ্ঞা কৈলা, তৈছে হইলা তৎপর।
কৈল ছয় সেবা শ্রীবিগ্রহ মনোহর ॥
অতি সে তাৎপর্য্য সদা নিমগ্ন সেবায়।
শুনিতে সে সব নাম পরাণ জুড়ায় ॥
গৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন।
রাধারমণ, হে রাধে, রাধাকান্ত নমোহস্তুতে ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১।৪২২-২৬

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৮৮ পৃষ্ঠার পর]

৪ ফাল্গুন, ১৬ ফেব্রুয়ারী তেজপুর সহরের দৃশ্যাবলী ও বাণাসুরের স্থান দর্শনের জন্য আসামদেশীয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারীর নেতৃত্বে শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (ব্যোমকেশ সরকার) শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী এবং কলিকাতা হইতে আগত শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীঅহিন সিংহ, শ্রীমানিক কুণ্ডু অতিথিবর্গ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রাতঃকালে রওনা হইয়া পদব্রজে সমস্ত স্থান দর্শন করিয়া দ্বিপ্রহরকালে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহারা প্রথমে দুইমাইল পদব্রজে চলিয়া পাহাড়ের উপরে observation Tower-এ উঠিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ ও পর্ব্বতাদির অপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া চমৎকৃত হন। তথা হইতে তাঁহারা পুনঃ পদব্রজে চলিয়া বাণাসুরের স্থান দর্শন করেন। তথাকার দর্শনীয়—'বাণাসরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ' 'ঊষা পাহাড়', 'হরিহর পাহাড়', 'দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি' ও অগ্নিগড়। তথা হইতে ফিরিবার পথে তাঁহারা তেজপুরে পাগ্‌লাগারদ (Lunatic asylum) দেখিয়া আসেন। দীর্ঘ ছয়-সাত মাইল রৌদ্রমধ্যে চলিয়া তাঁহারা অত্যন্ত শ্রান্তক্লান্ত হইয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন। দেবপ্রসাদ বাবু বলিলেন, ভক্তি করিতে গিয়া সকলের প্রাণ আজ ওষ্ঠাগত। তথাপি তাঁহারা পরদিন সহরের অন্যতম দর্শনীয় মহাভৈরব মন্দির দর্শন না করিয়া ছাড়িলেন না, অবশ্য মন্দিরটি মঠের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহাদের কষ্ট হয় নাই।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া (আসাম) ঃ অবস্থিতি ৫ ফাল্গুন, ১৭ ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ৮ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

গোয়ালপাড়া মঠে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী এবং মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের ইচ্ছাক্রমে উপানন্দ দাসাধিকারী প্রভু শ্রীগোপাল প্রভু, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ২ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার তেজপুর হইতে প্রাতে রওনা হইয়া উক্তদিবস বাসযোগে সন্ধ্যায় গোয়ালপাড়া মঠে অগ্রিম পেঁৗছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টির অন্যান্যসহ তেজপুর হইতে বাসযোগে ১৬ ফেব্রুয়ারী গৌহাটী মঠে একরাত্রি অবস্থানকরতঃ পরদিবস প্রাতে পুনঃ বাসযোগে গৌহাটী হইতে রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে গোয়ালপাড়া মঠে শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীমঠের সভামণ্ডপে ১৭ ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ১৯ ফেব্রু-

য়ারী বুধবার পর্য্যন্ত তিনটী বিশেষ সান্ধ্য-ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও যুগধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন', 'বিশ্বশান্তি সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান', 'সাধ্যসাধন নির্ণয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' যথাক্রমে বক্তব্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। অসমীয়া ও বাঙ্গালাভাষায় বক্তৃতা হয়। বিভিন্ন দিনে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন। উৎসবানুষ্ঠানে ও সভায় গোয়ালপাড়া ও বরপেটা জেলার এবং মেঘালয় রাজ্যের যে শত শত ভক্তের সমাবেশ হয়, তন্মধ্যে অধিকাংশ পার্ব্বত্যদেশীয় ভক্ত।

৬ ফাল্গুন, ১৮ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদরজীউ বিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ নগর পরিভ্রমণ করেন। পার্ব্বত্যদেশীয় ভক্তগণের বিচিত্র বাদ্যভাণ্ড, বিশেষতঃ মহিলাগণের পার্ব্বত্যদেশীয় পন্থানুযায়ী ঢাল-তরোয়ালসহ নৃত্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পরদিবস মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

সভার আদি অন্তে এবং নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় যাহারা মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ দাসাধিকারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীনন্দদুলাল দাস। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ্বর দাস, শ্রীনন্দদুলাল দাস, শ্রীপরমেশ্বর দাস, শ্রীগোলোকবিহারী প্রভু এবং গোয়ালপাড়া অঞ্চলের পুরুষ-মহিলা গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে আগত শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র আদি বিশিষ্ট অতিথিগণ গোয়ালপাড়া সহরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট এবং পাহাড়ের ও ব্রহ্মপুত্র নদের পরম রমণীয় দৃশ্যাবলী দেখিয়া চমৎকৃত হন। একদিন তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে পাহাড়তলী এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পার্শ্বে হুলুকান্দা পাহাড়ের উপরে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে সংস্থাপিত শ্রীপ্রপন্নাশ্রমের (অধুনা লুপ্ত) প্রাচীনস্থান দর্শন করিয়া তত্রস্থধূলী মস্তকে ধারণ করেন এবং বলেন ইহা সত্যই নির্জ্জন ভজনের উপযুক্ত স্থান। তথাকার প্রাচীন কূপের নির্ম্মল জল পান করিয়া সকলেই জলের মিষ্ট স্বাদুতার প্রশংসা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী ঃ—অবস্থিতি ৯ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হইতে ১২ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ২১ ফেব্রুয়ারী প্রাতে বাসযোগে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্নে গৌহাটী মঠে পেঁাছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী আবির্ভাব এবং গৌহাটী মঠের বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে মঠের সংকীর্ত্তন মণ্ডপে ২১ ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপী সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী (শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস)। ২২ ফেব্রুয়ারী শনিবার শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নানন্দজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুসজ্জিত রথে ভক্তগণের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। পরদিবস মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীরাঘব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনিল বনচারী, শ্রীপুলিনবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীকানু দাস, শ্রীবীরেন দেব, শ্রীগৌরগোবিন্দ দাস প্রভৃতি মঠাশ্রিত ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের হার্দ্দী-সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। কলিকাতার বিশিষ্ট অতিথিগণ এবং শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (শ্রীব্যোমকেশ সরকার) কামাখ্যা

পাহাড়ে কামাখ্যাদেবী, বশিষ্ঠাশ্রম, উমানন্দ মহাদেব, গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসেন।

শ্রীমঠে ১২টী স্টলে মৃন্ময়মূর্ত্তির সাহায্যে চিত্তাকর্ষক শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল।

স্থানীয় ছত্রীবাড়ীতে শ্রীমঠের আশ্রিত স্বধামগত শ্রীউপেন্দ্র দাসাধিকারীর পরিজনবর্গের আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দসহ তথায় শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের যথাবিহিত পূজা, আরতি ও সংকীর্ত্তনের পর তথায় বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হয়।

কোক্‌রাঝাড় (আসাম) ঃ—অবস্থিতি ১৩ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ও ১৪ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী বুধবার। কোক্‌রাঝাড় ব্যবসায়ী সমিতির সভ্যগণের বিশেষ আহ্বানে এবং কোক্‌রাঝাড় জেলার রুণীখাতানিবাসী শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (ডাঃ রামকৃষ্ণ দেবনাথ) মহোদয়ের প্রার্থনায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ ২৫শে ফেব্রুয়ারী রিজার্ভ মিনিবাসযোগে গৌহাটী হইতে প্রাতে রওনা হইয়া বেলা দেড় ঘটিকায় কোক্‌রাঝাড় সহরের বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীপরেশ চন্দ্র সাহার বাসভবনে আসিয়া পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। উক্ত দিবস প্রাতে সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী—শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু, সরভোগের শ্রীগোপাল প্রভু, ফালাকাটার শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভু সমভিব্যাহারে প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য কোক্‌রাঝাড়ে পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীপরেশ চন্দ্র সাহা মহোদয়ের গৃহে দ্বিতলে একটি কামরায় শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ত্রিতলে সুপ্রশস্থ হলঘরে অন্যান্য সকলের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। কোক্‌রাঝাড় ব্যবসায়ী সমিতির উৎসব কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবোপলক্ষে স্থানীয় কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে বিশাল সভামণ্ডপে দুইদিন ব্যাপী বিরাট সান্ধ্যধর্ম্মসভার আয়োজন হয়।

কোক্‌রাঝাড় জেলার ডেপুটী কমিশনার শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত আই-এ-এস্ মহোদয় দিবসদ্বয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্বোধন করিলে কোক্‌রাঝাড় কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরমণীকান্ত শর্ম্মা মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। স্থানীয় বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শ্রীমোহিনীমোহন ব্রহ্ম প্রধান অতিথিরূপে এবং আসাম বিধানসভার বিধায়ক শ্রীচরণ নার্জ্জারী বিশিষ্ট অতিথিরূপে বৃত হন। পরদিবস সান্ধ্যধর্ম্মসভায় সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন আসাম রাজ্যসরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীরণেন্দ্র নারায়ণ বসুমাতারী এবং কোক্‌রাঝাড় কলেজের অধ্যাপক শ্রীসুবোধ বাগ্‌চী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ মুখ্যবক্তারূপে দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। উপরি উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহাদের ভাষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে ভক্ত্যর্ঘ্য নিবেদন করতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের দ্বারা অশান্ত বিশ্বে স্থায়ী শান্তি এবং মানবজাতির মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইতে পারে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। শ্রীমোহিনীমোহন ব্রহ্ম, শ্রীরণেন্দ্র নারায়ণ বসুমাতারী প্রভৃতি আসামদেশীয় সজ্জনগণের প্রাঞ্জল বাংলাভাষায় বক্তৃতা শুনিয়া বঙ্গদেশাগত ভক্তগণ চমৎকৃত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী আবির্ভাবানুষ্ঠানের প্রকৃত তাৎপর্য্য ও মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শাস্ত্রপ্রমাণের সহিত সুযুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ ভাষণ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু বিভিন্নদিনে ভাষণ প্রদান করেন। গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সুললিত কণ্ঠস্বরে ভজন-কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ তৃপ্ত হন। প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

২৬ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় সুসজ্জিত শ্রীগৌরাঙ্গের আলেখ্যের অনুগমনে কালীবাড়ী প্রাঙ্গণ হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সমগ্র কোক্‌রাঝাড় সহর পরিক্রমা করতঃ বেলা ২ ঘটিকায় কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। স্থানীয় নর-

নারীগণ বলিলেন, ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারা এইরূপ বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দেখেন নাই। বিরাট ধর্ম্মসভা ও নগরসংকীর্ত্তনে সহরের আলোড়নের সৃষ্টি হয়। উক্ত দিবস মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীপরেশ চন্দ্র সাহা মহোদয় ও তাঁহার পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। স্থানীয় শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র পাল, শ্রীমতিলাল সাহা প্রভৃতি উৎসব কমিটীর সভ্যবৃন্দের এবং শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী, শ্রীবলরাম দাস, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীশান্তিরঞ্জন দাস প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ (আসাম)ঃ—অবস্থিতি ১৫ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে কোক্‌রাঝাড় হইতে পূর্ব্বাহ্ণ ১১টায় রিজার্ভ মিনিবাসযোগে রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া পেঁৗছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব তিথিতে শ্রীব্যাসপূজা এবং শ্রীমঠের বার্ষিকোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে তিনটি বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী। ১৬ ফাল্গুন শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সুসজ্জিত বিমানে আরূঢ় শ্রীগৌর বিগ্রহের অনুগমনে শ্রীমঠ হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে ভক্তগণ বাহির হইয়া সরভোগ সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। পরদিবস শ্রীব্যাসপূজা তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার যথাবিহিত পূজা, আরতি সম্পাদন করিলে বৈষ্ণবগণ ক্রমানুযায়ী প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগান্তে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারীর বিশেষ প্রচেষ্টায় শ্রীমঠে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীঅনিরুদ্ধ দাস, শ্রীহরমোহন দাস, শ্রীমদ্ গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বরপেটা রোড (আসাম)ঃ— অবস্থিতি ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ রবিবার। শ্রীল আচার্য্যদেব ৩৫ মূর্ত্তি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে সরভোগ মঠ হইতে ১৮ ফাল্গুন জীপ ও রিজার্ভ বাসযোগে রওনা হইয়া প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় বরপেটা রোডস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় গীতা পরিষদের সভাপতি, সেক্রেটারী ও সদস্যগণ এবং ঠাকুরবাড়ীর সদস্যগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীগোপাল দাসাধিকারী প্রভু, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী অনুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য সরভোগ হইতে পূর্ব্বদিবস রাত্রিতে বরপেটা রোডে আসিয়া পেঁৗছিয়াছিলেন।

স্থানীয় গীতাপরিষদের সভ্যগণের পক্ষ হইতে আয়োজিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবোপলক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে মুখ্যভাবে অভিভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। ঠাকুরবাড়ীর সদস্যগণের ইচ্ছাক্রমে প্রথমে তিনি হিন্দীভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া পরে তাঁহাদেরই ইচ্ছায় বাংলাভাষায় সমাপ্ত করেন। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীগীতা পরি-

ষদের পক্ষে শ্রীসর্ব্বানন্দ পাঠক। সভার আদি ও অন্ত শ্রীরাধাকান্ত দাস সুললিত ভজন-কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতাগণের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। সভাশেষে গীতা-পরিষদের সদস্যগণের বিশেষ আহ্বানে পরিষদের রবিবাসরীয় কার্য্যানুষ্ঠানে শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত থাকিয়া গীতার শিক্ষাবিষয়ে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন।

পরিষদের পক্ষ হইতে প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে গৌর-লীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের আলেখ্যার্চ্চার অনুগমনে ঠাকুরবাড়ী হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া মধ্যাহ্নে ফিরিয়া আসে। নগরসংকীর্ত্তনের প্রারম্ভে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের জয়গান করতঃ শ্রীল আচার্য্য-দেব উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে পরবর্ত্তিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাকান্ত দাস মুখ্যভাবে নৃত্যসহযোগে কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন বরপেটা রোডে এই প্রথম এইরূপ নগরসংকীর্ত্তন হইল। নগরসংকীর্ত্তন দর্শনে নরনারী-গণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও আনন্দ পরিলক্ষিত হয়।

পরদিবস প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তৎসহ সাধু ও ভক্তবৃন্দের বরপেটা রোড ষ্টেশন হইতে কামরূপ এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা ও নবদ্বীপ যাত্রার জন্য স্থানীয় ব্যক্তিগণ ষ্টেশন-মাষ্টারকে প্রার্থনা করিয়া ট্রেনে উঠাইবার ব্যবস্থা করতঃ সাধুগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

আনন্দপুর, মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ) ঃ—অবস্থিতি ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ২৫ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত।

আনন্দপুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী উৎসব কমিটীর সভ্যবৃন্দের প্রার্থনায় শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোপীনাথ দাসাধিকারী সমভিব্যাহারে গত ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রাতঃকালীন মেদিনীপুরের লোকাল ট্রেন ধরিয়া মেদিনীপুরে যাইবেন বলিয়া হাওড়া ষ্টেশনে পেঁ ছেন। কিন্তু রেলের লোক যে প্ল্যাটফরম হইতে লোকাল ট্রেনটি ছাড়ে সেখানে মালপত্র লইয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেও শেষমুহূর্ত্তে ট্রেনটি অন্য প্ল্যাটফরমে ঢুকিলে তাড়াহুড়ো করিয়া বিপদের ঝুঁকি লইয়া বিছানাপত্রসহ গাড়ীর ভীড় কামরাতে কোনওপ্রকারে ঠেলিয়া উঠিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছাড়িয়া দেয়। আধামিনিট দেরী হইলে ট্রেনে উঠা যাইত না। মালপত্রসহ যাহারা লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করে তাহাদের সুবিধা অসু-বিধার কথা রেলকর্ত্তৃপক্ষের চিন্তা করা উচিত। ঘাটাল অঞ্চলের ডিহিরামনগরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত প্রাচীন গৃহস্থভক্ত শ্রীরাজেন্দ্র পাল মহোদয় আনন্দপুরের উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য হাওড়া ষ্টেশনে পার্টির সহিত মিলিত হন। পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটি-কায় মেদিনীপুর ষ্টেশনে পেঁ ছিয়া ষ্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আনন্দপুরের মদনবাবু ভ্যানগাড়ী লইয়া আসিলে তাহাতে কোনওপ্রকার সকলে উঠিয়া বসেন, কিন্তু দৈববশতঃ গাড়ীটি আনন্দপুরের কাছা-কাছি ৩।৪ মাইল দূরে আসিয়া একবার এবং ২ মাইল দূরে আরেকবার বিকল হয়। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় দ্বিতীয়বার গাড়ীর চাকা খুলিয়া গেলেও দুর্ঘটনা হইতে সকলে বাঁচিয়া যায়। গাড়ী মেরামতের পার্টস্ আনিয়া মেরামতে অনেক বিলম্ব হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব দ্রুত পদব্রজে যাইয়া ভক্তদের সংবাদ দিলে তাঁহারা রিক্সা পাঠাইয়া ভক্তদের এবং তাঁহাদের বিছানাপত্র আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সাধুগণের পেঁ ছিতে বিলম্ব হওয়ায় ভক্তগণ খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণকে পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করতঃ সংকীর্ত্তন সহযোগে বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে চলিয়া শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর (ডাঃ সরোজ রঞ্জন সেনের) বাসভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীসনাতন দাসা-ধিকারীর গৃহেই সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

আনন্দপুর পুরাতন হাইস্কুলের সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিরাট সভামণ্ডপে ৬ মার্চ্চ হইতে ৯ মার্চ্চ পর্য্যন্ত চারিটী বিশেষ সান্ধ্য-ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্

দামোদর মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী। সভাতে আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব তিথি পালনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা', 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু', 'সংকীর্ত্তন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' ও 'পরতমতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু'। শেষের দুইদিন সভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। সভার আদি ও অন্তে শ্রীশশাঙ্কশেখর দাস, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী দ্বারা সুললিত কণ্ঠস্বরে কীর্ত্তিত মহাজনপদাবলী ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়োল্লাসকর হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দপুরবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনী ও মহোৎসবেরও আয়োজন করিয়াছিলেন। ৯ মার্চ্চ রবিবার সভামণ্ডপ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে গুরুগৌরাঙ্গের জয়গান করতঃ 'নিতাই-গৌরাঙ্গের' নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন ও নৃত্যসহকারে অগ্রসর হইলে ভক্তগণও তদনুগমনে বহু মৃদঙ্গবাদক-সহ চলিতে থাকেন। পরবর্তিকালে শ্রীরাম ব্রহ্মচারী সম্মুখের পার্টিতে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন এবং তৎপশ্চাতে অন্যান্য কীর্ত্তনপার্টি কীর্ত্তন করিতে করিতে আনন্দপুর গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে সভামণ্ডপে ফিরিয়া আসেন।

৮ মার্চ্চ মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী শ্রীবিগ্রহার্চ্চন এবং শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী রন্ধনাদি সেবায় যত্ন করেন।

সস্ত্রীক শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর এবং তাঁহার পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। আনন্দপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ঃ— অবস্থিতি—৩০ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ শুক্রবার হইতে ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত।

শ্রীল আচার্য্যদেব এবং প্রচারপার্টির সকলে আনন্দপুর হইতে ১০ মার্চ্চ যাত্রা করতঃ হাওড়া-নবদ্বীপধাম ষ্টেশন হইয়া উক্তদিবস সায়াহ্নে বরাবর শ্রীমায়াপুরে আসিয়া পৌঁছেন। ১১ মার্চ্চ শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের বিরহোৎসবে যোগদান করিয়া, ১৩ মার্চ্চ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ (শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসাদ ব্রহ্মচারী), শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী-সহ বর্দ্ধমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য বাসযোগে তথায় পৌঁছিয়া পুনঃ পরদিবস ১৪ মার্চ্চ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমান হইতে বাসযোগে প্রথমে নবদ্বীপ পরে তথায় বাস পরিবর্ত্তন করিয়া মধ্যাহ্নে কৃষ্ণনগর মঠে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী বিশেষ সেবাকার্য্যে তথা হইতে মায়াপুর হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব উপলক্ষে কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে ১৫ মার্চ্চ শনিবার কৃষ্ণনগর টাউনহলে এবং ১৬ মার্চ্চ রবিবার গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীমঠে দুইটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি পদে বৃত হন যথাক্রমে কৃষ্ণনগরের জেলাজজ শ্রীপরিতোষ দত্ত মহোদয় এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও শিক্ষাবিষয়ে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত টাউন হলের সভায় ভাষণ প্রদান করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও প্রধান শিক্ষক শ্রীমথুরানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ কৃষ্ণনগর মঠে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন।

২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ কৃষ্ণনগর মঠ হইতে প্রাতঃ

৭-৩০ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বিপুল সংখ্যক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ দীনদয়াল দাস বাবাজী মহারাজ ও তাঁহার সঙ্গী দুই পশ্চিমদেশীয় ভক্ত, বোলপুর হইতে শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস, রাণাঘাটের শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, নবদ্বীপ হইতে শ্রীসহদেব দাসাধিকারী ও শ্রীঅজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, হিঙ্গলগঞ্জের শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া কৃষ্ণনগরের উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী (সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ), শ্রীরঘুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনাতন দাস প্রভৃতি মঠবাসী এবং স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ঝাণ্টিপাহাড়ী, বাঁকুড়া (পশ্চিমবঙ্গ) :—অবস্থিতি—১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ সোমবার হইতে ১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত।

বাঁকুড়া-ঝাণ্টিপাহাড়ীনিবাসী ভক্তগণের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ১৬ চৈত্র, ৩০ মার্চ্চ রাত্রিতে কলিকাতা-হাওড়া হইতে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে যাত্রা করিয়া সেই দিন শেষরাত্রি ৪টা ১৫ মিঃ ঝাণ্টিপাহাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিলে মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীকাশীনাথ রক্ষিত আদি ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী প্রারম্ভিক ব্যবস্থার জন্য দুইদিন পূর্ব্বে নবদ্বীপ সহর হইতে বাসযোগে ঝাণ্টিপাহাড়ীতে আসিয়া পৌঁছেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বধামগত শ্রীমহাদেব কুণ্ডুর পুত্রদ্বয়—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ কুণ্ডু ও শ্রীভানু কুণ্ডুর গৃহ সাধুগণের বাসস্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়।

ঝাণ্টিপাহাড়ীকে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বা ছোটোখাটো সহরও বলা যাইতে পারে। শুনা যায় এখানে পূর্ব্বে বহু রাইস্ মিল ছিল। সেই সময় স্থানীয় লোকসংখ্যা কম হইলেও চাকুরী ও মজুর কার্য্যের জন্য নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু লোক আসিত। এখন সেখানে একটিমাত্র রাইস্ মিলে কিছু কার্য্য হইতেছে দেখা গেল। অধিকাংশ বাড়ী পাকা দেখিয়া মনে হয় এক সময় স্থানটি বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। সেখানে পুরুষ ও মেয়েদের হাইস্কুল থাকায় নিকটবর্ত্তী গ্রামাঞ্চল হইতে ছাত্রছাত্রীরা পড়িতে আসে। সাধুগণের বাসস্থানের সন্নিকটে রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি জগন্নাথ মন্দির আছে, ইহার প্রসিদ্ধির কথা শুনা গেল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবানুষ্ঠান উপলক্ষে ঝাণ্টিপাহাড়ীর ভক্তবৃন্দ সাধুগণের বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী রেল ময়দানে বিশাল সভামণ্ডপে প্রত্যহ সন্ধ্যায় তিনদিনব্যাপী ধর্ম্মসভার আয়োজন করেন। ধর্ম্মসভায় সহস্রাধিক লোকের সমাবেশ দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব এবং মঠের ত্রিদণ্ডিযতি ভক্তবৃন্দ পরমোৎসাহিত হইলেন। নির্দ্দিষ্ট বক্তব্যবিষয় 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার অবদান বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ প্রাত্যহিক অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া স্থানীয় নরনারীগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী সভার আদি-অন্তে সুললিত মহাজন পদাবলী ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

১৮ চৈত্র, ১ এপ্রিল মঙ্গলবার স্থানীয় শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ঝাড়গ্রাম পাহাড়ীর বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া পুনঃ জগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব আহূত হইয়া ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দসহ ১লা এপ্রিল ঝাণ্টিপাহাড়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে এবং পরদিবস ঝাণ্টিপাহাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে পূর্ব্বাহ্নে শুভ পদার্পণ করতঃ ছাত্র ও ছাত্রীগণকে ধর্ম্ম-নীতি বিষয়ে ও নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের জন্য উপদেশ প্রদান এবং শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণকে আদর্শচরিত্র হইবার জন্য নিবেদন করেন। উভয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীগণের অমায়িক সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে শ্রীল আচার্য্যদেব সন্তুষ্ট হন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীঅনিলবরণ পাল, স্বধামগত শ্রীসুবোধ রক্ষিত ও শ্রীসন্তোষ রক্ষিতের বাড়ীতেও বিভিন্ন সময়ে শুভ পদার্পণ করিয়া হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার আনুকূল্য সংগ্রহে প্রতিবৎসর বাঁকুড়া অঞ্চলে প্রচারে আসিতেন। তৎপরবর্ত্তিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ প্রতিবৎসর আসিতেছেন। উভয়েই ঝাণ্টিপাহাড়ী অধিবাসিগণের বিশেষ পরিচিত, বিশেষতঃ শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজকে বহুদিন বাদে দেখিয়া সকলেই পরমোল্লসিত হইয়াছেন। প্রেমময় ব্রহ্মচারী ও বিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারীও বাঁকুড়া অঞ্চলের ব্যক্তিগণের সুপরিচিত।

শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী রন্ধন সেবায়, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণের দ্বারা বৈষ্ণবসেবার যথাবিহিত ব্যবস্থায় আন্তরিকভাবে যত্ন করেন। শ্রীসন্তোষ রক্ষিত, মৃগাবনীর শ্রীকাশীনাথ রক্ষিত ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ রক্ষিত প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সাধুগণের বাসস্থানের পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী ঝাণ্টিপাহাড়ীর শ্রীকাশীনাথ রক্ষিত ও শ্রীপঞ্চানন রক্ষিতের বৈষ্ণবসেবাপ্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়।

বাঁকুড়া (পশ্চিমবঙ্গ) ঃ—বাঁকুড়া-প্রতাপবাগানস্থ শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ডু মহোদয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সাধুগণের দ্বারা তাঁহার নবনির্ম্মিত দ্বিতল বাসভবনের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায় শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারীর নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী তদনুসারে একদিন পূর্ব্বে তথায় আসিয়া প্রাক্ ব্যবস্থাদি করিয়া গেলে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ঝাণ্টিপাহাড়ীর ভক্তগণের ব্যবস্থায় ২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার বাড়ীতে রিজার্ভ যানে আসিয়া পেঁৗছেন। শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ড তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহে দ্বিতলে কামরাসমূহে সাধুগণের থাকিবার, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবসেবার এবং অপরাহ্নে হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তনের ব্যবস্থার দ্বারা গৃহপ্রবেশানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশনকালে গৃহে বৈষ্ণবগণের আগমন, বৈষ্ণবসেবা ও হরিকীর্ত্তনের মহিমা বঝাইয়া বলেন এবং গৃহের মালিক 'কৃষ্ণ' জানিয়া কৃষ্ণকেন্দ্রিক সংসার করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীরাধাবল্লভবাবুর আত্মীয় শ্রীসুবোধ চৌধুরী মহোদয়ের প্রার্থনায় রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব বৈষ্ণবগণসহ তাঁহার বাড়ীতে যাইয়াও হরিকথা বলেন। উক্ত দিবস রাত্রির ট্রেনে বাঁকুড়া হইতে যাত্রা করিয়া তৎপরদিবস প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং পার্টীর সকলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সুরম্য শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে এবং পূজনীয় বৈষ্ণবগণের শুভ উপস্থিতিতে চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নব-পার্শ্বযুক্ত বিশাল রমণীয় শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর

পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাব উপলক্ষে ষষ্ঠ-দিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ২ বৈশাখ (১৩৯৩), ১৬ এপ্রিল, ১৯৮৬ বুধবার হইতে ৭ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে ২ বৈশাখ, ১৬ এপ্রিল প্রাতে সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্দিরের চক্র, কলস, ধ্বজা যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত ও শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণান্তে যথাবিধি মন্দির-শিখরে সংস্থাপিত হওয়ার পর শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার বসুধারা, হোম ও বাস্তুযাগাদি যাবতীয় কর্ম্ম বেদমন্ত্র পাঠ সহযোগে সম্পাদিত হয়। শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রী-গুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধব জীউ শ্রীবিগ্রহগণ উচ্চ-সংকীর্ত্তন ও বিপুল জয়ধ্বনিসহ পূর্ব্বকক্ষ হইতে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-মাধব জীউর মহাভারী শ্রীবিগ্রহগণের বলিষ্ঠ সেবকগণের হাতাহাতিতে শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় পুরীর শ্রীজগন্নাথের পাণ্ডু-বিজয়ের স্মৃতির উদ্দীপনা করাইয়া দেয়। শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবিগ্রহগণের অভি-ষেকাদি সেবাকার্য্যে মুখ্যভাবে সহায়তা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ। অনুষ্ঠান চলাকালে মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ নাম-সংকীর্ত্তন করিতে থাকেন। শ্রীবিগ্রহ-গণের শৃঙ্গার, পূজা ও ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

চণ্ডীগড় মঠের নবপার্শ্বযুক্ত অভিনব বিশাল শ্রীমন্দির

চণ্ডীগড় মঠের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রেমিক সাগর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকে-তন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীব্যোমকেশ সরকার), শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্ম-চারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী (শ্রীচৈতন্য আশ্রম), শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুধীর কৃষ্ণ দাস ২৩ চৈত্র, ৬ এপ্রিল রবিবার কলিকাতা হইতে অমৃতসর মেলে যাত্রা করতঃ ৮ এপ্রিল প্রাতে আম্বালা ক্যাণ্ট স্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ অন্যান্য ভক্তবৃন্দসহ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তথা হইতে মোটরকারযোগে সকলে চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া পৌঁছেন।
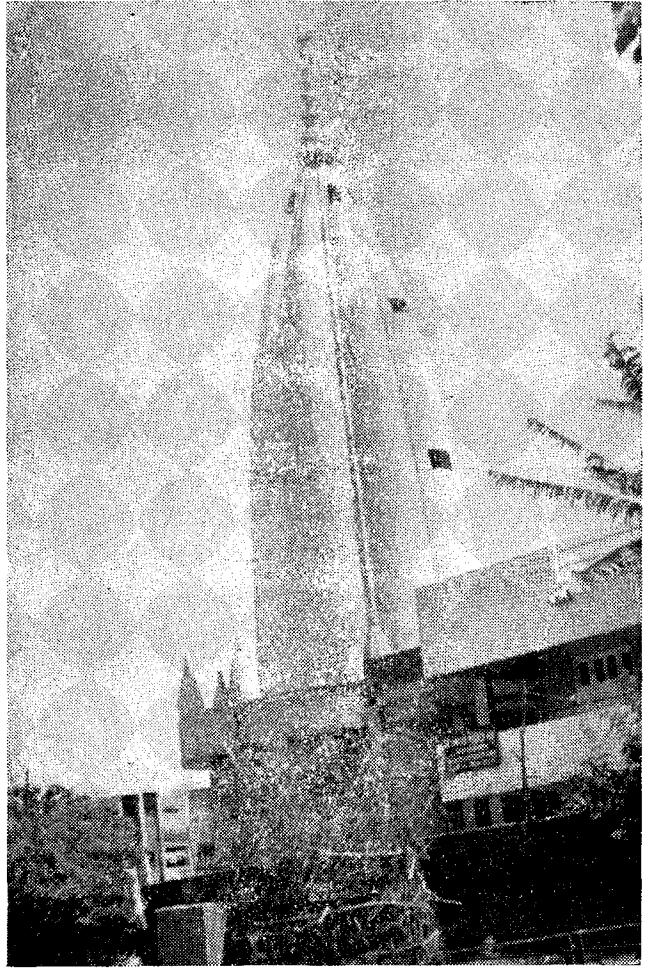
পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্ম-চারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়াল ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্ব-রূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব রায় ও শ্রীযোগেন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় কলিকাতা হইতে ৬ এপ্রিল অমৃতসর মেলে একই সাথে রওনা হইয়া পথে নামিয়া হরিদ্বারে পৌঁছেন কুম্ভে যোগদানের জন্য। দেরাদুন মঠের মঠ-রক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থায় হরিদ্বার-পন্থ-দ্বীপে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ক্যাম্প সংস্থাপিত হয়। সকলেই ক্যাম্পে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ সংকীর্ত্তন-সহযোগে যাইয়া গঙ্গাস্নানাদি কার্য্য সমাধা করিতেন। শ্রীনীলমাধব দাস, সস্ত্রীক শ্রীধনঞ্জয় সামন্ত, শ্রীমতী মমতা দে প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণও হরিদ্বারে কুম্ভস্নানের জন্য গিয়াছিলেন। সকলেই চণ্ডীগড় মঠের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ১৫ এপ্রিলের মধ্যে পৌঁছেন।

যাঁহারা বরাবর চণ্ডীগড় মঠে পৌঁছিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ এবং স্থানীয় আরও অনেক ভক্ত হরিদ্বার কুম্ভে যোগদানের জন্য পরবর্ত্তিকালে ১৪ই এপ্রিল চণ্ডীগড় মঠ হইতে মোটর-কারযোগে রওনা হইয়া সেই দিনই তথায় পৌঁছিয়া স্নানাদিকৃত্য সমাপন করতঃ পুনরায় পরদিবস ১৫ই এপ্রিল চণ্ডীগড়ে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ অগ্রিম ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য যথাক্রমে বৃন্দাবন ও কলিকাতা হইতে পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া কাল্‌কা মেলযোগে ১লা বৈশাখ, ১৫ই এপ্রিল চণ্ডীগড় ষ্টেশনে প্রত্যুষে পৌঁছিলে চণ্ডীগড় মঠের ভক্তবৃন্দ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করতঃ দুইটী কার-যোগে চণ্ডীগড় মঠে লইয়া আসেন।

এতদ্ব্যতীত আসামের শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, বৃন্দাবনের শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও গোকুলমহাবন মঠের শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দ-লোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামমণি ব্রহ্ম-চারী শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদীনশরণ ব্রহ্মচারী হরিদ্বারে কুম্ভে স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিয়া চণ্ডীগড় মঠের উৎসবে যোগদানের জন্য তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারীও উৎসবে যোগ দিয়া-ছিলেন। টেলিভিশন বিভাগের ব্যক্তিগণ হরিদ্বারে শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারীকে কুম্ভ সম্বন্ধে ও মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা পরে টেলিভিসনের মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

১৬ এপ্রিল হইতে ২১ এপ্রিল পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে ছয়দিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্ঘাটন করেন চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় শাসকের পরামর্শদাতা শ্রী কে, ব্যানার্জি, আই-এ-এস্ মহোদয়। ছয়দিনব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় এবং ২০শে এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ণকালীন ধর্ম্ম-সভায় সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যাপক শ্রীডি-পি সৈনী, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীজে-ভি গুপ্তা, মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ কৌশল, দৈনিক ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা, হরি-য়াণার এড্‌ভোকেট-জেনারেল শ্রীহীরালাল সিবল এবং চণ্ডীগড় গোস্বামী গণেশ দত্ত শ্রীসনাতনধর্ম্ম কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীডি-এন্ শর্ম্মা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ষষ্ঠ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন চণ্ডী-গড় জেলা ও সেসন জজ শ্রীএইচ্-এল্ রণদেব, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীধর্ম্মবীর সেহগ্যাল, পাঞ্জাব ফাইন্যান্‌সিয়েল কমিশনার শ্রীএস্-পি বাগ্লা। প্রথম অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথি হইয়া-ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপি-এল্ বার্ম্মা।

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহা-রাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজের

প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের অন্যতম সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ. ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী সুললিত ভজন-কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তি বিধান করেন।

পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে অশান্ত পরিবেশ থাকিলেও প্রত্যহ ধর্ম্মসভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নার-সিংহ মহারাজ, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীসচ্চিদা-নন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্তিহর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণ দাস, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরসুন্দর দাস, শ্রীচিত্ত দাস, শ্রীমণ্টু, শ্রীনিমাই, শ্রীশুকদেবরাজ রক্ষি, শ্রীধনঞ্জয় দাস প্রভৃতি মঠাশ্রিত ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্ত-গণের হার্দ্দী প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে ত্রিপুরার রাজ্যপাল

ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল জেনারেল শ্রীকে-ভি কৃষ্ণরাও বিগত ২৯ বৈশাখ, ১৩ মে মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-শ্রীজগন্নাথমন্দির পরিদর্শনে সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন। শ্রীমঠের পক্ষ হইতে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা রাজ্য-পালকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রথমে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামদনমোহন-শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ দর্শন করেন। তাঁহাকে এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে পূজারী কর্ত্তৃক জগন্নাথদেবের প্রসাদীমালা ও নির্ম্মাল্য অর্পিত হয়। তৎপর রাজ্যপাল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের ভজনকুটীর পরিদর্শনে আসেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী শুভাবির্ভাবোপলক্ষে অনুষ্ঠিত মঠে এক বিশেষ সভায় তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"মানবজাতির মধ্যে ঐক্য বিধানের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তির শিক্ষা ও আদর্শ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই কৃষ্ণপ্রেমৈকসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদ, আঞ্চলিকতা, গোষ্ঠীসংঘর্ষ, সাম্প্র-দায়িকতা, হিংসার তাণ্ডবে দেশ আজ জর্জ্জরিত। ইহা হইতে দেশকে বাঁচাইতে হইলে আমাদিগকে সঙ্কীর্ণ মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে প্রয়াসী হইতে হইবে।" মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব

আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতেছেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল শ্রীকে-ভি কৃষ্ণরাও। বামপার্শ্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, দক্ষিণপার্শ্বে মঠরক্ষক শ্রীমদ্ জনার্দ্দন মহারাজ (উপবিষ্ট)

জনার্দ্দন মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক ভাষণের পূর্ব্বে ভজনগান কীর্ত্তিত হয়। রাজ্যপালের সঙ্গে সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজ্য সরকারের শিক্ষা সংস্কৃতিক সচিব শ্রীঅমিতকিরণ দেব। সভায় যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন সকলকেই প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

সরকারী ডাকবিভাগ দ্রুত কার্য্য সম্পন্নকরণ সৌকর্য্যার্থে গ্রাহকগণের ঠিকানার সহিত পিন্‌কোডের নম্বর চাওয়ায় শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার গ্রাহকগণকে ঠিকানাসহ তাঁহাদের পোষ্টাফিসের পিন্‌কোড নম্বর শ্রীচৈতন্যবাণী কার্য্যালয়, ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ঠিকানায় অনতিবিলম্বে জানাইতে এতদ্দ্বারা সূচিত করা যাইতেছে। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের বা গত বর্ষের বার্ষিক ভিক্ষা এখনও দেন নাই তাঁহাদিগকে উক্ত ভিক্ষা পাঠাইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-সেবায় প্রোৎসাহিত করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২০.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) —	,,	২৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্‌-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৯৩
১১ শ্রীধর, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১ আগষ্ট ১৯৮৬ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—অবিদ্যাহরণ নাট্য-মন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধামমায়াপুর

সময়—সন্ধ্যারাত্রিকের পর, শনিবার, ৫ই চৈত্র, ১৩৩৩

"আমরা বিগতবর্ষে মানবের সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর ও পরম প্রয়োজনীয় বস্তুর—যাহা শ্রীচৈতন্যদেব জগতে বিতরণ ক'রেছেন, তা'র প্রচারার্থ প্রয়াসী হ'য়ে বহু-স্থানে শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার কর্‌তে সমর্থ হ'য়েছি। যাঁ'রা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য অথবা যে-কোন উপায়ে জৈবজগতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকর কার্য্যে আনুকূল্য বিধান ক'রেছেন, বিশ্বম্ভর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁ'দিগের মঙ্গল বিধান কর্‌বেন। যাঁ'র তুলনা এজগতের অন্য কোন কার্য্যের সহিত হয় না বা হ'তে পারে না, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জগন্মঙ্গলকর কার্য্যে যাঁ'রা কিছুমাত্রও আনুকূল্য ক'রেছেন, তাঁ'রা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবন্ত ও ধন্যবাদার্হ। অনেকে মনে কর্‌তে পারেন,—উহা অন্যান্য জাগতিক কর্ম্মের অন্যতম, কিন্তু তা' নয়। তত্ত্বকোবিদ্‌গণের বিচারে ইহাই একমাত্র কার্য্য, অন্যান্য কার্য্যে সময়ক্ষেপে বৃথা শ্রম-মাত্র-লাভ হ'য়ে থাকে।

মানুষ পূর্ব্বাপর বিচার কর্‌তে পারেন, কিন্তু মানবমণ্ডলীর বিচারে অনেক-সময়েই আমরা বিশেষ মতভেদ দেখ্‌তে পাই। মানবের মধ্যে যাঁ'রা নিজ-দিগকে 'সভ্য' ব'লে পরিচয় প্রদান কর্‌তে বিশেষ আগ্রহযুক্ত, তাঁ'রা বলেন,—'যদি আমরা civic rule (পৌরজনগণের পালনীয় নিয়ম) গুলি পালন করি, তা' হ'লে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হ'বে না, আমরা সুখে-স্বচ্ছন্দে এই সংসারে বহির্ম্মুখতা অবলম্বন ক'রে বাস কর্‌তে পারব।' এ-সকল বিচার কর্ম্মপন্থী ব্যক্তিগণের পরম আদরের বিষয়। আবার কেউ কেউ বিচার করেন,—'এজগৎ কষ্টের স্থান, এ-স্থান হ'তে নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক, বস্তুর নির্ব্বিশেষত্বই একমাত্র প্রয়োজনীয়, তাই মুক্তি, সেই মুক্তিই বাঞ্ছনীয়া।' ভগবদ্ভক্তগণ এই দুইপ্রকার ব্যক্তির ন্যায় সহসা কোন মত প্রকাশ করেন না। যাঁ'রা ভোগের দ্বারা অভাব নিবৃত্তি কর্‌তে চা'ন, তাঁ'রা,—'ভুক্তিকামী',

আর যাঁ'রা ত্যাগের দ্বারা অভাব নিবৃত্তি কর্‌তে চা'ন, তাঁ'রা—'মুক্তিকামী'। ভগবদ্ভক্তগণ ভুক্তি বা মুক্তি কিছুই ইচ্ছা করেন না। পরিপূর্ণ বাস্তবজ্ঞানের অভাবে আপেক্ষিক-জ্ঞানে আমরা মনোনিবেশ করি, তাই আমাদের অভাব নিবৃত্ত হয় না। আমরা যে-সকল কর্ম্ম করি, তাহা কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। অভাব থাক্‌বে না, অথচ ঐরূপভাবে নির্ব্বিশিষ্ট হ'য়ে যাওয়া যা'বে না, সেটা-ই চিদ্বিলাসের পথ। মুক্ত হ'বার নামে, মুক্ত হওয়ার সমস্ত সুবিধাটি যদি নষ্ট হ'য়ে গেল, তা' হ'লে ঐরূপ মুক্তিকে—'মুক্তি' বলা যায় না, উহা 'আত্মবিনাশ' মাত্র। রোগ ও রোগীকে একসঙ্গে ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়ার প্রণালী বুদ্ধি-মত্তার পরিচায়ক নয়। কা'রও গলদেশে স্ফোটক হ'য়েছে, যথাবিহিত অস্ত্রোপচার-দ্বারা স্ফোটকের চিকিৎসা ক'রে রোগীকে নিরাময় ও সুস্থ করাই কর্ত্তব্য, কিন্তু রোগীকে চিরতরে স্ফোটকের ক্লেশ হ'তে অব্যাহতি দেবার জন্য স্ফোটকে অস্ত্রোপচার কর্‌বার পরিবর্ত্তে রোগীর গলদেশে ছুরিকা প্রদান করা কখনই উচিত নয়!

অনেকে সাংসারিক ক্লেশে বিপন্ন হ'য়ে মনে করেন যে, সংসার হ'তে মুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বহু কষ্টে নিজ-গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ কর্‌ত, বৃদ্ধবয়সে অসমর্থা-অবস্থায় বনে গিয়ে তা'র কাষ্ঠ সংগ্রহ কর্‌তে হ'ত এবং তা' বিক্রয় ক'রে সে কোন প্রকারে তা'র প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ কর্‌ত। সাংসারিক ক্লেশ ও অভাবে নিপীড়িত হ'য়ে বৃদ্ধা সর্ব্বদাই বল্‌ত,—'কেন যম এসে' আমায় অনুগ্রহ কর্‌ছে না।' একদিন সত্যসত্যই যম এসে' উপস্থিত হ'ল; কিন্তু বৃদ্ধা এসময় যমের নিকট কিছুতেই যেতে' চাইল না, তা'র এই ক্লেশময় সংসারে বহু অভাব-অসুবিধার মধ্যেও বাস কর্‌বার প্রবল ইচ্ছা দেখা গেল। যা'রা সাংসারিক ক্লেশে বিপন্ন হ'য়ে মুক্তিপ্রার্থী হয়, তা'দিগের অন্তরেও ভোগ-পিপাসা এরূপভাবেই ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবহমানা থাকে। ফলাকাঙ্ক্ষী ভোগী বা ফলবিরাগী ত্যাগীর বিচারাবলম্বনে জীবের কখনও নিত্য মঙ্গল-লাভ হয় না; এ'রা সকলেই বঞ্চিত ও কপট। যথেষ্ট সৌভাগ্যের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত এ'দের কাপট্য সাধারণের গোচরীভূত হয় না।

আত্মবিদ্‌গণ ইহজগতে ভগবানের সেবা করেন,—তাঁ'রা ফলভোক্তা ভোগীর ন্যায় প্রপঞ্চ ভোগ কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'ন না, বা ফল্গুত্যাগীর ন্যায় ভগবৎ-সেবোপকরণকে প্রাপঞ্চিক বিষয়মাত্র জ্ঞান ক'রে নিজের মঙ্গলের পথ হইতে বিচ্যুত হন না। আত্মবিদ্‌-গণ ইহজগতে ভগবানের সেবা করেন, পরজগতেও ভগবানের সেবা করেন। ভগবানের সেবা-ব্যতীত জীবের যে অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই,—ইহাই তাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করেন। আত্মবিৎ পুরুষগণ—জীবহিতাকাঙ্ক্ষী প্রবীণ পুরুষ। মানব-জাতি—পর-মার্থরাজ্যের শিশুসদৃশ; শিশুগণ যেরূপ নিজমঙ্গল বুঝে না, কখন অগ্নিশিখায় হস্তপ্রদান কর্‌তে উদ্যত হয়, কখন বা আকাশের চাঁদ গ্রহণ কর্‌বার জন্য ব্যাকুল হয়, মানবমণ্ডলীও সেইরূপ শিশুর ন্যায় বিবিধ অভিনয় ক'রে থাকেন। আত্মবিৎ প্রবীণ পুরুষগণ—এই শিশুসমাজের মঙ্গলবিধানার্থ সর্ব্বদা সচেষ্ট। মানবমণ্ডলী যদি স্ব-স্ব-মনোধর্ম্মোত্থ বিচার পরিত্যাগ ক'রে পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী এইসকল প্রবীণ পুরুষগণের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য প্রদর্শন করেন, তবেই তাঁ'দের মঙ্গল। ভগবানের কথা—শ্রৌতবাণী আলোচনা কর্‌লে সকলের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল-লাভ হয়। ভগবানের কথার আলোচনা ব্যতীত মানবজাতির পরস্পরের মধ্যে আলোচ্য আর কিছুই নাই।

পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মধ্বমুনি বলেন,—"মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভম্"— সকলপ্রকার মুক্তিতে বিষ্ণুই একমাত্র আরাধ্য। বিষ্ণুর উপাসনায় কোন অভাব নাই। যে-স্থানে বৈকুণ্ঠপ্রতীতি, সে-স্থানে মায়িক প্রতীতি নাই। আবার যে-স্থানে মায়িক প্রতীতি, সেস্থানে ভগবৎপ্রতীতি নাই। ভগবদুপাসনায় চতুর্থ অর্থ অর্থাৎ মোক্ষ প্রয়োজনীয় প্রাপ্য বস্তু না হ'য়ে স্বয়ংই আমাদের সেবক-বস্তু হয়। ভগবদুপাসনাই একমাত্র আত্মার বৃত্তি, ভগবদনুশীলন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ের দ্বারা অভাব দূরীকৃত হয় না।

কাহারও মতে খ্রীষ্টীয় দশম-শতাব্দী হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে উপাসনা-পথ আরম্ভ হ'য়েছে। শাক্য-সিংহের বিচারপ্রণালী হ'তে উদ্ভূত hero-worship (বিখ্যাত পুরুষগণের পূজা) হ'তে ভগ-

বদুপাসনা-প্রণালী পৃথক্। প্রাচীনতম শব্দপ্রমাণ ঋক্‌সংহিতা ভগবদুপাসনা প্রণালীর কথা বহুপূর্ব্বে জগতে প্রচার ক'রেছেন,—'ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে। ওঁ তৎ সৎ।' (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬ সূক্ত ৩য়া ঋক্)— এই ঋঙ্‌মন্ত্র বর্ত্তমান-কালে শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বলোককে সর্ব্বকালে কীর্ত্তন করবার কথা বলেছেন। শব্দের সাহায্যে উপাসনা-প্রণালী জগতের সর্ব্বত্রই প্রচারিত। ভগবদ্ভক্তগণের একমাত্র অনুশীলনীয় ব্যাপার যে 'নামকীর্ত্তন', তাহা ঋগ্বেদ-সংহিতায় পাওয়া যায়।

সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী খ্রীষ্টীয় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মাদুরা-গ্রামে আবির্ভূত হন। আদি-বিষ্ণুস্বামীর পরবর্ত্তী সাতশত ত্রিদণ্ডীর কথাও ঐতিহ্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী 'সংক্ষেপ-শারীরকে' যে শ্রদ্ধা বিষ্ণুপাসানার কথা কীর্ত্তন ক'রেছিলেন, তাহা পরবর্ত্তি-কালে অসৎ সাম্প্রদায়িকগণের হস্তে প'ড়ে নানা-ভাবে বিপর্য্যস্ত হ'য়েছে। এই সর্ব্বজ্ঞ ঋষির কথা শ্রীধর-স্বামিপাদ নিজ-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। প্রাগ্‌বন্ধযুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচলিত থাক্‌বার বহু উদাহরণ নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। জীবমাত্রেরই বিষ্ণুর সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। পরমেশ্বর-বস্তু—সকল-লোকেরই প্রয়োজনীয়-বস্তু; বিষ্ণুসেবা ও বৈষ্ণবসেবা —সকলেরই কৃত্য।"

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯১ পৃষ্ঠার পর]

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ অনুশীলন। কাহার অনুশীলন? ব্রহ্মের, পরমাত্মার বা নারায়ণের? না ব্রহ্মের নয়, যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ চিন্তার বিষয়, ভক্তি তাঁহাতে আশ্রয় পায় না। পরমাত্মারও নয়, যেহেতু ঐ তত্ত্ব যোগমার্গানুসন্ধেয়, ভক্তিমার্গের বিষয় নয়, নারায়ণেরও সম্পূর্ণ নয়, যেহেতু ভক্তির সকল প্রবৃত্তি নারায়ণকে আশ্রয় করিতে পারে না। জীবের ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্মতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে, প্রথমে ভগবজ্জ্ঞানের উদয়কালে. শান্ত নামক একটী রসের আবির্ভাব হয়। ঐ রস নারায়ণপর। কিন্তু ঐ রসটী উদাসীন ভাবাপন্ন। নারায়ণের প্রতি যখন মমতার উদয় হয়, তখন প্রভুদাস-সম্বন্ধ-বোধ হইতে একটী দাস্য নামক রসের কার্য্য হইতে থাকে। নারায়ণ তত্ত্বে ঐ রসের আর উন্নতি সম্ভব হয় না, কেননা নারায়ণস্বরূপটী সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর রসের আস্পদ কখনই হইতে পারে না। কাহার এমত সাহস হইবে যে, নারায়ণের গল-দেশ ধারণ-পূর্ব্বক কহিবে যে, "সখে আমি তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছি গ্রহণ কর।" কোন জীব বা তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া পুত্রস্নেহসূত্রে তাঁহাকে চুম্বন করিতে সক্ষম হইবে? কে-ই বা কহিতে পারিবে, 'হে প্রিয়বর তুমি আমার প্রাণনাথ, আমি তোমার পত্নী।" মহারাজ রাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্যপতি নারায়ণ কতদূর গম্ভীর এবং ক্ষুদ্র, দীন, হীন জীব কতদূর অক্ষম! তাহার পক্ষে নারায়ণের প্রতি ভয়, সম্ভ্রম ও উপাসনা পরিত্যাগ করা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু উপাস্য পদার্থ, পরমদয়ালু ও বিলাসপরায়ণ। তিনি যখন জীবের উচ্চগতি দৃষ্টি করেন ও সখ্যাদি রসের উদয় দেখেন, তখন পরমানুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সকল উচ্চরসের বিষয়ীভূত হইয়া জীবের সহিত অপ্রাকৃত-লীলায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই ভক্তিপ্রবৃত্তির পূর্ণরূপে বিষয় হইয়াছেন। অতএব কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমা ভক্তির পূর্ণ লক্ষণ। সেই কৃষ্ণানুশীলনে স্বধর্ম্মোন্নতি ব্যতীত আর কোন অভিলাষ থাকিবে না। মুক্তি বা ভুক্তিবাঞ্ছার অনুশীলন হইলে কোন ক্রমেই রসের উন্নতি হয় না। অনুশীলন স্বভাবতঃ কর্ম্ম বা জ্ঞানরূপী হইবে। কিন্তু কর্ম্মচর্চ্চা ও জ্ঞানচর্চ্চা ঐ চমৎকার সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিকে আবৃত না করে। জ্ঞান তাহাকে আবৃত করিলে ব্রহ্ম-পরায়ণ করিয়া তাহার স্বরূপ লোপ করিয়া ফেলিবে। কর্ম্ম তাহাকে আবৃত করিলে জীব-চিত্ত সামান্য স্মার্ত্তগণের ন্যায় কর্ম্মজড় হইয়া অবশেষে

শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব হইতে দূরীভূত হইয়া পাষণ্ড কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। ক্রোধাদি চেষ্টাও অনুশীলন, তত্তচেষ্টা দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করিলে কংসাদির ন্যায় বৈরস্য ভোগ করিতে হয়, অতএব ঐ অনুশীলন প্রাতিকূল্যরূপে না হয়।

এস্থলে কেহ বিতর্ক করিতে পারেন যে, যদি ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপা হয়েন তবে কর্ম্ম ও জ্ঞান নামই যথেষ্ট, ভক্তি বলিয়া একটী নিরর্থক আখ্যা দিবার তাৎপর্য্য কি ? এতদ্বিতর্কের মীমাংসা এই যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান নামে ভক্তি তত্ত্বের তাৎপর্য্য ঘটে না। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্মে একটী একটী পৃথক্ ফল আছে। জীবের স্বধর্ম্মপ্রাপ্তিই যে সমস্ত কর্ম্মের মুখ্য প্রয়োজন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু সকল কর্ম্মেরই একটী একটী নিকটস্থ অবান্তর ফল দেখা যায়। শারীরিক কার্য্য সকলের শরীরপুষ্টি ও ইন্দ্রিয়-সুখাপ্তিরূপ অবান্তর ফল কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। মানসিক কার্য্য সকলের চিত্তসুখ ও বুদ্ধিপ্রাখর্য্যরূপ নিকটস্থ ফল লক্ষিত হয়। এই সমস্ত নিকটস্থ অবান্তর ফল অতিক্রম করিয়া যিনি মুখ্য ফল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিবেন, তাঁহার প্রবৃত্তিটী ভক্তির স্বরূপ পাইতে পারে। এতন্নিবন্ধন অবান্তর ফলযুক্ত কর্ম্মকে কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া মুখ্য ফলানুসন্ধায়ী কর্ম্মকে ভক্তিযোগের অন্তর্গত সুন্দররূপে করিবার জন্য ভক্তি ও কর্ম্মের বৈজ্ঞানিক বিভাগ করা হইয়াছে। তদ্রূপ, যে জ্ঞান মুক্তিকে একমাত্র ফল বলিয়া কার্য্য করে, তাহাকে জ্ঞানকাণ্ড বলিয়া, জ্ঞানের মুখ্য প্রয়োজনসাধক প্রবৃত্তিকে ভক্তিযোগের অন্তর্গত করা হইয়াছে। ভক্তি ও জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বিভাগ স্বীকার না করিলে সম্যক্ তত্ত্ববিচার হইতে পারে না। এতদ্বিষয়ে আর একটু কথা আছে। সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান মুখ্য ফল সাধক হইলে ভক্তিযোগের অন্তর্গত হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মমধ্যে ততগুলি কর্ম্ম আছে, যাহাকে কেবলমাত্র মুখ্য ফল-সাধক বলা যায়। ঐ সকল কর্ম্ম মুখ্য ভক্তিনামে পরিচিত আছে। পূজা, জপ, ভগবদ্‌ব্রত, তীর্থগমন, ভক্তিশাস্ত্রানুশীলন, সাধুসেবা প্রভৃতি কার্য্য সকল ইহার উদাহরণ। অন্য সকল কর্ম্ম এবং তাহাদের অবান্তর ফল, মুখ্য ফলসাধক হইলে গৌণরূপে ভক্তি নাম পাইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তদ্রূপ ভগবজ্জ্ঞান ও ভাবসকল অন্যান্য জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য বোধ অপেক্ষা ভক্তির অধিক অনুগত, ইহা বলিতে হইবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্য এবং তাহাদের অবান্তর ফল, মায়া হইতে মুক্তি, যদি ভগবদ্রতি সাধক হয়, তবে তাহারাও ভক্তিযোগের অন্তর্গত হয়।

(ক্রমশঃ)

ভগবৎকৃপা—ভক্তকৃপানুগামিনী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবরাজ শম্ভু বলিতেছেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥

—চৈঃ চঃ ম ১১।৩১ ধৃত পাদ্মবাক্য

অর্থাৎ হে দেবি! অন্যান্য দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ ; আবার সেই বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষাও 'তদীয়' শ্রীবিষ্ণুভক্তের আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীভগবান্ ভক্তপ্রেমবশ্য। তাঁহার ভক্তকে অনাদর করিয়া তাঁহাকে আদর দেখাইতে গেলে ভগবান্ সে আদর কখনই স্বীকার করেন না। তিনি অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥

—ঐ চৈঃ চঃ ম ১১।২৮ ধৃত আদিপুরাণ-বাক্য

অর্থাৎ হে পার্থ, যাঁহারা কেবল আমার ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্ত নহেন। কিন্তু যাঁহারা আমার প্রকৃত ভক্তের ভক্ত, তাঁহাদিগকেই আমি আমার উত্তম ভক্ত বলিয়া জানি।

শ্রীভগবান্ তাঁহার পরম প্রিয় পার্ষদপ্রবর শ্রীল উদ্ধবজীকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"ভক্তিযোগঃ পুরৈবোক্তঃ প্রীয়মানায় তেঽনঘ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি মদ্ভক্তেঃ কারণং পরম্॥

—ভাঃ ১১।১৯।১৯

অর্থাৎ "হে অনঘ (নিষ্পাপ উদ্ধব), তুমি আমার প্রতি প্রীতিভাজন (প্রীয়মানায় অর্থাৎ প্রীত্যাস্পদায়) বলিয়া পূর্ব্বেই তোমার নিকট ভক্তিযোগ বর্ণন করিয়াছি। সম্প্রতি পুনরায় মদীয় ভক্তির 'প্রধান সাধন' (পরং কারণং) বর্ণন করিতেছি।"

ইহা বলিয়া শ্রীভগবান্ নিম্নলিখিত শ্লোক চতুষ্টয়ে (২০-২৩) ভক্তির লক্ষণসমূহ বর্ণন করিতেছেন—

"শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥
মদর্থেঽর্থ-পরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥"

—ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪

অর্থাৎ "মদীয় মধুরচরিত শ্রবণে শ্রদ্ধা, সর্ব্বদা তৎকীর্ত্তন, মদীয় পূজাবিষয়িণী আসক্তি, সুললিত স্তোত্রবাক্যে স্তব, সেবাবিষয়ক আদর, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, মদীয় ভক্তগণের পূজাতিশয্য ["আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়। বেদে ভাগবতে প্রভু ইহা কৈল দঢ়॥" (চৈঃ ভাঃ আ ১।৮)], সর্ব্বভূতে মদ্ভাবজ্ঞান ('অন্তর্য্যামিত্বেন মজ্‌জ্ঞানং' 'সকল প্রাণিমাত্রই ভগবানের সেবন-সম্বন্ধ-যুক্ত'—শ্রীল প্রভুপাদ), মদীয় সেবাকার্য্যে অঙ্গচেষ্টা, বাক্যদ্বারা মদ্‌গুণগান, আমার প্রতি চিত্ত-সমর্পণ, সর্ব্বকাম পরিত্যাগ, মদীয়সেবার জন্য অর্থত্যাগ, ভোগ-সুখ পরিত্যাগ, যাগাদি ইষ্টকর্ম্ম, দান, হোম, জপ, ব্রত এবং তপস্যা—এই সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান-দ্বারা আত্মনিবেদক পুরুষগণের আমার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে। তৎকালে মদীয় ভক্তের সাধ্য বা সাধনরূপ কোন বিষয়েরই অভাব থাকে না।" ভগবদ্ভক্তে ভক্তির ঐ সকল লক্ষণ প্রতিভাত হয়।

'পুরৈবোক্তঃ'—এই বাক্যদ্বারা ইতঃপূর্ব্বে ঐ ১১শ স্কন্ধের ১১শ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবসমীপে যে ভক্তিযোগ বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহাও নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে—

"মল্লিঙ্গ মদ্ভক্তজন-দর্শন-স্পর্শনার্চ্চনম্।
পরিচর্য্যা-স্তুতি-প্রহ্ব-গুণ-কর্ম্মানুকীর্ত্তনম্॥
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্॥
মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্।
গীত-তাণ্ডব-বাদিত্র-গোষ্ঠীভির্মদ্‌গৃহোৎসবঃ॥
যাত্রা-বলিবিধানঞ্চ সর্ব্ববার্ষিকপর্ব্বসু।
বৈদিকী তান্ত্রিকী দীক্ষা মদীয় ব্রতধারণম্॥
মমার্চ্চাস্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।
উদ্যানোপবনাক্রীড়-পুরমন্দিরকর্ম্মণি॥
সম্মার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া॥
অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্ত্তনম্।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্॥
যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥"

—ভাঃ ১১।১১।৩৪-৪১

অর্থাৎ "হে উদ্ধব, মদীয় প্রতিমাদি চিহ্ন ও মদীয় ভক্তগণের দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি, প্রণাম (প্রহ্ব), গুণ-কর্ম্ম-কীর্ত্তন, মদীয় কথা-শ্রবণে অনুরাগ, নিরন্তর মদীয় ধ্যান, সর্ব্বলাভসমর্পণ, দাসত্বস্বীকার, আত্মনিবেদন, মদীয় জন্মচরিতকীর্ত্তন, মদীয় পর্ব্বসমূহের অনুমোদন, গীত-বাদ্য-নৃত্য ও ইষ্টগোষ্ঠী সহকারে মদীয় মন্দিরে উৎসব, সর্ব্বপ্রকার বার্ষিক পর্ব্বদিবসসমূহে উৎসব, উপহার সমর্পণ, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা, মদীয় ব্রতপালন, মদীয় বিগ্রহস্থাপনে অনুরাগ, উদ্যান-উপবন-বিহার-পুরমন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণবিষয়ে একাকী অথবা মিলিত ভাবে চেষ্টা এবং অকপটভাবে ভৃত্যের ন্যায় সম্মার্জ্জন, লেপন, জলসেচন ও (সর্ব্বতোভদ্রাদি) মণ্ডল রচনাদ্বারা আমার গৃহসেবা করিবে। মান ও দম্ভ পরিত্যাগ করিবে। কখনও আচরিত বিষয়ের কীর্ত্তন করিবে

না। অন্যের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু আমাকে প্রদান করিবে না। আমার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত প্রদীপের আলোক-দ্বারা অন্য কোন কার্য্য করিবে না। যে সকল বস্তু লোকের অভীষ্ট এবং যাহা নিজের অতি প্রিয়, তাহা আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবে। তাহা হইলে উক্ত-দান অক্ষয়রূপে কল্পিত হইয়া থাকে।"

শ্রীভগবান্‌কে যিনি সত্য সত্য ভালবাসেন, তাঁহাতে ঐ সকল গুণ বা সেবাচেষ্টা আপনা হইতেই লক্ষিত হইয়া থাকে। ভক্তের শ্রীভগবানের নামরূপগুণলীলা-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ভক্ত্যঙ্গ সর্ব্বক্ষণই স্বাভাবিকভাবে যাজিত হয়। অনন্ত সাধন-ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে শ্রীভগবানের শীঘ্র শীঘ্র কৃপালাভের একমাত্র সহজ উপায় তাঁহার ভক্তানুরক্তি। ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবানের ভক্তকে ভালবাসিতে পারিলে, ভক্তের একবিন্দু কৃপা-কটাক্ষ লাভের সৌভাগ্য উদিত হইলে শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তকৃপালব্ধ সাধক সজ্জনপ্রতি অতি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার অতিগোপ্য প্রেমসম্পদের উত্তরাধিকারী করেন। এইজন্যই 'মহতের কৃপা বিনা ভক্তি নাহি হয়'—এই মহাবাক্য ঢক্কাবাদ্যের ন্যায় বিঘোষিত হইয়া থাকে। "ভক্তপদধূলি, আর ভক্ত-পদজল। ভক্তভুক্তশেষ—এই তিন সাধনের বল॥ এই তিন সাধন হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"—চৈঃ চঃ অ ১৬।৬০-৬১

শুদ্ধভক্ত-সঙ্গ উপেক্ষা করিয়া সাধনভজনচেষ্টা—সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যায়। "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥" 'মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ সংসার নহে ক্ষয়॥" —চৈঃ চঃ ম ২২।৪৯, ৫১। "সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥" —ঐ ৫৪

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও লিখিয়াছেন—

মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥

—চৈঃ ভাঃ অ ৬।৭৮

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩।৭৬) কথিত হইয়াছে—

অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥

—ঐ অ ৬।৭৯

অর্থাৎ "যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, তাহারা দাম্ভিক, কখনই বিষ্ণুর কৃপার পাত্র নহে।"

উক্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য ২১।৮১-৮২) আরও কথিত হইয়াছে—

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ চারি মূর্ত্তিতে প্রপঞ্চে স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন। যদিও এই চারিমূর্ত্তি সহসা দর্শন করিলে ভগবান্ বলিয়া জানা যায় না, তথাপি এই চারিটি ভগবৎসম্বন্ধিবস্তু ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ-রূপে পূজিত হন। বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ—এই চারিটিই কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ-চতুষ্টয়॥৮১॥"

"বহির্বিচারে শ্রীঅর্চ্চাবিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজ্যবুদ্ধি করিতে হয়। তাদৃশ প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করিয়াও শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব—ইঁহারা জগতের ভোগ্যবস্তুবিচারে পরিদৃষ্ট হইলেও ইঁহারা ভোক্তৃভাব-সম্পন্ন অভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব ও প্রভুতত্ত্ব এবং চিন্ময় জ্ঞান-প্রদাতা—বেদশাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন॥৮২॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খেতুরীতে মহোৎসবের পূর্ব্বে শ্রীগৌড়মণ্ডল ও ক্ষেত্রমণ্ডল পরিক্রমা করতঃ বিভিন্ন স্থান দর্শন এবং গৌরপার্ষদগণের কৃপালাভ করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্তঠাকুরের শ্রীপাট, খড়দহে শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দশক্তি বসুধা-জাহ্নবাদেবীর, খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুর, নৃসিংহপুরে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর, শ্রীখণ্ডে নরহরিসরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রীপাট, একচক্রাধামে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবস্থল এবং নীলাচলে গোপীনাথ আচার্য্যের স্থান, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, গদাধর পণ্ডিতের স্থান, জগন্নাথমন্দির, গুণ্ডিচা মন্দির, জগন্নাথবল্লভ উদ্যান, নরেন্দ্র সরোবর প্রভৃতি দর্শন করিয়াছিলেন। খেতুরীতে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে তদানীন্তন গৌরপার্ষদগণ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। নৃসিংহপুর হইতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবাদেবীর সঙ্গে শ্রীপরমেশ্বরী দাস, কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আচার্য্য, রঘুপতি বৈদ্য, মীনকেতন রামদাস, মুরারি চৈতন্যদাস, জ্ঞানদাস, মহীধর, শ্রীশঙ্কর, কমলাকর পিপ্পলাই, গৌরাঙ্গদাস, নকড়ি, কৃষ্ণদাস, দামোদর, বলরামদাস, শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ; শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর সহ ভক্তগণ ; নবদ্বীপ হইতে শ্রীপতি, শ্রীনিধি প্রভৃতি ভক্তগণ ; শান্তিপুর হইতে অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, শ্রীগোপাল মিশ্র প্রভৃতি ; অম্বিকা কালনা হইতে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ খেতুরী উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর উপস্থিতিতে ও পৌরোহিত্যে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। গণসহ শ্রীমন্মহাপ্রভু খেতুরীতে নরোত্তম ঠাকুরের সংকীর্ত্তন মহোৎসবে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

"কহিতে কি সংকীর্ত্তন সুখের ঘটায়।
গণসহ অবতীর্ণ হইলা গৌররায় ॥
মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের পুঞ্জ যৈছে।
সঙ্কীর্ত্তন মেঘে প্রভু প্রকটয়ে তৈছে ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১০।৫৭১-৫৭২

"কিবানন্দে বিহ্বল অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কিবা ভক্তমণ্ডলী-মধ্যেতে গৌরচন্দ্র ॥
প্রকাশিলা প্রভু কিবা অদ্ভুত করুণা।
কিবা এ বিলাস ! ইহা বুঝে কোন জনা ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কিবা অনুগ্রহ।
দুঁহ অভিলাষ পূর্ণ কৈলা গণসহ ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১০।৬০৫-৬০৭

খেতুরী মহোৎসবের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের যশ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইলেন।

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (ঘনশ্যাম) বিরচিত 'নরোত্তম বিলাসে' নরোত্তম ঠাকুরের চরিত্র বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পাঠে নরোত্তম ঠাকুরের অলৌকিক মহিমাবলি জ্ঞাত হওয়া যায়।

গোপালপুর গ্রামে শ্রীবিপ্রদাস ব্রাহ্মণের গৃহে ধানের গোলায় এক ভয়ঙ্কর সর্প ছিল। তাহার ভয়ে কেহ সেখানে যাইত না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর সেই গৃহে শুভবিজয় করিলে সর্প অন্তর্ধান করে এবং সেই গোলা হইতে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ প্রকটিত হইয়া নরোত্তম ঠাকুরের কোলে উঠেন।

"গোলা হৈতে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরসুন্দর।
ক্রোড়ে আইলা হৈল সর্ব্বনয়ন গোচর ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১০।২০২

সকলে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বর্ত্তমানে উক্ত বিগ্রহ গম্ভীলাতে আছেন।

কোনও এক স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণ অধ্যাপক নরোত্তম ঠাকুরকে শূদ্রবুদ্ধি করিয়া নিন্দা করায় গলিত কুষ্ঠব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। পরে ভগবতীদেবীর দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া নরোত্তম ঠাকুরের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত হয়।

ব্রাহ্মণ শ্রীশিবানন্দ আচার্য্যের পুত্রদ্বয় হরিরাম আচার্য্য ও রামকৃষ্ণ আচার্য্য পিতার আদেশে ছাগ মহিষ লইয়া যাইতেছিলেন দেবীর উদ্দেশ্যে বলি দিবেন বলিয়া। পথিমধ্যে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের অপূর্ব্ব দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রাজস ও তামস পূজা ও হিংসার পরিণাম অশুভ বুঝাইয়া তাহা পরিত্যাগ করতঃ নিষ্কামভাবে ভগবদ্‌ভজনের উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা ছাগ মহিষ ছাড়িয়া দিয়া পদ্মাবতীতে স্নান করতঃ শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবায় ব্রতী হইলেন। তাহাতে তাঁহাদের পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া মিথিলার স্মার্ত্ত পণ্ডিত মুরারিকে আনিলেন বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য। কিন্তু হরিরাম ও রামকৃষ্ণ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যদ্বয় গুরুকৃপাবলে স্মার্ত্ত পণ্ডিতের সমস্ত বিচার শাস্ত্রযুক্তিমূলে খণ্ডন করিয়া দিলেন। শিবানন্দ আচার্য্য পরাভূত হইয়া দেবীর নিকট রাত্রিতে নিজ দুঃখ নিবেদন করিলে দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে শাসন করতঃ বৈষ্ণবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে নিষেধ করিলেন।

ক্রমশঃ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজগন্নাথ আচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইতে লাগিলে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া রাজা নরসিংহের কাছে এই বলিয়া নালিশ করিলেন নরোত্তম শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণগণকে শিষ্য করিতেছে, সে যাদুদ্বারা সকলকে মোহন করিতেছে, তাহাকে উক্ত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা উচিত। রাজা নরসিংহের সহিত পরামর্শান্তে স্থির হইল মহাদিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপনারায়ণের দ্বারা নরোত্তম ঠাকুরকে পরাভূত করা হইবে। রাজা স্বয়ং দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতকে লইয়া খেতুরী ধামের দিকে যাত্রা করিলেন। ঐরূপ দুষ্ট অভিপ্রায়ের কথা জানিয়া শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহারা শুনিতে পাইলেন রাজা দিগ্‌বিজয়ীপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ সহ কুমারপুর বাজারে একদিন বিশ্রাম করিয়া খেতুরীতে যাইবেন। ইহা শুনিয়া দুইজনে কুমারপুর বাজারে কুম্ভকারের ও পান সুপারির দুইটী দোকান খুলিয়া বসিলেন। স্মার্ত্ত পণ্ডিতের ছাত্রগণ কুম্ভকারের ও পানসুপারির দোকানে আসিলে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী তাহাদের সহিত সংস্কৃতে কথা বলিতে লাগিলেন। দোকানদারের এইরূপ পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহারা তর্ক আরম্ভ করিলে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যদ্বয় তাহাদের সমস্ত স্মার্ত্ত বিচার খণ্ডন করিয়া দিলেন। ঐরূপ অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনিয়া রাজা পণ্ডিতসহ তথায় আসিয়া শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইলে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী তাহাদের সমস্ত বিচারকে খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। রাজা ও পণ্ডিত সামান্য দোকানদারের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। রাজা যখন জানিতে পারিলেন ঐ দুই দোকানদার নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য, তখন রাজা পণ্ডিতকে বলিলেন যাহার সামান্য শিষ্যের নিকটই আপনারা পরাস্ত হইলেন, তাহাদের গুরুর নিকট যাইয়া কি হইবে? পরে অ শ্য রাজা নারসিংহ ও শ্রীরূপনারায়ণ দেবীর দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া নরোত্তম ঠাকুরের নিকট তাহাদের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণের ভক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে রাজধানী খেতুরী হইতে একক্রোশ দূরে 'ভজনটুলিতে' ঠাকুর মহাশয়ের আশ্রম ছিল। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কীর্ত্তনের দ্বারাই প্রচার করিয়াছিলেন। ঠাকুর মহাশয় 'গরানহাটী' নামে কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব সুর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' ভক্তগণের প্রাণস্বরূপ। ভক্তগণের এক এক অবস্থায় হৃদয়ের এক এক প্রকার ভাবানুরূপ কীর্ত্তন তাহাতে বিদ্যমান—যাহা ভক্তের মর্ম্মস্পর্শী। নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ভক্তগণের এত প্রিয় যে উহা কত সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে তাহা আজও অবিদিত। সুদূর মণিপুর রাজ্যে আজও নরোত্তম ঠাকুরের অদ্ভুত প্রভাব লক্ষিত হয়। তথায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার এই মহাপুরুষের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে হইয়াছে ইহা সর্ব্বজনস্বীকৃত। নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলী কীর্ত্তন মণিপুরের ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত হইতেছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের চিরসঙ্গী অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন। প্রথমে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের, পরে শ্রীনিবাস

আচার্য্যের অপ্রকট সংবাদে নরোত্তম ঠাকুর বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যে ভাবে গান করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়।

'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন ?
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন ?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ ?
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ?
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাশ।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস ॥'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গৌরনিজজন রূপানুগবর ছিলেন তাহাও তাঁহার রূপগোস্বামীর পাদপদ্মে অনন্য নিষ্ঠাসূচক কীর্ত্তন হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

"শ্রীরূপমঞ্জরীপদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্রজপ,
সেই মোর ধরম করম ॥
অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এই দুই নয়নে।
সে রূপ মাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয়শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥
তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু ! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর কার্ত্তিকী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে তিরোধান লীলা করেন।

শ্রীশ্রীনরোত্তম-প্রভোরষ্টকম্

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর কৃত)

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষিবক্ত্র
চন্দ্র-প্রভাধ্বস্ততমোভরায়।
গৌরাঙ্গদেবানুচরায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥ ১ ॥

'শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষণকারী যাঁহার শ্রীমুখচন্দ্রের প্রভায় জীবের অজ্ঞানতিমিররাশি সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবানুচর শ্রীশ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।'

সংকীর্ত্তনানন্দজমন্দহাস্য
দন্তদ্যুতিদ্যোতিতদিঙ্মুখায়।
স্বেদাশ্রুধারাস্নপিতায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥ ২ ॥

'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনানন্দজনিত মৃদু হাস্যকালে যাঁহার দন্তকান্তিচ্ছটায় দিগ্‌বধূর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয় এবং তৎকালে প্রেমবিকারস্বরূপ ঘর্ম্মাশ্রুধারায় যিনি স্নাত হইয়া থাকেন, সেই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।'

মৃদঙ্গনাদশ্রুতিমাত্রচঞ্চৎ-
পদাম্বুজামন্দমনোহরায়।
সদ্যঃ সমুদ্যৎপুলকায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥ ৩ ॥

'মধুর মৃদঙ্গবাদ্যধ্বনি শ্রবণমাত্র যাঁহার চঞ্চল চরণকমল সজ্জনগণের মনঃ হরণ করিয়া থাকে এবং সদাই (তৎক্ষণাৎ) যাঁহার শ্রীঅঙ্গে পুলকোদ্গম হয়, সেই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।'

গন্ধর্ব্বগর্ব্বক্ষপণস্বলাস্য-
বিস্মাপিতাশেষকৃতিব্রজায়।
স্বসৃষ্টগানপ্রথিতায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥ ৪ ॥

'গন্ধর্ব্বগণের গর্ব্বখর্ব্বকারী নিজনর্ত্তনবিলাসদ্বারা যিনি পরম কুশলিগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করেন এবং যিনি স্বরচিত গীতাবলী-দ্বারা সর্ব্বত্র প্রথিতযশাঃ

হইয়াছেন, সেই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।'

আনন্দমূর্চ্ছাবনিপাত-ভাত-
ধূলীভরালঙ্কৃত-বিগ্রহায়।
যদ্দর্শনং ভাগ্যভরেণ তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥ ৫ ॥

'প্রেমানন্দাতিশয্যে মূর্চ্ছাকালে ভূপতিত হইলে ধূলিপটলে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সুভূষিত হয় এবং অশেষ ভাগ্যফলেই যাঁহার দর্শন মিলিয়া থাকে, সেই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।'

স্থলে স্থলে যস্য কৃপা-প্রপাভিঃ
কৃষ্ণান্যতৃষ্ণা জনসংহতীনাম্।
নির্ম্মূলিতা এব ভবন্তি তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥ ৬ ॥

'স্থানে স্থানে যাঁহার কৃপারূপ জলসত্র সংস্থাপিত হওয়ায় জনসমূহের কৃষ্ণেতর বিষয়-পিপাসা সমূলে উৎপাটিত হইতেছে, সেই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।'

যদ্ভক্তিনিষ্ঠোপলরেখিকেব
স্পর্শঃ পুনঃ স্পর্শমণীব যস্য।
প্রামাণ্যমেবং শ্রুতিবদ্ যদীয়ং
তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥ ৭ ॥

'যাঁহার ভক্তিনিষ্ঠা পাষাণের উপর অঙ্কিত রেখার ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়া, যাঁহার শ্রীঅঙ্গস্পর্শ স্পর্শমণির স্পর্শের ন্যায় সর্ব্ববাঞ্ছিত সুফলপ্রদ এবং যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্যসমূহ বেদবাক্যতুল্য প্রামাণ্য, সেই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।'

মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ
বৈরাগ্য-সারস্তনুমান্ নৃলোকে।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব
তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥৮॥

'যদ্দর্শনে পরবিদ্যাবিশারদ ভাগ্যবান মনীষিগণ সর্ব্বদাই মনে মনে চিন্তা করিয়া থাকেন—ইনি কি এই নরলোকে মূর্ত্তিমতী ভক্তি অথবা বৈরাগ্যসার বিগ্রহস্বরূপ, সেই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।'

শ্রীনৃসিংহাবতার

দশাবতারের মধ্যে চতুর্থ শ্রীনৃসিংহাবতার। অসংখ্য লীলাবতারের মধ্যে ২৫ মূর্ত্তি মুখ্য—পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় মৎস্যাবতার প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ২৫ মূর্ত্তির মধ্যে শ্রীনৃসিংহদেব চতুর্দ্দশাবতার। শ্রীকৃষ্ণের তদেকাত্মরূপের বৈভববিলাসস্বরূপ শ্রীনৃসিংহদেব। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের প্রত্যেকের দুইটী করিয়া বিলাসমূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে প্রদ্যুম্নের বিলাস—শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীজনার্দ্দন। এতদ্ব্যতীত এইরূপ বর্ণন আছে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহান্তর্গত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব বিলাস। এই প্রাভববিলাস চতুষ্টয়ের বিলাস মূর্ত্তি ২০টী—অস্ত্রভেদে তাঁহাদের পরিচিতির অন্যতম লক্ষণ। শ্রীনৃসিংহস্বরূপ—চক্র-পদ্ম-গদা-শঙ্খধর।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধ হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গটী সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ—

সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার—চতুঃসনের অভিশাপে বৈকুণ্ঠের দ্বারপালদ্বয় জয় ও বিজয় শ্রীকশ্যপ ঋষির ঔরসে এবং দিতির গর্ভে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। দিতির যমজ-পুত্রের মধ্যে হিরণ্যকশিপু শ্রেষ্ঠ। হিরণ্যকশিপু তাঁহার ভ্রাতার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। ভগবান্ হরি দেবতাগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া বরাহমূর্ত্তিতে হিরণ্যাক্ষকে বধ করিলে হিরণ্যকশিপু প্রতিশোধ গ্রহণ-স্পৃহামূলে বিষ্ণুকে নিজের শত্রু মনে করিয়া বিদ্বেষ আচরণ করিতে লাগিলেন। হিরণ্যকশিপু যজ্ঞ নষ্ট ও ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করার জন্য দানবগণকে উত্তেজিত

করিলেন। ত্রিলোকে প্রতিদ্বন্দ্বীরহিত হইয়া একাধিপত্য স্থাপনের জন্য তিনি শতবৎসরব্যাপী কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। ব্রহ্মা তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন প্রদান করিলে তিনি তাঁহার নিকট অমর বর চাহিলেন। ব্রহ্মা অমর বর দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলে হিরণ্যকশিপু প্রকারান্তরে সর্ত্তাধীন অমর বর লইলেন—অর্থাৎ তাহাকে দিবসে কিংবা রাত্রিতে ঘরের ভিতরে কিংবা বাহিরে, আকাশে অথবা মাটীতে কোনও অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা কেহ এবং ব্রহ্মার কোনও সৃষ্ট প্রাণী মারিতে পারিবে না। ব্রহ্মার বরে হিরণ্যকশিপু মহাপরাক্রমশালী হইয়া লোকপালগণকে নিজ বশে আনিয়া ত্রিলোকের একছত্র নায়করূপে মহেন্দ্রভবনে যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেবতাগণ শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলে শ্রীহরি তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন হিরণ্যকশিপু যখন তাঁহার ভক্তপুত্র প্রহলাদের বিদ্বেষ আচরণ করিবে তখনই তাহার নাশ হইবে।

হিরণ্যকশিপুর চারিটী পুত্রের (প্রহলাদ, অনুহলাদ, সংহলাদ, আহলাদ) মধ্যে প্রহলাদ গুণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তামগ্ন প্রশান্ত প্রহলাদের চিত্তে জগৎ কৃষ্ণেতর প্রতীতিময়রূপে প্রতিভাত হয় নাই।

গুরুগৃহে যাইয়া শিক্ষা লাভের তৎকালীন প্রথানুযায়ী হিরণ্যকশিপু নীতিজ্ঞ প্রহলাদকে অসুরকুলের গুরু শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয় ষণ্ড-অমর্কের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ষণ্ড ও অমর্ক রাজপ্রাসাদের নিকটেই অবস্থান করিতেন। তাঁহারা অন্যান্য অসুরবালকগণের সহিত প্রহলাদকেও রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রহলাদ গুরুদেবের প্রদত্ত শিক্ষা শ্রবণ করিয়া যথোচিত উত্তর দিলেও মনে মনে উক্ত শিক্ষাকে ভাল মনে করেন নাই। ইহা আমার দেশ—উহা অপরের দেশ, ইহা আমার গোষ্ঠী—উহা অপরের গোষ্ঠী—এইপ্রকার স্ব-পর-ভেদবুদ্ধিকে ভিত্তি করিয়াই রাজনীতি হয়, তদ্ব্যতীত হয় না, এইহেতু উহা আসুর-নীতি। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় মহাজ্ঞানী প্রহলাদ গুরুদেবের শিক্ষাকে সমীচীন মনে না করিলেও তাঁহাদের প্রতি অশালীন বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করেন নাই, তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদান করিয়াছেন। পিতা-মাতা, অধ্যাপক, জ্যেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ—বয়স্ক ব্যক্তি, অভিভাবক সকলকেই যাঁহার যে মর্য্যাদা প্রাপ্য তাহা প্রদান করিলে মর্য্যাদা প্রদানকারীরই কল্যাণ হয় এবং সামাজিক ব্যবস্থায় সুশৃঙ্খলতা রক্ষিত হয়। জ্যেষ্ঠের ও শ্রেষ্ঠের অমর্য্যাদা ও আত্মম্ভরিতা হইতে সর্ব্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা আসিবে। প্রহলাদের চরিত্র অপূর্ব্ব। তাঁহার প্রতিটী আচরণ অনুসরণীয়।

ষণ্ড-অমর্ক গুরুদ্বয় যখন দেখিলেন প্রহলাদ উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতেছে, প্রহলাদের শিক্ষা-বিষয়ে উন্নতি দেখিয়া মহারাজ হিরণ্যকশিপু প্রসন্ন হইবেন, তখন তাহাকে পিতৃগৃহে প্রেরণ করিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে গুরুগৃহ হইতে সমাগত দেখিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন এবং আদরপূর্ব্বক কহিলেন,—'বৎস প্রহলাদ, তুমি যাহা সাধু মনে কর তাহা আমাকে বল।' হিরণ্যকশিপুর অভিপ্রায় গুরুগৃহে প্রহলাদ যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, যাহা তাহার স্মরণ আছে এবং পিতার অগ্রে সহজে বলিতে পারিবে এইরূপ কিছু ভাল কথা বলুক। প্রহলাদ পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেও রাজদরবারে সকলের সম্মুখে প্রশ্ন করায় যাহা সত্যই সাধু তাহাই তিনি বলিবেন এইরূপ স্থির করিয়া উত্তর করিলেন—'হে অসুরসম্রাট! নাশবান্ বস্তু গ্রহণ হেতু যে দেহধারী জীবগণের বুদ্ধি সর্ব্বদা উদ্বেগযুক্ত তাঁহাদের পক্ষে আত্মার পতনের স্থান অন্ধকূপ*সদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করতঃ বনে† যাইয়া হরিচরণাশ্রয় করাটাকেই আমি সাধু মনে করি,—অর্থাৎ হরিভজন করাই সাধুতা।'

পুত্রের নিকট 'বিষ্ণুর আরাধনা করা ভাল' শুনিয়া

*অন্ধকূপ—জলশূন্য কূপকে অন্ধকূপ বলে। যে কূপে জল নাই, তাহাতে কোনও মানুষ যায় না, প্রাণী কূপে পতিত হইলে তাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে না। তদ্রূপ যে গৃহে সাধুগণের সমাদর নাই, সৎসমাগম বর্জ্জিত গৃহে বিষয়ভোগরত ব্যক্তির উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। আত্মার পতনের স্থান অন্ধকূপ সদৃশ গৃহ পরিত্যজ্য।

† বনে—"বনন্ত সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামস দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্ত নির্গুণম্॥" —ভাগবত ১১।২৫।২৫

হিরণ্যকশিপু হাস্য করিয়া ভাবিলেন—'বালকদের বুদ্ধি এইভাবেই অপরের বুদ্ধির দ্বারা বিকৃত হয়।' তিনি অসুরগণকে কড়া আদেশ করিলেন গুরুগৃহে প্রহ্লাদকে সাবধানে রাখিতে, যাহাতে ছদ্মবেশেও কোনও বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহার বুদ্ধির বিপর্য্যয় সাধন না করে। ষণ্ড-অমর্ক অসুরগণের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দেন নাই, নিশ্চয়ই কোনও বৈষ্ণবের নিকট শুনিয়া প্রহ্লাদ ঐরূপ বলিয়া থাকিবে। কৌশলে উক্ত বৈষ্ণবের নাম জানিয়া মহারাজের নিকট পৌঁছাইয়া দিলে মহারাজের আর সন্দেহ থাকিবে না। এই অভিপ্রায়ে ষণ্ড-অমর্ক প্রহ্লাদকে অতি স্নেহসূচক বাক্যে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'হে অসুরকুলের আনন্দবর্দ্ধক ! আমরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার মঙ্গল হউক। গুরুর নিকট মিথ্যাকথা বলিতে নাই, সত্যকথা বলিবে। আমরা তোমাকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দেই নাই। অন্য অসুরবালকগণের সহিত তোমাকে একইসঙ্গে শিক্ষা দিয়াছি, তাহাদের বুদ্ধি খারাপ হয় নাই, তোমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় কেন হইল ? তুমি নিজে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ঐরূপ বলিয়াছ অথবা অন্য কেহ তোমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছে ?' প্রহ্লাদ গুরুদেবের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় বুঝিয়া যে ভগবানের মায়ায় মোহিত হইলে জীবের মধ্যে স্ব-পর ভেদবুদ্ধি হয় সেই মায়াধীশ ভগবানকে প্রথমে প্রণাম করিয়া বলিলেন—'লোহা যেমন স্বাভাবিকভাবে চুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আমার চিত্ত চক্রপাণি শ্রীহরির পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীহরিই আমার বুদ্ধির বিপর্য্যয় সাধন করিয়াছেন।' প্রহ্লাদের উক্তি ষণ্ড-অমর্কের মনোমত না হওয়ায় তাঁহাদের ক্রোধ হইল। গুরুদ্বয় প্রহ্লাদকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—'রে কুলাঙ্গার ! রে অসুরকুলের অযশস্কর ! তুই দৈত্যরূপ চন্দনবংশে কণ্টকবৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস। বিষ্ণু তোকে অবলম্বন করিয়া কুঠাররূপে দৈত্যরূপ চন্দন বনকে ধ্বংস করিবে। তুই মতিভ্রষ্ট হইয়াছিস। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড রাজনীতির এই চারিটী পন্থার মধ্যে শেষোক্ত পন্থায় তোকে দণ্ড না দিলে তোর বিবেক হইবে না। এই কে আছিস, শীঘ্র বেত আন।' এই প্রকারে প্রহ্লাদকে তিরস্কার করিয়া ও ভয় দেখাইয়া ষণ্ড-অমর্ক পুনঃ তাহাকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম প্রতিপাদক শাস্ত্র পড়াইতে ও রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে গুরুদেব যখন বুঝিলেন প্রহ্লাদ সাম-দানাদি রাজনীতিচতুষ্টয় উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছে, যে কোনও প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিতেছে তখন স্বয়ং তাহাকে মহারাজের নিকট লইয়া যাইবেন এইরূপ বিচার করিয়া প্রহ্লাদকে প্রথমে তাঁহার জননীর নিকট আনিলেন। প্রহ্লাদের জননী প্রহ্লাদকে স্নানাদি করাইয়া অলঙ্কারাদির দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া দিলে তাহাকে লইয়া গুরুদেব মহারাজ হিরণ্যকশিপুর নিকট রাজ-দরবারে আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রহ্লাদ পিতাকে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিলে হিরণ্যকশিপু পুত্র-স্নেহে আপ্লুত হইয়া প্রহ্লাদকে কোলে উঠাইয়া আলিঙ্গন, শিরশ্চুম্বনের পর আনন্দাশ্রুজলে সিক্ত করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর হিরণ্যকশিপু প্রসন্নবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস প্রহ্লাদ, এতকাল যাবৎ গুরুর* নিকট হইতে তুমি যে শিক্ষা লাভ করিয়াছ তাহা হইতে কিছু উত্তম কথা বল।'

এখানে হিরণ্যকশিপুর অভিপ্রায় ষণ্ড-অমর্কের নিকট যে শিক্ষা এতদিন লাভ করিয়াছে তাহা হইতে উত্তম কথা কিছু বলুক। কিন্তু প্রহ্লাদ চিন্তা করিলেন পিতার অভিপ্রায় অনুসারে উত্তর দিলে দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিগণ উহাই গুরুর শিক্ষা বলিয়া মনে করিবেন। ষণ্ড-অমর্ক কুলগুরু হইলেও সদ্‌গুরু নহেন, কারণ গুরুর দুইটী লক্ষণের মধ্যে তাঁহাদের শ্রোত্রিয়ত্ব স্বীকৃত হইলেও ব্রহ্মনিষ্ঠা নাই। তাঁহারা বিষয়নিষ্ঠ। সতরাং তাঁহাদের শিক্ষা গুরুর শিক্ষা নহে। শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ লক্ষণযুক্ত সদ্‌গুরু নারদগোস্বামীর নিকট তিনি যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা হইতে সার কথা কিছু বলিবেন এইরূপ বিচার করিয়া উত্তর

* গুরুর লক্ষণ—তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥ ১ ॥
— মুণ্ডক ১।২।১২

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥
—ভাগবত ১১।৩।২১

করিলেন—'বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া বিষ্ণুর সাক্ষাৎ প্রীতির জন্য বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং তাঁহাতে আত্মনিবেদন-রূপ নবধা ভক্ত্যঙ্গ সাধনই উত্তমা বিদ্যা।'

প্রহলাদের নিকট পুনরায় বিষ্ণুভজনের কথা শুনিয়া গুরুপুত্রই শিক্ষা দিয়াছেন নিশ্চয় করিয়া হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া গুরুপুত্রকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করতঃ বলিলেন—'রে ব্রাহ্মণাধম, দুর্মতে! আমাকে অবজ্ঞা করিয়া শত্রুগণের পক্ষাবলম্বন করতঃ তুমি পুত্র প্রহলাদকে কি অসার বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দিয়াছ, ইহা তুমি কি করিলে? পাপী ব্যক্তি পাপ গোপনে করে, কিন্তু ব্যাধির দ্বারা যেমন তাহার পাপ ধরা পড়ে, তদ্রূপ ছল অসাধু ব্যক্তি মিত্রবেশে থাকিলেও কার্য্যের দ্বারা তাহার স্বরূপ ধরা পড়ে।' গুরুপুত্র তদুত্তরে কহিলেন—'হে মহারাজ, আপনি ইন্দ্রবিজয়ী, লোকপালগণ আপনাকে ভয় পান। আমি দীন ব্রাহ্মণ হইয়া আপনার বিরুদ্ধাচরণ কি প্রকারে করিতে পারি? আমি প্রহলাদকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দেই নাই, অপর কেহ তাহাকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দেন নাই। প্রহলাদের বিষ্ণুভক্তি স্বাভাবিক। সুতরাং আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন।" সত্যযুগে মিথ্যা কথা বলার প্রচলন ছিল না। এজন্য হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্রের কথার যাথার্থ্য বিশ্বাস করিয়া প্রহলাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'রে অভদ্র! রে কুলনাশক! যদি গুরু তোকে শিক্ষা না দিয়া থাকে তোর কৃষ্ণে মতি কি প্রকারে হইল?' প্রহলাদ তদুত্তরে বলিলেন—'নিষ্কিঞ্চন মহৎ—মহাভাগবতের কৃপা ব্যতীত গৃহব্রত নিজচেষ্টায় বা অপর গৃহব্রতগণের সহায়তায় অথবা যৌথ-প্রচেষ্টায় কৃষ্ণে মতি লাভ করিতে পারে না।' অর্থাৎ প্রহলাদের নিজের প্রচেষ্টায়, গুরুপুত্রের সহায়তায় অথবা উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হয় নাই. নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত কৃষ্ণভক্ত নারদের কৃপাতেই তাঁহার কৃষ্ণে মতি হইয়াছে। হিরণ্যকশিপু প্রহলাদের ঐ প্রকার অবাঞ্ছিত উক্তি শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে সিংহাসন হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন যাহাতে পাঁচ বৎসরের শিশুর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। কিন্তু ভগবান্ রক্ষা করায় শিশুর মৃত্যু হয় নাই। প্রহলাদ ধীর স্থির প্রশান্ত চিত্তে বসিয়া আছেন, পিতার বিরুদ্ধে একটা অঙ্গুলিও উঠান নাই বা কোনও রূঢ় বাক্যও প্রয়োগ করেন নাই। হিরণ্যকশিপু পুত্র'ক সংহার করিবার জন্য অসুরগণকে আদেশ করিলেন। অসুরগণ প্রথমে মহারাজের পুত্রকে আঘাত করিতে অনিচ্ছুক হইলেও হিরণ্যকশিপু বহু প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করতঃ হত্যা করিবার জন্য বারংবার প্ররোচিত করিলে তাহারা শূলদ্বারা প্রহলাদের সর্ব্ব মর্ম্মস্থানে আঘাত করিল। অনির্দ্দেশ্য অখিলাত্মা পরমেশ্বরে প্রহলাদের মন সংযুক্ত থাকায় তাঁহার উপর অসুরগণের প্রয়াস নিষ্ফল হইল। হিরণ্যকশিপু তাহাতে আরও শঙ্কিত হইয়া প্রহলাদকে দিগ্‌হস্তী, মহাসর্প, অভিচার, পর্ব্বত হইতে পতন, মায়াগর্ত্তে নিরোধ, বিষ-প্রয়োগ, উপবাস, হিম, বায়ু, অগ্নি, প্রস্তর নিক্ষেপ ইত্যাদি বহুপ্রকারে নির্ব্বন্ধ করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলে দীর্ঘ চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। এই বালকের শক্তি পরিমাপ করা যায় না, কিছুতেই ইহার ভয় হইল না, এ নিশ্চয়ই অমর, ইহার সহিত বিরোধ হইতে তাহার মৃত্যু হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে এইরূপ চিন্তার দ্বারা হিরণ্যকশিপু বিষণ্ণ হইয়া অধোমুখে অবস্থান করিলে ষণ্ড-অমর্ক পুনরায় মহারাজকে প্রবোধ দিয়া বুঝাইলেন—তিনি একাকী ত্রিলোক জয় করিয়াছেন, লোকপালগণ তাঁহার ভয়ে ভীত, সুতরাং তাঁহার চিন্তার কোনও কারণ নাই, বালকের ব্যবহারে দোষ গুণ দেখিতে নাই। যতদিন না গুরু শুক্রাচার্য্য ফিরিয়া আসেন, ছেলেটী যাহাতে ভয় পাইয়া পলাইয়া না যায়, তজ্জন্য তাহাকে চতুর্দ্দিক জলের বেষ্টনের মধ্যে দ্বীপে রাখিতে তাঁহারা পরামর্শ দিলেন এবং ইহাও বলিলেন বয়স বেশী হইলে আচার্য্যের সেবা ও উপদেশের দ্বারা ইহার বুদ্ধি শুদ্ধ হইবে। হিরণ্যকশিপু গুরুপুত্রদ্বয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন, প্রহলাদকে গৃহস্থ রাজাদিগের ধর্ম্ম, দানবিষয়ে শিক্ষা দিতে বলিলেন।

তদনুসারে ষণ্ড-অমর্ক একটী দ্বীপের মধ্যে প্রহলাদ এবং অন্যান্য অসুরবালকগণকে রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। একদিন গৃহকর্ম্মানুরোধে আচার্য্যগণ গৃহে গেলে সমবয়স্ক বালকগণ খেলার উত্তম সময় মনে করিয়া প্রহলাদকে আহ্বান করিল। মহাজ্ঞানী প্রহলাদ অসুরবালক-

গণকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলে বালকগণ ক্রীড়া-পরিচ্ছদ ছাড়িয়া তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া বসিলেন। প্রহলাদ সমবয়স্ক হইলেও তাঁহার প্রতি বালকগণের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। প্রহলাদ বালকগণকে মনুষ্য জন্মের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলিলেন। মনুষ্যজন্ম দুর্ল্লভ, অথচ অর্থদ অর্থাৎ এইজন্মে পূর্ণ-বস্তু ভগবানকে পাওয়া যায়—যাঁহাকে পাওয়া গেলে আর পাওয়ার কিছু বাকী থাকে না। কিন্তু এই সুযোগ বেশীক্ষণ থাকিবে না, কারণ জীবন ক্ষণস্থায়ী, এইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি কুমারকাল হইতেই ভাগবত-ধর্ম্মের অনুশীলন করিবেন অর্থাৎ ভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ আরাধনা করিবেন। পরে হরিভজন করিব এইরূপ বিচার সমীচীন নহে, কারণ অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, কুটুম্ব ইত্যাদিতে আসক্ত হইয়া পড়িলে হরিভজন করা দুরূহ হইবে। এখন হইতে হরিভজন না করিলে পরে বহুপ্রকার অসুবিধা ও বিঘ্ন আসিয়া হরিভজনে বাধা সৃষ্টি করিবে তাহা বিস্তৃতভাবে প্রহলাদ মহারাজ বিশ্লেষণ করিয়া অসুরবালকগণকে বুঝাইলেন এবং অসুরবালকগণের প্রত্যয়ের জন্য মাতৃগর্ভে থাকাকালে কি ভাবে নারদের দ্বারা কৃষ্ণভজনে উপদিষ্ট হইয়া-ছিলেন তাহাও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। দৈত্য-বালকগণ প্রহলাদের বাক্য শুনিয়া উৎকৃষ্টবোধে তাহা গ্রহণ করিল, গুরুর শিক্ষা গ্রহণ করিল না। প্রহলাদের সঙ্গপ্রভাবে দৈত্যবালকগণ বুদ্ধি বিষ্ণুতে অচলা হইয়াছে দেখিয়া ষণ্ডামর্ক ভীত হইয়া দ্রুত যাইয়া দৈত্যরাজকে উক্ত সংবাদ দিলেন। এই অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া হিরণ্যকশিপু দুঃসহক্রোধে অত্যন্ত বিনীতভাবে অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক উপবিষ্ট প্রহলাদকে কঠোরবাক্যে ভৎর্-সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—রে দুর্বিনীত, রে মন্দবুদ্ধি, তুই আমার শাসনকে লঙ্ঘন কর্‌ছিস্, তোকে আজই যমালয়ে প্রেরণ করিব। যে আমি ক্রুদ্ধ হইলে লোকপালগণ পর্য্যন্ত ভয় পান, তুই কার বলে বলী হইয়া আমাকে ভয় পাইতেছিস না।' প্রহলাদ তদুত্তরে বলিলেন— 'বল একজনেরই পরমেশ্বর শ্রীহরির, তাঁহার বলে সকলেই বলী। বিপথগামী মন ব্যতীত আমাদের অন্য কোনও শত্রু নাই। আপনি 'শত্রুমিত্র' ভেদরূপ আসুরিক বিচার পরিত্যাগ করুন। পূর্ব্ব-কালেও আপনার ন্যায় মূঢ় ব্যক্তি সকল শরীরে অবস্থিত কামাদি ছয়টী রিপুকে জয় না করিয়া পৃথিবী জয় করিয়াছি এইরূপ মিথ্যা অভিমান করিতেন। জিতচিত্ত সাধু কখনও অজ্ঞান-কল্পিত শত্রু দেখেন না।' প্রহলাদের বাক্যে হিরণ্যকশিপু আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—'অরে মন্দবুদ্ধি, তুই আমাকে নিন্দা কর-ছিস, নিজেকে জিতশত্রু বলিয়া আত্মশ্লাঘা করছিস্, তোর নিশ্চয়ই মরবার ইচ্ছা হইয়াছে। রে হতভাগা, আমি ছাড়া জগতে আর কে ঈশ্বর আছেন। যদি থাকেন তিনি কোথায়?' প্রহলাদ—'তিনি সর্ব্বত্র আছেন।' হিরণ্যকশিপু—'তবে স্তম্ভে কেন দেখি না।' প্রহলাদ—'আমি দেখিতেছি ভগবান্ স্তম্ভেও আছেন।' মহাবলবান্ হিরণ্যকশিপু ক্রোধবশে দুর্বাক্যদ্বারা মহা-ভাগবত প্রহলাদকে তিরস্কার করিতে করিতে 'তোর হরি তোকে রক্ষা করুক' বলিয়া খড়্গ হস্তে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া স্তম্ভে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। মুষ্টিপ্রহারে স্তম্ভ বিদীর্ণ হইয়া একটী ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল যেন ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ ফাটিয়া গেল, ব্রহ্মাদি দেবতাগণ উক্ত শব্দ শুনিয়া ভীত হইলেন। হিরণ্যকশিপু ঐ অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ শব্দ কোথা হইতে আসিল লক্ষ্য করিতেছেন, এমন সময় নিজভৃত্য প্রহলাদ ও ব্রহ্মার বাক্যকে সত্য করিবার জন্য অত্যদ্ভুত অমানুষ ও অসিংহ নৃসিংহরূপে ভগবান্ প্রকটিত হইলেন। ভগবান্ অলৌকিকরূপে আবির্ভূত হইলেও হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না, একটী অদ্ভুত প্রাণীরূপে দেখিলেন। প্রেমনেত্র ব্যতীত কামনেত্রে ভগবদ্ দর্শন হয় না।

নৃসিংহের ভয়ঙ্কর রূপ ভাগবতে এইরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—নয়নযুগল ক্রোধযুক্ত উত্তপ্ত স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, জটা ও কেশরযুক্ত রোষ কষায়িত মুখ, বিকট দন্ত, ক্ষুরধারতুল্য জিহ্বা, ভ্রূকুটিযুক্ত বদন, কর্ণযুগল উন্নত, মুখ ও নাসিকাবিবর পর্ব্বতগুহাসদৃশ, হনুদেশ ভীষণ বিদীর্ণ, দেহ আকাশস্পর্শী, গ্রীবা-জানু ও বক্ষ—হ্রস্ব ও স্থূল, উদর—কৃশ, শরীর শুভ্রবর্ণ রোমাবৃত, বাহু ও নখাস্ত্র—শত শত। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৫শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ২৮২ পৃষ্ঠার পর]

ভগবানের অসংখ্য অবতার, তন্মধ্যে মুখ্য ছয় প্রকার— যুগাবতার, লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার, পুরুষাবতার, গুণাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার। এতদ্ব্যতীত ভগবানের বিশেষ কৃপাময় অবতার—অর্চ্চাবতার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শিক্ষাপ্রদানকালে যে চব্বিশ অর্চ্চাবতারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ, প্রয়াগে শ্রীমাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ, মায়াপুরে শ্রীহরি, আনন্দারণ্যে শ্রীবাসুদেব, শ্রীজনার্দ্দন ও শ্রীপদ্মনাভ এবং মথুরাধামে শ্রীকেশবদেব নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিয়া জগজ্জীবের কল্যাণ বিধান করিতেছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পদ্মাকৃতি মথুরাধামের কর্ণিকারে শ্রীকেশবদেব বিরাজিত। সেই পদ্মের পূর্ব্বপত্রে শ্রীবিশ্রান্তিদেব, পশ্চিমপত্রে গোবর্দ্ধননিবাসী শ্রীহরিদেব, উত্তরপত্রে শ্রীগোবিন্দদেব এবং দক্ষিণপত্রে শ্রীবরাহদেব।

'তত্রাপি বৈশিষ্ট্য—শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি।
ক্লেশঘ্ন কেশবদেবের কর্ণিকায় স্থিতি॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৩৯

'ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্ব্বেষাং মুক্তিদায়কম্।
কর্ণিকায়াং স্থিতোদেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ॥
কর্ণিকায়াং মৃতা যে তু তে নরা মুক্তিভাগিনঃ।
পত্রমধ্যে মৃতা যে চ তেষাং মুক্তির্বসুন্ধরে॥'

—আদিবরাহ ১৬৩।১৫

'হে পরমসৌভাগ্যশালিনী বসুন্ধরে! এই পদ্ম অর্থাৎ পদ্মাকৃতি মথুরা সকলের মুক্তিদায়ক। ইহার কর্ণিকায় দুঃখহারী আদি-কেশবদেব অবস্থান করেন। যে সকল লোকের কর্ণিকায় মৃত্যু হয় তাহারা মুক্তিলাভের অধিকারী। আর যাহারা ইহার পত্রমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় আহাদেরও মুক্তি হয়।' 'মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান' এই বাক্যটি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা বিংশ পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়।

প্রাচীন যোগপীঠ বা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে কেশবদেবের প্রাচীন মন্দির বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে উক্ত মন্দিরের বাহ্যদর্শন অন্তর্হিত হইয়াছে, কেবল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও উচ্চভিটা দৃষ্ট হয়। তাহারই সংলগ্নস্থানে বিরাট মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতন জন্মস্থান বা আধুনিক মস্‌জিদের পশ্চিমদিকে অথবা পিছনে সমতল ভূমিতে যে দেবালয়টি পরবর্ত্তিকালে নির্ম্মিত হয় তাহাকে এখন আদিকেশব মন্দির বলে। গর্ভমন্দিরে চতুর্ভুজ কেশবদেব, শ্রীশালগ্রাম, শ্রীগোপালদেব বিরাজিত আছেন। এই বৎসর মন্দিরের অনেক সংস্কার হইয়াছে দেখা গেল এবং আরও অনেক কিছু নির্ম্মিত হইবে এইরূপ মনে হইল।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্থান—'অপ্রাকৃত বিষয়কে প্রাকৃতের ন্যায় বাহ্যবিচারে দর্শন করিতে নাই। অপ্রাকৃতকে কখনও প্রাকৃতবস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীসীতাকে রাবণ কখনও স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দূর হইতে দর্শন করিতেও পারে না। অহিন্দু সম্রাটের অত্যাচারে বা বিধর্ম্মিগণের মস্‌জিদে কৃষ্ণের জন্মভূমি লুপ্ত হয় নাই। এই সকল অপ্রাকৃত বিচারের কথা যে সকল প্রাকৃত সহজিয়া বুঝিতে পারে না, তাহারাই কৃষ্ণ-জন্মস্থলী শ্রীমথুরা এবং তদভিন্ন শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর-যোগপীঠের সংলগ্নস্থানে অহিন্দু সম্প্রদায়ের বাস দেখিয়া, কিংবা শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থান অযোধ্যার যোগপীঠের সংলগ্নস্থানে মস্‌জিদ এবং অহিন্দু সম্প্রদায়ের কবরাদি দেখিয়া অপ্রাকৃত যোগপীঠের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলেন। বস্তুতঃ ভগবান্ জীবের শুদ্ধ ভক্তিবৃত্তির প্রগাঢ়তা পরীক্ষার জন্যই এই সকল চিত্র উপস্থিত করিয়া থাকেন।' —শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা গ্রন্থ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লিখিত।

প্রাচীন জন্মস্থান ও শ্রীকেশবজীর মন্দির যে পল্লীতে অবস্থিত তাহার নাম মল্লপুরা। এইরূপ শুনা যায় শ্রীবসুদেব ও দেবকীকে কারাগৃহে পাহারা দিবার জন্য কংস মল্লগণকে এখানে রাখিয়াছিলেন। মল্লপুরের বর্ত্তমান নাম ইদ্‌গা। মস্‌জিদের পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণজন্মস্থানের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য অধুনা বিপুল জায়গা জুড়িয়া বিশাল অতীব রমণীয় মন্দির এবং শ্রীকৃষ্ণ

মাহাত্ম্য উদ্দীপক প্রদর্শনী ও বহুবিভাগ সমন্বিত ভবনাদি নিৰ্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শনান্তে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে অপরাহ্ন ১-৩০ ঘটিকায় মথুরায় নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান ভিওয়ানি ধৰ্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ভক্তগণের প্রসাদ পাইতে বিলম্ব হওয়ায় এবং তাঁহারা শ্রান্ত-ক্লান্ত থাকায় সেদিন অপরাহ্নে পরিক্রমা বাহির না করিয়া পরদিন প্রাতে বাহির হইবে এইরূপ স্থির হয়। তবে সন্ধ্যার সময় অনেক ভক্ত বিশ্রামঘাটে আরতি ও অন্যান্য মন্দির দর্শন করিয়া আসেন। রাত্রিতে ধৰ্ম্মশালায় ঠাকুরের আরতি ও তুলসী পরিক্রমার পর পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গজেন্দ্র মোক্ষণ প্রসঙ্গ পাঠ এবং শ্রীমঠের আচার্য্য হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়।

২২ আশ্বিন, ১৩৯১ ; ৯ অক্টোবর, ১৯৮৪ মঙ্গলবার ঃ—মথুরাধাম পরিক্রমার ৪র্থ দিবস এবং মথুরা সহর পরিক্রমার ৩য় দিবস। অদ্য প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ ধৰ্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইয়া যমুনার চব্বিশ ঘাট, ধ্রুবটিলা, সপ্তর্ষিটিলা, অম্বরীশ টিলা, অক্রুর মন্দির, কুব্জা কূপ, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, কংসটিলা, শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ, গোকর্ণেশ্বর মহাদেব, রজক ঘাট চক্রতীর্থ, মণিকর্ণিকা ঘাট, কংসালয়, কংসেশ্বর মহাদেব, ভৈরবী প্রভৃতি দর্শনান্তে বেলা ১টায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

চব্বিশ ঘাট ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী ২৫শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১১০ পৃষ্ঠায় শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা প্রসঙ্গে চব্বিশ ঘাটের নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

"অহে শ্রীনিবাস ! এই অৰ্দ্ধচন্দ্রস্থিত।
শ্রীযমুনা-তীর্থ চতুর্ব্বিংশতি বিদিত ॥
এই অবিমুক্ত তীর্থ-স্নানে মুক্তি হয়।
প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি সুনিশ্চয় ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।২৪৮-২৪৯

"অবিমুক্তে নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥"

—আদিবরাহ

"মথুরায় অবিমুক্ত তীর্থে স্নানকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুক্তিলাভ করে। সেইরূপ তথায় প্রাণত্যাগকারী ব্যক্তি আমার ধামে গমন করে।"

ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে উল্লিখিত আদিবরাহ পুরাণ প্রমাণানুযায়ী গুহ্যতীর্থ স্নানে বিষ্ণুলোক, কণ্খলতীর্থ স্নানে পরমৈশ্বর্য্য, তিন্দুকতীর্থে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি, সূর্য্যতীর্থ স্নানে রাজসূয় যজ্ঞের ফল, ধ্রু তীর্থ স্নানে ধ্রুবলোক, ঋষিতীর্থ স্নানে বিষ্ণুলোক, মোক্ষতীর্থ স্নানে মোক্ষ, কোটীতীর্থে বিষ্ণুলোক, বোধিতীর্থে পিণ্ডপ্রদানে পিতৃলোক, সংযমন তীর্থে বিষ্ণুলোক, ধারাপতনতীর্থে শোকমুক্তি, মহৈশ্বর্য্য ও প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক, নাগতীর্থে স্বর্গ ও তথায় মৃত্যুতে মুক্তি, ঘণ্টাভরণ তীর্থে সূর্য্যলোক, সোমতীর্থে সোমলোক, চক্রতীর্থে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি, দশাশ্বমেধ তীর্থে স্বর্গপদ, বিঘ্নরাজ তীর্থে বিঘ্ন ও পাপনাশ, কৃষ্ণগঙ্গাস্নানে বিশ্রান্তি-শৌকর-নৈমিষ-প্রয়াগ-পুষ্কর-পঞ্চতীর্থে স্নানাপেক্ষা দশগুণ ফল, বৈকুণ্ঠতীর্থে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক, অসিকুণ্ডতীর্থে স্নানে ধরিত্রী পরিক্রমার ফল প্রাপ্তি ঘটে। এতদ্ব্যতীত সৌরপুরাণ প্রমাণানুসারে প্রয়াগতীর্থে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল, বটস্বামীতীর্থে ঐহিক আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং জীবনান্তে পরমগতি, ধ্রুবতীর্থে পিণ্ডদান, জপ হোম অর্চ্চনাদির সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শতগুণ ফল, বিশ্বনাথের—মহাদেবের গোকর্ণ তীর্থে বিষ্ণুপ্রিয়তা লাভ হইয়া থাকে।

ধ্রুবটিলা—ধ্রুবটিলার উপরে ধ্রুবজী ও উক্ত মন্দিরের পার্শ্বে অটল গোপাল। ধ্রুব যমুনার যে ঘাটে স্নান করিয়া নারদ গোস্বামীর উপদেশে সকামভাবে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সেই ঘাট স্বাভাবিকভাবেই শ্রেষ্ঠ।

ধ্রুবতীর্থমিতি খ্যাতং তীর্থমুখ্যং ততঃ পরম্।
যত্র স্নানকৃতো মোক্ষো ধ্রুব এব ন সংশয়ঃ ॥

—সৌরপুরাণ

"তাহার পর ধ্রুবতীর্থ-নামে শ্রেষ্ঠতীর্থ বিরাজিত, যথায় স্নানকারীর নিশ্চিত মোক্ষ হয় ; এই বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

সপ্তর্ষিটিলা—ঋষিতীর্থে টিলার উপরে সপ্তর্ষি, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—এই সাত ঋষি ব্রহ্মার মানসপুত্র।

অম্বরীষটিলা—চক্রতীর্থে প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ একটি টিলা অম্বরীষটিলা নামে কথিত। কথিত হয়, এই স্থানে ভগবান্ বিষ্ণু দুর্বাসার প্রতি সুদর্শনচক্র সঞ্চালিত করিয়া নিজভক্ত অম্বরীষের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। অম্বরীষ মহারাজ কৃষ্ণের আরাধনা বাসনায় মাথুরমণ্ডলে সংবৎসরকাল ত্রিরাত্র উপবাস সহযোগে দ্বাদশীব্রত (একাদশীব্রত) ধারণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অম্বরীষ কার্ত্তিক মাসে শেষ একাদশী তিথিতে উপবাসের পর পরদিবস দ্বাদশীতে যমুনায় স্নান করিয়া মধুবনে শ্রীহরির অর্চ্চন এবং সাধু বিপ্রগণের সেবান্তে পারণ করিবার উপক্রম করিলে দুর্বাসা ঋষি অম্বরীষের অতিথি হইয়াছিলেন। ভোজনের জন্য অম্বরীষ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া দুর্বাসা সানন্দে অঙ্গীকার করতঃ মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপনের জন্য কালিন্দীর পবিত্র সলিলে ধ্যানমগ্ন হইলে, দ্বাদশীতে যথাসময়ে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য দোষ হইবে, আবার নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণকে ভোজন না করাইয়া ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ-লঙ্ঘন অপরাধ হইবে এইরূপ ধর্ম্মসংকট উপস্থিত হওয়ায় দ্বিজগণের সহিত বিচার করিয়া অম্বরীষ মহারাজ জলপানের দ্বারা ব্রত সমাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্বাসা ঋষি বুদ্ধিযোগবলে উহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বরীষের প্রতি জ্বলন্ত কৃত্যা নিক্ষেপ করিলে শ্রীহরির আদেশপ্রাপ্ত সুদর্শনচক্র উক্ত কৃত্যাকে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র প্রসঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

অক্রুর মন্দির—শ্রীঅক্রুরের মন্দির। অক্রুর বৃষ্ণি বংশজাত সাধুপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য। পিতা শফল্ক, মাতা গান্দিনী। ইনি বহুকাল কংসগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রতি বিশ্বাস থাকায় কংস কৃষ্ণ বলরামকে মল্লক্রীড়ার জন্য ব্রজ হইতে রথে আনিতে ইহাকে ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

কুব্জা কূপ—কাটরার উত্তর পশ্চিমদিকে অবস্থিত অতি প্রাচীন কূপ। কংসটিলার নিকটে কুব্জার মন্দির বা কুব্জাটিলা অবস্থিত। সম্ভবতঃ কোনকালে এখানে কুব্জার গৃহ ছিল। এখন যে মন্দিরটি আছে স্থানের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য অল্পদিন পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। ছোট মন্দিরের ভিতরে কুব্জার মূর্ত্তিও আছে।

'শ্রীকুব্জার মন্দির আছিল এইখানে।
এই দেখ কুব্জা-কূপ—সর্ব্বলোকে জানে।
কুব্জা-সহ কৃষ্ণের যে অদ্ভুত বিলাস।
তাহা ত্রিজগৎ-মাঝে হইল প্রকাশ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৩৬৮-৩৬৯

শ্রীকৃষ্ণ কুব্জাকে কৃপা করিয়া সুন্দরী করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কুব্জার প্রতি শ্রীকৃষ্ণকৃপার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—কুব্জা সৈরিন্ধ্রীর* কার্য্য করিতেন। কুব্জা অনুলেপণ কার্য্যে নিপুণা ছিলেন বলিয়া কংস তাহাকে আদর করিতেন। কুবজা কংসের দাসীরূপে উক্ত সেবা যত্নের সহিত সম্পাদন করিতেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবসহ সুদামার গৃহ† হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথে চলিবার কালে কুবজাকে অঙ্গবিলেপন পাত্রহস্তে যাইতে দেখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুব্জার পরিচয় এবং অঙ্গবিলেপন পাত্র কাহার জন্য লইয়া যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। কুব্জা নিজেকে 'ত্রিবক্রা' এবং কংসের দাসী বলিয়া পরিচয় দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কুব্জাকে উক্ত অঙ্গবিলেপনের দ্বারা তাঁহাদিগকে সজ্জিত করিয়া দিতে প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ বলরামের অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে ও হাস্যালাপে কুব্জা বিমুগ্ধা হইয়া উভয়কেই ঘন অনুলেপনের দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া দিলেন। ভগবদ্দর্শন ও সেবার ফল কখনও বিফল হয় না, সকলকে প্রদর্শনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবক্রা যুবতীকে অবক্রা করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। তিনি নিজপাদপদ্মের দ্বারা উহার পদদ্বয়কে চাপিয়া চিবুক ধারণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিলেন। কুব্জা মুকুন্দস্পর্শে তৎক্ষণাৎ রূপযৌবনসম্পন্না উত্তমা প্রমদারূপে পরিণত হইলেন। কুব্জা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ-লালসায় কৃষ্ণকে নিজগৃহে লইয়া

* সৈরিন্ধ্রী—পরগৃহবাসিনী স্বাধীনা শিল্পকারিণী।

† সুদামাগৃহ—কৃষ্ণপ্রিয় সুদামা-মালাকারের গৃহ। শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মথুরাপুরীতে প্রবেশ করিয়া সুদামা মালাকারের গৃহে গেলে সুদামা পাদ্য, অর্ঘ্য ও অণুলেপনাদির দ্বারা এবং সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে মণ্ডিত করতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা বিধান করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন।

যাইবার জন্য তাঁহার উত্তরীয় প্রান্ত আকর্ষণ করিলেন। শ্রীবলদেবের সম্মুখে রমণীর দ্বারা এইভাবে প্রার্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, তাহাদের প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হওয়ার পর তাঁহারা তাহার গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ত্তি করিবেন।

রঙ্গেশ্বর মহাদেব—মথুরা নগরীর চারিদিকে চারিজন ক্ষেত্রপাল বা নগররক্ষক মহাদেব বিরাজিত আছেন। পূর্ব্বদিকে পিপ্পলেশ্বর, পশ্চিমদিকে ভুতেশ্বর, উত্তরে গোকর্ণেশ্বর এবং দক্ষিণে রঙ্গেশ্বর মহাদেব অবস্থান করতঃ মথুরাপুরীকে রক্ষা করিতেছেন, এই চারিজন ক্ষেত্রপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। শ্রীচৈতন্যবাণী ২৪শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২৯ পৃষ্ঠায় শাস্ত্রপ্রমাণ অবলম্বনে মহাদেবের তত্ব ও মহিমা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীঅক্রূরের মাধ্যমে কংসরাজ কর্ত্তৃক ধনুর্যজ্ঞে আহূত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ধনুর্যজ্ঞে আসিয়া প্রবেশকালে ইন্দ্রধনু ভঙ্গ এবং কংস প্রেরিত সৈন্যগণের বিনাশ সাধন করিলে কংস অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইলেন এবং মৃত্যুর আগমনসূচক বিবিধ অরিষ্ট দর্শন করিতে লাগিলেন। রাত্রি অতিবাহিত হইলে পরদিন প্রভাতে মল্লক্রীড়া মহোৎসব আরম্ভ হইল। পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ মল্লক্রীড়া দর্শনের জন্য রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে মল্লযুদ্ধের জন্য বাদ্যারম্ভ হইলে মল্লগণ রঙ্গমঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়া ভুজতারণ করিতে লাগিলেন। সেই শব্দ রঙ্গমঞ্চে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিলে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক মল্লদুন্দুভিধ্বনি শুনিয়া মল্লক্রীড়া উৎসব দর্শনের জন্য গমন করিলেন। কিন্তু কুবলয়-পীড় হাতী রঙ্গদ্বার অবরুদ্ধ করিলে রামকৃষ্ণ যাইবার জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, অন্যথায় অন্যান্য হস্তীসহ কুবলয়পীড় হাতী ও তাহার পালককে বিনাশ করিবেন ভয় দেখাইলেন। হস্তীপালক উহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে কুবলয়পীড় হাতীকে চালিত করিল। শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুবলয়পীড় হাতীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়পীড় হাতীকে ভূপাতিত পূর্ব্বক তাহার দন্তোৎপাটন করিয়া কুবলয়পীড় হাতীকে ও অন্যান্য হাতীকে তদ্দ্বারা সংহার করিলেন। গজরক্ত সর্ব্বাঙ্গে প্রক্ষণ ও গজদন্ত স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব শোভাযুক্ত হইয়া বলদেবসহ রঙ্গমঞ্চে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় বিভিন্ন প্রকৃতির লোক-সকল বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই রঙ্গমঞ্চে যে মহাদেব অবস্থিত হইয়া পূজিত হইতেছেন তিনি 'রঙ্গেশ্বর মহাদেব' এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

বৃন্দাবন-কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট নব শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা শ্রীধামবৃন্দাবন-কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে নব শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদানের জন্য চণ্ডীগড় মঠের শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উৎসবান্তে পূজনীয় বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য এবং অন্যান্য পূজনীয় বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ গত ৭ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল সোমবার চণ্ডীগড় হইতে কাল্‌কামেলযোগে শুভযাত্রা করতঃ পরদিবস প্রাতে দিল্লী জংসন ষ্টেশনে আসিয়া তথা হইতে পাঞ্জাব মেলে উঠিয়া পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০ ঘটিকায় মথুরা জংসন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ এবং তত্রস্থ ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। দিল্লী-জংসন ষ্টেশনে সাধুগণকে পাঞ্জাব মেলে উঠাইয়া দিবার জন্য দিল্লীস্থিত মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। গোকুল মহাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজের বিশেষ প্রার্থনায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী

মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয় রঞ্জন দে মহোদয় মথুরা ষ্টেশন হইতে মোটরভ্যানযোগে গোকুল মহাবন মঠ পরিদর্শনে গিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। অন্যান্য সকলে—শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (শ্রীব্যোমকেশ সরকার), শ্রীবাসদেব রায়, শ্রীদয়াল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস, শ্রীপ্রেম প্রভু, শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস, শ্রীযোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীঅশোক সাহানি আদি দিল্লীর ভক্তবৃন্দ রিজার্ভ বাসযোগে মথুরা জংসন ষ্টেশন হইতে বরাবর বৃন্দাবন মঠে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে চণ্ডীগঢ় হইতে ২০শে এপ্রিল বৃন্দাবন মঠে আসেন শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার যাবতীয় প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য।

বৃন্দাবন-কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের (নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের) জ্যেষ্ঠ সতীর্থ প্রপূজ্যচরণ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে উক্ত মঠের সেবা রেজিষ্ট্রী দলিল-দ্বারা ইং ১৯৬৭ সনে ২৫ আগষ্ট শ্রীল গুরুদেবকে সমর্পণ করেন। তদবধি উক্ত মঠের সেবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ এবং শ্রীনৃসিংহদেবের জয়গান ও উচ্চ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরের চক্র ও ধ্বজা প্রতিষ্ঠা, চক্র-ধ্বজা-সহ শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে মন্দিরের চূড়ায় উহার সংস্থাপন, বাস্তুযাগ-বৈষ্ণবহোমাদি ৯ বৈশাখ, ২৩ এপ্রিল পূর্ব্বাহ্নে এবং পরদিবস শ্রীকৃষ্ণের বসন্তরাস ও শ্রীবলরামের রাসযাত্রা তিথিবাসরে প্রাতে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গিরিধারী-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের সংকীর্ত্তন সহযোগে পুরাতন কক্ষ হইতে নবনির্ম্মিত পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় মহোৎসব এবং শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, বিশেষ পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিকাদি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২৩ এপ্রিল মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসবে বহু ভক্ত ও ব্রজবাসীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। প্রতিষ্ঠাকার্য্যে মুখ্যভাবে সহায়তা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅচিন্ত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। বৃন্দাবন ও গোকুল মহাবন মঠদ্বয়ের ও শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতার বিশিষ্ট সজ্জন ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীমাখন চন্দ্র পাল মহোদয় শ্রীমন্দির-প্রকাশে এবং মহোৎসবে আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। মাখনবাবুর পুত্র শ্রীপ্রণব পাল ও ওভারসিয়ার শ্রীনিতাইবাবু মন্দির নির্ম্মাণে আন্তরিকতার সহিত যত্ন করেন। ইঁহাদিগকে সেবার অনুপ্রেরণা দেন শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী সর্ব্বক্ষণ ইঁহাদের নিকটে থাকিয়া ও সাহায্য করিয়া। মাখনবাবুর পরিজনবর্গ অনেকে এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনামুখে শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্যের শুভ উপস্থিতিতে হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ৮ জুন রবিবার হইতে ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১০ জুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (শ্রীব্যোমকেশ সরকার), শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ২১ জ্যৈষ্ঠ, ৫ জুন বৃহস্পতিবার রাত্রিতে হায়দরাবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। এতদ্ব্যতীত শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীমাণিক কুণ্ডু, শ্রীমতী অরুণা সরকার ও শ্রীমতী শম্পা ঘোষ শ্রীমঠের শুভানুধ্যায়ী কলিকাতার ভক্তগণও হায়দরাবাদ মঠ দেখিতে ও উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসেন। চণ্ডীগঢ় মঠ হইতে শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী এবং গোকুল মহাবন মঠ হইতে শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারীও উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করায় স্থানীয় সেবকগণের উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে ৮ জুন প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া হায়দরাবাদ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। ৮ই জুন হইতে ১০ই জুন প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ৯ জুন পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। ৯ই জুন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠে বিশেষ সভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন ডক্টর শ্রীবি-আর শাস্ত্রী। হায়দরাবাদে দিনের বেলার অনুষ্ঠানে বহু শত ভক্তের সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যায় পরে স্থানীয় ব্যক্তিগণের চলাচল এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয় নাই। ৯ই জুন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগ ও আরতি অনুষ্ঠিত হইলে উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানকারী ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের সেবাপ্রচেষ্টায় অতিথিভবন নির্ম্মিত এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ের কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাহা পরিদর্শন করিয়া সুখ লাভ করেন। শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজের অদম্য উৎসাহে শ্রীমঠের গ্রন্থাগারাদি অন্যান্য সেবাকার্য্যের জন্য মঠের সংলগ্ন আরও কিছু জমী সংগৃহীত হওয়ার শুভ সংবাদে সকলেই উল্লসিত হইয়াছেন।

নিজামের সময় হইতে হায়দরাবাদের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি বিশাল হ্রদের ন্যায় জলাশয় আছে—যাহাকে সাগর বলা হয়। বিশাল জলাশয় থাকায় হায়দরাবাদ সহরের গ্রীষ্মের উত্তাপের আধিক্য চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানগুলি হইতে কম। হায়দরাবাদের পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত রমণীয় বিড়লা মন্দির, গোলোকুণ্ডার স্বর্ণখনি, সালর্জং মিউজিয়াম ও বিরাট স্থান জুড়িয়া স্বাভাবিক পরিবেশে পশু-পক্ষী-সরীসৃপাদি আদি রক্ষণের ব্যবস্থাযুক্ত চিড়িয়াখানা হায়দরাবাদ পর্য্যটনকারী ব্যক্তিগণের দর্শনীয়।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎ কুমার দাস, শ্রীপ্রহলাদ দাস, গোসেবক শ্রীভকতজী, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী (শ্রীবজ্রং সিংজী), শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীচন্দ্রাইয়া) শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদজী (রামাইয়া) ও শ্রীকরুণা কর প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

নিজামাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

হায়দরাবাদ সহর হইতে প্রায় দেড়শত কিলোমিটার দূরবর্ত্তী নিজামাবাদ সহর। লোকসংখ্যা ২৷৷-ত লক্ষ। ব্যবসায়ের একটী মুখ্য কেন্দ্র হওয়ায় তথায় বহু ধনাঢ্য লোকের বাস। স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে তেলেগু ও মাড়োয়ারীর সংখ্যাই বেশী। নিজামাবাদ ব্যবসায়ী সমিতির এবং স্থানীয় গোপালবাগ গোশালার সাধারণ সম্পাদক গোলি শ্রীচিদাম্বর গুপ্ত তত্রস্থ ভক্তগণের পক্ষ হইতে হায়দরাবাদ মঠে আসিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদকে নিজামাবাদে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইতে থাকিলে মঠরক্ষক শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজও সুপারিশ করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব হায়দরাবাদ মঠের উৎসবান্তে পার্টীসহ দুইদিনের জন্য তথায় যাইতে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের এবং সাধুগণের থাকিবার ও প্রসাদাদির যথোপযুক্ত প্রাক্ ব্যবস্থার জন্য ১১ই জুন প্রাতের বাসে নিজামাবাদ রওনা হইয়া যান।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবাসুদেব প্রভু ও শ্রীকরুণা কর আটমূর্ত্তি এবং শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীমাণিক কুণ্ডু প্রভৃতি চারিমূর্ত্তি মোট দ্বাদশ মূর্ত্তি হায়দরাবাদ-কাচিগুদা রেলষ্টেশন হইতে অজন্তা এক্সপ্রেস ট্রেনে সন্ধ্যা ৬টায় যাত্রা করতঃ উক্ত দিবস রাত্রি ১১ ঘটিকায় নিজামাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। এক্সপ্রেস ট্রেনে রিজার্ভেসন না পাওয়ায় সকলকেই সাধারণ কোচে ভাড়ের মধ্যে কষ্ট করিয়া আসিতে হইয়াছিল। গোলি চিদাম্বর গুপ্তের পিতা শ্রীবিশ্বনাথ গুপ্ত পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য। তাঁহার গৃহে দ্বিতলে অধিকাংশ সাধুগণের ও অতিথিগণের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। কিছু মঠসেবক তাঁহাদের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী গোশালায় ধর্ম্মশালার কামরায় অবস্থান করেন। গোশালাটী পূর্ব্বে সহরের মধ্যে ছিল, পরে গোশালাটী সহরের বাহিরে বিরাট জায়গা লইয়া তৈরী হইলে সহরের গোশালাটী ধর্ম্মশালায় রূপান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু নাম এখনও গোশালাই আছে। ধর্ম্মশালাটী দ্বিতল এবং বহু কামরাযুক্ত। সহরের মধ্যে গোশালামন্দিরে প্রাতে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য প্রত্যহ দুইবেলা হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন। শিক্ষিত তেলেগুগণ অধিকাংশ হিন্দী বুঝেন। মাড়োয়ারী শ্রোতাও ছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে দুইদিন নগর সংকীর্ত্তন করা হয় শ্রীবিশ্বনাথের বাড়ী হইতে গোশালা মন্দির পর্য্যন্ত। গোশালা মন্দিরেই দুইবেলা প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা হয়।

শ্রীচিদাম্বর গুপ্ত বলিলেন নিজামাবাদে গোপালবাগ গোশালাটী ভারতের মধ্যে একটী বৃহত্তম গোশালা। এখানে প্রচুর দুগ্ধ হয়—সবই গোদুগ্ধ, প্রত্যহ ট্রেনযোগে হায়দরাবাদে উক্ত দুগ্ধ প্রেরিত হয়। শ্রীচিদাম্বর গুপ্তের ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ ও ভক্তগণ গোপালবাগস্থ বিশাল গোশালা দেখিয়া আসেন। তাঁহারা আচার্য্যদেবের দ্বারা তাঁহাদের Visitors' Book-এ কিছু মন্তব্যও লিখাইয়া লইলেন।

শ্রীচিদাম্বরবাবু একদিন বৈকালে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসহ ভক্তবৃন্দকে সহরের মধ্যে বিরাট বাজার—চাল-গম-হলুদ সমস্ত বস্তুর আড়ত দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন। দেখিলেন বিরাট ব্যাপার। চিদাম্বরবাবু নিজের অফিসে কিছুক্ষণ বসাইয়া উক্ত স্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ করতঃ কিছু সময়ের জন্য হরিকথা শ্রবণ করিলেন।

চিদাম্বরবাবু, তাঁহার পিতৃদেব বিশ্বনাথবাবু এবং তাঁহার পরিজনবর্গ সকলেই সাধুগণের সেবার জন্য আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

১৪ই জুন রাত্রিতে সভার পর শেষরাত্রি 8 ঘটিকার প্যাসেঞ্জার ট্রেন ধরিয়া সকলে হায়দরাবাদ যাত্রা

করিবেন স্থির হয়। অধিক রাত্রিতে আহারের পর শয়ন করিলে সময়মত উঠা সম্ভব নাও হইতে পারে চিন্তা করিয়া শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী রাত্রিতেই ষ্টেশনে যাইয়া প্ল্যাটফর্ম্মে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলেন। অন্যান্য সকলে রাত্রিতে চিদাম্বর-বাবুর বাড়ীতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রাত্রি ২-৩০মিঃ এ উঠিয়া রাত্রি ৩টায় কেহ রিক্সায়, কেহ পদব্রজে ষ্টেশনে পৌঁছিলেন। গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্মেই ছিল। একটী খালি কামরায় সকলে উঠিলেন। অনেকে উঠিয়াই বিছানা খুলিয়া সটান শুইয়া পড়িলেন। রাস্তায় যাত্রী উঠিলে নীচের বেঞ্চে শোয়ার বিঘ্ন হইতে পারে চিন্তা করিয়া অধিকাংশই উপরের বাঙ্কেতে বিছানা করিয়া লইলেন। গাড়ী ছাড়িবার পর কএকটী ষ্টেশন বাদেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আবহাওয়া ঠাণ্ডা হওয়ায় সকলেরই সুনিদ্রার সুযোগ হইল। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস শ্রীমৎ নৃত্যগোপাল প্রভু ও শ্রীমৎ দেবপ্রসাদবাবু যে দুইটী বাঙ্কে শুইয়া ছিলেন তাহার উপরের ছাদে ছিদ্র থাকায় বৃষ্টির জলে তাঁহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইল। বৃষ্টি হইতে শরীর ও বিছানা রক্ষার জন্য তাঁহারা ছত্র ধারণ করিলেন। ট্রেনের মধ্যে এইরূপ ছত্রধারণ এক বিচিত্র দৃশ্য। আজকাল ট্রেনের বগিগুলির মেরামত ঠিকমত করা হয় না বলিয়া যাত্রীদের প্রায়ই এইজাতীয় দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়। গাড়ী পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০টায় সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিলে ট্যাক্সি ও স্কুটার মিটারে না যাইয়া অন্যায়ভাবে দুইগুণ, তিনগুণ ভাড়া চাওয়ায় সকলে গভর্ণমেণ্ট বাসে সেকেন্দ্রাবাদ হইতে হায়দরাবাদে আসিলেন, বেলা ১১টায় মঠে পৌঁছিলেন। সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে নবাগত যাত্রিগণের নিকট হইতে ট্যাক্সি, স্কুটার, রিক্সাওয়ালারা অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের চেষ্টা করে। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রি-সাধারণের এই অসুবিধার প্রতি উদাসীন।

শ্রীল আচার্য্যদেব পরদিবস একাদশ মূর্ত্তিসহ হায়দরাবাদ হইতে ইস্ট কোষ্ট এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিন অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় কলিকাতা মঠে প্রত্যা-বর্ত্তন করেন। আসিবার কালে আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকায় কাহারও তেমন কোনও কষ্ট হয় নাই।

আগরতলায় শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাপ্রার্থনামুখে এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন, শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, তাঁহাদের পুনর্যাত্রা, সাতদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ও মহোৎসবাদি উপলক্ষে গত ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই মঙ্গলবার হইতে ৩২ আষাঢ়, ১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই বিমানযোগে কলিকাতা হইতে আগরতলা বিমানবন্দরে প্রাতে শুভ-পদার্পণ করিলে স্থানীয় শতাধিক ভক্ত কর্ত্তৃক পুষ্প মাল্যাদির দ্বারা ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও আগরতলা মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ জনার্দ্দন মহারাজ একটী মোটরকারে উপবিষ্ট হইলে, ভক্তগণ মোটরকারে, জীপে, মোটর সাইকেলে ও রিজার্ভবাসে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সহর পরিক্রমা করতঃ সহরের কেন্দ্রস্থল শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। স্থানীয় ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থিত নবনির্ম্মিত বিশাল নাট্যমন্দিরের মেঝের কার্য্য সুন্দর-রূপে সম্পন্ন হওয়ায় এবং শ্রীমন্দিরের সংস্কারহেতু মঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি দর্শন করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব পরম সন্তোষ প্রকাশ করতঃ বলেন বিশেষ সৌভাগ্য হইলেই ভক্ত ও ভগবানের সেবায় রুচি ও আগ্রহ হয়।

যেদিকে আমাদের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ নিয়োজিত হইবে সেই দিকে আমরা চলিয়া যাইব। সাংসারিক নাশবান্ বস্তুর জন্য ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ নিয়োজিত করিলে আমরা নাশবান্ বস্তুতে আবিষ্ট হইবই এবং তজ্জনিত ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী। ভক্ত ও ভগবানের সেবায় ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ নিয়োজিত হইলে আমরা তাঁহাদের প্রতি আবিষ্ট হইয়া পড়িব। ভক্ত ও ভগবান্ সচ্চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠস্বরূপ হওয়ায় তাহাতে রতি হইলে সংসার হইতে মুক্তি আনুষঙ্গিকভাবে লভ্য হয়।

২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই মঙ্গলবার স্থানীয় ভক্তগণের মধ্যে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন সেবায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত উল্লাস ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন লীলার তাৎপর্য্য—হৃদয়-মন্দিরের মার্জ্জন বিধান। হৃদয়-মন্দির মার্জ্জিত হইলে শুদ্ধ অন্তঃকরণে ভগবান্ বসেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন লীলা-প্রসঙ্গ পাঠ করেন ও তাহার রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই বুধবার শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদি সহযোগে বহির্গত হইয়া শকুন্তলা রোড, লক্ষ্মীনারায়ণ-বাড়ী রোড, সেণ্ট্রাল রোড, কামান চৌমহনি, হরিগঙ্গা বসাক রোড, পোষ্টাফিস চৌমহনি, জগন্নাথবাড়ী রোড, বিদুরকর্ত্তা চৌমহনি হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বিপুল জয়ধ্বনি ও উচ্চসংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে শুভবিজয় করেন। শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথজীউর পাণ্ডুবিজয় ও রথযাত্রা দর্শন এবং রথাকর্ষণের জন্য শ্রীমঠে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হয়। ৩২ আষাঢ়, ১৭ জুলাই বৃহস্পতিবার পুনর্যাত্রা দিবসেও অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউ শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে পুনর্যাত্রা করতঃ একই পথে রথারোহণে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ত্রিপুরার জনসাধারণ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে এই রথযাত্রা উৎসবে যোগদান করেন। তজ্জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে পুলীশব্যাণ্ড এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রচুর পুলীশের ব্যবস্থা থাকে। রথযাত্রাদিবসে সর্ব্বসাধারণকে শ্রীমঠ হইতে খিচুড়ী প্রসাদ দেওয়া হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের রথযাত্রার তাৎপর্য্য বিষয়ক ভাষণ অল ইণ্ডিয়া রেডিও মাধ্যমে প্রচারিত এবং স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়।

এতদুপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে ২৫ আষাঢ় হইতে ৩১ আষাঢ় পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে আগরতলা বি-টি কলেজের অধ্যাপক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ দে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনীহারকান্তি সিন্‌হা, এম্-বি-বি কলেজের অধ্যাপক শ্রীনীহার পাল চৌধুরী, ত্রিপুরা-পাব্‌লিক-সার্ভিস কমিশনের ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীঅগ্নি কুমার আচার্য্য, ত্রিপুরা-পাব্‌লিক-সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীদামোদর পাণ্ডা এবং এম্-বি-বি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীসুশান্ত কুমার চৌধুরী। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উপর দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা করেন আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী।

শ্রীল আচার্য্যদেব আগরতলায় তাঁহার অবস্থিতি-কালে প্রায় প্রত্যহই ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীষ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদন-গোপাল গোস্বামী, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীনন্দদুলাল দাস, শ্রীরাজেন দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীমধুমঙ্গল দাস, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

পুরীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ধর্ম্মসম্মেলন

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে গ্র্যাণ্ড রোডে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব-পীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে তদীয় প্রিয়তম পার্ষদ অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে এবং শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ধর্ম্ম-সম্মেলন ও মহোৎসবাদি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই সোমবার ও তৎপরদিবস শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে দিবসদ্বয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্ম-সভায় পুরী শ্রীজগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য মেজর শ্রীবি-কে মহান্তি এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ওড়িষ্যা রাজ্য-সরকারের অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র প্রধান অতিথিরূপে এবং বাঁকী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায় বিশিষ্ট বক্তারূপে প্রথম দিনের অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। পুরীতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থলী সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পূজ্যতম স্থান হওয়ায় তাঁহাদের অপূর্ব্ব মিলনস্থলীরূপে পরিণত হইয়াছে। এইবারও ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব-স্থলীতে বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যগণ ভক্তবৃন্দসহ একত্রিত হইলে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা গ্র্যাণ্ড রোডস্থ মঠ হইতে বাহির হইয়া গুণ্ডিচামন্দিরে পৌঁছিলে সকলে সম্মিলিতভাবে মন্দির মার্জ্জনসেবা সম্পন্ন করেন।

রথযাত্রা দিবসে ও পুনর্যাত্রা দিবসে সহস্র সহস্র নরনারীকে শ্রীমঠ হইতে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনদয়াল বাবাজী শ্রীদীন-নাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুরেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদা-জীবন প্রভু, শ্রীদয়াল প্রভু, শ্রীঅমৃতানন্দ দাস, শ্রীগতি-কৃষ্ণ দাসাধিকারী শ্রীহরিদাস প্রভু, শ্রীমনীন্দ্র মহান্তি, শ্রীলোকনাথ নায়ক প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নদীয়াজেলাসদর কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথিবাসরে (২৭ আষাঢ়, ৯ জুলাই বুধবার) শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ নগর ভ্রমণ করেন। তৎপূর্ব্বদিবস শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন তিথিতে শ্রীবিগ্রহগণের প্রকটবাসরে বার্ষিক মহোৎসবে বহু নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। দুইদিন মঠে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বক্তৃতা করেন মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। কলিকাতা হইতে শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসিদ্ধার্থ, রাণাঘাট হইতে শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রভু, বোলপুর হইতে শ্রীসুধীরকৃষ্ণ প্রভু, নবদ্বীপ হইতে শ্রীঅজিতকৃষ্ণ প্রভু, কাঁচরাপাড়া হইতে শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস, মায়াপুর হইতে শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্ম-চারী শ্রীরাধারঞ্জন, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীদেবেন, শ্রীস্বপন, শ্রীপতি এবং যশড়া হইতে শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুভাষ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ কৃষ্ণ-নগর মঠের উৎসবে যোগদানের জন্য সম্মিলিত হন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীরঘুপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলা-নন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কলিকাতা মঠে : শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন দর্শন—৩০ শ্রাবণ শনিবার হইতে ২ ভাদ্র মঙ্গলবার পর্য্যন্ত। শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম্মসভা—৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট হইতে ১৩ ভাদ্র, ৩০ আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৭টা। ২৬ আগষ্ট অপরাহ্ণ ৩টায় নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা। প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে বিদ্যুৎসঞ্চালিত ভগবদ্লীলা-প্রদর্শনী।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২৫.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) —	,,	২৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	..	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্বিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সংঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৬শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৯৩
১৩ হৃষীকেশ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, সোমবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ | ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক

সময়—শনিবার, অপরাহ্ন, ২৪শে আষাঢ় ৯ই জুলাই ১৯২৭

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥"

ইহ জগতের কথা অথবা যে সকল কথা আমরা সচরাচর শুন্‌তে পাই, সে সকল কথা শুন্‌বার পর কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সে সকল কথা 'সত্য' কি না, আমরা বিচার ক'রে থাকি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব আমাকে যে সকল কথা বলেন, শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সকল কথা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই। বিষয়টী ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতীত ব'লে সেরূপ চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন ছয় হস্ত পরিমিত রজ্জুতে নাসাবদ্ধ বলীবর্দ্দের শতসহস্র-যোজন দূরে অবস্থিত তৃণাঙ্কুর লভ্য হয় না, যেমন বামনের চন্দ্র স্পর্শ করার চেষ্টা নিষ্ফল, তদ্রূপ বৈকুণ্ঠবস্তুকে কুণ্ঠধর্ম্মের আবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টা বৃথা। যে বস্তু আমি গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না, সে বস্তু-বিষয়ে যদি কোন কথা হয়, বর্ত্তমান অযোগ্যতার জন্য আমার সে স্থান পর্য্যন্ত যা'বার অধিকার হয় না। যদি সেই বস্তু অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'ত, তবে আমার পক্ষে তদ্বিষয়েই যত্ন করা প্রয়োজনীয় ছিল। ঐপ্রকার অনর্থক চেষ্টা দ্বারা সময় নষ্ট করা অন্যায়। তর্কপথ অবলম্বন ক'রে সে বিষয়ে কোনও সন্ধান ক'র্‌তে পা'র্‌বো না। তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত যে সকল কথা আমার গুরুদেবের মুখ হইতে কাণ দিয়ে শুনে থাকি, সে সকল কথা আমাকে 'প্রণিপাত', 'পরিপ্রশ্ন' ও 'সেবা'-দ্বারা জেনে নিতে হ'বে।

'প্রণিপাত' মানে শ্রবণ-বিষয়ে কোনও প্রকারে অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কাণ দিয়ে শুনা। পূর্ব্বে যে বিষয় আমার ইন্দ্রিয়দ্বারা বোধগম্য ছিল না, সে বিষয়টী আমি কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি না। যে বিষয়টী গুরুপাদপদ্ম হ'তে শ্রবণ ক'রেছি, তাহা 'শ্রবণ' ব্যতীত

অন্য উপায় দ্বারা জানা সম্ভব হ'ত না। প্রণিপাত ব্যতীত অন্য উপায়ে জান্‌বার উপায় নাই।

যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে পৌঁছ্‌তে পারে, এমন শব্দ দ্বারা যে আমার বিজ্ঞাপ্যবিষয়, তাহাই—'পরিপ্রশ্ন'। যখন আমি প্রশ্ন করি, তখন আমার এরূপ অন্তর্নিহিত দুর্ব্বুদ্ধি থাকা উচিত নয় যে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শুন্‌তে প্রস্তুত হ'ব না। সন্দেহ-বাদী (Sceptic) হ'য়ে যে প্রশ্নের চেষ্টা, তাহা 'পরিপ্রশ্ন' নয়। যাবতীয় বস্তুর মীমাংসক-সূত্রে আমার যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে কেবল যে প্রশ্নের ছলনা, তাহাও 'পরিপ্রশ্ন' নয়। আর কেবল শ্রবণকার্য্যটীই অবলম্বন কর্‌বার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে যদি প্রশ্ন করি, তা' হ'লেও তাহাকে (আমার প্রশ্নের প্রাপ্তসিদ্ধান্ত) আপত্তিজনক জ্ঞানে আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নের সঞ্চার করা'বে, সেইটীও 'পরি-প্রশ্ন' নয়।

পরজগৎ সম্বন্ধে যে সকল কথা সাধারণ তার্কিক সম্প্রদায় বলেন, সেই সকল অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-চালিত বাগ-বৈখরী শব্দাড়ম্বর মাত্র। শব্দবৃত্তি ত্রিবিধ—(১) রূঢ়ি, (২) যৌগিকী ও (৩) যোগরূঢ়ি। রূঢ়িবৃত্তি স্বতঃ-প্রকাশিত, যেমন উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনামুখে প্রযুক্ত শব্দের বৃত্তি ; তাহা গরুতেও বোঝে, মানুষেও বোঝে, ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও বোঝে, ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিও বোঝে, নিরুক্ত-শাস্ত্রে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাই যৌগিকী বৃত্তির নির্দ্দেশক। রূঢ়ি ও যৌগিকী-বৃত্তি যেখানে সংশ্লিষ্ট, সেখানে যোগরূঢ়িবৃত্তির কার্য্য। আমার অজ্ঞতা যে স্বতঃপ্রকাশিকা শব্দবৃত্তিতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, সেই স্থানে আমি অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিদ্বারা পরি-চালিত। আবার আত্মার স্বতঃপ্রকাশিত অনুভূতি বা বিদ্বদনুভব যে স্থানে শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশিত করিতেছে, সে স্থানে বিদ্বদ্‌রূঢ়ির কার্য্য।

একটী সন্তান প্রসূত হ'লে আপনা থেকে জান্‌তে পারে, আমি খা'ব কি ? গোবৎসকে মাতৃদুগ্ধ পানের কথা শিখিয়ে দিতে হয় না—কোন যৌগিক উপায় দ্বারা শিখিয়ে দিতে হয় না।

ইহজগতে শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে বস্তু, সেই বস্তুর সহিত শব্দের ভেদ আছে, অর্থাৎ শব্দের সহিত শব্দিত বস্তুর মধ্যে ব্যবধান আছে। যেমন, 'ঝাউগাছ'—এই শব্দটী বলিবামাত্র ওষ্ঠ স্পন্দিত হ'য়ে সেই শব্দটী ভূতাকাশে প্রতিধ্বনিত এবং তৎপরে কর্ণে প্রবিষ্ট হইল ; কিন্তু শব্দটী বস্তুর দ্যোতক মাত্র।

বেদান্তবিস্তৃত 'পরতত্ত্ব'— জ্ঞেয়বস্তুকে জানেন, প্রাকৃত-রসনা না থাকিলেও তিনি কীর্ত্তন করিতে পারেন, প্রাকৃত চক্ষু না থাকিলেও তিনি নিখিল বস্তু দর্শন করেন। আমাদের জ্ঞান তাঁহাকে 'জ্ঞেয়'-বস্তু-রূপে জেনে নিতে পারে না। আমাদের কর্ণ তাঁহার কথা শ্রবণ ক'র্‌তে পারে না। যখন এই সকল কথা আমি গুরুপাদপদ্ম হ'তে শুন্‌তে পাই, তখনই আমার পরিপ্রশ্নের উদয় হয়।

যে বস্তুতে অজ্ঞরূঢ়ির কার্য্য নাই, এমন বিষয় যখন ভগবান্‌, তখন সাধারণ শব্দ-দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত ভগবদ্‌বস্তু নিশ্চয় পার্থক্যলাভ ক'রেছে। এখানে নিরুক্তি-বিচার-নিপুণ বল্‌বেন, যাহা শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা জানা গেল না, তাহা কেবল 'শব্দ'-মাত্র। কারণ জগতের আভিধানিক শব্দ-দ্বারা যে ভাব বা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই ভাব বা বস্তু-দ্বারা শব্দ সমর্থিত হইয়া থাকে।

এখানে ঐরূপ বিচারের সহিত পার্থক্য আছে—এখানে শব্দই বস্তু। শব্দটী যদি ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ হয়—খণ্ডিত না হয়, তা' হ'লে শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে ভেদ নাই। ইহজগতের শব্দদ্বারা উদ্দিষ্ট বা সংজ্ঞিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে।

যে শব্দ কৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদ্দেশে প্রতিধ্বনিত ক'রে-ছিলেন এবং যে শব্দ শ্রবণ ক'রে, সেই শব্দের অনু-কীর্ত্তন বা গানের দ্বারা ত্রাণলাভ করা যায়, সেই শব্দটীই আমি গুরু-মুখ হ'তে শ্রবণ ক'রেছি। সেই শ্রবণটীর বিষয় পরিপ্রশ্ন মাত্র ক'র্‌তে হ'বে। তদ্বিষয়ে আর কিছু অধিক ক'র্‌বার সামর্থ্য আমার নাই। প্রণিপাত ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে সেই শ্রুতবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রবণ অর্থাৎ সেবা-প্রবৃত্তি ব্যতীত সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোন দিনই হ'তে পারে না। প্রণিপাত-দ্বারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয়—শ্রদ্ধা-বৃত্তি-দ্বারাই শ্রবণে অধিকার। (ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১২ পৃষ্ঠার পর]

কর্ম্মকাণ্ডের নাম কর্ম্মযোগ, জ্ঞানকাণ্ডের নাম জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ এবং সাধনের মুখ্য ফল যে রতি, তত্তাৎপর্য্যকে কর্ম্ম ও জ্ঞানের সহিত ভক্তির সুন্দর সম্বন্ধযোগের নাম ভক্তিযোগ। যাঁহারা এই সমন্বয় যোগ বুঝিতে না পারেন, তাঁহারাই কেহ কর্ম্মকাণ্ড, কেহ জ্ঞানকাণ্ড, কেহ বা দেবতাকাণ্ড লইয়া অসম্যক্ সাধনে প্রবৃত্ত হন। ভগবদ্গীতায় ইহা সূচিত হইয়াছে যথা,—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলং ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥

মূর্খেরাই সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ ও যোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ইহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া বলে। পণ্ডিতেরা এরূপ বলেন না। তাহারা বাস্তবিক এক, অতএব কর্ম্মযোগাবস্থিত পুরুষ জ্ঞানযোগের ও জ্ঞানযোগাবস্থিত পুরুষ কর্ম্মযোগের ফল অর্থাৎ মুখ্য ফল, ভগবদ্রতি লাভ করিয়া থাকেন। ভগবদ্রতিই যেমত সাংখ্যযোগের বিশ্রাম, তদ্রূপ কর্ম্মযোগেরও লক্ষ্য। যিনি কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সম্বন্ধে ঐক্য দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞ। এই সমন্বয়ভক্তিযোগের আশ্রয়কর্ত্তা বিশুদ্ধস্বরূপ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহার আত্মার প্রকাশ ক্রমে দেহাত্মাভিমান রূপ বিকৃত স্বরূপ বিজিত হয়। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল আত্মার দ্বারা পরাজিত হয়। তিনি সর্ব্বভূতকে আত্মতুল্য বোধ করেন। সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না, অর্থাৎ শারীরিক, সাংসারিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম্ম জীবনাত্যয় পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন কর্ম্মের অবান্তর ফল স্বীকার করেন না, কেননা সমস্ত কর্ম্ম ও অনিবার্য্য কর্ম্মফল তাঁহার একমাত্র মুখ্যফল ভগবদ্রতির পুষ্টি সম্পাদনে নিযুক্ত থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধিপ্রাপ্ত কর্ম্মযোগীগণ এবং নির্ব্বাণাসক্ত জ্ঞান যোগীগণ অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত সমন্বয়যোগী শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয়।

এই চমৎকার ভক্তিযোগের তিনটী অবস্থা অর্থাৎ সাধন, ভাব ও প্রেম।

জীবাত্মা, বদ্ধাবস্থায় স্বরূপভ্রম বশতঃ অহঙ্কার ক্রমে জড় শরীরে অহংবোধ করিতেছেন। আত্মার স্বধর্ম্ম যে প্রীতি তাহাও এই অবস্থায় বিকৃতরূপে বিষয়প্রীতি হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় শুদ্ধ স্বধর্ম্মপ্রাপ্তির জন্য প্রত্যগ্‌গতির চেষ্টা করা আবশ্যক। অহঙ্কারাত্মক স্বরূপ অবলম্বন করত স্বধর্ম্ম, মনোবৃত্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার আশ্রয় পূর্ব্বক ভূত ও তন্মাত্র সকলে সুখ দুঃখ উপলব্ধি করিতেছে। এই বিষয়রাগের নাম আত্মবৃত্তির পরাক্‌স্রোত। অর্থাৎ অন্তর্নিষ্ঠ ধর্ম্ম, অন্যায়রূপে বহিঃস্রোত প্রাপ্ত হইয়াছে। বহির্বিষয় হইতে ঐ স্রোতের পুনরাবৃত্তির নাম অন্তঃস্রোত বা প্রত্যক্‌স্রোত বলিতে হইবে। যে উপায়ের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় তাহার নাম সাধনভক্তি। আত্মবৃত্তি বিকৃতস্রোত প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-যন্ত্রাবলম্বনপূর্ব্বক বিষয়াবিষ্ট হইতেছে। রসনার দ্বারা রসে, নাসিকার দ্বারা গন্ধে, চক্ষের দ্বারা রূপে, কর্ণের দ্বারা শব্দে ও ত্বকের দ্বারা স্পর্শে নিযুক্ত হইয়া বিকৃতবৃত্তি, বিষয়াবদ্ধ হইতেছে। স্রোতটী এত বলবান যে, তাহা রোধ করা মনোবৃত্তির সাধ্য নয়। ঐ স্রোতনিবৃত্তির উপায় নিম্নোক্ত ভগবদ্গীতার শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥

(ক্রমশঃ)

ভগবৎকৃপা—ভক্তকৃপানুগামিনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১১৪ পৃষ্ঠার পর]

জগত্রয়গুরু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও মহাপ্রসাদকে কি প্রকারে ভক্তি করিতে হয়, তাহা স্বয়ং আচরণ-দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপুরীধামে সপার্ষদে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনরত মহাপ্রভুকে কাশীমিশ্র জগন্নাথের গলার মালা আনিয়া দিলে ন্যাসিবেশধারী শিক্ষাগুরু নারায়ণ মহাপ্রভু সেই মালা 'মহাভয়ভক্তি' সহকারে গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। চতুর্থাশ্রম সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পিতা আসিয়াও পুত্রকে নমস্কার করেন। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসীতেও অবশ্য নমস্কার বিহিত আছে। এইরূপ সর্ব্বাশ্রমবন্দ্য মহাশ্রমী সন্ন্যাসী হইয়াও মহাপ্রভু বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ-প্রণতিবিধানের আদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক বৈষ্ণবে ভক্তিপ্রদর্শনলীলা দ্বারা লোকশিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তুলসীসেবনাদর্শও অপূর্ব্ব। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্রভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে,—আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে॥
যবে চলে সংখ্যানাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যানাম লইতে যেস্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যানাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুনঃ সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে সে-ই জন পায় রক্ষা॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৫৪-১৬২

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—"যাহারা বৃক্ষমাত্র জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীকে ভক্তির অনুকূল সঙ্গ জ্ঞান করে না, তাহাদের শিক্ষার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর কেশবপ্রিয়া তুলসীর সঙ্গ করিবার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তুলসী—তদীয় বস্তু। কৃষ্ণপ্রিয় সেবককে লঙ্ঘন করিয়া যাহারা কৃষ্ণসেবার জন্য উদ্‌গ্রীব, তাহাদের চেষ্টা বিফল হয়। (পূর্ব্বোক্ত) 'অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং' শ্লোকটি বিচার্য্য।" —চৈঃ ভাঃ অ ৮।১৫৯ বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীধাম মায়াপুরে গার্হস্থ্যাশ্রমে অবস্থানলীলাকালে প্রতিদিনের নিয়ম ছিল—ভক্তগণ-সঙ্গে গঙ্গাস্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও শ্রীচরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তুলসীবৃক্ষে জলদানান্তে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করতঃ শ্রীগোবিন্দমন্দিরে গোবিন্দ-পূজন, শ্রীমন্দির পরিক্রমণাদি ও নতিস্তুতি সমাপনান্তে মাতৃদত্ত তুলসী-মঞ্জরীসহ নৈবেদ্যান্ন ভোজন।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি' ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন॥
যথাবিধি করি' প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন॥
তুলসীর মঞ্জরী-সহিত দিব্য অন্ন।
মা'য়ে আনি' সম্মুখে করিলা উপসন্ন॥
বিশ্বক্‌সেনেরে (বা বিষ্বক্‌সেনেরে)
তবে করি' নিবেদন।
অনন্তব্রহ্মাণ্ড নাথ করেন ভোজন॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ১।১৮৭-১৯০

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ উহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—"যথাবিধি লব্ধ-বৈষ্ণবদীক্ষ ব্যক্তি ভগবদ্‌বিষ্ণু-নৈবেদ্য তুলসীমঞ্জরীর সহিত অর্পণ না করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন না। কেননা, তুলসী নিত্য কৃষ্ণপ্রেয়সী, তাঁহার মঞ্জরীপত্রও সুতরাং কেশবের অতিপ্রিয়। বাঁর্ক্ষার্চ্চাবতার (বার্ক্ষ অর্থাৎ বৃক্ষসম্বন্ধীয়) তুলসীর মঞ্জরীর সহযোগেই অর্চ্চাবতার

শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহের অর্চ্চন বিধেয়। বাৰ্ক্ষাৰ্চ্চার মঞ্জরী দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুবিগ্রহের অর্চ্চনবিধি-ব্যবস্থা সকল সাত্বত-বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রেই বিহিত। শ্রীগৌরসুন্দর এক্ষণে তদীয়রূপা অর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীতুলসীর অঙ্গে জল-সেচনরূপ অর্চ্চনান্তে স্বীয়—কুলদেবতা বা গৃহদেব শ্রীগোবিন্দ অর্থাৎ বিষ্ণুবিগ্রহের শুদ্ধপূজা করিলেন। এই লীলাচরণ দ্বারা প্রভু সেশ্বর পরমার্থী আদর্শ গৃহস্থের অবশ্য করণীয় নিত্যকৃত্যের মহান্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। প্রত্যেক গৃহস্থিত বৈষ্ণব এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের অর্চ্চন করিবেন এবং নৈবেদ্যাবশেষ পরমশ্রদ্ধা ও দীনতার সহিত গ্রহণ করিবেন ॥" —চৈঃ ভাঃ ম ১।১৮৭-১৮৮

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবিষ্ণুভুক্তাবশেষ বিশ্বক্সেন বা বিষ্বক্সেনকে নিবেদন করিয়া যে ভোজনলীলা করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও শ্রীল প্রভুপাদ জানাইতেছেন—

"বিষ্বক্সেন—শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী পার্ষদ চতুর্ভুজ দেববিশেষ ॥ হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিঃ ৮৪-৮৭ শ্লোকে "বিষ্বক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্" এবং (ভাঃ ১১।২৭।২৯ ও ৪৩—) "দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্সেনং গুরূন্ সুরান্। স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥" * * "দত্ত্বাচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্সেনায় কল্পয়েৎ" এবং এই শেষোক্ত শ্লোকার্দ্ধের শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত ভাবার্থদীপিকা টীকায়—"তত্র উভয়ত্র ভগবতো ভোজনসমাপ্তিং ধ্যাত্বা আচমনং দত্ত্বা উচ্ছেষং বিষ্বক্সেনায় কল্পয়িত্বা তদনুজ্ঞয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত" অর্থাৎ ভগবন্নিবেদিত তদুচ্ছিষ্ট প্রসাদ বিষ্বক্সেনকে সমর্পণ করিয়া পশ্চাৎ সেই প্রসাদ-সম্মানই বিধেয়,—ইহাই শাস্ত্রবিধি ॥" —চৈঃ ভাঃ ম ১।১৯০ বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বৈধী ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ বর্ণনকালে "তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত"-কেই—'তদীয়' বলিয়া জানাইয়াছেন—

"তদীয়—তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।১২১

শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের নবমবিলাসে শ্রীতুলসী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু তুলসীদল ভক্ষণাদির বহু মাহাত্ম্য থাকিলেও বৈষ্ণবগণ উহা শ্রীহরিকে অর্পণ না করিয়া গ্রহণ করেন না—

"শ্রীমত্তুলস্যাঃ পত্রস্য মাহাত্ম্যং যদ্যপীদৃশম্।
তথাপি বৈষ্ণবৈস্তন্ন গ্রাহ্যং কৃষ্ণার্পণং বিনা ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক তুলস্যাদি তদীয় বস্তুর স্বয়ং সেবনাদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবকে তদীয়ানুগত্যে তদ্বস্তু ভগবৎ-সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখানো না যায় ॥ তদীয়কৃপা না হইলে 'তৎ' কৃপা পাওয়া যায় না। ভগবৎকৃপা ভক্তকৃপানুগামিনী। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভক্তের এক কৃষ্ণানুরাগ ব্যতীত বিদ্যাধনজাতিকুলাদির কিছুমাত্র বহুমানন করেন নাই। তাঁহার শ্রীমুখোক্তি—

"নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥
যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্ববন্দ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥
জাতি, কুল, সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মাইলেন হরিদাসে অধম কুলেতে ॥
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
সেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয় ॥"

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥"

শাস্ত্রে এইপ্রকার বহু বহু বাক্যে জাতি-কুলাদির অপেক্ষা না রাখিয়া ভক্তিমান্ ভক্তের প্রচুর প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, সর্ব্বারাধ্য ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তই যেন পরম আরাধ্য বস্তু। তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম হইয়াও নিজেকে 'ভক্তপরাধীন' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভক্তের নিকট তাঁহার কোন স্বতন্ত্রতা নাই। ভক্ত তাঁহাকে উঠাইলে উঠেন, বসাইলে বসেন, খাওয়াইলে খান। ভক্তই তাঁহার হৃদয়, ভক্তেরও হৃদয় তিনি, ভক্ত তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানেন না, তিনিও ভক্ত ছাড়া আর কাহাকেও আপনার জন বলিয়া জানেন না। ভক্তের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-

বাঞ্ছাই পরিপূর্ণ সুকোমল হৃদয়খানি ভগবানের বড় প্রিয় স্থায়ী বাসস্থান। 'ভক্তের হৃদয়ে গোবিন্দের সতত বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম ভক্ত সে পরাণ।" এইরূপ 'ভক্তভক্তিমান্' গোবিন্দের কৃপা পাইতে হইলে তাঁহার ভক্তের কৃপা অবশ্যই অপেক্ষণীয়া। ভক্তের যথাসর্ব্বস্ব ভগবান্ আবার ভগবানেরও যথাসর্ব্বস্ব ধন ভক্ত। উভয়েই উভয়ের ক্ষণকালের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না।
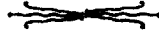
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(২৫)

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণলীলায় দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবল সখার অনুগতের অনুগত পার্ষদ ছিলেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের কৃষ্ণলীলার পূর্ব্ব পরিচয় সুবল-সখা। গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দ (হৃদয়-চৈতন্য), হৃদয়ানন্দের শিষ্য শ্যামানন্দ।

যং লোকা ভুবি কীর্ত্তয়ন্তি হৃদয়ানন্দস্য শিষ্যং প্রিয়ং
সখ্যে শ্রীসুবলস্য যং ভগবতঃ প্রেষ্ঠানুশিষ্যং তথা।
স শ্রীমান্ রসিকেন্দ্রমস্তকমণিশ্চিত্তে মমাহর্নিশং
শ্রীরাধাপ্রিয়-নর্ম্মমর্ম্মসু রুচিং সম্পাদয়ন্ ভাসতাম্ ॥
—শ্রীশ্যামানন্দশতক

'যাঁহাকে ইহ সংসারে লোকে শ্রীমদ্ হৃদয়ানন্দের প্রিয় শিষ্য বলিয়া কীর্ত্তন করে, যিনি সুবলসখার অনুগত বলিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়তমজনের অনুশিষ্য, সেই রসিকেন্দ্রমুকুটমণি শ্রীযুক্ত শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরাধামাধবের প্রিয় অন্তরঙ্গ-লীলাবিলাসসেবায় আমার অনুরাগ উৎপত্তি করিয়া আমার চিত্তে অহর্নিশ বিরাজিত থাকুন।'

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ১৪৫৬ শকে মধুপূর্ণিমা তিথি-বাসরে (চৈত্র-পূর্ণিমাতিথিবাসরে) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খড়্গপুর রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ধারেন্দা-বাহাদুরপুর গ্রামে পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ও মাতা শ্রীদুরিকাকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দ প্রভুর পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের সুবর্ণরেখা নদীর তীরে দণ্ডেশ্বর গ্রামে নিবাসস্থান ছিল। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে,—দণ্ডেশ্বর গ্রামের নিকট অম্বুয়ায় শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল বাস করিতেন। শ্যামানন্দ প্রভুর পিতা পূর্ব্বে গৌড়ে বাস করিতেন। পরে তথা হইতে উৎকলে দণ্ডেশ্বর গ্রামে, ধারেন্দাবাহাদুর-পুরে অম্বুয়ায় বাস করিয়াছিলেন। ধারেন্দা, বাহাদুর-পুর, রায়ণী বা রোহিণী, গোপীবল্লভপুর, নৃসিংহপুর এই পাঁচটি শ্রীপাট শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্যগণের প্রিয় স্থান। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু সদ্‌গোপ*-কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব স্বরূপতঃ নির্গুণ। তিনি যে কোন কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন। নিম্নকুলে আবির্ভাব-লীলা দেখিয়া বৈষ্ণবকে জাতিবুদ্ধি করিলে নরকপ্রাপ্তি ঘটে। 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ ··· ··· বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধিঃ ··· ··· নারকী সঃ।' —পদ্মপুরাণ

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥"
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৬৬-৬৭

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্ ॥
—হরিভক্তিবিলাস-ধৃত প্রমাণবচন।

শ্যামানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে পুত্রকন্যা গত হইলে পিতামাতা সঙ্কল্প করিলেন এইবার যে পুত্রসন্তান হইবে তাহাকে বিষ্ণুপাদপদ্মে সমর্পণ করিবেন। পিতামাতা দুঃখ পাওয়ার পর শ্যামানন্দকে পুত্ররূপে পাইয়া দুঃখের সহিত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে তাঁহার নাম 'দুঃখী' রাখিয়াছিলেন।

* সদ্‌গোপ—হিন্দু জলাচরণীয় উপজাতিবিশেষ—আশুতোষ দেবের বাংলা অভিধান।

"দণ্ডেশ্বর গ্রামে বাস সর্ব্বাংশে প্রবল।
মাতা শ্রীদুরিকা, পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল ॥
সদ্‌গোপকুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি সুচরিত।
কৃষ্ণ সে সর্ব্বস্ব তাঁ'র ভক্তে অতি প্রীত ॥
শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল-দুরিকার গুণগণ।
গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে না হয় বর্ণন ॥
ধারেন্দা-বাহাদুরপুরেতে পূর্ব্বস্থিতি।
শিষ্টলোক কহে শ্যামানন্দ-জন্ম তথি ॥
কোনমতে মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ।
পুত্রকন্যা গত হৈলে হৈল শ্যামানন্দ ॥
*　　*　　*　　*
মাতা-পিতা দুঃখসহ পালন করিল।
এই হেতু দুঃখী নাম প্রথমে হইল ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১৷৩৫১-৩৫৫, ৩৫৯

শ্যামানন্দ প্রভুর পিতামাতা যথাসময়ে পুত্রের অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণাদি সম্পন্ন করিলেন। ক্রমশঃ পুত্র বড় হইলে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পারঙ্গত হইলেন। পুত্রের প্রতিভা ও ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া পিতামাতা উল্লসিত। বৈষ্ণবের শ্রীমুখে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মহিমা মনোযোগের সহিত শ্রবণান্তর দুঃখী সর্ব্বক্ষণ তাহা অনুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মহিমাকীর্ত্তন ও রাধাকৃষ্ণের লীলামৃত পানকালে নদীর ধারার ন্যায় তাঁহার দুই নয়ন দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইত। তিনি পিতামাতাকেও অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সেবা করিতেন। পিতামাতা পুত্রকে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণভজনে নিয়োজনের জন্য কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে উপদেশ করিলেন। পিতামাতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া দুঃখী বলিলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রিয় গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্যের নিকট অম্বিকা কালনায় যাইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। তাহাতে গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাস্নানেরও সৌভাগ্য হইবে। পিতামাতা সানন্দে পুত্রকে অনুমতি প্রদান করিলেন। দুঃখী অম্বিকানগরে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইলে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিয়া হৃদয়চৈতন্য প্রভু স্নেহাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে কৃষ্ণমন্ত্র দিয়া শিষ্য করতঃ নাম রাখিলেন কৃষ্ণদাস। তদবধি দুঃখী—'দুঃখী কৃষ্ণদাস' নামে খ্যাত হইলেন। হৃদয়চৈতন্য প্রভু দুঃখী কৃষ্ণদাসকে বৃন্দাবনে যাইয়া ভজন করিতে আদেশ করিলে দুঃখী কৃষ্ণদাস গুরুদেবের বিরহে ব্যাকুল হইলেও গুরুদেবের আজ্ঞা পালনের জন্য নবদ্বীপ, গৌড়মণ্ডল দর্শন করতঃ তত্রস্থ বৈষ্ণবগণের কৃপা প্রার্থনা করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণান্তে বৃন্দাবনে পৌঁছিলেন। তথায় রাধা-শ্যামসুন্দরের আরাধনায় নিমগ্ন হইলেন। তদানীন্তন বৈষ্ণবজগতের শ্রেষ্ঠ পাত্ররাজ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামীর আনুগত্যে দুঃখী কৃষ্ণদাস ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। হৃদয়চৈতন্য প্রভু দুঃখী কৃষ্ণদাসের ভজননিষ্ঠার কথা জানিতে পারিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পত্রে নিবেদন করিলেন দুঃখী কৃষ্ণদাসকে নিজ শিষ্যবোধে পালন করিতে। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে যথাক্রমে আচার্য্য, ঠাকুর ও শ্যামানন্দ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী কর্ত্তৃক শ্যামানন্দ নাম প্রদত্ত হওয়ার এইরূপ কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, দুঃখী কৃষ্ণদাস রাধাশ্যামসুন্দরের মহানন্দ বিধান করিয়াছিলেন।

"শ্যামসুন্দরের মহানন্দ জন্মাইল।
'শ্যামানন্দ' নাম পুনঃ বৃন্দাবনে হৈল ॥
শ্রীজীব গোস্বামী চারু চেষ্টা নিরখিয়া।
পড়াইল ভক্তিগ্রন্থ নিকটে রাখিয়া ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১৷৪০১-৪০২

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী গোস্বামিগণের রচিত সমস্ত গ্রন্থ দিয়া ১৫০৪ শকে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে ও উৎকলে নামপ্রেম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা বীরহাম্বীরের স্থান বনবিষ্ণুপুরে গ্রন্থাপহরণ ও তদুদ্ধারপ্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্যবাণী ২৩শ বর্ষ ১২শ সংখ্যায় ২২৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৩১ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত শ্রীনিবাসাচার্য্যের চরিত্র বর্ণনে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর উত্তরবঙ্গে এবং শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ওড়িষ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলা ওড়িষ্যা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এইহেতু মেদিনীপুর সহরে শ্যামানন্দ প্রভুর পূত-স্মৃতি সংরক্ষণকল্পে তথায় সংস্থাপিত মঠের নাম রাখা হইয়াছে 'শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ'।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু হৃদয়চৈতন্য প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেও তাঁহারই গুরুদেবের নির্দ্দেশে শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গ ও সেবা করায় মধুর রসে কৃষ্ণসেবায় রুচিবিশিষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়চৈতন্য প্রভু দ্বাদশ গোপালের অন্যতম সুবলসখার অভিন্নস্বরূপ হইয়া সখ্যরসে গৌরনিত্যানন্দের ভজন করিয়াছিলেন। উন্নত অধিকারে মধুররসে শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ প্রসন্নতা বিধানের দ্বারা শ্যামানন্দ প্রভু তাঁহার দীক্ষাগুরুপাদপদ্মে অপরাধ করিয়াছেন, যাঁহারা এইরূপ মনে করেন তাঁহাদের বিচার সুসমীচীন নহে। মধুররসে সখ্যরস অন্তর্ভুক্ত আছে। শিষ্যের সমুন্নতি দ্বারা গুরুদেবেরই মহিমা বিস্তৃত হয়। শ্যামানন্দ প্রভু রাধারাণীর কত প্রিয় ছিলেন বৃন্দাবনে একটি অলৌকিক ঘটনা দ্বারা তাহা সুনিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশে গৌড়মণ্ডলে যাওয়ার পূর্ব্বে বৃন্দাবনে এই অদ্ভুতলীলা সংঘটিত হয়। একদিন শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বৃন্দাবনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া রাসমণ্ডল মার্জ্জন করিতেছিলেন, এমন সময় রাধারাণীর কি অলৌকিক কৃপা! তিনি রাধারাণীর শ্রীচরণের নূপুর তথায় প্রাপ্ত হইলেন। অত্যন্ত উল্লাসভরে শ্যামানন্দ প্রভু নূপুরটিকে ললাটে স্পর্শ করাইলেন, তাহাতে ললাটে নূপুরাকৃতি তিলকের প্রাকট্য হইল। এইহেতু শ্যামানন্দ পরিবারে নূপুর-তিলক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু মুখ্যতঃ কীর্ত্তনের দ্বারাই প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তনের সুর ছিল যথাক্রমে 'মনোহরসাহী', 'গরাণ-হাটী' ও 'রেণেটী'। প্রাণমাতানো সুরে কীর্ত্তনের দ্বারাই শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হইতেন। অধুনা এইসব কীর্ত্তনের সুর প্রচলিত দেখা যায় না। উৎকলদেশে শ্যামানন্দ প্রভুর প্রচারফলে বহু যবনও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দ প্রভুর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে শ্রীরসিক-মুরারি প্রধান ছিলেন। রোহিণী গ্রামের অধিপতি শ্রীঅচ্যুতের পুত্র ছিলেন শ্রীরসিকানন্দ। তাঁহার অপর নাম শ্রীমুরারি। দুইটী নাম যুক্ত করিয়া তাঁহাকে রসিক-মুরারিও বলা হয়। শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন আচার্য্য ছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার মহিমা ওড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে শ্রুত হয়। শ্যামানন্দ প্রভুর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে আরও কয়েকটি মুখ্য শিষ্যের নাম ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

"শ্যামানন্দ শিষ্য করিলেন স্থানে স্থানে।
কেবা না পবিত্র হয় তা' সবার নামে।।
রাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম, মনোহর।
চিন্তামণি, বলভদ্র, শ্রীজগদীশ্বর।।
উদ্ধব, অক্রূর, মধুবন, শ্রীগোবিন্দ।
জগন্নাথ, গদাধর, শ্রীআনন্দানন্দ।।
শ্রীরাধামোহন আদি শিষ্যগণ-সঙ্গে।
সদা ভাসে সঙ্কীর্ত্তন-সুখের তরঙ্গে।।
শ্রীশ্যামানন্দের মহা অদ্ভুত বিলাস।
বর্ণে কবিগণ যা'তে সভার উল্লাস।।"
—ভক্তিরত্নাকর ১৫।৬২-৬৬

এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীদামোদর নামক একজন যোগীকে কৃপা করিয়া ভক্তিরসে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী তৎসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"দামোদর নামে এক যোগাভ্যাসী ছিলা।
তা'রে কৃপা করি' ভক্তিরসে ডুবাইলা।।
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য হৈয়া দামোদর।
'নিতাই-চৈতন্য' বলি' কাঁদে নিরন্তর।।
সে প্রেম-আবেশ দেখি' কেবা ধৈর্য্য ধরে?
'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভক্তি' বলিয়া নৃত্য করে।।
শ্যামানন্দদেব দামোদরে উদ্ধারিয়া।
সর্ব্বত্র ভ্রময়ে ভক্তিরত্ন বিলাইয়া।।"

শ্রীরসিক-মুরারি ও শ্রীদামোদর আদি ভক্তগণকে লইয়া শ্যামানন্দ প্রভু ধারেন্দা গ্রামেতে যে মহা-মহোৎসব করিয়াছিলেন, তাহার মহিমা আজও শ্রীশ্যামানন্দ পরিবারের ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীরসিকানন্দদেব গোস্বামীকে গোপীবল্লভপুরে তাঁহার সেবিত শ্রীগোবিন্দের সেবা সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ প্রভুর সেবিত বিগ্রহ রাধাশ্যামসুন্দর তাঁহার অধস্তন কর্ত্তৃক অধুনা রাধাশ্যামসুন্দর মন্দিরে সেবিত হইতে-

ছেন। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের উক্ত মন্দির অন্যতম দর্শনীয়।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শেষ জীবনে উৎকলে নৃসিংহপুর গ্রামে থাকিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ১৫৫২ শকে আষাঢ়ী কৃষ্ণ-প্রতিপৎ তিথিতে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু এই নৃসিংহপুর গ্রামেই তিরোধান লীলা করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেম

[শ্রীলিপিকা দত্ত]

শ্রীল স্বরূপগোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রণাম-মন্ত্র,—

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহর্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাংপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। দ্বাপরযুগে শ্রীরাধাপ্রেমে একান্তভাবে মুগ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করেছিলেন—শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্য্য কিরূপ, তাঁর অত্যদ্ভুত মাধুর্য্য যা শ্রীরাধারাণী আস্বাদন করেন, তা কিপ্রকার এবং তাঁর সেই মাধুর্য্যানুভূতি হতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়,—এই তিনটি বিষয়ে লোভ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীশচীনন্দন গৌরহরিরূপে আবির্ভূত হ'লেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলায় রাধা ও কৃষ্ণ—পূর্ণ শক্তিমান্ ও পূর্ণ শক্তিতত্ত্ব স্বরূপতঃ এক হলেও বিলাসার্থ দুই দেহ ধারণ করে লীলা করেছিলেন। কিন্তু চৈতন্যলীলায় সেই ভিন্নত্ব ঘুচে গেল—দুই তত্ত্ব সম্প্রতি এক হয়ে চৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকট হ'লেন। দ্বাপরে কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণী, আর কলিযুগে সেই রাধারাণীর মহাভাব ও অঙ্গদ্যুতি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং, নদীয়ায় প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গরূপে। তাই রায় রামানন্দ দেখছেন—'রসরাজ, মহাভাব—দুই একরূপ ॥' মহাপ্রভুও রায়কে বল্লেন,—"গৌর অঙ্গ নহে, মোর—রাধাঙ্গস্পর্শন। গোপেন্দ্র-সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥ তাঁর ভাবে ভাবিত করি' আত্ম-মন। তবে নিজ-মাধুর্য্য করি আস্বাদন ॥' (চৈঃ চঃ ম ৮। ২৮৬-২৮৭)

বৈষ্ণব-মহাজনপদাবলীতেও পাই—

'যদি গৌর না হইত, তবে কি হইত ?
কেমনে ধরিতাম দে'।
রাধার মহিমা, প্রেমরসসীমা,
জগতে জানাত কে ?"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"

'যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাকে সেইরূপ অভীষ্ট দান করি।' কিন্তু গোপীপ্রেম সতত সর্ব্বতোভাবে নিষ্কাম। তিনি নিষ্কাম গোপীপ্রেমের প্রতিদান কি দিবেন ? তাই গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীরাধারাণীর প্রেমের প্রতিদান দিতে না পেরে তিনি বল্লেন, "ন পারয়েহহং"—রাধাপ্রেমের ঋণ শোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং রাধাপ্রেমের ঋণ স্বীকার করতে ও রাধাপ্রেমসুখতাৎপর্য্য' অনুভব করতে স্বয়ং শ্রীরাধানাথ কৃষ্ণই স্বীয় প্রেয়সীর ভাবকান্তি সুবলিত হয়ে শ্রীচৈতন্যরূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন,—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে এই হোল চরম কথা।

শ্রীচৈতন্য অবতারের মুখ্যতাৎপর্য্য দুই প্রকার—(১) রাধাপ্রেমমাধুরী আস্বাদন করা এবং (২) নিজ আচরণমুখে কলিহত জীবকে সেই প্রেমমাধুর্য্য দ্বারা প্রভাবিত যুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার করা। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদ্বাসীকে জানালেন—কৃষ্ণপ্রেম অপার্থিব বস্তু। কৃষ্ণপ্রেমহীন জীবন বৃথা। শুদ্ধচিত্তে আর্ত্তিসহ নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ ভক্তপ্রেমাধীন। নাম ও নামী অভিন্ন। নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণে কৃষ্ণে প্রগাঢ় রতি জন্মে। নাম গ্রহণে দেশ-কাল-পাত্রের কোন বিচার নাই। কলিকালে যজ্ঞ, তপস্যা, দানধ্যান কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। একমাত্র নামসংকীর্ত্তনই ভগবৎ-প্রাপ্তির সহজতম পথ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য,—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
নামসংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥
সংকীর্ত্তন হইতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ ॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ শ্লোক শুন স্বরূপ রাম রায় ॥
উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এইমত হইয়া যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম-উপজয় ॥"

* * * *

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

* * * *

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করে তাঁর সন্ন্যাসজীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির সন্নিধানে শ্রীকাশীমিশ্রভবনে —গম্ভীরায় অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি যখন প্রত্যহ রাধাভাবে ভাবিত হয়ে তন্ময়চিত্তে শ্রীজগন্নাথ-দেবকে অভিন্ন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে দর্শন করতেন, তখন তাঁর নয়নযুগল শুধুমাত্র অশ্রুজলে পূর্ণ হয়ে যেত না, নয়ন হতে পিচকারীর মত অশ্রুজল ছুটে বেরিয়ে আসত। জগন্নাথদর্শন করে যখন বিলাপ করতেন তখন গরুড়স্তম্ভের নীচে গর্ত্তে চোখের জল সঞ্চিত হোত। শ্রীকৃষ্ণবিরহ-জনিত যে দুঃখে তিনি অহর্নিশ জর্জ্জর হতেন, তা কাউকে তিনি বোঝাতে পারতেন না। কারণ এ বিরহযন্ত্রণা তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব অনুভবের জিনিস। তাই মহাপ্রভুর গম্ভীরা-বস্থান লীলায় আমরা দেখি যে তিনি কৃষ্ণবিচ্ছেদ-ব্যাকুলতায় দিব্যোন্মাদ দশা-প্রাপ্ত। শ্রীকৃষ্ণবিরহে বৃন্দাবনবাসিনী গোপীগণের— বিশেষতঃ গোপিকা-শিরোমণি শ্রীরাধারাণীর যে যে দশা হয়েছিল, সেই সেই দশায় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলতায় নিতান্ত বিহ্বল। মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার শেষ বারো বছর অপূর্ব্ব বিপ্রলম্ভ ভাবময় অত্যদ্ভুত কৃষ্ণবিরহ ব্যাকু-লতায় পরিপূর্ণ। এখানেই তাঁর রাধাভাবের চরম প্রকাশ। তিনি সর্ব্বদা বিরহকাতর, মনে সবসময় অপরিসীম শূন্যতাবোধ, প্রলাপময় বাক্য। "কোথা গেলে আমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাবো, কোথায় আমার প্রাণনাথ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ।" "কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ।" —এইরূপ অস্থির মন, সুতীব্র বিরহজ্বালায় সর্ব্বদা ছটফট করে-ছেন। কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত দুঃখ জ্বালায় তিনি উন্মাদবৎ স্তম্ভে মুখ ঘসেছেন, মুখ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। নীল সমুদ্রকে সুনীলবরণ কৃষ্ণ মনে করে তিনি আলিঙ্গন-সুখ লাভের জন্য সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন। চটক পর্ব্বতকে গিরিগোবর্দ্ধন মনে করে ধেয়ে গেছেন। শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণ ও লীলাবলি স্মরণ করে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর বিরহদশায় স্বরূপ-দামোদর ও রায় রামানন্দ তাঁর সর্ব্বক্ষণের সাথী ও সেবক হয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দান করেছেন ও ভাগবতের শ্লোক পড়ে শুনিয়ে তাঁর আনন্দ বৃদ্ধি করেছেন। রায় রামানন্দ ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে এবং স্বরূপদামোদর

ভাবানুরূপ গান শুনিয়ে মহাপ্রভুকে সুখ দিয়েছেন। প্রভু তাঁদের গলা ধরে তাঁকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য গভীর আকুতি জানিয়েছেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গে প্রেমের বিকারস্বরূপ মহাভাব প্রকাশ পেয়েছে।

'শ্রীজগন্নাথবল্লভ' নাটকের একটি শ্লোক প্রভু বার বার আবৃত্তি ক'রতেন—

'প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা।
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবম্।
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধে কা গতিঃ।।"

যার অর্থ হচ্ছে, "শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবিচ্ছেদজনিত দুঃখের বার্ত্তা জানেন না; প্রেম স্থানাস্থান জানে না। কন্দর্প বুঝে না যে, আমরা অতি দুর্ব্বলা। অন্য লোকেও অন্যের দুঃখ বুঝে না। জীবনও আমাদের কথার অধীন নয় এবং যৌবনও অত্যল্পকাল স্থায়ী। হা বিধাতঃ! বল, বল, আমাদের গতি কি হ'বে?"

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় প্রভু শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের এই শ্লোকটি উচ্চারণ ক'রতেন—

"অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি।।"

যার অর্থ হচ্ছে, 'হে অনাথের নাথ, হে করুণার সাগর, হে কৃষ্ণ! হায়, হায়, তোমার বিরহে আমার যে বড় দুঃখ হচ্ছে। তোমার দর্শন বিনা আমি কি-রূপে কাল কাটাব। আমি তোমাকে না দেখে এক-মুহূর্ত্তও ত' স্থির থাকতে পারছি না।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাহ্যদশা বা দিব্যোন্মাদলীলা তর্ক দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করা বৃথা। বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারাও এর কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। একমাত্র তাঁর কৃপালব্ধ সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই এই লীলার রসাস্বাদন করে পরম তৃপ্তি লাভ করতে পারেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় তাঁর সর্ব্বজনসমাদৃত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"-এর পরিশেষে বলেছেন—

"আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ।।
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা, নাহি ওর পার।
জীব হইয়া কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার।।
যাবৎ বুদ্ধির গতি তাবৎ বর্ণিলুঁ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলুঁ।।"
—চৈঃ চঃ অ ২০শ পঃ

সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্য কৃষ্ণপ্রেমলীলা বর্ণনা করে এমন সাধ্য কারো নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বিনয়সহকারে 'সমুদ্রের এক কণ ছোঁয়ার' কথা যা বলেছেন, তাতেই সমগ্র জগৎ মহাপ্রভুর লীলা-বৈশিষ্ট্য স্মরণ করে স্তম্ভিত। —এমন কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদন ও কৃষ্ণপ্রেমবিতরণ লীলা একমাত্র রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুর দ্বারাই সম্ভব হয়েছে, অন্য কারোর পক্ষে নয়। তিনি সাক্ষাৎ কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর শ্রীচরণসরোজে অসংখ্য কোটী নমস্কার।
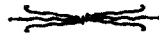
শ্রীনৃসিংহাবতার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২২ পৃষ্ঠার পর]

হিরণ্যকশিপু অপূর্ব্ব নৃসিংহমূর্ত্তিকে তাঁহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া বুঝিয়াও গদা ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ভগবানের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিলেন। ভগবান্ নৃসিংহদেবও কিছু সময় তাঁহার সহিত যুদ্ধ-লীলা করিয়া দিবসে নয়—রাত্রিতে নয় সন্ধ্যার সময়, গৃহের ভিতরে নয়—বাহিরে নয় দ্বারদেশে, আকাশে নয়—মাটিতে নয় নিজক্রোড়ে উরুর উপরে, কোনও অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারা নয়—নখের দ্বারা তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং উদরের নাড়ীভূঁড়িগুলি মালার ন্যায় পরিধান করিলেন। হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে অন্যান্য

সহস্র সহস্র দৈত্যগণকেও নখাস্ত্রের দ্বারা বধ করিলেন। অতঃপর ভগবান্ নৃসিংহদেব প্রতিদ্বন্দ্বিহীন হইয়া ভয়ঙ্কর ক্রোধোদ্দীপ্তমূর্ত্তিতে হিরণ্যকশিপুকে পরিত্যাগ করিয়া সভামধ্যে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রভুর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই তাঁহার সেবা করিতে সমর্থ হইলেন না। দৈত্যপীড়ন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, ঋষিগণ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, নাগগণ, মনুগণ, প্রজাপতিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চারণগণ, যক্ষ—কিম্পুরুষ—বৈতালিক—কিন্নরগণ ও বিষ্ণুপার্ষদগণ সকলেই অনতিদূরে থাকিয়া নৃসিংহের স্তব করিলেন। নৃসিংহদেবের ক্রোধ প্রশমনের জন্য ব্রহ্মা লক্ষ্মীদেবীকে যাইতে বলিলে তিনিও অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না। তখন ব্রহ্মা প্রহলাদকে নৃসিংহদেবের ক্রোধ প্রশমনের জন্য যাইতে বলিলেন। কারণ ভক্ত প্রহলাদের প্রতি অত্যাচার হওয়ায় ভগবানের এই ক্রোধযুক্ত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। প্রহলাদ দৈন্যভরে শ্রীলক্ষ্মীদেবী ও ব্রহ্মাদি দেবগণকে প্রণাম করতঃ নির্ভীকচিত্তে নৃসিংহদেবের নিকটে গমন করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিপতিত হইলেন। নৃসিংহদেব অত্যন্ত বাৎসল্যযুক্ত হইয়া প্রহলাদের মস্তকে তাঁহার বরাভয়প্রদ করকমল স্থাপন করিলেন। ভগবানের সুশীতল করকমল স্পর্শে প্রহলাদের অসুরকুলে জন্মজনিত সকল দোষ দূরীভূত হইল। ভগবজ্জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্ত হইলে তিনি প্রেমগদগদবচনে নৃসিংহদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। নৃসিংহদেব প্রহলাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু প্রহলাদ বর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, কারণ, যে ব্যক্তি ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষায় অর্থাৎ বিষয়সুখ প্রাপ্তির আশায় ভগবানের সেবা করে, সে ভগবানের ভৃত্য নহে, সে বণিগ্বৃত্তিসম্পন্ন। নৃসিংহদেব যখন কহিলেন তাঁহার নিকট বর গ্রহণ না করিলে তাঁহার বরদর্ষভ নামের কলঙ্ক হইবে, তখন প্রহলাদ বলিলেন—'যদি বরই দিবেন প্রভু, তবে এই বর দিন যাহাতে আমার হৃদয়ে বর গ্রহণের কোন স্পৃহাই না থাকে।' নৃসিংহদেব বলিলেন 'ইহা তোমার বর-প্রার্থনা হইল না। তুমি বঞ্চনা করিলে। তুমি বর গ্রহণ কর।' তখন প্রহলাদ নৃসিংহদেবের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন, 'আমার পিতা আপনার শ্রীঅঙ্গে গদাঘাত করিয়াছেন, আমি আপনার ভজন করি বলিয়া আমার প্রতি দ্রোহাচরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে পবিত্র করুন।' নৃসিংহদেব প্রহলাদকে বলিলেন—'তোমার পিতা আমাকে দর্শন করিয়াছে, আমার স্পর্শও লাভ করিয়াছে, সে কি তাহাতে পবিত্র হয় নাই? যদি তাহাতেও পবিত্র না হইয়া থাকে, যে কুলে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই কুল কি এখনও অপবিত্র আছে? তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ২১ পুরুষের পিতামাতা পবিত্র হইয়া গিয়াছে।'

ত্রিসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহতেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ॥

'হে অনঘ, হে সাধো, পূর্ব্বতন একবিংশতি পুরুষের সহিত তোমার পিতা পবিত্র হইয়াছে, কারণ সেই বংশে কুলপাবন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ।'

শ্রীনৃসিংহদেবের দুইপ্রকার স্বরূপ— অভক্তের নিকট ভয়ঙ্কর, কিন্তু ভক্তের নিকট অত্যন্ত বাৎসল্যযুক্ত।

"উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবতে ৭।৯।১ শ্লোকের টীকায়
শ্রীধরস্বামি-ধৃত আগমবচন)

'কেশরী যেরূপ উগ্র বিক্রম হইয়াও স্বীয় সন্তানদিগের প্রতি অনুগ্র, নৃসিংহদেব সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহলাদাদি স্বভক্তের প্রতি স্নেহপূর্ণ।' —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ইহার দ্বারা নৃসিংহদেবের অদ্ভুত কৃপার মহিমা অভিব্যক্ত হয়। নৃসিংহদেব ভক্তিপ্রতিকূলভাবসমূহকে নাশ এবং ভক্তিকে সমৃদ্ধ করেন। 'হিরণ্যকশিপু' শব্দের অর্থ—হিরণ্য=স্বর্ণ, ধন, কশিপু=শয্যা অর্থাৎ কনক-কামিনী আকাঙ্ক্ষাই ভজনের প্রতিবন্ধক, তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাও অনুস্যূত আছে। নৃসিংহদেব জীবের মধ্যে হিরণ্যকশিপুরূপ ভক্তিপ্রতিকূলভাবকে নাশ এবং প্রহলাদরূপ ভক্তিপ্রবৃত্তিকে সমৃদ্ধ করেন। এইজন্য অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের কৃপার অত্যাবশ্যকতা রহিয়াছে।

"প্রহলাদহৃদয়াহলাদং ভক্তাবিদ্যাবিদারণম্।
শরদিন্দুরুচিং বন্দে পারীন্দ্রবদনং হরিম্ ॥" *
বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যাস্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে ॥†

—ভাগবত ১।১।১ ও ১০।৮৭।১ শ্লোকের
টীকায় শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥

(নৃসিংহপুরাণবচন)

'এদিকে নৃসিংহ, ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই সেইখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, আর হৃদয়ে নৃসিংহ—এবম্বিধ সেই আদি নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম।' —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নমস্তে নরসিংহায় প্রহলাদাহলাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্ব্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥

(নৃসিংহপুরাণবচন)

'প্রহলাদের আহলাদদায়ক নরসিংহকে নমস্কার, হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃশিলা-ছেদক নখধারী নৃসিংহকে নমস্কার।' —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

'তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং,
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥'

(শ্রীজয়দেবকৃত)

অর্থাৎ হে কেশব, হে নরসিংহরূপধারিন্, [পদ্মের কেশর বা কেসর অর্থাৎ রেণু অতি কোমল, কিন্তু] তোমার পরম সুন্দর করকমলের কেসর-স্বরূপ নখাগ্রভাগ অত্যদ্ভুত, উহা এরূপ কঠোর যে, উহাতে হিরণ্যকশিপুর দেহরূপভৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়াছিল। হে জগদীশ, হে হরে, তুমি জয়যুক্ত হও।

ইহার বিষয় হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে,—"সত্যযুগে দৈত্যদিগের আদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর প্রার্থনা করে যে, দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস বা মানব আমি ইহাদের কাহারও বধ্য হইব না। মুনিগণ যেন আমাকে শাপ দিতে সমর্থ না হন। যেন অস্ত্র-শস্ত্র, গিরিপাদপ, শুষ্ক ও আর্দ্র পদার্থ দ্বারাও আমার বিনাশ না হয় এবং স্বর্গাদি কোন লোকে, দিবা বা রাত্রি ইহার কোনকালেই যেন আমার মৃত্যু না হয়। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া এই সকল বরই দিলেন। হিরণ্যকশিপু এই বর-প্রভাবে অতিশয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। দৈত্যপতি স্বর্গলোকের অধীশ্বর হইয়া দেবগণকে নানাপ্রকারে বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। দেবগণ আর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু দেবগণকে অভয় দিয়া কহিলেন, 'আমি অচিরকাল মধ্যেই সেই বর-দর্পিত দানবেন্দ্রকে সগণে নিহত করিতেছি।' ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণকে বিদায় দিয়া কি উপায়ে দুর্দ্দান্ত হিরণ্যকশিপুর বধ সাধন করিবেন, তাহারই ধ্যান করিতে করিতে হিমালয়-পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। অবশেষে দৈত্য, দানব ও রাক্ষসদিগের ভয়াবহ এক অপূর্ব্ব নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করাই স্থির হইল। তখনই অর্দ্ধভাগ মনুষ্য ও অর্দ্ধভাগ সিংহাকৃতি রূপ আশ্রয় করিলেন। ইঁহার তেজে সূর্য্যও হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে এই নরসিংহ মূর্ত্তি হিরণ্যকশিপুর সমীপস্থ হইল। বিষ্ণু দেখিলেন যে দানবপতি অপূর্ব্ব সভায় উপবেশন করিয়া আছেন; দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বিশুদ্ধ তানলয় সহকারে সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন।

ভগবান্ এই সভায় উপস্থিত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহলাদ দিব্যচক্ষুতে সেই সমাগত দেবমূর্ত্তি ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া দৈত্যপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'মহারাজ! আপনি দৈত্যদিগের প্রধান। এই মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন ইনি কোন অব্যক্ত দিব্যপ্রভাবশালী। ইঁহা হইতেই আমাদের দৈত্যকুল বিনষ্ট হইবে। এই মহাত্মার শরীরে যেন স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল জগৎ রহিয়াছে, ইনি কোন অসাধারণ পুরুষ হইবেন।'

* 'যিনি প্রহলাদের হৃদয়ে আনন্দঘনরূপে বিরাজমান এবং ভক্তবৃন্দের অবিদ্যার বিদারক, যাঁহার অঙ্গকান্তি শারদীয় চন্দ্রসদৃশ, সেই সিংহবদন হরিকে বন্দনা করি।'

† 'যাঁহার তুণ্ডাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করিতেছেন, বক্ষঃস্থলে স্বর্ণরেখারূপে লক্ষ্মী অবস্থিতা এবং হৃদয়ে অত্যুর্জ্জিত সর্ব্বজ্ঞতাশক্তি দেদীপ্যমান, আমি সেই নৃসিংহদেবকে ভজনা করি।'

দনুজাধিপতি প্রহ্লাদের এই কথা শুনিয়া অনুচর দানবগণকে আদেশ করিলেন, 'তোমরা এই সিংহকে অচিরে বিনাশ কর।' দানবগণ প্রবল বিক্রমে সিংহকে আক্রমণ করিল কিন্তু অচিরে সদলে বিনষ্ট হইল। নরসিংহ বদন বিস্তার করিয়া অন্তকের ন্যায় ঘোরতর সিংহনাদ করিতে করিতে দৈত্যসভা একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন হিরণ্যকশিপু স্বয়ং তাঁহার উপর ঘোরতর অস্ত্রবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। দুইজনে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল।

দানবগণ আসিয়া বিষ্ণুকে আক্রমণ করিল। কিন্তু বিষ্ণু কর্তৃক তাহারাই নিহত হইল। হিরণ্যকশিপু তখন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রোষারুণিত নেত্রে যেন সকল দগ্ধ করিতে লাগিল। মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল, সাগর সকল ক্ষুব্ধ হইল, সকানন ভূধরগণ বিচলিত হইতে লাগিল, সমুদয় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। ঘোর উৎপাত ও ও ভয়সূচক বায়ুসকল বহিতে লাগিল। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে যে সকল লক্ষণ হয়, সেই সকলই অনুভূত হইতে লাগিল। সূর্য্য প্রভাহীন ও অসিতবর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর ধূমশিখা উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন, সপ্তসূর্য্যও তিমিরবর্ণ আকার ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন। আকাশ হইতে ঘন ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া ওষ্ঠদংশন ও গদা গ্রহণপূর্ব্বক তীব্রবেগে ধাবিত হইলে দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া ভগবান্ নরসিংহদেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'দেব! দুষ্ট-মতি হিরণ্যকশিপুকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ করুন। আপনি ভিন্ন ইহাকে বিনাশ করিতে পারে, এরূপ লোক জগতে কেহ নাই। অতএব লোকহিতের জন্য ইহাকে বধ করিয়া ত্রিলোকের শান্তি বিধান করুন।'

নরসিংহদেব দেবগণের এইরূপ বাক্য শুনিয়া গভীর ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভীষণ নখের প্রহারে দৈত্যপতির হৃদয় বিদারণ করিয়া তাহাকে সমরাঙ্গনে নিপাতিত করিলেন।

ভীষণ শত্রু দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে পৃথিবী, পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি-গণ ও নদী শৈলাদি সকলেই প্রসন্নতা লাভ করিল। তখন দেবগণ মিলিত হইয়া নরসিংহকে স্তব করিতে লাগিলেন, অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিল। নৃত্যাদি শেষ হইলে গরুড়ধ্বজ নারায়ণ নরসিংহরূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি অবলম্বন করিলেন এবং অষ্টচক্র ও অতি প্রদীপ্ত ভূতবাহন রথে উঠিয়া ক্ষীরোদসাগরের উত্তরকূলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে নরসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিলেন।

—(হরিবংশ ৩০-৩৯ অ) বিশ্বকোষ হইতে উদ্ধৃত

শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রতপালনমাহাত্ম্য

'বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং শ্রীনৃকেশরী।
জাতস্তদস্যাং তৎপূজোৎসবং কুর্বীত সব্রতম্॥'

—পদ্মপুরাণ

'বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সুতরাং উক্ত তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজারূপ উৎসব উপবাসাদি নিয়ম-সহকারে পালন করা উচিত।'

'প্রহলাদ-ক্লেশনাশায় যা হি পুণ্যা চতুর্দ্দশী।
পূজয়েত্তত্র যত্নেন হরেঃ প্রহলাদমগ্রতঃ॥'

—আগমে

'প্রহলাদের ক্লেশনাশের জন্য যে পবিত্রা চতুর্দ্দশী তিথির উদ্ভব, সেই তিথিতে নৃসিংহপূজার পূর্ব্বে যত্ন-পূর্ব্বক প্রহলাদের পূজা করা উচিত।'

বৃহন্নারসিংহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

প্রহলাদ মহারাজ শ্রীনৃসিংহ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহার কি করিয়া শ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে ভক্তি হইল। তদুত্তরে শ্রীনৃসিংহদেব বলিলেন— 'পুরাকালে অবন্তীনগরে বসুশর্ম্মা নামে এক বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার সদাচারসম্পন্না পত্নী সুশীলাও আদর্শ পতিভক্তির দরুণ ভুবনত্রয়ে বিখ্যাতা হইয়াছিলেন। বসুশর্ম্মার ঔরসে ও সুশীলার গর্ভে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রগণের মধ্যে প্রথম

৪টী পুত্র বিদ্বান্, সদাচারপরায়ণ ও পিতৃভক্ত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র (তুমি) বেশ্যার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া চরিত্রভ্রষ্ট হইলে। তখন তুমি বসুদেব নামে অভিহিত ছিলে। বেশ্যার সঙ্গে তোমার সদাচারাদি সব নষ্ট হইল। নৃসিংহচতুর্দ্দশী তিথিতে বেশ্যার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় তোমরা উভয়েই অযাচিতভাবে উপবাস ও রাত্রিজাগরণ করিয়াছিলে। তাহাতে নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত পালনের ফল উভয়ে লাভ করিলে। বেশ্যা দেবলোকে অপ্সরারূপে বহুবিধ ভোগ সম্ভোগ করিয়া পরে আমার প্রিয়পাত্রী হইয়াছে। তুমিও হিরণ্যকশিপুর পুত্র হইয়া আমার প্রিয় ভক্তরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ। আমার এই ব্রতপালনের দ্বারা ব্রহ্মা সৃষ্টিশক্তি, মহেশ্বর ত্রিপুর বিনাশাদিরূপ সংহারশক্তি, সকলে সকলপ্রকার শক্তি ও সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে।'

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁহার রচিত শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীনৃসিংহদেবের অবতারবৈশিষ্ট্য পদ্মপুরাণের প্রমাণ উল্লেখ করতঃ প্রকাশিত করিয়াছেন—

'নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণেষু ষাড়্‌গুণ্যং পরিপূরিতম্।
পরাবস্থাস্তু তে তস্য দীপাদুৎপন্নদীপবৎ।'

—পদ্মপুরাণ

[শাস্ত্রে সম্পূর্ণাবস্থকে 'পরাবস্থ' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন]

'নৃসিংহ, রাম ও কৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে ষাড়্‌গুণ্য বিদ্যমান আছে। যেমন প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তরের উৎপত্তি হইলেও সকল প্রদীপই সমান ধর্ম্মাবলম্বী, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হইতে রামও নৃসিংহের অভিব্যক্তি হইলেও, এই তিনজনই ষাড়্‌গুণ্যের পরাবস্থাপন্ন।'

বিরহ-সংবাদ

শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী (শ্রীনরেন্দ্র দাস) বিগত ৩ শ্রাবণ, ২০ জুলাই রবিবার শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে নদীয়াজেলা সদর কৃষ্ণনগরে নিজালয়ে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সস্ত্রীক শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে শ্রীল গুরুদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া দীর্ঘ সতর বৎসর যাবৎ কৃষ্ণনগরস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবা, বিশেষতঃ শ্রীবিগ্রহগণের পোষাক তৈরীসেবা নিষ্ঠার সহিত করিতেছিলেন। ইহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ বিরহ-সন্তপ্ত।

নবীনকৃষ্ণপ্রভুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী বৈষ্ণব বিধানানুসারে তাঁহার গৃহে গত ১৩ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই বুধবার বৈষ্ণবহোমাদি সহযোগে কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে তাঁহার পতির পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করিয়াছেন। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা এবং রাত্রিতে ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরস্থ মঠের সেবকবৃন্দ ব্যতীত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী ও শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২৬ পৃষ্ঠার পর]

কংসটিলা—ব্রজের গোপগণ মল্লক্রীড়ায় নিপুণ, অতএব তাঁহারা মল্লক্রীড়াদ্বারা কংসরাজার প্রীতি-বিধান করুন এই বলিয়া মল্লবীর চাণুর রামকৃষ্ণকে মল্লক্রীড়ার জন্য আহ্বান করিলেন। চাণুর শ্রীকৃষ্ণের সহিত এবং মুষ্টিক বলরামের সহিত মল্লক্রীড়ায় নিযুক্ত হইল। কংস মঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া এবং বসুদেব, নন্দ মহারাজ, উগ্রসেন ও গোপগণ নিজ নিজ স্থানে বসিয়া মল্লক্রীড়া দর্শন করিতেছিলেন। মল্ল-ক্রীড়াকালে শ্রীকৃষ্ণ চাণুরের বাহুদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভূমিতে নিক্ষেপমাত্র তাহার মৃত্যু ঘটে। মুষ্টিকও বলদেবের ভীষণ মুষ্টিপ্রহারে রক্ত-বমি করিতে করিতে প্রাণশূন্য হইয়া ভূপতিত হয়। চাণুর ও মুষ্টিক নিহত হইলে মহারাজ কংস রণবাদ্য বন্ধ করিয়া বসুদেব নন্দ মহারাজের প্রতি নির্য্যাতন আরম্ভ করে। তৎপরে রামকৃষ্ণকে সভা হইতে বহিষ্কারের আদেশ হইলে শ্রীকৃষ্ণ উল্লম্ফনপূর্ব্বক কংসের নিকট যাইয়া তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমিতে ভূপাতিত করতঃ তাহার উপর চাপিয়া বসিলে তাহাতে কংসের মৃত্যু হয়। কংসের মৃত্যুস্থানকে কংসটিলা বা কংসখালি বলা হয়। স্থানটি হোলি দরজার নিকটে অবস্থিত। মন্দিরের ভিতরে কংসের কেশাকর্ষণ করিতেছেন এই-রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। কংসটিলার পার্শ্বে কংসখেড়া নামে একটি ক্ষুদ্র নালা যমুনা পর্য্যন্ত গিয়াছে। মথুরার পাণ্ডাগণ বলেন কংসের মৃতদেহ টানিয়া যমুনায় ফেলিবার সময় শরীরের ঘর্ষণে এই নালা বা খালা উৎপন্ন হইয়াছে।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রিয় বিশিষ্ট পার্ষদগণের অন্যতম নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহা-রাজের প্রতিষ্ঠিত মঠ। শ্রীমঠটি কংসটিলার নিকটেই অবস্থিত। পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমঠের দ্বিতলে উঠিয়া শ্রীমন্দিরে বিরাজিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন-করতঃ নৃত্যকীর্ত্তনাদি করেন। দ্বিতলে শ্রীমন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত নাট্যমন্দির আছে। তথায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় দর্শনের জন্য ভক্তগণ সংকীর্ত্তন সহ বহির্গত হইলেন।

গোকর্ণেশ্বর মহাদেব—মথুরানগরীর চারিদিকের যে চারিজন ক্ষেত্রপাল বা নগররক্ষক শ্রীবিষ্ণুধাম মথুরাপুরীকে রক্ষা করিতেছেন তন্মধ্যে উত্তর পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রপাল শিব শ্রীগোকর্ণেশ্বর। স্থানটি সহরের বাহিরের দিকে। ভক্তগণ মধ্যাহ্নে কীর্ত্তন করিতে করিতে অনেকটা পথ অতিক্রম করার পর সেইস্থানে পৌঁছিলেন। গোকর্ণেশ্বর-মহাদেব দর্শনান্তে ভক্তগণ মন্দিরের বাহিরে উঁচুস্থানে ও নীচুস্থানে উপবিষ্ট হইলে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ বাংলাভাষায় এবং শ্রীমঠের আচার্য্য হিন্দীভাষায় গোকর্ণের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি রচিত পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ড পঞ্চমভাগে ১৯৬ অধ্যায়ে ইতিহাসটি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনারদ গোস্বামী দুরাচার ব্যক্তিগণের একমাত্র মুক্তির উপায়-স্বরূপ সপ্তাহযজ্ঞের মহিমা চতুঃসনের নিকট শুনিতে ইচ্ছা করিলে সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার বৈকুণ্ঠপুরুষগণ যে পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিয়া শুনাইয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—

পূর্ব্বে 'কোহল' নামক স্থানে তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে বর্ণাশ্রমপালনপর ধনাঢ্য 'আত্মদেব' নামে এক ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী ধুন্ধুলী সৎকুলোদ্ভবা, সুন্দরী ও গৃহকার্য্যে নিপুণা হইলেও ক্রূর, কলহপ্রিয় ও স্বার্থপর ছিলেন। দীর্ঘ ৫০ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও পুত্রসন্তান না হওয়ায় আত্মদেবের এইরূপ দুঃখ হইল যে তিনি উদ্ভ্রান্ত হইয়া বনে গমন করি-লেন। বনে চলিতে চলিতে ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া একটি জলাশয়ের জলপান করিয়া তৎতটবর্ত্তী বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ইতোমধ্যে একজন সিদ্ধ মহাত্মাও তথায় আসিয়া জলপান করিয়া উক্ত বৃক্ষের তলে বসিলেন। আত্মদেব তাঁহাকে গুরুজ্ঞানে

প্রণাম করিয়া নিজপুত্রহীনতারূপ দুর্দ্দৈবের কথা জ্ঞাপন করিলেন। সেই মহাযোগী পুরুষ ব্রাহ্মণের সাতজন্মে পুত্র নাই, পুত্রাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগের জন্য উপদেশ করিলেও ব্রাহ্মণ পুত্রের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে সিদ্ধ মহাত্মা তাঁহাকে পুত্রসন্তানের জন্য একটি ফল দিলেন। উক্ত ফল স্ত্রীকে খাওয়াইলে সুসন্তান হইবে। আত্মদেব ফল পাইয়া উৎসাহান্বিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া পত্নীকে সন্তানের জন্য মুনির প্রদত্ত ফলটি খাইতে বলিলে পত্নী গর্ভযন্ত্রণা ও মৃত্যুর ভয়ে খাইতে অস্বীকৃত হইলেন। পরে ধুন্ধুলীর ছোট ভগ্নী গৃহে আসিলে তাহার সহিত গোপনে পরামর্শান্তে পতির নিকট হইতে ফলটি লইয়া গৃহস্থিত গাভীকে খাওয়াইয়া দিলেন। ধুন্ধুলীর ছোটভগ্নী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্রা হওয়ায় ধুন্ধুলীকে তাহার গর্ভস্থিত পুত্রকে নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে এবং সেইভাবে প্রচার করিতে গোপনে পরামর্শ দিলেন। যথাসময়ে ধুন্ধুলীর ছোটভগ্নীর পুত্রসন্তান হইলে ধুন্ধুলী তাহাকে নিজের পুত্ররূপে প্রচার করিলেন। সরল ব্রাহ্মণ আত্মদেব তাহা বিশ্বাস করিয়া উল্লসিত হইয়া বহু ব্রাহ্মণ ও সাধুর সেবা এবং দান পুণ্য করিলেন। তিনমাস বাদে ঘরের গাভীটিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দিব্যকান্তি মনুষ্যাকৃতি বাচ্চা প্রসব করিলেন। সেই শিশুর কর্ণ দুইটী গরুর মত হওয়ায় আত্মদেব তাহার নাম 'গোকর্ণ' রাখিলেন। 'গোকর্ণ' শিশুকাল হইতেই ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ সাধু প্রকৃতির হইলেন। কিন্তু ধুন্ধুলীর পুত্র ধুন্ধুকারী সর্ব্বজনদ্বেষী দুষ্ট চণ্ডালের ন্যায় হইল। ধুন্ধুকারী বড় হইয়া দুশ্চরিত্র হইল। মদ্যপান ও বেশ্যাসক্ত হইয়া পিতার ধন নষ্ট করিতে লাগিল। পিতা তাহাতে প্রতিবাদ করিলে ধুন্ধুকারী পিতাকে অকথ্যভাষায় গালাগালি ও তাঁহাকে প্রহার করিবার জন্য উদ্যত হইল। পুত্রের ব্যবহারে আত্মদেব মর্ম্মাহত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গোকর্ণের পরামর্শানুসারে সংসার ত্যাগ করিলেন। পিতা গৃহত্যাগী হইলে ধুন্ধুকারী আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বেশ্যাগুলিকে গৃহে আনিয়া বসবাস করিতে লাগিল। তাহাতে জননীদেবী আপত্তি করিলে তাঁহাকেও রূঢ়ভাষায় গালি দিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইল। জননীদেবী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া কূপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

পিতার সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইয়া গেলে ধুন্ধুকারী চুরি ডাকাতি প্রভৃতি গর্হিত উপায়ের দ্বারা বেশ্যাগণের তৃপ্তি বিধান করিতে লাগিল। ধুন্ধুকারী যে বেশ্যাগণের জন্য এত করিল সেই বেশ্যারা যখন বুঝিল ধুন্ধুকারীর নিকট অর্থ নাই, তখন তাহাকে হত্যা করিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। গর্হিত কামের এইপ্রকার ভয়াবহ পরিণতি হয়। আত্মদেবের পত্নী ধুন্ধুলী প্রেতযোনি এবং তাহার পুত্র ধুন্ধুকারী মহাপ্রেতযোনি প্রাপ্ত হইল। প্রেতযোনিতে উভয়ে কষ্ট পাইলেও ধুন্ধুকারীর কষ্ট অসহনীয় হইল। প্রবল ক্ষুধা হয়, কিন্তু খাদ্য পায় না, ভীষণ পিপাসা হয় কিন্তু জল পায় না, ভীষণ শীত ও গরমে ক্লিষ্ট হইয়া ধুন্ধুকারী বাতাসের রূপ ধারণ করিয়া কেবল চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতেছে। গোকর্ণ জননীদেবীর পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্নের জন্য তীর্থ ভ্রমণান্তে গয়াতে পৌঁছিয়া মাতার উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান করিলেন। অতঃপর গোকর্ণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতৃগৃহ শূন্য দেখিলেন। মধ্যরাত্রিতে বিভিন্ন প্রকার উপদ্রব ও বিভীষিকা দর্শন করিতে লাগিলেন—যেন কেহ কখনও ভীষণ অজগর সর্পরূপে, কখনও উষ্ট্ররূপে, কখনও মহিষ, কখনও বা অগ্নিরূপে তাঁহাকে ভয় দেখাইতেছিল। গোকর্ণ মনে করিলেন কোন পুরুষাধমের এই কার্য্য হইবে; যোগবলে প্রেতাত্মার সহিত বার্ত্তালাপ করিয়া বুঝিলেন সেই পুরুষাধম আর কেহ নহে, তাঁহার নিজভ্রাতা ধুন্ধুকারী। ধুন্ধুকারী ভ্রাতার আগমনের কথা জানিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং নিজ উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল। গোকর্ণ ভ্রাতার উদ্ধারের জন্য গয়াতে গিয়া পিণ্ড প্রদান করিলেও যখন তাহার উদ্ধার হইল না, তখন তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করতঃ তাঁহার নিকট উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সপ্তাহযজ্ঞ ব্যতীত অর্থাৎ সপ্তাহকাল ভাগবত শ্রবণ ব্যতীত ধুন্ধুকারীর উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই, এইরূপ সূর্য্যদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হইলে গোকর্ণ সপ্তাহকাল ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রন্থিযুক্ত বাঁশকে অবলম্বন করিয়া ধুন্ধুকারী তন্মনস্ক হইয়া ভাগবত শ্রবণের দ্বারা উদ্ধারলাভ করিয়াছিলেন।

গোকর্ণেশ্বর অর্থ গোকর্ণতীর্থস্থ শিবলিঙ্গ। গোকর্ণ-

তীর্থে যে মহাদেবের অবস্থিতি তিনি গোকর্ণেশ্বর মহাদেব।

'এই বিশ্বনাথতীর্থ গোকর্ণাখ্য নাম।
বিষ্ণুপ্রিয় ভুবনে বিদিত অনুপম ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ৫।৩২০

'ততো গোকর্ণতীর্থাখ্যং তীর্থম্ ভুবনবিশ্রুতম্।
বিদ্যতে বিশ্বনাথস্য বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভম্ ॥'
—সৌরপুরাণ

'তারপর বিষ্ণুর অতিপ্রিয় জগদ্বিখ্যাত বিশ্বনাথের গোকর্ণতীর্থ নামক তীর্থ বিদ্যমান।'

রজক ঘাট—কংসের ধোপার ঘাটের নাম রজক ঘাট। অক্রুরের রথে রামকৃষ্ণ মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলে পূর্ব্বে প্রতীক্ষমান নন্দ মহারাজ ও গোপগণের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে বিদায়কালে অক্রুর কৃষ্ণকে নিজগৃহে আসিতে বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ কংস বধের পর তাঁহার গৃহে যাইবেন এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর অক্রুর কংসকে রামকৃষ্ণের আগমন সংবাদ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপবৃন্দসহ বিচিত্র শোভাযুক্ত মথুরাপুরী দর্শন করিতে করিতে চলিতে থাকাকালে পুরবাসী স্ত্রীগণ কেহ বহির্দ্বারে, কেহ প্রাসাদোপরে থাকিয়া রামকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। রামকৃষ্ণের দর্শনে তাঁহাদের বহু-দিনের মনোব্যথা দূর হইল। প্রাসাদোপরি হইতে স্ত্রীগণ রামকৃষ্ণের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দ্বিজগণ দধি, অক্ষত, গন্ধ ও মাল্যদ্বারা তাঁহাদের পূজা বিধান করিলেন। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ কংসের রজককে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া তাহার নিকট সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট পরিধেয় বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। কংসরজক শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে সাধারণ মনুষ্য ও কংসরাজার প্রজামাত্র মনে করিয়া কংসের অধিকৃত বস্ত্রে কৃষ্ণ বলরামের ন্যায়ত কোন দাবী নাই বিচার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে অশ্লীল বাক্যের দ্বারা তিরস্কার করিল ও তাঁহাকে বস্ত্রদানে অস্বীকৃত হইল। তচ্ছ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া চপেটাঘাতের দ্বারা আত্মশ্লাঘাপরায়ণ রজকের দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাদ্বারা কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচার নিরস্ত হইল।

কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত স্থূলধী ব্যক্তিগণের শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব সম্বন্ধে বোধের অভাব থাকায় তাঁহার কার্য্যে ন্যায়-অন্যায় বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া সমালোচনা করিতে গিয়া তাঁহারা আত্যন্তিক মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হয়। পরতমতত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের তাঁহার নিজ অধীন সমস্ত শক্তিকে যদৃচ্ছা ব্যবহারের অধিকার আছে। সেই শক্তি এবং শক্ত্যংশ জীবের প্রতি মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের যদৃচ্ছা ব্যবহার তাহাদের মঙ্গলের জন্যই—এই বোধ যাহাদের নাই তাহাদের ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। কংস, কংসের বস্ত্র, রজক সমস্ত বস্তুরই স্বতঃসিদ্ধ মালিক শ্রীকৃষ্ণই। এইজন্য সমস্ত বস্তুর প্রতি অধিকার শ্রীকৃষ্ণেরই, অন্য কাহারও নাই। স্থূলদর্শনে রজক হত্যাকে অন্যায় বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হওয়ায় রজকের যে সৌভাগ্যের উদয় হইল তাহা কল্পনাতীত। শ্রীহরির একটি বিশেষ গুণ হতারিসুগতিদায়কত্ব। কৃষ্ণের কৃপা এবং তাঁহার শুদ্ধভক্তগণের কৃপা ব্যতীত কর্ম্মনিষ্ঠবুদ্ধিদ্বারা এইসব তত্ত্ব বোধের বিষয় হয় না।

চক্রতীর্থ—পূর্ব্বে চব্বিশঘাট বর্ণনপ্রসঙ্গে 'চক্র-তীর্থের' কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

" 'চক্রতীর্থ' বিখ্যাত দেখহ শ্রীনিবাস।
এথা স্নান করয়ে ত্রিরাত্র উপবাস ॥
স্নানমাত্রে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যা যায়।
কহিতে কি—পরম দুর্ল্লভ ফল পায় ॥"

মনিকর্ণিকা ঘাট—পূর্ব্বে চব্বিশঘাট বর্ণনপ্রসঙ্গে 'মনিকর্ণিকা ঘাটের' কথা উল্লিখিত হইয়াছে। বিশ্রাম-ঘাটের উত্তরে 'মনিকর্ণিকা ঘাটের' * অবস্থিতি।

কংসালয়—পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ মনিকর্ণিকা ঘাট দর্শনান্তে অনেকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উঁচু-টিলার মত স্থানে পৌঁছিলে কংস-নিবাসস্থান কংসালয় দর্শন করিলেন। মনে হইল প্রাচীনস্থানের স্মৃতি

* মনিকর্ণিকা—কাশীতে মনিকর্ণিকাঘাটে যে মহিমা শ্রুত হয় তাহা সংক্ষেপতঃ এইরূপ—'বিষ্ণুকর্ণ হইতে, কাহারও মতে শিব-কর্ণ হইতে মণি এই ঘাটে পতিত হওয়ায় ইহার নাম মনিকর্ণিকা; কাহারও মতে, ভবরোগ বৈদ্য বিশ্বনাথ কাশীবাসী মুমূর্ষু লোকের কর্ণে তারকব্রহ্ম রামনাম দিয়া তাহাকে ত্রাণ করেন বলিয়া এই তীর্থের নাম মনি-কর্ণিকা'—চৈঃ চঃ মধ্য ১৭।৮২ পয়ারের শ্রীল প্রভুপাদকৃত অনুভাষ্য।

সংরক্ষণের জন্য কংসালয়টি নির্ম্মিত হইয়াছে। টিলার উপর হইতে মথুরা সহরের বহুলাংশ দর্শন করা যায়।

কংসেশ্বর মহাদেব, ভৈরবী—উক্ত টিলাতে কংসালয়ে কংসের ইষ্টদেব কংসেশ্বর মহাদেব এবং শিব-শক্তি ভৈরবীর* মন্দির আছে। মন্দির দুইটীও খুব প্রাচীন মনে হইল না। কংসালয় হইতে পার্টি সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ টিলার অপরপার্শ্বের রাস্তা দিয়া অবতরণ করতঃ বেলা ১টায় নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান ভিওয়ানিধর্ম্মশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবনান্তে ভক্তগণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। রাত্রিতে সন্ধ্যার পরে ঠাকুরের আরতি ও তুলসী পরিক্রমান্তে যথারীতি সান্ধ্যধর্ম্মসভায় ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা কীর্ত্তনাদি হয়।

নিবাসস্থান শ্রীগোবর্দ্ধন—২৩ আশ্বিন, ১৩৯১; ১০ অক্টোবর, ১৯৮৪ বুধবার হইতে ২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর পর্য্যন্ত।

পরিক্রমার যাত্রিগণ মথুরা ভিওয়ানিধর্ম্মশালা হইতে চারিটী রিজার্ভ বাসযোগে যাত্রিগণের বিছানা-পত্রাদিসহ প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় যাত্রা করেন। একটি রিজার্ভ বাস বিলম্বে আসায় এবং বাসগুলিতে বিছানা-পত্রাদি সজ্জিত করিতে সময় লাগায় প্রাতঃ ৭টার পরিবর্ত্তে দুই ঘণ্টা বিলম্বে প্রাতঃ ৯টায় যাত্রা করিতে হয়। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী আদি ১০।১২ মূর্ত্তি বাসনপত্রাদিসহ একটি ছোট ট্রাকে অগ্রবর্ত্তী পার্টি হিসাবে ভোরে যাত্রা করেন গোবর্দ্ধন-নিবাসে যাইয়া প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য। গোবর্দ্ধন যাওয়ার পথে **শান্তনুকুণ্ড দর্শন** করা হয়। বাসগুলি পাকা রাস্তার ও শান্তনুকুণ্ড যাওয়ার কাঁচা রাস্তার জংশনে থামিয়া যাত্রিগণকে নামাইয়া দেয়। পরিক্রমা-কারী ভক্তবৃন্দ কাঁচারাস্তাপথে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে অনতিদূরে অবস্থিত শান্তনুকুণ্ডে যাইয়া উপনীত হন। মহোলী হইতে শান্তনুকুণ্ড প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে। সকলেই প্রথমে বিরাট দীঘিকা শান্তনুকুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিলেন। পরে সংকীর্ত্তনসহ শান্তনুকুণ্ডের উপরিস্থিত সেতু পার হইয়া একটি টিলার উপরে সিঁড়ির সাহায্যে আরোহণ করিয়া শান্তনুবিহারী মন্দিরে ভক্তগণ পৌঁছিলেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী ত্রিভঙ্গ মুরলীধর শান্তনুবিহারী মূর্ত্তি, বামে শ্বেতপ্রস্তরময়ী শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। এতদ্ব্যতীত লাড্ডুগোপাল শালগ্রাম ও মহাবীরের মূর্ত্তিও আছেন। সকলে ঠাকুর দর্শন ও মন্দির পরিক্রমা করিয়া স্থানের মহিমা শ্রবণের জন্য বিভিন্ন দিকে বসিলেন। স্থানটি অপ্রশস্ত হওয়ায় সকলের পক্ষে বসা সম্ভব হয় নাই। মন্দিরের চূড়া নাই, জয়পুরের মহারাজ কর্তৃক নির্ম্মিত। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ভক্তগণের দ্বারা মন্দিরের সেবাপূজা পরিচালিত হইতেছে। শান্তনুকুণ্ডটী বহু প্রাচীন হওয়ায় প্রচুর শেওলা থাকায় সবুজবর্ণ রূপ ধারণ করিয়াছে। কুণ্ডের জল পানের উপযোগী নয়। স্থানীয় ব্যক্তিগণ চলিত ভাষায় শান্তনুকুণ্ডকে সাঁতোয়া বলেন। শান্তনুকুণ্ড নাম হওয়ার দুইটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঃ—(১) যশোদাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়া তাঁহাকে পুত্ররূপে পাইয়া এখানে পরমা শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম শান্তনু-কুণ্ড। (২) চন্দ্রবংশীয় হস্তিনাপুরের সুবিখ্যাত রাজা এবং ভীষ্মের পিতা শান্তনুর তপস্যার স্থান।

শান্তনুকুণ্ড দর্শনান্তে ভক্তগণ বাসে আসিয়া উঠিলে বেলা প্রায় ১২টায় গোবর্দ্ধনে আসিয়া পৌঁছেন। যাত্রি-গণের থাকিবার ব্যবস্থা পুরাতন গোবর্দ্ধনধর্ম্মশালা ও আগরওয়াল ধর্ম্মশালায় হয়। যাত্রিগণ অধিক হওয়ায় সকলকেই কামরা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। বিছানাপত্র বাস হইতে নামানো, যাত্রিগণের থাকিবার ব্যবস্থায় হুড়োহুড়িতে এবং তাঁহাদের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়। স্নানাদি সমাপনের পর প্রসাদ পাইতে বেলা ৩টা হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পরই সন্ধ্যা ৫টার পর ধর্ম্মশালা হইতে ভক্ত-বৃন্দ পরিক্রমায় বাহির হইয়া চক্রেশ্বর মহাদেব (চাকলেশ্বর মহাদেব), গোবর্দ্ধন গিরিরাজের মুখার-বিন্দ, মানসী গঙ্গা, শ্রীহরিদেব মন্দির, মানসীদেবী, ব্রহ্মকুণ্ড আদি দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে অন্ধকার হওয়ায় যাত্রিগণের চলিতে কিছু অসুবিধা হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

* ভৈরবী—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধন, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ ও সংহার—এই আটটী মহাদেবের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। ভৈরবী শিবশক্তি দুর্গার ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি, চামুণ্ডা।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২৫.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) —	,,	২৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্বিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৯৩
১৪ পদ্মনাভ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ২ অক্টোবর ১৯৮৬ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৪ পৃষ্ঠার পর]

তর্কের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তু অপসারিত ক'র্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি তখনই আমাদের হয়, যখন আমরা মনে করি, তর্কের দ্বারা আমরা বস্তুর অধিষ্ঠানকে নাড়াচাড়া ক'র্‌তে পা'র্‌বো। গুণজাত খণ্ডিত বস্তুতে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'লেও নির্গুণ অদ্বয়তত্ত্বে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'তে পারে না। শ্রবণ করা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার চেষ্টা ক'র্‌তে হ'বে না। অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু যখন স্বয়ং এসে যাবেন, তখনই অদ্বয়জ্ঞানের সেবা ক'র্‌তে হবে।

কেবল আমার পরিপ্রশ্ন কর্‌বার অধিকার মাত্র আছে,—"কি ক'রে অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধ হয়।"

যেখানে সত্ত্বের সহিত রজস্তমোগুণের পার্থক্য স্থাপিত হ'য়েছে, সেইখানেই অদ্বয়জ্ঞানের অভাব। অদ্বয়জ্ঞান 'তত্ত্ববস্তু' শব্দে কথিত হয় ; সেখানে ভেদ-জ্ঞান ক'র্‌তে হ'বে না—সেখানে তাঁহাকে পুতুল মনে ক'র্‌তে হ'বে না। অবশ্য শব্দ এবং শব্দিত বস্তু যেখানে অভিন্ন, সেই শব্দের কথাই হ'চ্ছে। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে যোগ্যতা অর্জ্জন করি, তাহা নানাপ্রকার তর্কের দ্বারা প্রতিহত। অতর্ক্য অদ্বয়জ্ঞানকে তর্কদ্বারা প্রতিহত করার আবশ্যক হয় না। মনোধর্ম্মোত্থ বিচার সঙ্কল্প ও বিকল্পধর্ম্মযুক্ত। ইহাতে দু'টী পক্ষ আছে। কিন্তু সত্যসঙ্কল্প অদ্বয়-জ্ঞানে দ্বিতীয়বস্তুই (বিকল্প) না থাকায় তর্করূপ সঙ্কল্প-বিকল্প নামক দ্বিতীয় বস্তুর কোন অধিষ্ঠানই নাই। যে বস্তু অতর্ক্য বস্তু, যেখানে তর্কের সম্ভাবনা নাই, সে বস্তু সম্বন্ধে বা সেখানে গ্রহণ ক'র্‌বো, কি না ক'র্‌বো'—এইরূপ সঙ্কল্প-বিকল্প না ক'রে তত্ত্ববস্তুর সেবা করাই আবশ্যক—পূজ্যবস্তুকে পূজা করাই কর্ত্তব্য। অদ্বয়জ্ঞানে বৈকুণ্ঠ শব্দগুলি তর্কদ্বারা বিচারযোগ্য নহে।

শ্রুতি বলেন, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" অবিক্ষেপের সহিত সাতত্যই 'নিষ্ঠা'। যাহার বৃহদ্‌বস্তুতে এইরূপ সাতত্য হইয়াছে, তিনিই 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'। ব্রহ্মনিষ্ঠ বস্তুকে তর্কান্তর্গত করা যায় না। যিনি শ্রৌতপন্থায় পারঙ্গত, তিনিই 'শ্রোত্রীয়'। শ্রোত্রীয় পুরুষের আত্মবৃত্তিতে

নিত্য সেবন-ধর্ম্ম সমুদিত থাকায়, তিনি তর্কের সেবা করেন না। কিন্তু তিনি যে দুর্ব্বিচারক বা অবিচারক, তাহাও নহে। তিনি বলেন, অতর্ক্য বা বিচারাতীত বস্তু তর্ক্য বা বিচারাধীন নহে। 'বৈকুণ্ঠ' মায়িক বস্তুর ন্যায় ভোগ্যবস্তু নহে। যাঁহার নিকট হ'তে আমরা শ্রৌতপথে শিক্ষা ক'র্‌বো তিনি কে? শ্রুতি বলেন,—তিনি 'সৎ'—তিনি স্বরূপে অবস্থিত।

শ্রৌতবাক্য শুন্‌বার পর আমাদের যাবতীয় মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম থেমে যায়। শ্রুতির বাণী সেবা ক'র্‌বার পর যাবতীয় শ্রুতিবিরোধী অনুমান-প্রত্যক্ষ থেমে যায়।

গুরু-পাদপদ্ম হই'তে যে শব্দব্রহ্ম আমাদের শ্রুতি-গোচর হয়, যদি অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিদ্বারা তাহা গ্রহণ করি, তাহা হইলে শব্দব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্তুতে খণ্ডত্ব আরোপ করিবার দরুণ শব্দ এবং শব্দিত বস্তুতে ভেদধর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতে কোনপ্রকার ভেদ নাই, কেন না, তাহা বৃহদ্বস্তু। বৃহদ্বস্তুতে খণ্ডিত কথার আরোপ করা মানে, যে কথা নিজে বল্‌ছি, সেই কথাই নিজে ফিরিয়ে নেওয়া। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের সহিত শব্দ-শক্তি রূঢ়ির কোন ভেদ নাই। অজ্ঞ বা বিপরীত রূঢ়িতে অজ্ঞতা বা বিপরীত ধর্ম্ম যেমন সংশিষ্ট, বিদ্বদ্‌রূঢ়িবৃত্তিতেও বিদ্বত্তত্ব তেমনিই অবিভাজ্যরূপে সংশ্লিষ্ট।

এই জগতে শ্রৌতপথের দ্বারা বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তিতে পারদর্শিতা লাভ হ'তে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে নাস্তিক-সম্প্রদায় বা হিন্দুবিদ্বেষী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী চিন্তাস্রোতের উদয় হ'য়েছিল। তাঁ'রা বলেছেন, যখন শব্দব্রহ্মের সাহায্যেই সমস্ত অজ্ঞান তিরোহিত হয়, তা'হলে আর প্রতিমা-পূজার আবশ্যক কি? প্রতিমা-পূজা তাঁহাদের মতে শ্রুতিপথের বিরোধী। তাঁ'রা বলেন—বৈষ্ণবদের প্রতিমা-পূজা বৌদ্ধ-পদ্ধতির অনুগমন মাত্র, শ্রৌত-পদ্ধতি নহে। পরজগতের ব্যাপার, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহার Proxy বা প্রতিভূ-সূত্রে লেপ্যা, লেখ্যা প্রভৃতি রূপে প্রতিমা এসে উপস্থিত হয়। অদ্বয়জ্ঞানের বিরুদ্ধবুদ্ধি হ'তে আমাদের প্রতিচ্ছবি জ্ঞান উপস্থিত হয়।

নামই—নামী; নামীর রূপ, গুণ, লীলাবৈচিত্র্যে ভেদবুদ্ধিই অদ্বয়জ্ঞানের বিরুদ্ধবুদ্ধি। কিন্তু আমার শ্রীগুরুদেব বলেন, 'শ্রীমূর্ত্তিকে অপর জড়বস্তু বা তোমার ভোগের বস্তুর সমান বস্তু মনে করতে নাই।' মন্ত্রার্থ-জ্ঞানের অভাবে—অদ্বয় জ্ঞানাভাবে অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে পার্থক্য বুদ্ধি উদিত হয়। অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে যেখানে অদ্বয়জ্ঞান, সেখানে ওরূপ ভেদ-জ্ঞান নাই।

শ্রীগুরুদেব ভগবানের সহিত ভক্তিযোগের দ্বারা সম্বন্ধ করিয়া দেন—সেবা ক'রবার ভার দিয়ে দেন। শ্রীগুরুদেব যোগ্যকে মন্ত্রের অর্থ বলেন, অযোগ্যকে বলেন না। শ্রীগুরুদেব সংস্কার দেবার পর মন্ত্রের অর্থ বল্‌বেন।

স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ত্রতঃ।
বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ॥
(নারদ-পঞ্চরাত্র-ভরদ্বাজ-সংহিতা
২য় অঃ ৩৪ শ্লোক)

আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্র প্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্য পুত্রদিগকে বৈদিক দশ, ষোড়শ, চত্বারিংশৎ বা অষ্ট-চত্বারিংশৎ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্য-দিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষা-বিধি।

পৌত্তলিকতা বড় খারাপ জিনিষ। কাঠের সিংহ চুপ ক'রে ব'সে থাকে। কাঠের ঠাকুর, মাটীর ঠাকুর যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উদিত হচ্ছে না। প্রাকৃত-সাহজিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পুতুল-পূজার ব্যবস্থা আছে। এইজন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি কেহ কেহ ব'লে থাকেন, বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধ সহজিয়ার একটী শাখা বিশেষ। 'বৈষ্ণব' বলতে গিয়ে তাঁ'রা প্রাকৃত সহজিয়াকেই আলোচনা বা বৈষ্ণবের আদর্শ জ্ঞান ক'রেছেন, প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদকেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' মনে কর্‌ছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৫ পৃষ্ঠার পর]

বিষয়গত আত্মধর্ম্মের পরাক্স্রোত নিবৃত্তির দুই উপায়। বিষয় না পাইলে উহা কাযে কাযে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু দেহবান্ অর্থাৎ মায়িক দেহযুক্ত পুরুষের পক্ষে বিষয়বিচ্ছেদ সম্ভব নয়, তজ্জন্য অন্য কোন উপায় থাকিলে তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। রাগ-স্রোতকে বিষয় হইতে উদ্ধার করার আর একটী শ্রেষ্ঠ উপায় আছে। রাগ রস পাইলেই মুগ্ধ হয়। বিষয়রস অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট রস তাহাকে দেখাইলে সে স্বভাবতঃ তাহাই অবলম্বন করিবে। যথা ভাগবতে—

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥

জড়প্রবৃত্তি-জাত কর্ম্ম সকল জীবের বন্ধনের হেতু। কিন্তু পরতত্ত্বে তাহারা কল্পিত হইলে তাহাদের জড়-সত্তার নাশ হয়। এই রাগমার্গ সাধনের মূল তত্ত্ব।

রাগমার্গ-সাধকদিগের সমস্ত জীবনই ভগবদনু-শীলন। ঐ অনুশীলন সপ্তপ্রকার, যথা নিম্নে বর্ণিত হইল ;—

১। চিদ্গত অনুশীলন—(ক) প্রীতি (খ) সম্বন্ধা-ভিধেয় প্রয়োজনানুভূতি।

২। মনোগত অনুশীলন—(ক) স্মরণ (খ) ধারণা (গ) ধ্যান (ঘ) ধ্রুবানুস্মৃতি বা নিদিধ্যাসন (ঙ) সমাধি (চ) সম্বন্ধতত্ত্ব বিচার (ছ) অনুতাপ (জ) যম (ঝ) চিত্তশুদ্ধি।

৩। দেহগত অনুশীলন—(ক) নিয়ম (খ) পরি-চর্য্যা (গ) ভগবদ্ভাগবত দর্শন স্পর্শন (ঘ) বন্দন (ঙ) শ্রবণ (চ) হৃষীকার্পণ (ছ) সাত্ত্বিক বিকার (জ) ভগ-বদ্দাস্যভাব।

৪। বাগ্গত অনুশীলন—(ক) স্তুতি (খ) পাঠ (গ) কীর্ত্তন (ঘ) অধ্যাপন (ঙ) প্রার্থনা (চ) প্রচার।

৫। সম্বন্ধগত অনুশীলন—(ক) শান্ত (খ) দাস্য (গ) সখ্য (ঘ) বাৎসল্য (ঙ) কান্ত। সম্বন্ধগত প্রবৃত্তি দুই প্রকার অর্থাৎ ভগবদ্গত প্রবৃত্তি এবং ভগবজ্জন-গত প্রবৃত্তি।

৬। সমাজগত অনুশীলন—(ক) বর্ণ,—মানব-গণের স্বভাব অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং উহাদের ধর্ম্ম, পদ ও বার্ত্তা বিভাগ। (খ) আশ্রম, —মানবগণের অবস্থান অনুসারে সাংসারিক অবস্থা বিভাগ। গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। (গ) সভা (ঘ) সাধারণ উৎসব সমূহ (ঙ) যজ্ঞাদি কর্ম্ম।

৭। বিষয়গত অনুশীলন—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ীভূত ভগবদ্ভাব বিস্তারক নিদর্শন (অদৃশ্য কাল বিজ্ঞাপক ঘটিকা যন্ত্রবৎ) যথা—

(ক) চক্ষুর বিষয়,—শ্রীমূর্ত্তি, মন্দির, গ্রন্থ, তীর্থ, যাত্রা, মহোৎসব ইত্যাদি।

(খ) কর্ণের বিষয়,—গ্রন্থ, গীত, বক্তৃতা, কথা ইত্যাদি।

(গ) নাসিকার বিষয়,—ভগবন্নিবেদিত তুলসী, পুষ্প, চন্দন ও অন্যান্য সৌগন্ধ দ্রব্য।

(ঘ) রসনার বিষয়,—ভগবন্নিবেদিত সুখাদ্য, সুপেয় গ্রহণ সঙ্কল্প। কীর্ত্তন।

(ঙ) স্পর্শের বিষয়,—তীর্থবায়ু, পবিত্র জল, বৈষ্ণব শরীর, কৃষ্ণার্পিত কোমল শয্যা, ভগবৎ সম্বন্ধি সংসার সমৃদ্ধিমূলক সতী সঙ্গিনী সঙ্গাদি।

(চ) কাল,—হরিবাসর, পর্ব্বদিন ইত্যাদি।

(ছ) দেশ,—বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরুষোত্তম, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি।

ভগবদ্ভাবরূপ পরমরস দেখিলে রাগ, বিষয়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাতে স্বভাবতঃ নিবিষ্ট হইবে। রাগের চক্ষু যখন বিষয়ে সংযুক্ত আছে, তখন কিরূপে সেই পরমরসের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়? সর্ব্বভূত-হিতসাধক বৈষ্ণবগণ এতন্নিবন্ধন ভগবদ্ভাবকে বিষয়ে সংমিশ্র করিবার পদ্ধতি করিয়াছেন। মায়িক বিষয় যদিও শুদ্ধ ভগবত্তত্ত্ব হইতে আদর্শানুকৃতিভেদে ভিন্ন, তথাপি মায়ার ভগবদ্দাসীত্ববশতঃ তিনি ভগবৎসেবা-পরা। যদি কেহ তাঁহাতে ভগবদ্ভাবের অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সাদরে তাহা গ্রহণ করতঃ ভগবদ্ বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ সাধক ভাব গ্রহণ

করেন, ইহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের পরম রহস্য। জীবনিচয়ের শ্রেয়ঃ সাধনের অত্যন্ত সহজ উপায় রূপ বৈষ্ণব সংসার ব্যবস্থা করণাভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবতে নারদ গোস্বামী ব্যাসদেবকে এইরূপ সঙ্কেত প্রদান করিয়াছেন—

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো-
যতো জগৎ-স্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতং ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীপুরীধামে রথযাত্রাকালে শ্রীগৌরানুগত গৌড়ীয়গণের দৃষ্টিভঙ্গী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীরাধাভাব-কান্তি-সুবলিত শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন-তনু শ্রীগৌরসুন্দরই সর্ব্বপ্রথমে ভাগ্যবান্ জীবগণকে তাঁহার সন্ন্যাস-লীলায় শ্রীপুরুষোত্তমধামে নীলাচলে নীলাম্বুধিতটে অপৌরুষেয় দারুব্রহ্মরূপে বিরাজমান শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনরূপ সুন্দরাচলে গুণ্ডিচামন্দিরে সুসজ্জিত রথারোহণে শুভযাত্রারূপ রথযাত্রার অপূর্ব্ব রস-মাধুর্য্য আস্বাদনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ ব্যতীত তাঁহারই অভিন্নকলেবর দারুব্রহ্মরূপী অর্চ্চাবতারের লীলা-রহস্য—রথযাত্রারূপ লীলার গূঢ় মর্ম্ম আর কে প্রকাশ করিবেন? তাই 'সন্ন্যাসকৃৎ'—এই নিজ নামের সার্থকতা প্রদর্শন-কল্পেই সন্ন্যাসলীলায় ঔদার্য্যলীল বিষয়বিগ্রহ পরমকরুণাময় শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম ধারণ পূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুর-নবদ্বীপ হইতে সর্ব্বপ্রথমেই নীলাচলে শুভবিজয় করতঃ নিজাভিন্নতনু নীলাদ্রিনাথ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সর্ব্বপ্রধান লীলা—গুণ্ডিচাযাত্রালীলার দুর্ব্বিগাহ রসমাধুর্য্য স্বীয় আশ্রয়ের ভাবে বিভাবিত হইয়া আস্বাদন-মুখে প্রচার করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ শ্রীবলরামসহ দ্বারকায় অবস্থানকালে একসময়ে (অর্থাৎ শ্রীবলদেবের ব্রজে গমনের পরে ও রাজসূয় যজ্ঞের পূর্ব্বে) প্রলয়কালের ন্যায় সর্ব্বগ্রাসযুক্ত সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে এক মহাযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই যোগ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বেই জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নিকট হইতে উহার সংঘটন-বার্ত্তা শ্রবণ করতঃ ভারতীয় রাজা-প্রজাদি বহু পুণ্যার্থী মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্র-স্যমন্তপঞ্চকে সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীঅক্রূর, বসুদেব, উগ্রসেন, গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব প্রভৃতি যাদবগণও তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তৎকালে সুচন্দ্র, শুক ও সারণসহ শ্রীভগবান্ অনিরুদ্ধ এবং সেনাপতি কৃতবর্ম্মা দ্বারকারক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদেবতা (অর্থাৎ কৃষ্ণই যাঁহাদের দেবতা এমন কৃষ্ণাধীন) যাদবগণ উপবাসাদি তীর্থ-বিধি পালনসহকারে গ্রহণকালে (গ্রহণের প্রাক্‌কালীয় স্নান, স্পর্শ, মধ্য ও মুক্তিস্নানাদি) যথাবিধি স্নানান্তে (প্রতিস্নানের অন্তে) 'শ্রীকৃষ্ণে আমাদের ভক্তি হউক'—এইরূপ কামনামূলে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে উত্তম ভোজ্য, বস্ত্র, পুষ্পমাল্য ও সুবর্ণমাল্যভূষিত ধেনুসকল দান করতঃ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে ভোজন সমাপনান্তে সুশীতল ছায়াযুক্ত বৃক্ষমূলে যথাসুখে উপবেশন করিলেন। তৎকালে তাঁহারা দেখিলেন—তাঁহাদের সুহৃৎ সম্বন্ধযুক্ত মৎস্য, উশীনর, কৌশল্য, বিদর্ভ, কুরু, সৃঞ্জয়, কাম্বোজ, কৈকয়, মদ্র, কুন্তি, আনর্ত্ত, কেরল প্রভৃতি নৃপতি তথা আত্মপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় বহু নৃপতি এবং ব্রজধাম হইতে শ্রীনন্দ প্রভৃতি গোপবন্ধুগণ ও চিরোৎকণ্ঠিতা গোপীগণ তথায় সমবেত হইয়াছেন। তখন তাঁহারা সুহৃৎসন্দর্শনজনিত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পরস্পর পরস্পরের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কুন্তীদেবী জনক-জননী, ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, তাঁহাদের পুত্রগণ ও ভ্রাতৃপত্নীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের সহিত প্রেমালাপে সকল সন্তাপ বিস্মৃত হইলেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের ও তৎঅদর্শনকাতর ব্রজবাসীর কুরুক্ষেত্রাগমনের অন্তর্গত উদ্দেশ্য—পরস্পরের সহিত

পরস্পরের মধুর মিলন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কুন্তীদেবী জ্যেষ্ঠভ্রাতা বসুদেবের নিকট তাঁহার হৃদয়ের একটু ব্যথাও নিবেদন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের বিপৎকালে তাঁহার ভ্রাতারা কেহই তাঁহাদের কোন খোঁজখবর লন নাই। ইহাতে অগ্রজ বসুদেবও বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদিগকেও কংসের উৎপীড়নে বিভিন্ন স্থানে প্রস্থান করিয়া নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে সকলেই দৈবের ক্রীড়নক মাত্র। সম্প্রতি দৈবানুগ্রহে তাঁহারা আবার নিজস্থানে স্থিত হইতে পারিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের ঔদাসীন্যবিষয়ে দোষারোপ করা বৃথা।

অতঃপর শ্রীবসদেব, উগ্রসেনাদি যাদবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সুহৃৎসম্বন্ধযুক্ত নৃপতিগণ শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জনিত পরমানন্দ লাভ করিলেন। তৎকালে ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, সপুত্রা গান্ধারী, সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ, কুন্তী, সঞ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য্য, কুন্তীভোজ, বিরাট্, ভীষ্মক, নগ্নজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রুপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু, কাশিরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, মৈথিল, মদ্র, কেকয়, যুধামন্যু, সুশর্ম্মা, সপুত্র বাহ্লিক প্রভৃতি নরপতিবৃন্দ এবং যুধিষ্ঠিরানুগত অন্যান্য রাজগণ— সকলেই পত্নীগণসহ বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণের পরম সুন্দর শ্রীবিগ্রহ দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণসমীপে যথাযথ সম্মানলাভ করতঃ কৃষ্ণাশ্রিত যাদবগণের ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন যে, "তাঁহারাই মানবগণের মধ্যে ধন্য—সার্থককর্ম্মা, যেহেতু তাঁহারা যোগিজন-দুর্ল্লভ-দর্শন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন; যাঁহার বিমল কীর্ত্তি শ্রুতিগণ-প্রশংসিত, যাঁহার পাদপ্রক্ষালন-বারি সাক্ষাৎ ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গাদেবী, যাঁহার শ্রীমুখ-বাক্য অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র এই বিশ্বকে পবিত্র করিতেছেন, এই ধরিত্রী বিনষ্টমাহাত্ম্য হইয়াও যাঁহার শ্রীপাদপদ্মস্পর্শে পুনরায় শক্তিমতী হইয়া জগজ্জীবের যাবতীয় অভিলাষ পূরণ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণসহ যাঁহাদিগের সর্ব্বদা দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, সপ্রেম-সম্ভাষণ, শয়ন, উপবেশন, ভোজন, যৌন এবং সপিণ্ড-সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাদৃশ তাঁহাদের গৃহে প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণকারি জনগণের স্বর্গাপবর্গকে বিতৃষ্ণাকারী ভক্তিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সাক্ষাদ্ভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃই সার্থকজন্মা।"

এইরূপে রাজন্যবর্গ কৃষ্ণাশ্রিত যাদবগণের ভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এইবার কৃষ্ণগত-প্রাণ ব্রজবাসিগণের সহিত কৃষ্ণের মিলনলীলা সংঘটিত হইল। সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যোপরাগজনিত মহাযোগকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া কৃষ্ণের অন্তর্গত উদ্দেশ্য—তাঁহার পরমপ্রিয় ব্রজবাসীর সহিত মিলন, ব্রজবাসীরও কৃষ্ণ-সহ মিলনই অন্তর্হৃদয়ের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা। পরমৈশ্বর্য্যধিক্কারী ব্রজের স্বাভাবিক প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদনার্থই কৃষ্ণের বহু ঐশ্বর্য্যসম্ভার দ্বারা সারথি দারুককে রথসাজনাজ্ঞা প্রদান এবং চতুরঙ্গ সেনাসহ মহারাজাধিরাজোচিত বেশে কুরুক্ষেত্রে শুভবিজয়লীলা। পূর্ব্বে দ্বারকাসম্বন্ধী আত্মীয়স্বজনাদির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণাদি জ্ঞাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণ আসিলেন নিভৃতে তাঁহার পরমপ্রিয়তম ব্রজবাসীর সহিত মিলিত হইতে। "ব্রজবাসীর কৃষ্ণে হয় স্বাভাবিকী প্রীতি। কৃষ্ণেরও স্বাভাবিকী প্রীতি ব্রজবাসী-প্রতি ॥"

শ্রীনন্দ মহারাজ কৃষ্ণপ্রমুখ যাদবগণের কুরুক্ষেত্রা-গমন-বার্ত্তা অবগত হইয়া শকটস্থ ধনসম্ভারযুক্ত গোপগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। অচেতন দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইলে যেমন দেহটি সহসা পরমানন্দে সমুত্থিত হয়, তদ্রূপ সুহৃদ্-বর ব্রজরাজ নন্দকে প্রাপ্ত হইয়া বসুদেবপ্রমুখ যাদব-গণের আর আনন্দের সীমা রহিল না, তাঁহারা সহসা উত্থিত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতিভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণবলরাম নন্দযশোদাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন করিয়া এতাদৃশ প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, গদ্গদকণ্ঠ ও অশ্রুপ্লাবিতনেত্র হইয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। বাৎসল্যরসে বিষয়বিগ্রহের যে অবস্থা, আশ্রয়বিগ্রহ নন্দ-যশোদারও সেই অবস্থা। কত কথা বলিবেন, কত আদর করিবেন, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ, উভয়ে উভয়কে চোখের জলে সিক্ত করিয়া কেবল অশ্রু দ্বারাই অন্তরের রুদ্ধ ভাব অভিব্যক্ত করিলেন। ব্রজবাসীর প্রাণের প্রাণ যাহারা, যাহাদের ক্ষণকালের অদর্শনও তাঁহাদিগকে পাগল করিয়া তুলিত, যাহাদের জন্য তাঁহারা আহারনিদ্রা সব ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ কেবল হা হুতাশ করিয়া চোখের জলে বুক

ভাসাইয়াছেন, কখনও পাগলের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে হা গোপাল হা গোপাল বলিয়া ছুটিয়াছেন, কখনও বা আছাড় খাইয়া ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়াছেন, যাহাদের বিরহবেদনা ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, যাহার ক্ষণকালের জন্যও বিরাম নাই, মা যশোদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার গোপালকে যেদিন দেখিবেন, সেদিনই চোখ খুলিবেন, আজ তাই দীর্ঘদিনের পরে তাঁহার সেই প্রাণের প্রাণ গোপালকে আলিঙ্গন করিয়া মা দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন। চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত, ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম গোপালকে দেখিতেও পারিতেছেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ, স্বর বাহির হইতেছে না, বাবা গোপাল আমার তুই কেমন আছিস, একথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেও পারিতেছেন না। আহা ইহারই নাম ব্রজপ্রেম। মার গোপাল ব্রজ হইতে মথুরায় চলিয়া যাইবার পর ভোরবেলায় আর ত' গোপাল তাঁহার মন্থনদণ্ড চাপিয়া ধরিয়া কোলে উঠিবার জন্য ব্যস্ত হয় না, মাকে জব্দ করিবার জন্য তাঁর দধিভাণ্ড ভাঙ্গিতেও ত' আর আসে না, সদ্যোজাত নবনীত হৈয়ঙ্গবি চুরী করিবার জন্যও আর ত' গোপাল তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হয় না, গোপালের ব্রজবাসীর ঘরে ঘরে দৌরাত্ম্যের কথা নালিশ করিতে আর ত' ব্রজাঙ্গনারা তাঁহার কাছে আসে না, ব্রজ যে আজ নীরব নিথর। মার বুকের ধন বুকে চাপিয়া ধরিয়া কেবল চোখের জলে গোপালকে ভিজাইতেছেন আর ক্ষণে ক্ষণে তাঁর অন্তর শিহরিয়া উঠিতেছে, তাঁহার গোপাল কি তাঁহাকে ছাড়িয়া আবার চলিয়া যাইবে? কিন্তু আহা এমন মার বুক থেকে কি গোপাল আর কোথায়ও যাইতে পারে? "ভক্তের হৃদয়ে গোবিন্দের সতত বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম ভক্ত সে পরাণ॥" নন্দবাবাও গোপালকে বুকে লইয়া গোপালের বাল্যলীলার কত কথাই না তাঁহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছে! গোপাল তাহার শিশুকালে তাঁহার অলিন্দে হামাগুঁড়ি দিতেছে, আর পিছন ফিরিয়া বাবার দিকে তাকাইতেছে, বাবা ধর ধর বলিয়া হাতে তালি দিতেছেন, গোপাল হাসিতে হাসিতে দ্রুত চলিতেছে, বাবা তখন তাঁহার হৃদয়ের ধনকে ধূলিধূসরিত অবস্থায়ই বুকে ধরিয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতেছেন। গোপালকে তাঁহার পাদুকা আনিতে বলিলে গোপাল কত ভঙ্গী করিয়া তাঁহার পাদুকা তুলিয়া কখনও মাথায় কখনও বুকে লইয়া বাবাকে আনিয়া দিতেছে, আর নন্দবাবা তাঁহার গোপালকে বুকে লইয়া বারম্বার গোপালের মুখচুম্বন করায় গোপালের কি সুন্দর হাসিমাখা মধুর মুখশ্রী! নন্দবাবা গোপালের বাল্যাদি লীলাকথা স্মরণ করিয়া আজ একেবারেই আত্মহারা পাগলপারা হইয়া পড়িতেছেন। বাবা আজ আর গোপালকে বুক থেকে নামাইতে পারিতেছেন না, বাবা মা উভয়েই গোপালের রাজবেশ হাতিঘোড়া কিছুই দেখিতেছেন না, দেখিতেছেন তাঁহাদের সেই বুকভরা আদরের দুলাল। আহা ধন্য ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন, আর ধন্য তোমার ব্রজের খেলা! আর ধন্য তোমার স্নেহ-ভরা—পিতামাতা নন্দযশোদা! বাবা মা উভয়েই তাঁহাদের পুত্রদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া দীর্ঘ বিরহজনিত সকল বেদনা ভুলিলেন।

অতঃপর রোহিণী ও দেবকী যশোদা দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া তৎকৃত মিত্রতা স্মরণে কৃতজ্ঞতায় ভরপূর হইয়া কহিতে লাগিলেন—হে ব্রজেশ্বরি, আমাদের পুত্রদ্বয়ের লালনপালনজনিত মিত্রতা—বান্ধবকার্য্য কোন্ রমণী বিস্মৃত হইতে পারে? শৈশবে মাতা পিতার পরিচয় লাভের পুর্ব্বেই এই রামকৃষ্ণ নেত্রপক্ষ্ম (নেত্রলোম) যেমন সর্ব্বদা নেত্রদ্বয়কে রক্ষা করে, সেইরূপ আপনাদের নিকট হইতে সন্তানবাৎসল্য ও লালনপালনাদি প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ব্রজে নির্ভয়ে বাস করিয়াছে। [বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব বা যশোদাগর্ভসম্ভূতত্ব নিত্য। ভাঃ ১০।৫।১-২ শ্লোকে নন্দ মহারাজের 'আত্মজ উৎপন্ন হইলে হৃষ্টচিত্তে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া জাতকর্ম্ম-সংস্কার করাইয়াছিলেন'—এইরূপ উক্তি হইতে জানা যায়—গর্ভজাত সন্তানের নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারই জাতকর্ম্ম সংস্কার। গর্ভজাত সন্তান ব্যতীত নাড়ীচ্ছেদন কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ইত্যাদি প্রমাণাবলম্বনে কৃষ্ণের যশোদানন্দনত্বও নিত্য বলিয়া জানিতে হইবে। বসুদেব বাসুদেবকৃষ্ণকে নন্দালয়ে শ্রীযশোদাসূতিকাগারে লইয়া আসিলে ঐ বাসুদেবকৃষ্ণ নন্দনন্দন-কৃষ্ণেই প্রবিষ্ট হন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'হরিবংশ'-বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—'দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা'—অর্থাৎ দেবকী ও

যশোদা সমকালেই কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন। এস্থলে বিচার্য্য এই যে—যশোদানন্দন কৃষ্ণকে দেবকীনন্দনের ন্যায় চতুর্ভুজত্বাদি না বলায় তিনি যে 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম', ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয়। কৃষ্ণকে প্রসব করার পরই মা যশোদা যোগমায়াকে প্রসব করেন। চণ্ডীতেও দেখা যায়—'নন্দগোপ-গৃহে জাতা যশোদা-গর্ভসম্ভূতা'। শ্রীভাগবতেও দেখা যাইতেছে—বসুদেব ভগবৎপ্রেরণায় প্রথমে চতুর্ভুজ পরে দ্বিভুজ নরাকৃতিধারী বালককে লইয়া যখনই সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গমনের ইচ্ছা করিলেন, তখনই নন্দগোকুলে যশোদাদেবী ভগবানের আত্মশক্তি-স্বরূপিণী জন্মরহিতা যোগমায়াকে প্রসব করিলেন। —ভাঃ ১০।৩।৪৭ শ্লোক শ্রীচক্রবর্ত্তিটীকা-সহ আলোচ্য।]

এই সময়ে শ্রীরোহিণীদেবীর উক্তি অনুসারে দেবকীদেবী রোহিণীদেবী সহ বাহিরে আসিলে কৃষ্ণ-দর্শনলালসায় অত্যুৎকণ্ঠিতা ব্রজ-গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের মিলন হইল। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে সখাদের সহিতও কৃষ্ণের মিলন সংঘটিত হয়। সখারাও আজ তাঁহাদের দাউজী ভাই—দাদা বলাই ও ভাই কানাইকে বহুদিন পরে নিকটে পাইয়া প্রেমভরে আলিঙ্গন করতঃ কত কথা বলিবেন, কত মান অভিমান জানাইবেন, কিন্তু হায়, তাঁহাদেরও কণ্ঠ যে রুদ্ধ, কিছুই বলিতে পারিলেন না। চোখের জলেই তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত হইল, রাম কানাইএরও সেই অবস্থা। চোখের জলই হৃদয়ের আবেগভরা ভাষা ফুটাইয়া তুলিল। ভাই কানাই ব্রজ হইতে মথুরায় চলিয়া গেলে তাঁহাদের আহার নিদ্রা সুখস্বাচ্ছন্দ্য সবই চলিয়া গিয়াছে। অবশ্য ব্রজের স্থাবর জঙ্গম সকলেরই সেই অবস্থা। যে পক্ষিগণের সুমধুর কূজনে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, ময়ূর ময়ূরীর কেকা রবে, শুকসারীর দ্বন্দ্ব-গানে, গবাদি পশুগণের বিভিন্ন কণ্ঠধ্বনিতে যে ব্রজের বনভূমি সর্ব্বদাই মুখরিত থাকিত, আজ সেই বনভূমি নীরব নিস্পন্দ। সখারা আর গোচারণে যায় না, কেনই বা যাইবে ? তাহাদের গরু যে আর ঘাসে মুখ দেয় না, আকাশপানে চাহিয়া থাকে, চোখের জলে বুক ভাসায়, গোবৎসগণেরও আর লাফালাফি নাই, আনন্দ নাই, ব্রজ আজ মৃতপ্রায়, গাছের পাতা সব ঝরিয়া পড়িয়াছে, ফল ফুল নাই, ফুলবাগানে আর ফুল ফোটে না, সব যেন নির্জীব। যে কৃষ্ণের বাঁশীর তানে যমুনার জল উজান বহিত, সে যমুনায় আজ আর স্রোত নাই। প্রভাতে ব্রজগোপীর দধিমথন নিনাদে যে ব্রজের প্রতি গৃহ—আকাশ বাতাস মুখরিত থাকিত, আজ সেই গোপগৃহ নীরব, ব্রজের আবালবৃদ্ধবনিতা, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি, বৃক্ষ-লতাগুল্মাদি—সকলেই বিরহ কাতর। বিরহকাতর সখাগণকে কোনপ্রকারে প্রবোধ দিয়া কৃষ্ণ অবশেষে ত্বদ্দর্শনোৎকণ্ঠিতা গোপী-গণের সহিত মিলিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(২৬)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবি-রাজ গোস্বামীর আবির্ভাবকাল, তাঁহার পিতামাতার নাম এবং তিনি কোন্ কুলে আসিয়াছেন তাহা সঠিক-ভাবে নির্ণয় করা যায় না। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—'শ্রীচরিতামৃত রচয়িতা পিতৃমাতৃদত্ত কি নামে পরিচিত ছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তাঁহার পিতা বা জননীর যে সকল নবোদ্ভাবিত নাম* বা অনুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃত কি না, তদ্বিষয়ে দৃঢ়তা নাই। পারমার্থিক

* নবোদ্ভাবিত নাম—যথা, শ্রীআশুতোষ দেব রচিত বাংলা অভিধানে এবং শ্রীহরিদাস সঙ্কলিত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পিতার নাম 'ভগীরথ' এবং মাতার নাম 'সুনন্দা' উল্লিখিত হইয়াছে।

জীবনে তিনি 'কৃষ্ণদাস' নামে পরিচিত ছিলেন। এই গ্রন্থের আদিলীলায় ৫ম পরিচ্ছেদে তিনি যে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা জানিতে পারি যে, তিনি ঝামটপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঝামটপুর গ্রামটি নৈহাটী নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী। বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া মহ-কুমার উত্তরে দুই ক্রোশ ব্যবধানে নোলেপুর নামে গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে একটি গ্রাম আছে, তথা হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে এবং বর্ত্তমান সালার নামক রেল-ষ্টেশনের সন্নিহিত ঝামটপুর। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তথায় একটি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা অদ্যাপি বিরাজমান। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কোন আত্মীয় স্বজনের অধস্তন কেহ সম্প্রতি তথায় থাকিয়া তাঁহার আর কোন পরিচয় দেন না। স্বপ্নে শ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভুর আজ্ঞা পাইয়া তিনি ঝামটপুর পরিত্যাগ করিয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে রাধা-দামোদর দেবালয়ে অদ্যাপি শ্রীকৃষ্ণদাসের সমাধি প্রদর্শিত হয়।'

নৈহাটী-নিকটে 'ঝামটপুর' নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম॥

—চৈঃ চঃ আ ৫।১৮১

শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কতিপয় ঘটনা প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—'এইসকল তথ্য হইতে ও অন্যান্য সমসাময়িক ব্যাপার হইতে অনুমিত হয় যে, তাঁহার প্রকটকাল ১৪৫২ হইতে ১৫৩৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা। ১৪৩২ শকাব্দার পরে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাবকাল। এই মহাগ্রন্থ—তাঁহার রচিত গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ।'

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কোন্ বর্ণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়েও মতভেদ থাকায় সুনিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা সম্ভব নহে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এই বিষয়টি পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—'কৃষ্ণদাসের বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহাকে বিভিন্নমত পোষণকারিগণ উচ্চ-বর্ণত্রয়ের কোন এক কুলে উদ্ভূত বলিয়া স্ব-স্ব বিচার প্রদর্শন করেন। সাহিত্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি কলাপুষ্ট কাব্য শাস্ত্রাধীতিগণ লোকবিচারে তাঁহাদের পারদর্শিতার ফলস্বরূপ কবিরাজ-সংজ্ঞায় খ্যাতি লাভ করিতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রকুশল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকস্থলে কবি-রাজ সংজ্ঞা প্রদত্ত হওয়ায়, কৃষ্ণদাসকে কেহ কেহ বৈদ্য বলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ কৃতিত্ব এবং শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় প্রস্থানত্রয়ে অসামান্য অধিকার ও প্রতিভা-সন্দর্শনে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত বলিয়া পরিজ্ঞানও প্রতিবাদার্হ নহে। পূর্ব্বাশ্রমে বাসকালে শ্রীদাস গোস্বামীর বুদ্ধিকৌশল প্রভৃতি মর্য্যাদাবাক্য হইতে এবং বৈষয়িক কূটবুদ্ধির নিজশ্রেণী-সম্পর্কিত-জ্ঞানে আদর শৈথিল্যবিচারে তাঁহাকে কায়স্থকুল-ভাস্করপ্রতি-ভাবিত কুলচন্দ্র বলিয়া ধারণা করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে।' শ্রীল প্রভুপাদের উপরিউক্ত পর্য্যালোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কবিরাজ গোস্বামী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য এই তিনটীর মধ্যে কোনও একটি কুলে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। বৈষ্ণব যে কোন কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন, তথাপি তিনি সর্ব্বোত্তম,—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

'যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি' মরে॥'

—চৈঃ ভাঃ ম ১০।১০০, ১০২

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আশ্রম নির্ণয় সম্বন্ধে একমত নাই। কেহ বলেন, তিনি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতে বৃন্দাবন গিয়াছেন, নতুবা সংসার হইতে গিয়া থাকিলে সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইবার প্রসঙ্গ কবিরাজ গোস্বামীর লেখনীতে থাকিত। শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—'শ্রীবৃন্দাবন গমনের পরবর্ত্তিকালে তিনি গৃহকথায় উদাসীন হইয়া হরি-কথায় ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা তৃতীয় বা চতুর্থ আশ্রমো-চিত হরিভজনপর জীবন। আশ্রমাতীত নিষ্কিঞ্চন পারমহংস্য অবস্থায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা। শ্রীকৃষ্ণদাস তাঁহার পারমার্থিক আত্মীয়সমাজে কবিরাজ গোস্বামী * নামে প্রসিদ্ধ।'

* শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে কবিরাজ গোস্বামী পূর্ব্বলীলা পরিচয়ে 'রত্নরেখা' (মতান্তরে কস্তুরীমঞ্জরী) এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়, তাঁহার আরও একজন ভ্রাতা ছিলেন। ভ্রাতার নাম তথায় প্রদত্ত হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার নাম শ্রীশ্যামদাস কবিরাজ এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃত আদি-লীলা ৫ম পরিচ্ছেদে নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণনে তাঁহার জীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীমীনকেতন রামদাসের শ্রীপাটও ঝামটপুরে ছিল। শ্রীমীনকেতন রামদাস নিমন্ত্রিত হইয়া কবিরাজ গোস্বামীর গৃহে অহোরাত্র সংকীর্ত্তনে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। মহাভাগবত শ্রীমীনকেতন রামদাসের নিত্যানন্দের নাম লইয়া মহা প্রেমোন্মত্ত অবস্থা, সেই প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় কাহাকেও বংশীমারা, কাহাকেও চাপড় দেওয়া প্রভৃতি দর্শন করিয়া সংকীর্ত্তনে যোগদানকারী বৈষ্ণবগণ চমৎকৃত হইলেন। সকলেই মীনকেতন রামদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর গৃহে শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনে নিয়োজিত পূজারী শ্রীগুণার্ণব মিশ্র মীনকেতন রামদাসের প্রতি তদ্রূপ সমাদরসূচক ব্যবহার না করায় গুণার্ণব মিশ্রের নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব পরিজ্ঞাত হইয়া মীনকেতন রামদাস ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করতঃ বলিলেন—'এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ। বলদেব দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম ॥' গুণার্ণব মিশ্র মীনকেতন রামদাস কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। উৎসবান্তে পূজারী বিপ্র চলিয়া গেলে কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার সহিত মীনকেতন রামদাসের ঐ বিষয় লইয়া বাদ-বিসম্বাদ হইল। কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি যে প্রকার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি সেপ্রকার ছিল না। তজ্জন্য মীনকেতন রামদাস মর্ম্মাহত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বংশী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন। তাহাতে কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার সর্ব্বনাশ (ভক্তিহীনতা) ও অধঃপতন হইল। কবিরাজ গোস্বামী নিত্যানন্দ-পার্ষদ রামদাসের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন।

'দুই ভাই এক তনু—সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান, তোমার হবে সর্ব্বনাশ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়" তোমার প্রমাণ॥
কিংবা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড॥'

—চৈঃ চঃ আ ৫।১৭৫-১৭৭

ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের প্রতি সামান্য অনুরক্তিকেও বহুমানন করতঃ ভক্তপক্ষপাতী ব্যক্তিকে সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন, তিনি নিত্যানন্দপার্ষদ মীনকেতন রামদাসের পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিজভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন; সেই সামান্য গুণকে অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু স্বপ্নে দর্শন দিলেন এবং তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। 'আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করিহ ভয়। বৃন্দাবনে যাহ, তাহা সর্ব্ব লভ্য হয়॥ এত বলি প্রেরিলা মোরে হাতসান দিয়া। অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা॥' —চৈঃ চঃ আ ৫।১৯৫-১৯৬। পক্ষান্তরে ভক্তাবমাননাকারী ব্যক্তি বহু বাহ্যগুণে গুণান্বিত হইলেও ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত জমিদার রামচন্দ্র খান; হরিদাস ঠাকুরের চরণে অপরাধ করায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ ও অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার সর্ব্বনাশ ত' হইলই, এমনকি তাহার স্থান পর্য্যন্ত উজাড় হইল। এইজন্য অত্যন্ত মূঢ় বিবেকহীন ব্যক্তিগণই ভগবৎপ্রিয় সাধুর প্রতি অন্যায় আচরণে সাহসী হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণবোচিত অত্যন্ত দৈন্যপূর্ণ উক্তিসমূহের দ্বারা শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার মহিমা জগতে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥
এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা কৃপা করে।
এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার॥
যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিলা মো-হেন দুরাচার॥"

—চৈঃ চঃ আ ৫।২০৫-২০৯

বিষ্ণু বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করা যায় না, তাহা জানাইবার জন্য কবিরাজ গোস্বামী প্রতি পরিচ্ছেদের প্রথমে গৌরনিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, গৌরভক্তগণের জয়গান এবং প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে শ্রীরূপ রঘুনাথের পাদপদ্ম সেবা-লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বৈষ্ণবের অমর্য্যাদা এবং তাঁহাদের প্রতি কোনপ্রকার অপরাধ না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

"সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি' বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি'।
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন॥
তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহ না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিৎ করি' সে লীলা কথন॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায় অপরাধ না হউক আমার॥"

—চৈঃ চঃ ম ৪৫-৯

'কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস—বৃন্দাবনদাস॥'
'বৃন্দাবনদাসপদে কোটী নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহ তারিলা সংসার॥'

—চৈঃ চঃ আ ৮।৩৫, ৪০

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সকল লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে সূত্ররূপে লিখিয়াছেন এবং যে সকল লীলা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সংক্ষেপে সূত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন. তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"চৈতন্যলীলার ব্যাস, দাস বৃন্দাবন।
মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন॥
গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৩।৪৮-৪৯

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের সম্পাদকীয় নিবেদনে শ্রীচৈতন্যবাণী-পত্রিকার সম্পাদক-সংঘপতি পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এইরূপ লিখিয়াছেন—'শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রথমে সূত্রাকারে পরে বিস্তৃতভাবে চৈতন্যলীলা বর্ণন করিতে গিয়া গ্রন্থবিস্তারভয়ে সূত্রধৃত কোন কোন লীলা বর্ণন করেন নাই, শ্রীনিত্যানন্দলীলা বর্ণনে আবেশ হওয়ায় চৈতন্যের শেষলীলা বর্ণন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এইজন্য বৃন্দাবনবাসী গৌরগত-প্রাণ ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর সেই শেষলীলা শ্রবণার্থ অত্যধিক উৎকণ্ঠিত হইয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদকে উহা বর্ণনার্থ বিশেষভাবে অনুরোধ করিলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদনগোপালের নিকট আজ্ঞা যাচঞা করিতে যান। প্রভুর চরণে আজ্ঞা মাগিতেই সর্ব্ববৈষ্ণবের সম্মুখেই প্রভুর কণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল। বৈষ্ণবগণ তখনই হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভুর শ্রীচরণসেবক শ্রীগোঁসাইদাস পূজারীজী সেই মালা আনিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের গলায় পরাইয়া দিলেন। তিনি আজ্ঞামালা পাইয়া পরমানন্দে গ্রন্থলেখা আরম্ভ করিলেন। তাই তিনি দৈন্যসহকারে লিখিয়াছেন—

'এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন॥
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায়॥'

—চৈঃ চঃ আ ৮।৭৮-৭৯

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা, যাহা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কণ্ঠে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। 'স্বরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর শেষলীলা কড়চাসূত্র করিয়া শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাকে কণ্ঠস্থ করাইয়া কবিরাজ গোস্বামীর দ্বারা তাহা জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীস্বরূপকৃত কড়চা পৃথক্ পুস্তকাকারে লিখিত হয় নাই। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই স্বরূপের কড়চার নিষ্কর্ষ।' —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

'স্বরূপ গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাসমুখে যে সব শুনিল ॥
সেইসব লীলা কহি, সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্যকৃপাতে লিখি ক্ষুদ্রজীব হঞা ॥'

—চৈঃ চঃ অ ৩ ২৬৭-২৬৮

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলামহিমা কবিরাজ গোস্বামীর হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাহার প্রমাণ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বিভিন্নস্থানে রচয়িতার লেখনী হইতে জানা যায়। যথা—

'আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি, এ বড় বিস্ময় ॥'

—চৈঃ চঃ ম ২।৮৯-৯০

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ এক সময়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্বোত্তমতা বর্ণনকালে তাঁহার উপদেশবাণীতে এইরূপ বলিয়াছিলেন—পৃথিবীর যদি এইরূপ পরিস্থিতি হয় যে, সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ দুইটী বিদ্যমান থাকিলেই মনুষ্যগণ সর্ব্বাভীষ্ট বস্তু-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হইবে না। যদি এমন হয় যে, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থেরও বিলুপ্তি ঘটিল, তাহা হইলে একমাত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থাকিলেই মানুষের কোন লোকসান হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা অনভিব্যক্ত, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পরতমতত্ত্ব। তাঁহারই অভিন্ন শব্দমূর্ত্তি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গূঢ় রাধার তত্ত্ব ও মহিমা প্রকটিত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সর্ব্বোত্তমতা বিষয়ে আর সন্দেহ কি? এই হেতু চরিতামৃত-রচয়িতা কবিরাজ গোস্বামীরও সর্ব্বোত্তম বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত হইতেছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর রচিত—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা—এই তিনটী অমূল্য গ্রন্থ। শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাঁহার গীতিতে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ,
যিঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর গোবিন্দলীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা,
তাহাতে না হৈল মোর চিত ॥"

গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থ লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী 'কবিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হইলেন। বৈষ্ণবজগতে তিনি রূপানুগবররূপে পূজিত।

প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কবিরাজ গোস্বামী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, কবিরাজ গোস্বামী রাধারাণীর নিজজন, স্বাভাবিকভাবেই তাঁহার হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিত, সুতরাং তাঁহার বাক্যমাত্রই পরম প্রামাণিক। কবিরাজ গোস্বামী কামগায়ত্রীর অক্ষর-সংখ্যা পঞ্চবিংশতি বলিবার পরিবর্ত্তে কেন সাড়ে চব্বিশ অক্ষর বলিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ খুবই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি রাধাকুণ্ডতটে দেহত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলে মধ্যরাত্রে তন্দ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলেন—স্বয়ং শ্রীবৃষভানুনন্দিনী তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন—'হে বিশ্বনাথ! হে হরিবল্লভ !! তুমি উত্থিত হও, কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সত্যই। তিনি আমার নর্ম্ম সহচরী। আমার অনুগ্রহে আমার অন্তরের কথা তিনি সবই জানেন। তাঁহার বাক্যে সন্দেহ করিও না। * * 'বর্ণাগম-ভাস্বৎ' গ্রন্থে লিখিত আছে—যে 'য'-কারের পর 'বি' অক্ষর থাকে, সেই 'য'-কারই অর্দ্ধাক্ষর।' এই বিষয়টিও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সম্পাদকের নিবেদনে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরাঘব ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সাক্ষাৎকারের কথা ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—'শ্রীরাঘব-কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি। শ্রীনিবাসে কৈল সবে কৃপার অবধি ॥' —ভক্তিরত্নাকর ৪।৩৯২

কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাটে ঝামটপুরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অতি ছোট পাদপীঠ মন্দির আছে। স্থানীয় প্রবাদ কবিরাজ গোস্বামী উক্তস্থানে নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত বা দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মতান্তরে প্রেম-বিলাস গ্রন্থে লিখিত আছে, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত

ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাটে গৌরনিত্যানন্দ-বিগ্রহ বিরাজিত আছেন। একটি কাষ্ঠপাদুকা কবিরাজ গোস্বামীর ব্যবহৃত বলিয়া প্রদর্শিত হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভজনকুটীর ও সমাধি রাধাকুণ্ডে বিরাজিত আছেন।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর অপ্রকটের পর আশ্বিন শুক্লা-দ্বাদশী তিথিতে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩৫ পৃষ্ঠার পর]

চক্রেশ্বর মহাদেব (চাকলেশ্বর মহাদেব)—গোবর্দ্ধন-মানসগঙ্গার উত্তরতটে চক্রেশ্বর মহাদেব। মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখেই একটি প্রাচীন নিমগাছের নীচে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজনকুটীর। তাহারও উত্তরে উঁচুভিতে একটি মন্দিরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন।

'এই চক্রতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস।
ইঁহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভিলাষ॥
চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধনে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা-ক্রীড়া এইখানে॥'
—ভক্তিরত্নাকর ৫।৭২৪-৭২৫

'অহো দোলাক্রীড়া-রসবর-ভরোৎফুল্লবদনৌ
মুহুঃ শ্রীগান্ধর্বা-গিরিবরধরৌ তৌ প্রতিমধু।
সখীবৃন্দং যত্র প্রকটিতমুদান্দোলয়তি তৎ
প্রসিদ্ধং গোবিন্দ-স্থলমিদমুদারং বত ভজে॥'

'আহা! যথায় প্রতি বসন্তঋতুতে সখীগণ দোলা-ক্রীড়ার রসবিশেষভরে প্রফুল্লবদন সেই শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দকে পরম আনন্দে পুনঃ পুনঃ দোলা দিয়া থাকেন, সেই প্রসিদ্ধ প্রশস্ত এই গোবিন্দস্থলের ভজন করি।'

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—চক্রতীর্থে (চাক্‌লেশ্বর মহাদেবের) ইচ্ছায় সনাতন গোস্বামী এখানে অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। প্রত্যহ তিনি শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন। বৃদ্ধকালে সনাতন গোস্বামীর মহা শ্রম ও ক্লান্তি দেখিয়া গোপ-বালকের বেশে গোপীনাথ আসিয়া নিজ উত্তরীয় দ্বারা বাতাস করতঃ তাঁহার ক্লান্তি ও শরীরের ঘর্ম্ম নিবারণ করিলেন। সেই ছদ্মবেশধারী গোপবালক গোবর্দ্ধনে চড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নাঙ্কিত গোবর্দ্ধনশিলা আনয়ন করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে দিয়া বলিলেন—'এই গোবর্দ্ধনশিলা পরিক্রমার দ্বারাই গিরিরাজ পরিক্রমা হইবে।' গোপবালক অন্তর্হিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া-ছিলেন চিন্তা করিয়া সনাতন গোস্বামী প্রেমাপ্লুত হইলেন এবং প্রত্যহ পরমোল্লাসে সেই গোবর্দ্ধনশিলা পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমানে ঐ গোবর্দ্ধনশিলা শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে বিরাজিত আছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে আরও বর্ণিত আছে—শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখীগণসহ মানসীগঙ্গার এই ঘাটে আসিলে ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া নৌকায় তুলিয়া সকলকে পার করিতেন। ব্রজের পাণ্ডাগণ এবং ব্রজবাসিগণের নিকট এইরূপ মহিমা শ্রুত হয়—চাক্‌লেশ্বরে প্রথমে মশকের খুব উপদ্রব ছিল। মশকের উপদ্রবে হরিনাম করাতে বিঘ্ন হওয়ায় সনাতন গোস্বামী তথা হইতে অন্যত্র যাইবেন,—এইরূপ চিন্তা করিলে অন্তর্য্যামী চাক্‌লেশ্বর মহাদেব তাঁহাকে স্বপ্ন-চ্ছলে নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন—এখানে মশক থাকিবে না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় চতুর্দ্দিকে মশার উপদ্রব থাকিলেও সেই সময় সেই স্থানটিতে কোন মশা ছিল না।

গোবর্দ্ধন গিরিরাজের মুখারবিন্দ—মানসীগঙ্গার পারে গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ শ্বেত ও কৃষ্ণপ্রস্তরের দ্বারা বাঁধানো। মন্দিরটির আকার অনেকটা কাশীর বিশ্ব-নাথের মন্দিরের মত। স্থানীয় পাণ্ডারা বলেন, এখানে গিরিরাজ ব্রজবাসিগণের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য পাণ্ডাগণ যাত্রী আসিলে তাঁহাদিগকে গোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দপূজার জন্য পীড়াপীড়ি করেন।

পরিক্রমার যাত্রিগণ অনেকেই শ্রীগোবর্দ্ধন-মুখারবিন্দ দর্শনের পূর্ব্বেই প্রবেশদ্বারে পসারির নিকট গোবর্দ্ধনের পূজার জন্য পূজার দ্রব্য ক্রয় করিয়া লন এবং শ্রীগোবর্দ্ধনের মুখারবিন্দ প্রণামান্তে পূজনীয় বৈষ্ণবগণের অনুগমনে সংকীর্ত্তনসহ পরিক্রমা করেন। মন্দির প্রদক্ষিণান্তে ভক্তবৃন্দ পুষ্পমাল্য এবং অন্যান্য পূজোপকরণ দ্বারা গিরিরাজের পূজাবিধান করতঃ যথাসাধ্য প্রণামী দেন এবং সকলেই মানসীগঙ্গাকে প্রণাম করিয়া জল মস্তকে ধারণ করেন।

'মথুরা পশ্চিমভাগে 'গোবর্দ্ধন-ক্ষেত্র'।
বিষম সংসারদুঃখ যায় দৃষ্টিমাত্র ॥
মানসগঙ্গায় স্নান করে যেই জন।
গোবর্দ্ধনে হরিদেবে করয়ে দর্শন ॥
অন্নকূট-গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করে।
তা'র গতাগতি কভু না হয় সংসারে ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬৭৯-৬৮১

গোবর্দ্ধনের আবির্ভাব ও গিরিরাজ নাম-প্রাপ্তি— গোবর্দ্ধনের ভূতলে আবির্ভাব ও গিরিরাজ নাম প্রাপ্তির প্রসঙ্গটি শ্রীগর্গাচার্য্য-প্রণীত গর্গসংহিতায় বৃন্দাবনখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। নন্দমহারাজ ও ব্রজের মন্ত্রণাবিদ্ বৃদ্ধগোপ সন্নন্দের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে উপরিউক্ত বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। পাণ্ডু ও ভীষ্মের মধ্যে আলোচনার অবতারণা করিয়া সন্নন্দ নন্দমহারাজকে প্রসঙ্গটি বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভূভারহরণের জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলে রাধাকেও ভূতলে অবতীর্ণ হইতে নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু যেখানে বৃন্দাবন, যমুনা, গিরিগোবর্দ্ধন নাই, সেখানে অবতীর্ণ হইতে রাধারাণী অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিজধাম হইতে চৌরাশি ক্রোশ ভূমি, গোবর্দ্ধন ও যমুনা নদীকে পৃথ্বীতলে প্রেরণ করিলেন। [চিন্ময় ভগবদ্ধাম শ্রীব্রজমণ্ডল পঞ্চমহাভূতের বিকার পৃথিবীর কোন অংশ নহেন, ভূতলে ভগবদ্ধামের অবতরণ হয়]

ভারতের পশ্চিমপ্রদেশে শাল্মলীদ্বীপে দ্রোণপর্ব্বতের পুত্ররূপে গোবর্দ্ধন অবতীর্ণ হইলেন। গোবর্দ্ধনের আবির্ভাবে দেবতাগণ প্রসন্ন হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হিমালয়, সুমেরু আদি পর্ব্বতরাজগণ আসিয়া প্রসন্ন হৃদয়ে গোবর্দ্ধনের পূজাবিধান করিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের স্তবে গোবর্দ্ধনের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন—গোবর্দ্ধন পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গোলোকস্থ বিহারস্থল, গোবর্দ্ধন গিরিসমাজের রাজা, গোলোকের মুকুট, পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণের ছত্রস্বরূপ, বৃন্দাবন তাঁহার ক্রোড়ে বিরাজিত। তদবধি গোবর্দ্ধন 'গিরিরাজ' নামে খ্যাত হইলেন।

একদা মুনিসত্তম পুলস্ত্য তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে বিচিত্র পুষ্প ও ফলের বৃক্ষ-নির্ঝরাদি সমন্বিত পরম রমণীয় দ্রোণাচল-নন্দন গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও মোহিত হইলেন। পুলস্ত্যমুনি দ্রোণাচলের সমীপে আগত হইলে তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। মুনি দ্রোণাচলকে এইরূপ বলিলেন—তিনি কাশীবাসী মুনি, কাশীতে গঙ্গা আছেন, বিশ্বেশ্বর মহাদেব আছেন, পাপিগণ সেখানে গেলে সদ্য মুক্তি লাভ করে, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা গোবর্দ্ধনকে কাশীতে স্থাপন করিয়া তথায় তপস্যা করা। পুলস্ত্যমুনি দ্রোণাচলের নিকট তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধনকে দানার্থ প্রার্থনা জানাইলেন। দ্রোণাচল পুত্রস্নেহে ব্যাকুল হইলেও মুনির অভিশাপে ভীত হইয়া পুত্রকে মুনির সহিত ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে যাইতে নির্দ্দেশ দিলেন। অষ্টযোজন দীর্ঘ, পঞ্চযোজন বিস্তৃত এবং দুই যোজন উচ্চ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে মুনি কি করিয়া লইয়া যাইবেন—এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে পুলস্ত্যমুনি বলিলেন, তিনি গোবর্দ্ধনকে অনায়াসে হাতে বসাইয়া লইয়া যাইবেন। [গর্গসংহিতায় গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের দৈর্ঘ্য আট যোজন অর্থাৎ ৬৪ মাইল লিখিত হইয়াছে। কিন্তু চর্ম্মচক্ষে গোবর্দ্ধনের দৈর্ঘ্য বর্ত্তমানে সাত মাইল দৃষ্ট ও শ্রুত হয়। পরিক্রমার রাস্তা চৌদ্দ মাইল।] গোবর্দ্ধন মুনির সহিত যাইতে স্বীকৃত হইলেন একটী সর্ত্তে,—মুনি ভারিবোধে তাঁহাকে পথিমধ্যে কোথাও নামাইয়া রাখিলে তিনি সেইখানেই থাকিবেন। পুলস্ত্যমুনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—তিনি গোবর্দ্ধনকে কাশীতে লইয়া যাইবেনই, রাস্তায় কোথাও নামাইবেন না। মহাবল গোবর্দ্ধন পিতা দ্রোণাচলকে প্রণাম করিয়া মুনির করতলে আরোহণ করিলে মুনিবর গোবর্দ্ধনকে দক্ষিণ করে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে মুনিবর ব্রজমণ্ডলে আসিয়া উপনীত

হইলেন। ব্রজমণ্ডলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, যমুনা, গোপ-গোপী, শ্রীরাধিকাসহ যাবতীয় লীলা ও পার্ষদগণের স্মৃতি উদ্দীপিত হওয়ায় গোবর্দ্ধন ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। গোবর্দ্ধন এইরূপ ভূরিভার ধারণ করিলেন যে, মুনি সেই ভারে পীড়িত হইয়া নিজ-প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইলেন এবং গোবর্দ্ধনকে সেই ব্রজভূমিতে নামাইয়া রাখিলেন। মুনিবর শৌচ-জপাদি সমাপন করতঃ পুনরায় গোবর্দ্ধনের নিকট আসিয়া তাঁহাকে হাতের উপরে পূর্ব্বের ন্যায় উঠিয়া বসিতে বলিলেন। কিন্তু গোবর্দ্ধন উঠিতে অস্বীকৃত হইলেন। মুনিবর তখন নিজবলে উঠাইবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে উঠাইতে পারিলেন না। বারবার প্রার্থনাসত্ত্বেও গোবর্দ্ধন যাইতে ইচ্ছা না করিলে পুলস্ত্যমুনি ক্রোধে অভিশাপ দিলেন—'তুমি যখন আমার মনোরথ পূরণ করিলে না, তখন প্রতিদিন একতিল করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।' তদবধি গোবর্দ্ধন গিরি একতিল করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছেন। যৎকাল পর্য্যন্ত ভূতলে ভাগীরথী গঙ্গা ও গোবর্দ্ধন গিরি বিদ্যমান থাকিবেন, তৎকাল পর্য্যন্ত কলির প্রভাবের কুত্রাপি প্রাবল্য হইবে না।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগোবর্দ্ধনের তত্ত্ব ও মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীনতম ইতিহাস ঋগ্বেদাদি গ্রন্থে প্রাচীন সভ্যতার যুগে পৃথিবীতে বারিবর্ষণের দ্বারা শস্যাদি সঞ্জীবিত করিবার জন্য মেঘের অধিপতি ইন্দ্রের আরাধনার বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের বর্ণনানুযায়ী লোকপরম্পরাগত সংস্কারবশতঃ ব্রজেতেও কৃষি ও গোরক্ষা একমাত্র জীবনোপায় হওয়ায় তথায় প্রতিবৎসর ইন্দ্রযাগ হওয়ার কথা শ্রুত হয়। একদিন শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, পিতা নন্দমহারাজ অন্যান্য গোপগণের সহিত ইন্দ্র-যাগের জন্য প্রভূত উপায়ন সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে ইন্দ্রযাগের সার্থকতা কি, জিজ্ঞাসা করিলে নন্দ মহারাজ বলিলেন, ইন্দ্র মেঘের অধিপতি, তিনি সন্তুষ্ট হইলে যথাসময়ে বারি বর্ষিত হইবে, তাহাতে ধান্যাদি শস্য ও তৃণাদি হইলে তাঁহাদের ও গাভীগণের জীবনোপায় হইবে। তিনি আরও বলিলেন, যে ব্যক্তি কুলপরম্পরাগত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহার কখনও মঙ্গল লাভ হয় না। পিতা ও গোপগণের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে ইন্দ্রপূজার নিরর্থকতা ও গোবর্দ্ধনপূজার সার্থকতা বিষয়ে বুঝাইলেন। ইন্দ্র কর্ম্মাধীন দেবতা, ভাল কাজ করিলে খারাপ ফল দিবার এবং খারাপ কাজ করিলে ভাল ফল দিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। কর্ম্মের দ্বারাই জীবের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ হইয়া থাকে। শত্রুতা, মিত্রতা ও ঔদাসীন্যভাবের কারণও কর্ম্ম। কর্ম্মের অন্যথা করিবার ক্ষমতা ইন্দ্রের নাই। কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা ও কুশীদ এই চারিটী বৈশ্যের জীবিকা হইলেও গোরক্ষাকেই ব্রজবাসিগণ প্রধান জীবিকারূপে অব-লম্বন করিয়াছেন। ব্রজবাসিগণ বন ও পর্ব্বতাদিতে বাস করেন, এইজন্য তাঁহাদের পক্ষে নগর, জনপদ, গ্রাম, গৃহ মঙ্গলজনক নহে। অতএব ব্রজবাসিগণের গাভী, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ আরম্ভ করা উচিত। অসতী নারী স্বামীর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পর-পুরুষের সেবাদ্বারা যেমন মঙ্গলভাগিনী হয় না, তদ্রূপ ব্রজবাসিগণ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আশ্রিত হইয়া তাঁহার পূজার পরিবর্ত্তে অন্যের পূজার দ্বারা মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে ইন্দ্রযজ্ঞের জন্য সংগৃহীত উপকরণরাশির দ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা বিধানের জন্য পরামর্শ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে তাঁহাদের দোহনজাত সমস্ত দুগ্ধ, দধি আনিতে ও পায়স, মুদ্গসূপ, পিষ্টক, শষ্কুলী প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ তৈরীর জন্য বলিলেন। অগ্নিতে আহুতি প্রদানকারী ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণকে বহু গুণযুক্ত অন্ন ও ধেনুর সহিত দক্ষিণা দানের দ্বারা, তৎপরে কুক্কুর, চণ্ডাল ও পতিত ব্যক্তিগণকেও যথাযোগ্য দানের দ্বারা আপ্যায়িত এবং গোসমূহকে তৃণ প্রদানের পর সমস্ত উপকরণের দ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজা বিহিত। গোবর্দ্ধনপূজার পর অলঙ্কার, অনুলেপন ও উত্তম বসনাদি দ্বারা সজ্জিত হইয়া ভোজন সম্পাদন এবং তৎপরে গাভী, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিবার কথা বলিলেন। নন্দমহারাজ বাৎসল্য-প্রেমে বশীভূত হইয়া পুত্র শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুযায়ী ইন্দ্রযাগের উপকরণসমূহের দ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের ও ব্রাহ্মণগণের পূজা বিধান করিলেন। তৎপরে গো-সকলকে তৃণ প্রদান পূর্ব্বক গাভীগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া

গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিলেন। পরিক্রমাকালে গোপগণ উত্তম অলঙ্কারযুক্ত হইয়া এবং গোপীগণ গোশকটে বসিয়া কৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গিরিরাজ গোবর্দ্ধন যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তাহা ব্রজবাসিগণকে জানাইবার জন্য শ্রীগিরিরাজ স্বয়ং 'শৈলোঽস্মি' (আমিই পর্ব্বত) এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রজবাসিগণপ্রদত্ত সমস্ত দ্রব্য সহস্রহস্ত বিস্তার পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। বাহিরে একমূর্ত্তিতে শ্রীনন্দনন্দন গোপালরূপে অবস্থিত থাকিয়া নিজেই আর একরূপে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনরূপ ধারণ করিলেন, আবার নিজেই নিজেকে প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণই গিরিরাজকে প্রণাম ও তাঁহার প্রদক্ষিণ প্রবর্ত্তন করিলেন। গিরিরাজের অবজ্ঞাকারী জীবগণকে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সর্পাদিরূপ ধারণ করিয়া বিনাশ করিয়া থাকেন।

যজ্ঞভঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কালীন বারিবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ব্রজবাসিগণকে উৎপীড়িত করিলে ব্রজবাসিগণ কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন শ্রীকৃষ্ণ মাত্র একহস্তে গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পরে নিজের ভ্রম বুঝিয়া সুরভি গাভীসহ শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া নিজ অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, আবার তাঁহাকে হরিদাসবর্য্যও বলা হইয়াছে।

'গিরিনৃপ! হরিদাস-শ্রেণিবর্য্যেতি
নামামৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ।
ব্রজনবতিলকত্বে ক্৯প্ত! বেদৈঃ স্ফুটং মে,
নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্॥'

'হে গিরিরাজ! যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যঃ" অর্থাৎ হে অবলাগণ! এই পর্ব্বত হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাগবতীয় পদ্যে তোমার নামরূপ অমৃত প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি বেদাদি সমূহ শাস্ত্রকর্ত্তৃক ব্রজের নূতন তিলকস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে নিজ নিকটে বাস প্রদান কর।'

শ্রীকৃষ্ণ দেবতান্তরের পূজা বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন-পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ সেবার বিধান দিলেন। 'গোবর্দ্ধন' শব্দের একটি অর্থ ইন্দ্রিয়-বর্দ্ধন। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয় বর্দ্ধনের নামই গোবর্দ্ধন পূজা।

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে গিরিরাজের জিহ্বা ও মুখারবিন্দ আরম্ভ হইয়াছে। গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ শ্রীগিরিধারীর শ্রীঅঙ্গ হওয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভু গিরিরাজের উপরে আরোহণ নিষেধ করিয়াছেন। গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি,—ইহা জানাইবার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী শ্রীগৌরহরি গোবর্দ্ধনের উপরিস্থিত শ্রীগোপালমূর্ত্তি দর্শনের জন্যও গোবর্দ্ধনে আরোহণ করেন নাই। কৃষ্ণভক্তলীলাকারী শ্রীগৌরহরির হৃদ্‌গত ভাব বুঝিয়া শ্রীগোপালমূর্ত্তি গোবর্দ্ধন হইতে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া অন্নকূট গ্রাম হইতে গাঠুলীগ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। গোপালের গাঠুলীগ্রামে বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গোবর্দ্ধন পরিক্রমান্তে গাঠুলীগ্রামে গিয়া গোপাল দর্শন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী ব্রজে আসিলে তাঁহারাও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে সাক্ষাৎ ভগবন্মূর্ত্তি জানিয়া তাঁহার উপরে আরোহণ করেন নাই। বৃদ্ধকালে রূপ গোস্বামী গোবর্দ্ধনধারী গোপালকে দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে এবারও গোপাল পূর্ব্বের ন্যায় ম্লেচ্ছভয়ের ছল উঠাইয়া মথুরা নগরে বিঠ্‌ঠলেশ্বর ভবনে শুভবিজয় করিলেন এবং একমাসকাল তথায় অবস্থান করতঃ গণসহ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন। শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীর বৃন্দাবন যাত্রাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন—

"শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে 'গোপাল'॥"

—চৈঃ চঃ অ ১৩।৩৯

'অধিক দিন ব্রজে রহিলে ব্রজবাসীদিগের দোষাদি দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা লঘু হয়। অতএব যাঁহারা রাগমার্গ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহাদের ব্রজে বাস করা উচিত নয়, ব্রজদর্শনপূর্ব্বক শীঘ্রই চলিয়া আসাই ভাল।' —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর।

'গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া॥

"হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শ-প্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ॥"
—ভাঃ ১০।২১।১৮

'এই গোবর্দ্ধনগিরি হরিদাসগণের অগ্রণী; যেহেতু, ইনি রামকৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া পানীয়, সুকোমল তৃণ, কন্দমূল এবং উপবেশন-যোগ্য রমণীয় স্থান প্রভৃতি দ্বারা গো ও গোপগণের সহিত বর্ত্তমান রামকৃষ্ণের তর্পণ বিধান করিতেছেন।'

শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রের (যাঁহাকে পাণ্ডবগণ দ্বারকা হইতে আনিয়া মথুরার রাজা করিয়াছিলেন) স্থাপিত গোবর্দ্ধনধারী গোপালকে পুনঃ প্রকটিত করেন শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ। এই প্রসঙ্গটি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমাকালে শ্রীগোবিন্দ-কুণ্ডের তীরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে এই প্রসঙ্গটি পঠিত হয় অথবা সকলেই স্মরণ করেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রকটকালে তাঁহার নিয়ামকত্বে ইং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে যে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থাকারে পরে মুদ্রিত হয়। তাহাতে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ও গোবর্দ্ধনধারী গোপালের প্রসঙ্গ এইরূপভাবে প্রদত্ত হইয়াছে—'শ্রীগৌরহরির বৃন্দাবন আগমনের পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধন সমীপে উপনীত হইলেন। একদিন তিনি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে স্নান সমাপনপূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটি গোপবালক এক ভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া পুরী গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তিনি 'ঐ গ্রামবাসীর একজন বালক, গ্রামের স্ত্রীগণ কর্তৃক উপবাসী সন্ন্যাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছেন',—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর নিকট এইরূপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শেষরাত্রে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তন্দ্রাযোগে সেই গোপ-বালককে দেখিতে পাইলেন, যেন ঐ বালক পুরীপাদের হস্তধারণ পূর্ব্বক একটি কুঞ্জের ভিতরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার (গোপালের) ঐ কুঞ্জে বৃষ্টি-বর্ষা-রৌদ্র প্রভৃতি সহ্য করিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর, সুতরাং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া তথায় মঠ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পুরী গোস্বামীর নিকট কাতরোক্তি জানাইলেন; আরও বলিলেন যে, তাঁহার নাম শ্রীগোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্র মহারাজ বজ্রের প্রকাশিত শ্রীমূর্ত্তি। তিনি পূর্ব্বে ঐ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরেই অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু ম্লেচ্ছভয়ে তাঁহার সেবক তাঁহাকে কুঞ্জে রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছেন। মাধবেন্দ্র পুরী এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপনপূর্ব্বক গ্রাম-মধ্যে গমন করিলেন এবং গিরিধারীর কথা জানাইয়া গ্রামের লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলাদি কাটিয়া সেই গোপাল বিগ্রহকে উদ্ধার করিলেন ও শ্রীগোপালকে পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং যথাবিধি তাঁহার অভিষেকাদি সমাপনপূর্ব্বক ব্রজবাসীদিগের প্রদত্ত নানাবিধ উপহার-দ্বারা মহা-মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।'

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিযুগে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধনধারী গোপালের পূজা এবং অন্নকূট-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী মহোৎসব
বিভিন্নমঠে অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, মুখ্যকার্য্যালয় কলিকাতাস্থ মঠে এবং ভারতব্যাপী শাখামঠসমূহে ৩০ শ্রাবণ ১৬ আগষ্ট শনিবার হইতে ২ ভাদ্র ১৯ আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা এবং ১০ ভাদ্র ৭ আগষ্ট বুধবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসহ মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা, গৌহাটী, বৃন্দাবন, চণ্ডীগড় ও হায়দ্রাবাদস্থ মঠসমূহে শ্রীঝুলন-জন্মাষ্টমী উৎসবে ও শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী দর্শনে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণনগর (নদীয়া), সরভোগ (আসাম), গোয়ালপাড়া (আসাম) স্থিত মঠসমূহে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হওয়ায় উক্ত মঠসমূহেও প্রচুর দর্শনার্থীর ভীড় হয়। তেজপুর ও আগরতলা মঠেও ঝুলন-জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক নরনারী যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতার মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, গৌহাটীতে শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, কৃষ্ণনগরে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, তেজপুরে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, হায়দ্রাবাদে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, চণ্ডীগড়ে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, আগরতলায় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, বৃন্দাবনে ভারপ্রাপ্ত মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, দেরাদুনে মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, সরভোগে মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী এবং গোয়ালপাড়ায় ভারপ্রাপ্ত মঠরক্ষক শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থাপনায় এবং তত্তৎমঠের সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহ অতীব সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হয়। শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীপুরুষোত্তমধামে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ, গোকুল মহাবনে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, যশড়া শ্রীপাটে মঠরক্ষক শ্রীনিমাইদাস প্রভু এবং বৃন্দাবন কালীয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠেও নূতন মন্দিরে তত্রস্থ মঠরক্ষকগণের ও সেবকগণের সেবাপ্রচেষ্টায় উপরি-উক্ত উৎসবানুষ্ঠানদ্বয় সম্পাদিত হয়।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীঝুলন উৎসব উপলক্ষে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নস্থান হইতে বহুশত পশ্চিমদেশীয় ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে দুইদিন নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে বৃন্দাবনধাম পরিক্রমা করতঃ মুখ্য মুখ্য দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন এবং প্রত্যহ অপরাহ্নে শ্রীমঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তপর কথাসমূহ হিন্দীভাষায় শ্রবণ করেন। পশ্চিমদেশীয় ভক্তগণ অনেকেই ভক্তি-সদাচার গ্রহণ করতঃ বলদেব আবির্ভাব পৌর্ণমাসী-তিথিতে নাম-মন্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হন।

কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ও নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় কলিকাতা-কালীঘাট ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মানুষ্ঠান—ধর্ম্মসম্মেলন, নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, বিদ্যুচ্চালিত অভিনব চিত্তাকর্ষক কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী এবং মহোৎসব ৯ ভাদ্র ২৬ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ১৩ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার স্থানীয় নাগরিকগণ ব্যতীতও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মফঃস্বল হইতে বহুশত ভক্তঅতিথি উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য মঠে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। ১০ ভাদ্র বুধবার সহস্রাধিক নরনারী উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ শ্রবণ, মধ্যরাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক দর্শন ও সংকীর্ত্তনাদি সহযোগে শ্রীজন্মাষ্টমীব্রত পালন করেন। শ্রীকৃষ্ণের ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে শেষরাত্রি আড়াইটায় ভক্তগণকে ফলমূল অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়।

৯ ভাদ্র মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে আগামীদিনে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইবেন, তাহার প্রাক্ প্রস্তুতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আবাহনগীতি সম্পন্নের জন্য ভক্তগণ পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের ও অন্যান্য ত্রিদণ্ডিপাদগণের অনুগমনে বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ দক্ষিণ কলিকাতার—লাইব্রেরী রোড, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, ডঃ শরৎ বোস রোড, মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীন বাগচি রোড, পণ্ডিতিয়া টেরেস, লেক রোড, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, রাজা বসন্তরায় রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, সদানন্দ রোড, হাজরা রোড, আন্দুলরাজ রোড, মনোহরপুকুর রোড—পথ পরিভ্রমণ করতঃ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে অগ্রে বহির্গত হইলে তৎপশ্চাৎ শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী সমস্ত রাস্তা উচ্চ সংকীর্ত্তন করেন। আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দ দুইটী সংকীর্ত্তন দলে মৃদঙ্গবাদন সেবা করিয়া ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধন করেন।

বিদ্যুচ্চালিত মূর্ত্তির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ অভিনবভাবে প্রদর্শিত যথা—শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, কংসের হস্ত হইতে নির্গত ও উত্থিত অষ্টভুজ যোগমায়ার আকাশবাণী, পূতনা বধ, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন দর্শন করিবার জন্য প্রত্যহ মঠে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হয়। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী নিজদায়িত্বে বহু পরিশ্রম ও ভক্তগণ হইতে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় করিয়া এই সেবাটি সুন্দরভাবে করায় সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসম্মেলনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এডভোকেট, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত্ত ও গৃহবিভাগ দফ্তরের মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধান বিভাগের সচিব শ্রীপবিত্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃৎ অকিঞ্চন মহারাজ, কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজয় বামন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভায় যথাক্রমে বক্তব্যবিষয়রূপে আলোচিত হয় 'হিংসার কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তাধীন ভগবান্', 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি' এবং 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন হরিনাম সংকীর্ত্তন'। প্রত্যহ ধর্ম্মসম্মেলনে অগণিত নরনারী যোগদান করায় মঠে তিল ধারণের স্থান থাকে না।

১১ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীনন্দোৎসব বাসরে সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

২৬ আগষ্ট ৯ ভাদ্র

বিষয় ঃ—হিংসার কারণ ও তৎপ্রতিকার

বিচারপতি **শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"ধর্ম্মসভা বিতর্কের সভা নয়, জ্ঞানী গুণী ভক্তগণের নিকট শুনিয়া জ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য। মিথ্যার জয় কোনদিনই হয় না। সত্যেরই জয় হয়। হিংসার উৎপত্তির কারণ স্বার্থ—Conflict of interests, দৃষ্টান্তস্বরূপ—আমার ছোটবাড়ী, পাশের প্রতিবেশীর বড়বাড়ী, উহা দেখিয়া আমার হিংসার উদ্রেক হয়। সারা ভারতবর্ষে এবং সমগ্র পৃথিবীতে অশান্তির কারণ স্বার্থের সংঘাত। ইহার প্রতিকার কি? ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তা হইতে মনকে উন্নত ভূমিকায়, পবিত্র ভূমিকায় যতটা লওয়া যাইবে তত পরিমাণে হিংসা-দ্বেষ, ঝগড়া হ্রাস পাইবে। চিত্ত-বৃত্তিকে পবিত্র করার শ্রেষ্ঠ উপায় এইজাতীয় ধর্ম্মসভায় যোগদান করা। আমরা সংসারে যে পরিবেশে থাকি, এখানে আসিয়া—মঠে আসিয়া সৎকথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া থাকি। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলিলেন ধর্ম্মসভার প্রয়োজনীয়তা নাই, কিন্তু আমি মনে করি সমাজের নৈতিক মান উন্নতির জন্য ধর্ম্ম-সভায় ভগবৎকথা প্রসঙ্গের অত্যাবশ্যকতা আছে।"

প্রধান অতিথি বিচারপতি **শ্রীঅজিত কুমার সেনগুপ্ত** বলেন,—"এখন চারিদিকে তাকাইলে হিংসা ও আক্রোশ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। হিংসার প্রসারতার কারণ কি, আমাদিগকে আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা বুঝিতে হইবে। একজন অনেক চেষ্টা করিয়াও চাকুরী পায় না, আর একজন অনায়াসে ভাল চাকুরী পাইল। যে চাকুরী পায় নাই তাহার চিত্তে হিংসার উদ্রেক হইল। বাসে চাপা পড়িয়া একটি মানুষের মৃত্যু হইল, তাহার পরই দেখিতেছি বাসটি আগুনে জ্বলিতেছে। ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা বলিতে এখন মানুষের কিছুই নাই। অশান্তির প্রতিকার মানুষের মনকে তৈরী করা। শুধু বক্তৃতার দ্বারা কিছু সুবিধা হইবে না। মানুষের জীবনে কর্ম্মের মধ্যে ইহার প্রতিফলন হওয়া আবশ্যক। অহিংসা কাপুরুষের ধর্ম্ম নহে, উহা বীর পুরুষের ধর্ম্ম। সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ যতক্ষণ ফিরাইয়া আনা না যাইবে ততক্ষণ হিংসা দ্বেষ দূর হইবে না। সকলকে ভালবাসিতে না পারিলে হিংসা দূর হইবে না। আমরা সাধুদের মত সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিতেছি না। সংসারে থাকিয়াই হিংসার প্রতিকার কিভাবে হয় বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গীতে উহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।"

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ** তাঁহার অভিভাষণে বলেন—বর্ত্তমানযুগে একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে হিংসার প্রবণতা এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে সমগ্র বিশ্বে এক অশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। দেশে বিদেশে হিংসার তাণ্ডব চলিতেছে। শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ একশ্রেণীর মনুষ্যের মধ্যে হিংসার, নিষ্ঠুরতার, দস্যুবৃত্তির, মারণাস্ত্র আবিষ্কারের ক্রমবর্দ্ধমান ভীষণ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি দেখিয়া পৃথিবীর, বিশেষতঃ মনুষ্যজাতির ভাবী ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়াবহ অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছেন। এইরূপ অস্বাভাবিক পরি-স্থিতিতে মানুষের জীবনে নিরাপত্তার অভাব হইয়া পড়ায় সকলের মধ্যে এক উদ্বেগ, অশান্তির চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমানযুগের এইরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুণই আজকের বিষয়বস্তু 'হিংসার কারণ ও তৎপ্রতিকার' আলোচনার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

হিংসার আভিধানিক অর্থ প্রাণী হনন, পরানিষ্ট-সাধন প্রবৃত্তি, দ্বেষ ঈর্ষ্যা। হিংসার অর্থ প্রাণিহনন

হইলে দেখা যাইতেছে প্রাণিহনন ব্যতীত কোনও জীবই জীবনধারণ করিতে পারে না। মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণের দ্বারা প্রাণিহননরূপ হিংসা হয়, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু নিরামিষ ভোজনেও প্রাণিহিংসা হয়, কারণ শাক সব্জী শস্যাদিরও প্রাণ আছে। ইহা কেবল শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত নয়, এমনকি বৈজ্ঞানিক জগদীশ বোসও প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। এমন কি বায়ু ভক্ষণের দ্বারাও প্রাণিহিংসা হয়, কারণ বায়ুর মধ্যেও অনেক ক্ষুদ্র কীট আছে। এককথায় একটি প্রাণীর সত্তাই অপর প্রাণীর দুঃখদায়ক। ইহার সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র হইতে প্রমাণ উল্লিখিত হইতেছে— 'অহস্তানি সহস্তনামপদানি চতুষ্পদাম্। লঘূনি তত্র মহতাং জীব জীবস্য জীবনম্ ॥' হস্তহীন পশুগণ হস্তযুক্ত মানুষের খাদ্য, পদহীন তৃণাদি চতুষ্পদ পশুগণের খাদ্য, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণিগণের খাদ্য এইরূপ এক জীবই অন্য জীবের জীবিকা। সুতরাং জগতের ভূমিকায় প্রাকৃত অস্মিতায় পুরোপুরি অহিংসা সম্ভব নহে। কম হিংসাকেই আমরা অহিংসা বলি। সকল প্রাণীর আত্যন্তিক হিত ও সুখের জন্য সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তিস্থল আকরবস্তু ভগবানের জন্য উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি একমাত্র অহিংস ভূমিকায় স্থিত বলা যাইতে পারে। পূর্ণতম বস্তু ভগবানে সমর্পিতাত্ম ব্যক্তিগণ কেবল অহিংস নহেন অর্থাৎ অপর প্রাণীর হিংসাকরণরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত নহেন, তাঁহারা সকল জীবের হিতকারী ও সন্তোষবিধানকারী। পূর্ণের প্রীতির জন্য যাহা করা যায় তাহাতে সকলেরই হিত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সর্ব্বপূজ্য রামদাস হনূমান পূর্ণব্রহ্ম রামের প্রীতির জন্য বাহ্যদর্শনে বহু প্রাণী হত্যা করিয়াও, বহু গৃহদাহাদি করিয়াও হিংসাদোষে দুষ্ট হন নাই। অবশ্য রামপ্রীতির জন্য না করিয়া যদি কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পার্থিব কোন অবান্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হনূমান ঐরূপ কার্য্য করিতেন তাহা হইলে তিনি জগতের বরেণ্য ও পূজ্য হইতেন না। যাঁহারা নির্গুণ কৃষ্ণদাস্য ভূমিকায় আছেন—নিত্যস্বরূপে নিত্যভূমিকায় আছেন, তাঁহারা জাগতিক হতাহতের ভূমিকায় নাই। বৈকুণ্ঠ ভূমিকায় সবই নিত্য, সেখানে কোন কিছুই হত হয় না, কেহ কাহাকেও হত্যাও করিতে পারে না। নশ্বর ভূমিকায় হতাহতের বিষয়টি প্রযোজ্য। 'যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥'—গীতা ১৮।১৭। যাঁহাদের তত্ত্বেতে গভীরভাবে প্রবেশ নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই সূক্ষ্ম বিচার হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। এই বিষয়টির কথঞ্চিৎ অবধারণের জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যেমন নরহত্যা করিলে আইনের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয় কিন্তু যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের বহু মানুষকে হত্যা করিলেও তাহার প্রাণদণ্ড হয় না বরং তাহাদিগকে পুরস্কৃত করা হয়। কারণ সে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য করিয়াছে, নিজের কোন স্বার্থের জন্য করে নাই। দেশ একটি ক্ষুদ্র বস্তু। যাহারা পূর্ণতম ভগবানের জন্য বাহ্যদৃষ্টে দৃষ্ট অন্যায় কার্য্যও করেন তাহাকে শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। 'মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ ॥' —পদ্মপুরাণ। 'আমার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত পাপও ধর্ম্ম হয়, আর আমাকে অনাদর করিলে আমার প্রভাববশতঃ ধর্ম্মও পাপ হয়।'

হিংসার কারণ উৎপাটনের দ্বারা হিংসার প্রতিকার সম্ভব। হিংসার বা পরানিষ্টসাধক পাপের কারণ হিংসার বাসনা বা পাপবাসনা। পাপবাসনা বা অসৎকার্য্যকরণ বাসনার কারণ অসৎ দেহে অহং বুদ্ধি। যতদিন নাশবান শরীরে অহং বুদ্ধি থাকিবে ততদিন অসতৃষ্ণা থাকিবেই। অসতৃষ্ণা হইতে পাপাদির উদ্ভব। স্থূলদেহটা ব্যক্তি নহে। আস্তিক নাস্তিক কেহই কার্য্যক্ষেত্রে স্থূলদেহকে ব্যক্তি বলিয়া মানে না, স্বীকার করে না। যতক্ষণ বোধসত্তা দেহের অভ্যন্তরে থাকে ততক্ষণ তাহার ব্যক্তিত্ব। যে বোধসত্তার অস্তিত্বে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং অনস্তিত্বে অব্যক্তিত্ব উহাই ব্যক্তির প্রকৃত স্বরূপ। উহাকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় আত্মা বলে। আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, দেহ নষ্ট হইলেও আত্মার নাশ হয় না। 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥'—গীতা ২।২০। জীব স্বরূপতঃ অনু-সচ্চিদানন্দ আত্মা হইয়াও দেহেতে আত্মবুদ্ধি কেন করিল? এই স্বরূপভ্রমের কারণ কি? অজ্ঞানতাই ইহার কারণ। যেমন অন্ধকারে রশি পড়িয়া থাকিলে

সর্পভ্রম হয়, কিন্তু আলো থাকিলে সেইরূপ বিপর্য্যয় হয় না। সুতরাং আত্মা হইয়াও দেহেতে আত্মবুদ্ধি-রূপ বিপর্য্যয় বা বিবর্ত্তের কারণ অজ্ঞানতা। অজ্ঞান কেন আসিল? যখন অখণ্ড জ্ঞানময়-তত্ত্ব ভগবানের বিমুখতা হইতে অজ্ঞান সম্মুখে আসে। সুতরাং হিংসা বা পাপের মূল কারণ ভগবদ্বিমুখতা। ভগবদুন্মুখতা দ্বারাই হিংসার যথার্থ প্রতিকার সম্ভব। সকল জীব সকলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ভগবানের সেবাকেই যখন স্বার্থ বলিয়া বুঝিবেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া সংঘাত তখন বন্ধ হইবে। স্বার্থের কেন্দ্র বহু হইলে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। জীবের প্রয়োজন পূর্ণানন্দ। ভগবানই পূর্ণানন্দস্বরূপ। পূর্ণ ভগবান্‌কে পূর্ণরূপে সমস্ত জীব পাইলেও পূর্ণই অবশেষ থাকে। 'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥' ভগবানেতে প্রীতি হইলে ভগবৎ সম্বন্ধে ভগবচ্ছত্যংশ সর্ব্বজীবে স্বাভাবিকভাবেই প্রীতি হইবে। সম্বন্ধদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রীতি হইতে পারে না। যতদিন নশ্বর দেহেতে আত্মবুদ্ধি এবং দেহের প্রয়োজন জড়ীয় বিষয়কে প্রয়োজন বুদ্ধি থাকিবে জগতের বিষয় সীমাবিশিষ্ট হওয়ায় ততদিন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যনুশীলনকেই বিশ্বশান্তি সমস্যার একমাত্র সমাধান বলিয়াছেন।

২৭ আগষ্ট ১০ ভাদ্র

বিষয় ঃ—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ

প্রধান অতিথি **শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়** বলেন —"আজকের বক্তব্যবিষয় অখিলরসামৃত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আপনারা এতক্ষণ শুনলেন ও পরেও শুনবেন সাধু-শুদ্ধভক্তগণই এবিষয়ে বলার অধিকারী। আমি এখানে শুন্‌তে আসি, বল্‌তে আসি না। এই স্থানটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এজন্য আমার এখানে আস্‌তে ভাল লাগে। কলিকাতা মঠে বৎসরে দুইবার ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। আমরা কৃষ্ণের অনেক রূপের কথা শুন্‌লাম। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ, দ্বারকার কৃষ্ণ, আবার ব্রজের কৃষ্ণ। ব্রজের কৃষ্ণই শুদ্ধভক্তির বিষয়বস্তু। গীতার শিক্ষা হতে আমরা জান্‌তে পারি কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিব্যনেত্র দিলে সেই দিব্যনেত্রের দ্বারাই অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য আমরা গৃহী ব্যক্তি কোন্ সাধনের দ্বারা আমরা কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পারব? আমার বিচারে আমি মনে করি সংসারে থেকে এ কার্য্য হবে না, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। সাধুরাই আমাদিগকে ভগবৎপ্রাপ্তির পথ নির্দ্দেশ করতে পারেন"

বিশিষ্ট বক্তা ডক্টর **সীতানাথ গোস্বামী** তাঁহার ভাষণে বলেন—"রস আট প্রকারের, কিংবা দশ প্রকারের হয়, কিন্তু বৈষ্ণবগণ বলেন রস বার প্রকারের। পঞ্চ মুখ্য—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এবং সপ্ত গৌণ—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র। বারটি রসের মধ্যে মধুর রস সর্ব্বোত্তম। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে রসবিচারের ক্রমোন্নতিতে মধুর রসের পরমোৎকর্ষতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সমস্ত রসের ঘণীভূত স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। ইহা কেবল বৈষ্ণবদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নহে, বেদে ইহার প্রমাণ আছে। স্বল্পসময়ে বিস্তৃতভাবে এইসব আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। বেদই সনাতন ধর্ম্মের মূল প্রামাণিক গ্রন্থ। বেদ না মানিলে সনাতনধর্ম্মী হওয়া যায় না। ভারতীয় সনাতনধর্ম্মের কৃষ্টি সবই সংস্কৃতভাষায় লিখিত। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সংস্কৃতশিক্ষা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হইতেছে। আমার যে বংশে জন্ম উহা বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এইজন্য বৈষ্ণবতা আমার রক্তে বিদ্যমান। আমি বৈষ্ণব হইয়াও অদ্বৈতবাদী মধুসূদন সরস্বতীপাদের অদ্বৈতবাদ পড়াই ও ব্যাখ্যা করি। এইজন্য অনেকে বিস্মিত হন। কিন্তু মধুসূদন সরস্বতীপাদের ব্যাখ্যার মধ্যেই বহুস্থানে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বেদে বিভাগত্রয়—ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের মধ্যে উপনিষদে দার্শনিক চিন্তার স্পষ্টরূপে অভিব্যক্তি দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ক্রম অভিব্যক্তির কথা এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ— ১। অন্নময় ২। প্রাণময় ৩। মনোময় ৪। বিজ্ঞানময় ৫। আনন্দময়। আনন্দময়ের গম্ভীর অর্থ—আনন্দসমমূর্ত্তি। উহাই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশক।"

২৮ আগষ্ট ১১ ভাদ্র

বিষয় ঃ—ভক্তাধীন ভগবান

প্রধান অতিথি প্রাক্তন আই-জি-পি **শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়** বলেন—'ভগবান্ কোন্ ভক্তের অধীন হন, যে ভক্ত ভগবান্‌কে ছাড়া আর কিছু চান না। ভগবান্ যাকে অমায়ায় কৃপা করেন তার হৃদয় হ'তে ভগবদিতর সমস্ত বাঞ্ছা দূরীভূত করেন। এক বিচারে তিনি তার সাংসারিক সমুন্নতির সর্ব্বদিক নষ্ট করেন। 'যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ। তবু যে না ছাড়ে আশ, তারে করি দাসের দাস ॥' শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধে অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র প্রসঙ্গে আলোচনায় আমরা জানতে পারি অম্বরীষ মহারাজ সম্বৎসরকাল মাথুরমণ্ডলে দ্বাদশীব্রত (একাদশী ব্রত) ধারণ করেছিলেন। একাদশীব্রত পালনবিধিতে দ্বাদশীতে যথাসময়ে পারণ করতে হয়। একদা অম্বরীষ মহারাজ একাদশীব্রত পালন এবং দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণ অতিথিগণের সেবনান্তে যখন পারণ করতে যাবেন সে সময়ে দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁর অতিথি হলেন। অম্বরীষ মহারাজ দুর্ব্বাসা ঋষির দর্শন লাভ করতঃ কৃতকৃতার্থ হলেন, তাঁকে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। দুর্ব্বাসা ঋষি নিমন্ত্রণ স্বীকার করে যমুনায় স্নান তর্পণাদিকৃত্য সমাপণ করতে গিয়ে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হলেন। পারণের সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে দেখে অম্বরীষ মহারাজ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থানুযায়ী জলপানের দ্বারা পারণের কৃত্য সমাপন করলেন। জলপানকে শাস্ত্রে খাওয়াও বলে, আবার না খাওয়াও বলে। এইজন্য জলপানের দ্বারা ব্রাহ্মণ-লঙ্ঘনরূপ অধর্ম্মের আশঙ্কা নাই। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি দুর্ব্বাসা অম্বরীষ মহারাজ জলপান করেছেন অবগত হয়ে ক্রুদ্ধ হলেন। অম্বরীষ মহারাজকে শাসন করবার জন্য জটা হতে একটি কেশ নিষ্কাশন করতঃ অভিশাপ প্রদান করলেন। একটি ভয়ঙ্কর দেবীমূর্ত্তি প্রকটিত হ'য়ে খড়্গহস্তে পৃথিবীকে কম্পিত করতে করতে অম্বরীষ মহারাজকে মারতে উদ্যত হ'লে অম্বরীষ ব্রাহ্মণের শাসন অবনতমস্তকে স্বীকার করলেন। কিন্তু নারায়ণের আজ্ঞাপ্রাপ্ত সুদর্শনচক্র তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে ভক্তকে রক্ষা করার জন্য কৃত্যাকে ধ্বংস করলেন এবং দুর্ব্বাসার প্রতি ধাবিত হলেন। দুর্ব্বাসা প্রাণরক্ষার জন্য দশদিক, সুমেরু পর্ব্বতের গহ্বর ও সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়েও যখন রক্ষিত হতে পারলেন না, তখন প্রথমে সত্যলোকে ব্রহ্মার নিকট এবং পরে কৈলাসে নিজপিতা শিবের নিকট উপনীত হলেন। ব্রহ্মা শিব উভয়ে বল্লেন তাঁরা উভয়েই বিষ্ণুর অধীন—বিষ্ণুর শাসন সুদর্শনচক্রকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ নহেন। পরিশেষে শিবের নির্দ্দেশক্রমে দুর্ব্বাসা ঋষি প্রাণ রক্ষার জন্য বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাদপদ্মে প্রপন্ন হলেন। নারায়ণ বল্লেন তিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হলেও স্বভাবতঃ ভক্তাধীন। কারণ ভক্ত যখন আরাধনা করেন, ভগবান্ তখন তাঁকে কিছু দিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু ভক্ত ভগবানের পাদপদ্ম সেবা ছাড়া আর কিছুই চান না। এজন্য তিনি শেষে ভক্তের অধীন হ'তে বাধ্য হন। অর্থাৎ নারায়ণ দুর্ব্বাসা ঋষিকে ভক্ত অম্বরীষের নিকট গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বল্লেন। উপায়ান্তর রহিত হয়ে দুর্ব্বাসা ঋষি অম্বরীষের নিকট এসে ক্ষমাপ্রার্থী হ'লে অম্বরীষ মহারাজ বহু স্তবস্তুতির দ্বারা এবং নিজের সমস্ত পুণ্য ও সুকৃতির ফল অর্পণের দ্বারা ব্রাহ্মণকে সুদর্শনচক্রের তাপ হ'তে মুক্ত করলেন। ভক্তচরিত্রের এপ্রকার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। ভগবদ্ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় ভক্তকৃপা। শ্রীনন্দ-যশোদার বাৎসল্যপ্রেমে বশীভূত হ'য়ে কৃষ্ণ তাঁদের পুত্ররূপে এসেছিলেন। নন্দ মহারাজের কৃপা হ'লেই আমরা কৃষ্ণকে পেতে পারি। আজ নন্দোৎসববাসরে নন্দ মহারাজের কৃপাই আমাদের প্রার্থনীয় হউক।'

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা মঠে শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৫ ভাদ্র, ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার **'শ্রীরাধাষ্টমী-উৎসব'** সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মধ্যাহ্নে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে শ্রীরাধাবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রায় সহস্রাধিক নরনারী উৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন। মহাভিষেককালে ও তৎপূর্ব্বে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী নৃত্যকীর্ত্তনাদি করেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সন্ধ্যা ৭-৩০টায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় পৌরোহিত্য পদে বৃত হন পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ত্রিপুরা পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীদামোদর পাণ্ডা। সভাপতি ও প্রধান অতিথির অভিভাষণ ব্যতীত শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ 'শ্রীরাধাতত্ত্ব' সম্বন্ধে বলেন। সভার আদি ও অন্তে সুললিতকণ্ঠে শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজের শ্রীরাধার মহিমাসূচক ও কৃপাপ্রার্থনামূলক কীর্ত্তন ভক্তবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তিদায়ক হয়।

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

শ্রীস্বরূপ দামোদরের কড়চায় রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়ঃ—

"রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥"

শ্রীরাধা কৃষ্ণের প্রণয়বিকৃতি অর্থাৎ প্রেমবিলাসরূপা হ্লাদিনী শক্তি। রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও লীলাবিলাসহেতু বিষয়াশ্রয়গত বিগ্রহদ্বয়ে নিত্য বিরাজিত। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্যরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। রাধাভাব সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'শ্রীরাধাতত্ত্ব' সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

'রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি॥'

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব, ভাবের পরমকাষ্ঠা মহাভাব, মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রবাক্যের প্রমাণ উল্লেখ করতঃ রাধাতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

দেবী অর্থাৎ পরমাসুন্দরী, কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁহার ভিতরে বাহিরে, কৃষ্ণবাঞ্ছাপূরণরূপ আরাধনাহেতু রাধা, কৃষ্ণাকর্ষিণী বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, সর্ব্বকান্তার অংশিনী, সকল শোভার মূল আকরস্বরূপা, কৃষ্ণ জগৎকে মোহন করেন, কিন্তু রাধিকা কৃষ্ণকে মোহন করেন এজন্য তিনি ভুবনমোহন মনোমোহিনী।

রাসস্থলী হইতে রাধারাণী চলিয়া গেলে, শতকোটি গোপী কৃষ্ণের ইচ্ছাপূর্ত্তি করিতে পারেন নাই, কৃষ্ণ শতকোটি গোপীকে পরিত্যাগ করিয়া রাধার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং নির্জ্জনে রাধার সঙ্গ লাভ করিয়া প্রীত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে শ্রীরাধার কথা ইশারায় এইরূপভাবে নির্দ্দেশিত হইয়াছে—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীদামোদরব্রত উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে

মাসব্যাপী নগরসংকীর্ত্তন

শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব

এবং

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার শুভাবির্ভাব তিথিপূজা

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের** প্রিয়শিষ্য শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে এবং মঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় আগামী ২৭ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর মঙ্গলবার পাশাঙ্কুশা একাদশী তিথি হইতে ২৫ কার্ত্তিক, ১২ নভেম্বর বুধবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীঊর্জ্জব্রত, শ্রীদামোদরব্রত বা শ্রীনিয়মসেবা উপলক্ষে নিম্নে প্রদত্ত কার্য্যসূচী অনুযায়ী অত্র কলিকাতাস্থ শ্রীমঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন হইয়াছে।

কার্য্যসূচী

প্রত্যহ ভোর ৪টা হইতে প্রাতঃ ৭-৩০টা, অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৪-৩০টা এবং সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সাধন ভজন পরিপোষক বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা ও অষ্টকালীয় লীলাস্মরণমুখে বন্দনা, গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণব-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, শিক্ষাষ্টক, মঙ্গলারতি, মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন, মন্দির পরিক্রমা এবং বিশেষ বিশেষ তিথিতে বক্তৃতা হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ **মঙ্গলারাত্রিক ও মন্দির পরিক্রমান্তে প্রাতঃ ৫-৩০টায় শ্রীমঠ হইতে নগরসংকীর্ত্তন** বাহির হইবে। ভক্তগণ এক একদিন শহরের এক এক পল্লী পরিক্রমা করিবেন।

২৭ আশ্বিন—পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস ; শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব। **৩০ আশ্বিন**—শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা, শ্রীমুরারি গুপ্তের তিরোভাব ; পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। **৪ কার্ত্তিক**—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব। **৮ কার্ত্তিক**—শ্রীবহুলাষ্টমী ; শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রাকট্যতিথি। **৯ কার্ত্তিক**—শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব। **১২ কার্ত্তিক**—শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুভবিজয়। **১৫ কার্ত্তিক**—দীপান্বিতা। **১৬ কার্ত্তিক, ৩ নভেম্বর সোমবার—শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব** ; শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। **১৭ কার্ত্তিক**—শ্রীবাসুঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব। **২২ কার্ত্তিক**—শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব ; শ্রীগোপাষ্টমী ও শ্রীগোষ্ঠাষ্টমী।

২৫ কার্ত্তিক, ১২ নভেম্বর বুধবার—(শ্রীউত্থানৈকাদশী)—**শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা**। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব।

২৬ কার্ত্তিক—মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব।

মহাশয়/মহাশয়া, উপরিউক্ত ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হইবে।

ইতি— নিবেদক—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভ্যবৃন্দের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সম্পাদক
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিললিত গিরি, মঠরক্ষক

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ)
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২৫.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) —	,,	২৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্বিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৯৩
১৬ দামোদর, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, রবিবার, ২ নভে ৬ { ৯ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫৪ পৃষ্ঠার পর]

কতকগুলি লোকের বিচার, প্রাকৃতবস্তুসমূহে দেবজ্ঞান সংহিতাংশে বর্ণিত আছে। আর্য্যগণ নিজেদের দরিদ্রতা অনুভব ক'রে প্রাকৃত বস্তু যথা নাসিক্য বায়ু প্রভৃতি সৃষ্ট বস্তুতে দেবত্ব বা ঐশ্বর্য্য আরোপ ক'রে "অগ্নিমীলে" প্রভৃতি মন্ত্র-দ্বারা আরোপিত প্রাকৃত বস্তুর আরাধনা ক'রেছেন। পরন্তু শ্রুতি-মৌলি উপনিষদে 'ব্রহ্মবস্তু বিচারে এরূপ পৌত্তলিকতা স্বীকৃত হয় নাই।

ঔপনিষদ-বিচার বৌদ্ধ বিচার দ্বারা বিধ্বংসিত হ'য়েছে। বর্ত্তমান তথা-কথিত পঞ্চোপাসক হিন্দুদিগের প্রতিমা-পূজা—পুতুল-পূজা বা পৌত্তলিকতা। আমরা বলি, বৈষ্ণবেরা কখনও ঐরূপ প্রতিমা-পূজা করেন না, তাঁহারা সাক্ষাদ্বস্তুর পূজা ব্যতীত কখনও অন্যবস্তুর পূজা করেন না।

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল-কলুষহে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর-সমধীর্যস্য
বা নারকী সঃ ॥ (পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি পূজার শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানব ব জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণবপাদোদকে জল কল-কল্মষ-বিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দ-সাম ং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সম সে নারকী।

পৌত্তলিকগণ—অধঃপাতত, তা'দের অর্চ্চ্যে শিলাধী। শালগ্রাম—গণ্ডকী শিলা, গুরুদেব—মনুষ্যের সহিত সমান বা মনুষ্যজাতি প্রভৃতি বিচার পৌত্তলিক নারকীদের বিচার। বৈষ্ণবগণ সেই প্রকার পৌত্তলিক নহেন; তাঁ'রা অর্চ্চ্য বস্তুতে শিলাবুদ্ধি করেন না—ভূতশুদ্ধি না ক'রে পূজা করতে বসেন না—যে ইন্দ্রিয়-দ্বারা বাহ্য রূপ-রসাদি গ্রহণ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়-দ্বারা তাঁ'রা পূজা করেন না।

যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্য্যামি-সূত্র বিষ্ণু পরতত্ত্ব ভগবান্‌কেই দর্শন করেন, যেমন আকাশে সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের অন্তর্ভুক্ত সূর্য্যদেবতা, তদন্তবর্ত্তী বলদেব প্রভুর হৃদ্দেশে মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর হৃদ্দেশে চিল্লীলা-মিথুন রাধা-

গোবিন্দ। রাধাগোবিন্দের বশ্যতত্ত্ব বলদেব প্রভু আমার। আমরা দেবতার মূর্ত্তি দর্শন করি, দেবতা দর্শন করি, কিন্তু তদন্তর্ভূক্ত বলদেব-কৃষ্ণ দর্শন করি না। অণু-পরমাণুতে এইরূপ পঞ্চতত্ত্ব আছে। ভূত-শুদ্ধি হয় না ব'লে আমাদের পঞ্চতত্ত্ব দর্শন হয় না। আমাদের যদি এই বিচারের অভাব হয়, তবে পুতুল পূজা হ'য়ে যাবে।

সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীচৈতন্য সচ্চিদানন্দ বস্তু শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে প্রকাশমান হচ্ছেন। শ্রৌতপথ গ্রহণ কর্‌বার বিধি পরিত্যাগ ক'রে যদি আমরা অন্য পথ গ্রহণ করি, তবে পৌত্তলিক, প্রাকৃতসহজিয়া, অক্ষরূঢ়ি বৃত্তির যাজক, বিবর্ত্তবাদী বা Psilanthrophist হ'য়ে যাব।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীজগন্নাথ দেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন দর্শন কর্‌বার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন। 'নিম্ব-কাষ্ঠ বা নিম্বকাষ্ঠের অভ্যন্তরে ভগবান্ আছেন'—পৌত্তলিকের এইরূপ শ্রীবিগ্রহে দেহদেহীভেদ-বিচার তিনি প্রদর্শন করেন নাই। তিনি অন্যত্র ব'লেছেন,—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

অক্ষরূঢ়িবৃত্তিদ্বারা চালিত হ'য়ে যে ভাব হৃদ্দেশে উদিত হয়, তদ্দ্বারা সত্যের অপলাপ হ'য়ে থাকে। খামের অভ্যন্তরস্থ চিঠির বিষয়ে উদ্‌গ্রীব হ'লে বাহিরের খামখানা দেখ্‌বার অবসর হয় না। বৃক্ষের শাখার পার্শ্বে চন্দ্র আছে ব'লে চন্দ্র দর্শন হ'লে আর শাখার প্রতি দৃষ্টি কর্‌বার আবশ্যক হয় না, চন্দ্রই দেখ্‌তে থাকি।

বাহ্য জগতের বিচার-প্রণালীদ্বারা অন্তর্য্যামীর সেবা হয় না। একমাত্র শ্রৌত-পথের দ্বারা সেবা হ'য়ে থাকে।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।

ভগবান্ চৈতন্যচন্দ্রের যাবতীয় স্মৃতির কথা যা'তে উদিত হয়, সেইরূপ নামের দ্বারা ভগবান্‌কে আহ্বান, সেইরূপ মন্ত্রদ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করি—কোন প্রকার বৌদ্ধপন্থা দ্বারা পরিচালিত হই না। সুতরাং যা'তে নরকপ্রাপিকা বুদ্ধি হ'তে ছুটী হয়, তা'-হ'তে সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান হ'তে হ'বে।

ভগবান্ পৌত্তলিকের সজ্জা হ'তে দূরে থাকেন, তিনি বৈদিকের চিদ্দর্শনে অতি সম্মুখ। বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র বৈদিক ধর্ম্ম। বেদের কথা বৈষ্ণব ছাড়া আর কেহ বুঝ্‌তে পারেন না।

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব-বিঃ ৪র্থ লঃ ১১ শ্লোক)

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজন-ক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি—এই পর্য্যন্ত সাধন-ভক্তি; তাহা হইতে ক্রমশঃ 'ভাব', অবশেষে 'প্রেম' উদিত হয়। সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানিবে।

মুক্তকুল ভগবানের উপাসনা করেন কীর্ত্তন-পদ্ধতিতে—মন্ত্রাদিতে, যাহা শব্দাত্মক, যাহা জড়াতীত বস্তুর বাচক—তা'তে শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়ে ভেদ নাই। 'আদৌ শ্রদ্ধা' প্রভৃতি ক্রমপথ অবলম্বন কর্‌লে আমাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতির উদয় হয়।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮)

প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অব-লোকন করেন, সেই আদিপুরুষ ভগবান্‌কে আমি ভজনা করি।

শ্রীকৃষ্ণসংহিতার উপসংহার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর]

এই বিশ্বটী ভগবানের অন্যতর অবস্থান বলিয়া জান, কেন না তাঁহা হইতেই ইহার প্রকাশ, স্থিতি ও নিরোধ সিদ্ধ হয়। সমস্ত চিদন্বয়সম্বলিত বৈকুণ্ঠ তত্বই ভগবানের নিত্যতত্ত্ব। উপস্থিত মায়িক বিশ্ব সেই বৈকুণ্ঠের প্রতিবিম্ব অর্থাৎ প্রতিফলন। ইহার সমস্ত সত্তা, ভাব ও প্রবৃত্তি বৈকুণ্ঠের সত্তা, ভাব ও প্রবৃত্তির অনুকৃতি। ইহার ভোক্তা জীবের ভগবদ্বৈমুখ্য নিষ্ঠাই ইহার হেয়ত্ব। হে বেদব্যাস! তুমি বিশ্বস্থিত অন্বয়ভাব বর্ণন দ্বারা ভগবল্লীলা বর্ণন করিতে আশঙ্কা করিও না, যেহেতু বৈকুণ্ঠ ও বিশ্ব বর্ণন তত্ত্বতঃ একই প্রকার কেবল নিষ্ঠাভেদে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত হইয়া উঠে। বিশ্ব বর্ণনে ভগবদ্ভাবের উদ্দেশ থাকিলেই বৈকুণ্ঠরতি প্রকাশ হয়। তুমি তাহা স্বয়ং আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তি দ্বারা অবগত আছ। আমাকে জিজ্ঞাসা করায় আমি তোমাকে প্রদেশমাত্র কহিলাম। তুমি সহজ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবল্লীলা বর্ণন দ্বারা জীব-নিচয়ের বৈকুণ্ঠগতি সাধিত কর। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্ম ও কূটসমাধি ব্যবস্থা করিয়াছিলে তাহা সর্ব্বত্র উপকারী নয়।

অতএব প্রত্যক্ স্রোতসাধক মহাশয়েরা ভগবদ্ ভাবকে বিষয়ে বিমিশ্রিত করিয়া সমস্ত সংসারকে বৈষ্ণব সংসার করিয়া স্থাপন করেন। যথা অন্নপ্রিয় পুরুষেরা ভগবদর্পিত মহাপ্রসাদ দ্বারা রসনার প্রত্যক্ স্রোতসাধন ও শব্দপ্রিয় ব্যক্তিগণ ভগবন্নামলীলাদি শ্রবণ দ্বারা শ্রুতির প্রত্যগ্‌গতি সাধন করেন। এইরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয় বৃত্তি ও বিষয়কে ভগবদ্ভাব সম্বর্দ্ধক করিয়া ক্রমশঃ পরম রস দেখাইয়া রাগের অন্তঃস্রোত বৃদ্ধি করিতে থাকেন। ইহার নাম সাধনভক্তি। অহং-ভোক্তা এই পাষণ্ড-ভাব হইতে জীবগণকে ক্রমশঃ উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে, সর্ব্ব বৈষ্ণব পূজনীয় শ্রীমহাদেব, তন্ত্রশাস্ত্রে, লতাসাধন প্রভৃতি বামাচার, বীরাচার ও পশ্বাচারের ক্রমব্যবস্থা করতঃ অবশেষে জীবের ভোগ্যতা ও পরমাত্মার ভোক্তৃত্ব স্থাপন করিয়া বিষয় রস হইতে পরম রস প্রাপ্তির সোপান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্র ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের কিছুমাত্র বিরোধ নাই। উহারা রাগমার্গের অধিকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। সাধনভক্তি নবধা, যথা ভাগবতে,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥

ভগবদ্বিষয় শ্রবণ, ভগবদ্বিষয় কীর্ত্তন, ভগবৎ-স্মরণ, ভগবদ্ভাবোদ্ভাবক শ্রীমূর্ত্তি সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয় প্রকার সাধন-ভক্তি। এই নববিধ ভক্তিকে কোন কোন ঋষি ৬৪ প্রকারে বিভাগ করিয়াছেন। কেহ এক, কেহ বহু প্রকার, কেহ বা সর্ব্বপ্রকার সাধন করিয়া প্রয়োজন লাভ করিয়াছেন।

সাধনভক্তি দুই প্রকার অর্থাৎ বৈধী ও রাগানুগা। যে সকল সাধকের রাগ উদয় হয় নাই, তাঁহারা শাস্ত্র-শাসন উদিত বৈধী ভক্তির অধিকারী। ইঁহারা সর্ব্বদাই সাত্বত সম্প্রদায় অনুগত। রাগ নাই, কিন্তু আচার্য্যের রাগানুকরণ পূর্ব্বক সাধনানুশীলন করিলে রাগানুগা সাধনভক্তি অনুষ্ঠিতা হয়। ইহাও একপ্রকার বৈধ। কিন্তু ইহার ভাবগত অবস্থায় বিধিরাহিত্য বিচারিত হইয়াছে।

সাধনভক্তি পরিপক্ব হইলে, অথবা সাধুসঙ্গ বলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাবোদয় হইতে হইতেই, বৈধ ভক্তির অধিকার নিবৃত্ত হয়। পূর্ব্বোক্ত নববিধ ভক্তিলক্ষণ, সাধনে ও ভাবে সমভাবে থাকে, কেবল ভাবের সহিত ঐ সকল লক্ষণ কিছু গাঢ়রূপে প্রতীয়-মান হয়। অন্তর্নিষ্ঠ দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন কিয়ৎ পরিমাণে অধিক বলবান হয়। সাধনভক্তিতে স্থূল দেহগত কার্য্য অধিক বলবান। কিন্তু ভাব-ভক্তিতে আত্মার সূক্ষ্মসত্তার অধিক সন্নিকটস্থ চিদা-ভাসিক সত্তার কার্য্য, স্থূল দেহগত কার্য্য অপেক্ষা অধিক বলবান হয়। এই অবস্থায় শরীরগত সম্ভ্রম অল্প হইয়া পড়ে, এবং প্রয়োজনপ্রাপ্তির জন্য ব্যস্ততা ও প্রয়োজনলাভের আশা অত্যন্ত বলবতী হয়। সাধন-ভক্তির অঙ্গ সকলের মধ্যে ভগবন্নাম-গানে বিশেষ রুচি হয়।

ভাবের পরিপাক হইলে প্রেমভক্তির আবির্ভাব

হয়। জড়সম্বন্ধ থাকা পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি প্রীতির শুদ্ধ স্বরূপ লাভ করিতে পারেন না, কিন্তু ঐ তত্ত্বের প্রতিভূ-স্বরূপ বর্ত্তমানা থাকেন। প্রেমভক্তিসম্পন্ন পুরুষদিগের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। তাঁহাদের শুদ্ধাত্মিক অস্তিত্ব প্রবল হইয়া, স্থূল ও চিদাভাসিক অস্তিত্বকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। জীবনযাত্রায় এবম্বিধ অবস্থা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ অবস্থা নাই।

প্রেমভক্ত পুরুষগণের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক সম্ভব। বাস্তবিক তাঁহাদের চরিত্র অত্যন্ত নির্ম্মল হইলেও নিতান্ত স্বাধীন। বিধি বা যুক্তি কখনই তাঁহাদের উপর প্রভুতা করিতে পারে না। তাঁহারা শাস্ত্রের বা সম্প্রদায়প্রণালীর বশীভূত নহেন। তাঁহাদের কর্ম্ম দয়া হইতে নিঃসৃত হয় ও জ্ঞান স্বভাবতঃ নির্ম্মল। তাঁহারা পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত দ্বন্দ্বাতীত। জড়দেহে আবদ্ধ থাকিয়াও তাঁহারা আত্মসত্তায় সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়া থাকেন।

সামান্যবুদ্ধি মানবগণের নিকট তাঁহাদের বিশেষ আদর হয় না, যেহেতু কোমলশ্রদ্ধ বা মধ্যমাধিকারী ব্যক্তিরা তাঁহাদের অধিকার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে নিন্দা করিতে পারেন। তাঁহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিয়া অবস্থাক্রমে বিধিবিরুদ্ধ অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন। তদ্দৃষ্টে শাস্ত্রভারবাহী লোকেরা তাঁহাদিগকে দুরাচার বলিতে পারেন। সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ তাঁহাদের শরীরে সম্প্রদায়লিঙ্গ দেখিতে না পাইয়া হঠাৎ বৈধর্ম্মী বলিয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন। যুক্তিবাদীগণ তাঁহাদের প্রেমনিঃসৃত ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্য সকলকে নিতান্ত অযুক্ত বলিতে পারেন। শুষ্ক বৈরাগীগণ তাঁহাদিগের শারীরিক ও সাংসারিক চেষ্টা সকল দেখিয়া তাঁহাদিগকে গৃহাসক্ত ও দেহাসক্ত বলিয়া ভ্রান্ত হইতে পারেন। বিষয়াসক্ত পুরুষেরা তাঁহাদের অনাসক্ত কার্য্য দৃষ্টি করতঃ, তাঁহাদের কার্য্য-দক্ষতার প্রতি সন্দেহ করিতে পারেন। জ্ঞানবাদীগণ তাঁহাদের সাকার নিরাকার বাদ সম্বন্ধে উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে যুক্তিহীন বলিয়া বোধ করিতে পারেন। জড়বাদীগণ তাঁহাদিগকে উন্মত্ত বলিয়া বোধ করিতে পারেন। বাস্তবিক তাঁহারা স্বাধীন ও চিন্নিষ্ঠ; এ প্রকার খণ্ড ব্যবস্থাপকদিগের অনির্দ্দেশ্য ও অবিতর্ক্য।

প্রেমভক্ত মহাপুরুষদিগের ভক্তিবৃত্তি অবস্থানুসারে কর্ম্মরূপা হইয়াও কর্ম্মমিশ্রা নহে; যেহেতু তাঁহারা যে কিছু কর্ম্ম স্বীকার করেন, সে কেবল কর্ম্ম-মোক্ষ-ফল-জনক, কর্ম্ম-বন্ধ-ফল-জনক নহে। তাঁহাদের ভক্তি-বৃত্তি অবস্থানুসারে জ্ঞানরূপা হইয়াও জ্ঞানমিশ্রা নয়, যেহেতু জ্ঞান-মলরূপ নিরাকার ও নির্ব্বিশেষবাদ তাঁহাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানকে দূষিত করিতে পারে না। জ্ঞান ও বৈরাগ্য তাঁহাদের সম্পত্তি হইলেও তাঁহারা ঐ দুইটী বিষয়কে ভক্তির অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন না। যেহেতু ভক্তির সত্তা তদুভয় হইতে ভিন্ন, এরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

কৃষকদিগের মধ্যে কৃষক, বণিকদিগের মধ্যে বণিক, দাসদিগের মধ্যে দাস, সৈনিকদিগের মধ্যে সেনাপতি, স্ত্রীর নিকটে স্বামী, পুত্রের নিকটে পিতা বা মাতা, স্বামীর নিকটে স্ত্রী, পিতামাতার নিকটে সন্তান, ভ্রাতাদিগের নিকটে ভ্রাতা, দোষীদিগের নিকট দণ্ডদাতা, প্রজাদিগের নিকট রাজা, রাজার নিকট প্রজা, পণ্ডিত-দিগের মধ্যে বিচারক, রোগীদিগের নিকট বৈদ্য ও বৈদ্যের নিকট রোগীর এবম্বিধ নানা সম্বন্ধযুক্ত হইয়াও সারগ্রাহী প্রেমভক্ত জনগণ সমস্ত ভক্তবৃন্দের আদর্শ ও পূজনীয় হইয়াছেন। তাঁহাদের কৃপাবলে যুগলতত্ত্বের পাদাশ্রয় রূপ তাঁহাদের একমাত্র সম্পত্তি, একান্তচিত্তে আমরা নিয়ত প্রত্যাশা করিতেছি। হে প্রেমভক্ত মহাজন! তুমি আমাদের তর্ক-নিষ্ঠ ও বিষয়পেশিত কঠিন হৃদয়কে তোমার সঙ্গরূপ কৃপাজল বর্ষণ করতঃ আর্দ্র কর। রাধাকৃষ্ণের অদ্বয়-তত্ত্বাত্মক অপূর্ব্ব যুগল তত্ত্ব আমাদের শোধিত ও বিগলিত হৃদয়ে প্রতি-ভাত হউক। ওঁ হরিঃ ॥ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু ॥

উপসংহার সমাপ্ত

শ্রীপুরীধামে রথযাত্রাকালে শ্রীগৌরানুগত গৌড়ীয়গণের দৃষ্টিভঙ্গী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫৯ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণ দীর্ঘকাল পরে আজ তাঁহাদের চিরবাঞ্ছিত কৃষ্ণকে নিকটে পাইয়া নিরবচ্ছিন্ন দর্শনের বিঘ্নজনক নেত্রপক্ষ্ম সৃষ্টিকারী বিধাতাকেও নিন্দা করিতে লাগিলেন—"কোটি নেত্র নাহি দিলা, দিলা মাত্র দুই। তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥" (চৈঃ চঃ আ ৪।১৫১) এবং নেত্রপথে তাঁহাকে হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া যথেচ্ছ আলিঙ্গন করতঃ নিত্যযুক্ত যোগিজনদুর্ল্লভ পরমভাব (তন্ময়ত্ব) প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ তথাভূত গোপীগণকে নির্জ্জনে আলিঙ্গন ও কুশল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক মধুর হাস্যসহকারে তাঁহাদের বিপ্রলম্ভপ্রেমরস আস্বাদনার্থ কহিতে লাগিলেন—হে সখিগণ, আমার এতদিন আত্মীয়গণের প্রয়োজন সাধনার্থ স্থানান্তরে গমন করতঃ শত্রুনির্য্যাতন-কার্য্যে নিবিষ্টচিত্ত থাকিতে হওয়ায় দীর্ঘকাল না দেখিয়া তোমরা আমাদিগকে বিস্মৃত হও নাই ত' ? অথবা আমাদিগকে অকৃতজ্ঞ আশঙ্কায় কি অবজ্ঞা করিতেছ ? বস্তুতঃ ভগবান্ই ভূতসকলের সংযোগ ও বিয়োগের বিধান করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের কোন দোষ নাই। বায়ু যেমন মেঘরাশি, তৃণ, তূলা ও ধূলিরাশিকে এক একবার একত্রিত করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রূপ সৃষ্টিকর্ত্তাও ভূতসকলের সংযোগ ও বিয়োগ বিধান করেন। কিন্তু—

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥"

অর্থাৎ 'আমাতে ভক্তি করিলেই জীবের অমৃতত্ব (মোক্ষ বা সাত্বতকল্যাণ) লাভ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তোমরা আমাকে প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যে স্নেহ (প্রগাঢ় প্রীতি) লাভ করিয়াছ, তাহা অতিশয় কল্যাণজনক। উহাই আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া শীঘ্রই তোমাদের নিকট লইয়া আসিবে।' বস্তুতঃ এই প্রীতিমাখা ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

'হে অঙ্গনাগণ, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম —এই পঞ্চমহাভূত যেমন যাবতীয় শরীরাদি ভৌতিক পদার্থের আদি ও অন্তরূপে বর্ত্তমান, সেইরূপ আমিও জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জাদি যাবতীয় প্রাণীর সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা এবং অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বব্যাপকরূপে বর্ত্তমান থাকায় তোমরা সর্ব্বদাই আমাকে পাইয়াই অবস্থিত আছ, অর্থাৎ আমার সহিত তোমাদের কোন সময়ের জন্যই পৃথগবস্থিতি বা বিচ্ছেদ নাই।'

'এই সমস্ত আকাশাদি পঞ্চভূত জীবের দেহাদিতে বিদ্যমান, জীবাত্মাও ভোক্তৃরূপে সেই দেহে ব্যাপক হইয়া অবস্থিত। এই দেহ ও জীবাত্মা উভয়েই আবার অক্ষর অর্থাৎ পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মস্বরূপ আমাতেই অবস্থিত।'

'সুতরাং তোমাদের দেহ ও আত্মা যখন সর্ব্বদা আমাতেই রহিয়াছে, তখন তোমাদের আমার বিরহজনিত খেদ অবিবেক-বিজৃম্ভিত ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে স্বরূপজ্ঞানোপদেশদ্বারা শিক্ষা প্রদান করিলে অনুক্ষণ তাঁহার ধ্যানে যাঁহাদের জীবনকুমুদের অন্তর্ভাগ ধ্বস্ত (ধ্বংস বা নষ্ট)-প্রায় হওয়ায় তৎপ্রাপ্ত্যাশায় কোনপ্রকারে কিঞ্চিন্মাত্র জীবন রক্ষিত হইয়াছে, আজ তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ ব্যক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥"

—ভাঃ ১০।৮২।৪৮

অর্থাৎ "তৎকালে তাঁহারা (গোপীগণ) এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে নলিননাভ শ্রীকৃষ্ণ, আপনার পাদপদ্মযুগল অগাধবোধবিশিষ্ট ব্রহ্মাদি যোগেশ্বরগণও সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন এবং উহা সংসারকূপপতিত জীবগণের উত্তরণাবলম্বন স্বরূপ। গৃহসেবিনী আমাদিগের মনেও সর্ব্বদা আপনার সেই চরণযুগল আবির্ভূত থাকুক।"

সর্ব্বগ্রাস সূর্য্যোপরাগকালে কুরুক্ষেত্রস্যমন্তপঞ্চকে

শ্রীকৃষ্ণসহ দীর্ঘকাল ব্যাপী বিরহবিহ্বলা ব্রজগোপী-হৃদয়ে বিশেষতঃ গোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানু-রাজনন্দিনী রাধারাণীর অন্তর্হৃদয়ে যে সকল অপ্রাকৃত ভাবের উদ্গম হইয়াছিল, শ্রীরাধাভাব-বিভাবিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরও আজ নীলাম্বুধিতটে তদভিন্ন-কলেবর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নীলাচলরূপ কুরুক্ষেত্র হইতে সুন্দরাচল রূপ বৃন্দারণ্যে গুণ্ডিচামন্দিরে রথা-রোহণে শুভযাত্রাকালে শ্রীশ্রীস্বরূপ দামোদর-রায় রামানন্দ-গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রমুখ অন্তরঙ্গ পার্ষদ-বৃন্দসহ রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে সেই সকল অপ্রাকৃত ভাবময় রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাহাই রসবিশেষ-ভাবনাচতুর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রমুখ মহাজনগণ তাঁহাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের হৃদয়ের ভাব তিনি নিজে বা তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদ্বারা ব্যক্ত না করিলে তাহা আমাদের জানিবার সৌভাগ্য কি করিয়া হইতে পারে? অবশ্য তাহাও যাহাতে অধিকারবহির্ভূত চর্চ্চা না হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগকে সবিশেষ সাবধান হইতে হইবে। তজ্জন্য শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তনিপুণ সাধুমুখেই শুদ্ধ ভক্তিকথা শ্রোতব্য।

"কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই—এ ভাব অন্তরে" ইহাই শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রালীলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অন্তর্গত ভাব। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন মদনমোহনরূপে দর্শন করিতেছেন। তাঁহাকে বৃন্দাবন-ভাবময় রথে আরো-হণ করাইয়া বৃন্দাবনে গুণ্ডিচামন্দিরে লইয়া যাইবেন, তাই তৎপূর্ব্বদিবস গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলা প্রকটন-দ্বারা আমাদের হৃদয়গুণ্ডিচায় কৃষ্ণকে বসাইতে হইলে কি ভাবে সেই মন্দিরের সিংহাসনটি পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু আচরণ-মুখে শিক্ষা প্রদান করিলেন। শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভক্তিই তাঁহার বসিবার উপযুক্ত আসন। তৎসম্বন্ধে আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য ১২শ পরিচ্ছেদোক্ত অনুভাষ্য বিশেষ-ভাবে আলোচ্য। শ্রীশ্রীরূপপাদোক্ত—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

—এই শুদ্ধভক্তি-নিরূপক শ্লোক অবলম্বনে রূপা-নুগবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলারহস্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হৃদয়টি ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনাশূন্য—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার গন্ধমাত্র শূন্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় হইলেই সেখানে কৃষ্ণের বসিবার উপযুক্ত আসন প্রস্তুত হয়। এইপ্রকার ভক্তহৃদয়ই গোবিন্দের পরমসুখদ বিশ্রাম-স্থল, ব্রজগোপীর হৃদয়খানিও এইপ্রকার বিশুদ্ধ কৃষ্ণে-ন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময়; তাঁহারা তাঁহাদের সেই বৃন্দাবনীয় ভাবময় মনোরথে উঠাইয়াই প্রাণাধিক প্রিয়তম কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া যাইতে চাহেন—

'চড়ি' গোপীর মনোরথে মন্মথের মন মথে'।

গুণ্ডিচামার্জ্জনের পরদিবসই এই রথযাত্রা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করতঃ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সিদ্ধ-বকুলস্থ ভজনকুটীরে তদন্তরঙ্গ ভক্তপ্রবর নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরসহ মিলিত হইয়া গম্ভীরায় প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেন। এবার শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীরূপ আসিয়া শ্রীহরিদাস সহ মিলিত হইয়াছেন। শ্রীহরিদাস, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন—এই তিন মূর্ত্তি দৈন্যবশতঃ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ করিতেন না। শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাভাবে জগন্নাথ দর্শনকালে "সবে ভাবেন—কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন।" রথযাত্রাকালে রথাগ্রে নর্ত্তন করিতে করিতে কেবল "সেইত' পরাণ-নাথ পাইনু। যাঁহা লাগি' মদনদহনে ঝুরি গেনু॥" —এই ধূয়া গান করিতেই দ্বিতীয় প্রহর হইত। 'কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাইতেছি'—অন্তরে এই ভাব বিরাজিত। কুরুক্ষেত্রের ঐশ্বর্য্যভাব, কৃষ্ণের রাজবেশ, হাতি, ঘোঁড়া, লোকজন—এসকল সহ্য করিতে পারিতেছেন না, নবঘন শ্যামসুন্দর কৃষ্ণের সেই ব্রজের রাখালিয়া বেষ, মাথায় মোহন চূড়া, তাহাতে শিখিপাখা, কণ্ঠে বনমালা, অধরে মধুর হাস্য সহ মুরলীবাদন, ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠাস, চরণে নূপুরদামের রুণুঝুনু বাদ্য—ইহাই শ্রীরাধারাণীর হৃদয়দেবতার আরাধ্য মনোজ্ঞ রূপ, কৃষ্ণকে সেই রূপে, সেই ব্রজের যমুনাতটবর্ত্তী নিভৃতনিকুঞ্জে অধরে বেণু-বাদনরত না দেখা পর্য্যন্ত রাধারাণীর মনে কিছুতেই শান্তি নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্যে মধ্যে কাব্যপ্রকাশের একটি প্রাকৃত নায়কনায়িকার প্রথম মিলন সম্বন্ধীয় শ্লোক ভাবাবেশে আবৃত্তি করিতেন—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তেচোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥"

[অর্থাৎ 'যিনি কৌমারকালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন পতি হইয়াছেন, সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত, উন্মীলিত মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে. কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুররূপে বহিতেছে, সুরতব্যাপার লীলা-কার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত, তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসী-তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।"]

এই নিতান্ত প্রাকৃত হেয় ভাবসূচক শ্লোকটি আবৃত্তির গূঢ়রহস্য একমাত্র শ্রীদামোদর স্বরূপই অবগত ছিলেন। আজ শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রীমুখে ঐ শ্লোকটি শুনিয়া উহার মর্ম্মার্থবোধক একটি শ্লোক একটি তাল-পত্রে লিখিলেন এবং ঐ পত্রটি শ্রীসিদ্ধবকুলস্থ ভজন-কুটীরের চালে গুঁজিয়া রাখিয়া সমুদ্রস্নানে গেলেন। এমন সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথের উপলভোগ (ছত্রভোগ) দর্শনান্তে গম্ভীরা গমনপথে সিদ্ধবকুলস্থ ভজনকুটীরে আসিয়া দৈবাৎ উর্দ্ধ্বদিকে চাহিতেই কুটীরের চালে গোঁজা তালপত্রে লিখিত একটি শ্লোক পাইলেন। দেখিলেন— শ্রীরূপের হস্তাক্ষর। শ্লোকটি পড়িয়া মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শ্রীরূপ আসিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেই মহা-প্রভু তাঁহাকে একটি চাপড় মারিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রেমভরে কহিতে লাগিলেন—'ওরে আমার জড়কাব্যের শ্লোকোচ্চারণ-রহস্য কেহইও জানে না, জানে একমাত্র স্বরূপ, কিন্তু তুই তাহা কি করিয়া জানিলি ?' মহাপ্রভু স্বরূপকে শ্লোকটি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন,—'দেখ দেখ স্বরূপ, রূপ আমার অন্তরের ভাব কি করিয়া জানিল ?' স্বরূপ কহিলেন —'রূপ তোমার অত্যন্ত কৃপাপাত্র বলিয়াই তোমার মনের কথা জানিতে পারিয়াছে।' তখন মহাপ্রভু কহিলেন—'আমি তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্ব-শক্তি সঞ্চার করতঃ আলিঙ্গন করিয়াছি। গূঢ়রস বিচারে সেই যোগ্যপাত্র, তুমিও তাহাকে গূঢ়রসবিচার শুনাইও।' শ্রীরূপকৃত শ্লোকটি এই—

"প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্ মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥"

[অর্থাৎ "হে সহচরি ! আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা, আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও তাই বটে, তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।"]

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্রে পাইয়াও তাঁহাকে রাজবেশ, হাতীঘোড়ালোকজনাদি ঐশ্বর্য্যসম্ভার ও বিধি-ধর্ম্মানুরাগাদি ছাড়াইয়া ইষ্ট—পরমাবেশময়ী স্বাভা-বিকী রতিবিশিষ্টা—সহজানুরাগরঞ্জিতা দীনা গোপী-গণমধ্যে মধুরবংশীনিনাদপূর্ণ যামুনতটান্তর্ব্বর্ত্তী নির্জ্জন বৃন্দাবিপিনে গহনারণ্যে ব্রজগোপীমনোহর গোপবেষ বেণুকর নবকিশোর নটবররূপে পাইবার জন্যই সতৃষ্ণা হইয়াছেন। সেই শ্রীরাধিকার গণ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখন্যগ্রে তাঁহার অন্তরের ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে—

"রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য-গহন।
কাঁহা গোপবেশ, কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিতপূরণ ॥
তোমার চরণ মোর ব্রজপুর-ঘরে।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১।৭৯-৮০, ৮২

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার উক্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্য ১৩শ অধ্যায়ে উহা আরও মধুররূপে বর্ণন করিয়াছেন—

"অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন।
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম ॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপনচরণ ॥
ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি।
তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিকনাদ শুনি ॥
ইঁহা রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলীবাদন ॥

ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখ-সমুদ্রের ইঁহা নাহি এককণ ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৩।১২৬-১৩১

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান ও যোগোপদেশ শ্রবণ করতঃ শ্রীরাধিকা-প্রধানা গোপীগণের 'আহুশ্চ তে নলিননাভ' শ্লোকের যে অপূর্ব্ব অর্থ কবিরাজ গোস্বামী আস্বাদনমুখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতীব মধুর—মধুর হইতেও সুমধুর ; শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত মহাপ্রভু রথাগ্রে নৃত্য মধ্যে ঐ শ্লোকটি উচ্চারণ করিতেছেন, উহার তাৎপর্য্য এইরূপ যে—শ্রীরাধারাণী বলিতেছেন, —হে কৃষ্ণ, প্রাকৃত মানব সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ধর্ম্মবিশিষ্ট হৃদয়কেই মন বলিয়া জানে। কিন্তু আমাদের হৃদয় প্রাকৃতবিষয়বাসনারহিত কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্যপর হওয়ায় তাহা স্বভাবতঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণবিহারস্থলী বৃন্দাবনভাবময়, তাহাকে জ্ঞান-যোগ উপদেশ দেওয়া নিরর্থক। পূর্ব্বে উদ্ধবদ্বারা ব্রজে এবং এক্ষণে সাক্ষাৎ আমাকে এই কুরুক্ষেত্রে যে জ্ঞান-যোগ উপদেশ করিতেছ, আমাদের স্বাভাবিক প্রেমময় হৃদয়ে ঐসকল উপদেশের কোন প্রয়োজন হয় না। সাধারণ যোগীরা জড়বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া তোমার পরমাত্মস্বরূপে চিত্তকে লাগাইতে চায়, কিন্তু আমরা তোমার চিন্তা ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে চিত্ত লাগাইতে চাহিলেও আমাদের ত্বদ্‌ভাবে ভাবিতচিত্ত তাহা কিছুতেই পারে না। সুতরাং তাদৃশী আমাদিগকে ধ্যান শিক্ষা দিতে যাওয়া কেবল হাস্যাস্পদ মাত্র। গোপীগণের স্বভাবতঃই যখন দেহস্মৃতি নাই, তখন তাহাদের সংসারকূপ বলিয়া কিছুই নাই, কিন্তু তাহারা তোমার বিরহসমুদ্রে পতিত, তোমার কেবল সেবা-কামরূপ সুবৃহৎ তিমিঙ্গিল তাহাদিগকে গিলিতেছে, তাহার গ্রাস হইতে তাহাদিগকে রক্ষা কর অর্থাৎ বিরহ হইতে উদ্ধার কর। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তুমি সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন হইয়াও বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনাপুলিন, বন, কুঞ্জে রাসাদিলীলা, ব্রজজন, মাতা, পিতা, সখাগণ—এই সকলকে কি করিয়া ভুলিয়া আছ ? আমাদের দুঃখের দিকে না তাকাও, কিন্তু ব্রজেশ্বরীর দুঃখ দেখিয়া ব্রজজনমাত্রেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আর তাঁহার জন্য তোমার হৃদয় একটুও ব্যাকুল হয় না ? যাক্, তোমাকে কোন দোষ দিব না, আমাদেরই দুর্দ্দৈববিলাস, তাই তোমার আমাদের প্রতি এইরূপ ঔদাসীন্য, আমাদেরই অদৃষ্ট মন্দ। তোমার অন্যবেশ, অন্য দেশ, অন্যসঙ্গ, ইহা ব্রজবাসীরা আদৌ সহ্য করিতে পারে না, আবার ব্রজ ছাড়িয়াও তাহারা অন্যত্র যাইতে পারে না, অথচ তোমাকে না দেখিলেও মরে, সুতরাং তাহাদের উপায় কি হইবে, তাহা তুমিই চিন্তা করিয়া দেখ। তুমি ব্রজবাসীকে বিচ্ছেদদ্বারা কখনও মৃতবৎ কর, আবার কখনও বা সংযোগের দ্বারা জীবিত কর, দুঃখ সহাইবার জন্য কেনই বা তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখ, তাহা বলিতে পারি না। ইহা বলিতে বলিতে রাধারাণীর হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—

"তুমি—ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি—সকল ব্রজের সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজপদ ॥"

শ্রীরাধারাণীর এইরূপ মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ব্রজজনের অপূর্ব্ব প্রেমবিহ্বলতা-শ্রবণে নিজেকে ঋণীজ্ঞানে রাধারাণীকে আশ্বাস দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন—

"প্রাণপ্রিয়ে, আমি তোমাদিগকে সত্যই বলিতেছি, তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া আমি দিবারাত্র অশ্রু বিসর্জ্জন করি। আমার দুঃখ কেহই জানে না। ব্রজবাসিগণ, মাতা, পিতা, সখাগণ—সকলেই আমার প্রাণসম প্রিয়, তন্মধ্যে আবার গোপীগণ আমার জীবনস্বরূপ, তুমি আমার জীবনের জীবন। তোমার জীবন রক্ষা করিবার জন্য আমি রোজ নারায়ণের সেবা করি। তাঁহার শক্তিতে আমি প্রত্যহ তোমার নিকট আসিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করি, আবার পুনরায় যদুপুরী চলিয়া যাই। তুমি ব্রজে থাকিয়াই আমার স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছ বলিয়া মনে কর। আমারই ভাগ্যবশতঃ আমার প্রতি তোমার যে পরম প্রবল প্রেম, তাহাই আমাকে লুকাইয়া তোমার নিকট আনে, আবার সত্বরই প্রকাশ্যেও আনিবে। যাদবগণের বিপক্ষ কংসপক্ষীয় দুষ্টগণকে প্রায় সব বিনাশ করিয়াছি,

এখনও যে দুই চারিজন আছে, তাহাদিগকে নাশ করিয়া আমি শীঘ্রই তোমার নিকট আসিব, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও। তোমার প্রেমরজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়া আমাকে দশবিশ দিনের মধ্যেই তোমার নিকট আসিবে। তখন পুনরায় বৃন্দাবনে আসিয়া দিবারাত্র তোমার সহিত বিহার করিব।" এই বলিয়া কৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত 'ময়ি ভক্তিহি ভূতানাং' শ্লোকটি তাঁহাকে শুনাইয়া দিলেন। বস্তুতঃ তৎপ্রতি স্নেহ বা প্রগাঢ় প্রীতিই তাঁহাকে প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ঐরূপ প্রীতি-মূলা ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী, প্রেমবশ্য ভগবান্, প্রেম ব্যতীত আর কিছু দিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করা যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরম প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদরসহ দিবারাত্র ঐ সকল অর্থ আস্বাদ করেন। এইজন্য শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাদি লীলাকালে মহাপ্রভুর নিজজন সহ এইসকল ভক্তি-রসাস্বাদন ভক্তমাত্রেরই পরম আস্বাদ্য বিষয়।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(২৭)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥"

ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনহেতু বিশ্বের নাথ ইনি বিশ্বনাথ স্বরূপে এবং ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এইহেতু চক্রবর্ত্তী আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর আনুমানিক ১৫৬০ শকাব্দে (মতান্তরে ১৫৭৬ শকাব্দে) নদীয়া জেলার দেবগ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পিতৃপরিচয় সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে পিতা শ্রীরামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মাতৃপরিচয় জানা যায় না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম 'শ্রীরামভদ্র চক্রবর্ত্তী' ও 'শ্রীরঘুনাথ চক্রবর্ত্তী'। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের গুরুদেব শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী এবং পরম গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর দত্তক পুত্র (মতান্তরে শিষ্য) ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তৎকৃত সারার্থদর্শিনীটীকায় স্বীয় গুরু-পারম্পর্য্যের কথা এইরূপভাবে লিখিয়াছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্ নত্বা গুরূননুরুপ্রেম্নঃ।
শ্রীল নরোত্তমনাথ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুং নৌমি॥"

'এই শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীরাম; শ্রীকৃষ্ণচরণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্‌গুরু—শ্রীগঙ্গাচরণ; 'নাথ'-শব্দে শ্রীনরোত্তমগুরু শ্রীলোকনাথ-গোস্বামিপ্রভু;— ইহাই তাঁহার স্বগুরু-পারম্পর্য্য।'

তিনি বাল্যকালে দেবগ্রামে ব্যাকরণ পাঠ সমাপন করিয়া মুর্শিদাবাদে সৈয়দাবাদ গ্রামে গুরুগৃহে ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবঅভিধানে চক্রবর্ত্তীঠাকুরের চরিত্র বর্ণনে তিনি দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। সামাজিক নিয়মানুসারে বিবাহ করিলেও তাঁহার সংসারে বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। কথিত হয় যে, তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে শ্রীমদ্ভাগবতরসামৃত পান করাইয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভজন করিতে বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গোস্বামিগণের আদর্শ অনুসরণে শ্রীব্রজধামে অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। শ্রীগুর্ব্বানুগত্যহেতু শ্রীল গুরুদেবের অপরিসীম কৃপাবলে তিনি ব্রজধামের বিভিন্নস্থানে অবস্থান করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই সমুদয় গ্রন্থই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হইয়াছে। শ্রীল বিশ্বনাথ

চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহ এবং ভাগবত ও গীতার টীকাসমূহের ভাষা অত্যন্ত সরল, প্রাঞ্জল ও ভক্তিরসপূর্ণ।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদগীতা গ্রন্থে 'টীকার বিবরণ' শিরোনামায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—'আমাদের এই ঠাকুরটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যকালীয় সংরক্ষক ও আচার্য্য। এখনও সাধারণ বৈষ্ণবগণের মধ্যে এই চক্রবর্ত্তী-ঠাকুরের তিনখানি গ্রন্থ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে, তাহা এই—"কিরণ-বিন্দু-কণা। এই তিন নিয়ে বৈষ্ণবপণা।।" * শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ব্রজবাসী গোস্বামিগণের অপ্রকটের পর শুদ্ধভক্তিস্রোত শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য-পারম্পর্য্যে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর চতুর্থ অধস্তন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুরের ন্যায় সুবিস্তৃত সংস্কৃত গ্রন্থরাজির লেখক অল্পই প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। তিনি এই বিপুল সংস্কৃত সাহিত্য লিখিবার পরও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে দুইটী হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই দুইটীই প্রচারকার্য্যমূলে কীর্ত্তনের কার্য্য।'

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ হইতে বহিষ্কৃত শ্রীরূপকবিরাজ অতিবাড়ী নামে একটি অপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া এইরূপ প্রচার করেন—ত্যাগী ব্যক্তিমাত্রই আচার্য্যকার্য্যের অধিকারী, গৃহস্থগণ নহে। তিনি বিধিমার্গকে সম্পূর্ণ অনাদর করিয়া ও শ্রবণ কীর্ত্তনে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই এইরূপ বলিয়া বিশৃঙ্খলতাপূর্ণ রাগমার্গ প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে সারার্থদর্শিনীটীকাতে ইহার প্রতিবাদ করিয়া জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ বিধান করিয়াছেন। রূপকবিরাজের অভিমত—আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও গৃহস্থ কখনও 'গোস্বামী' শব্দ-বাচ্য নহে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ইহারও প্রতিবাদ করিয়া শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রমাণ করিয়াছেন—আচার্য্যবংশের যোগ্য অধস্তন গৃহস্থসন্তানও আচার্য্যকার্য্য করিতে বা গোস্বামী হইতে পারেন। কিন্তু ধন-শিষ্যাদির লোভে অযোগ্য আচার্য্যকুলোৎপন্ন নিজ নিজ সন্তানগণের নামের পশ্চাদ্ভাগে 'গোস্বামী' শব্দের সংযোজন সাত্বতশাস্ত্রবিরুদ্ধ ও নিতান্ত অবৈধ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ হরিবল্লভ দাস নামে খ্যাত ছিলেন। কাহারও মতে ইনি বেষাশ্রয় পূর্ব্বক হরিবল্লভ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, দার্শনিক বিচারের প্রগাঢ় দক্ষতা, ভক্তিরসশাস্ত্রে পারঙ্গতি, কবিত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা অনন্যসাধারণ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ যখন অতিবৃদ্ধ চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় বৃন্দাবনধামে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে জয়পুরে গলতা গ্রামের শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ জয়পুরের মহারাজকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় পরিত্যাগ করতঃ রামানুজ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে সাত্বত চতুঃসম্প্রদায়ের বহির্ভূত বলিয়া প্রতিপাদনের যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জয়পুরের মহারাজকে পুনরায় রামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইবার জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। উক্তপ্রকার প্রস্তাবে জয়পুরের মহারাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৃন্দাবনে অবস্থানকারী তৎকালীন প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরসমীপে উক্ত সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে জয়পুরে শুভাগমনের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ অতিবৃদ্ধত্বহেতু নিজে যাইতে না পারায় তাঁহার ছাত্র শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে জয়পুরে যাইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র অধ্যয়নের ছাত্র ছিলেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব সমভিব্যাহারে বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্য জয়পুরে গলতার গাদীতে বিচারসভায় উপস্থিত হইলেন। চারি বৈষ্ণব সাত্বতসম্প্রদায়ে বেদান্তের ভাষ্য আছে কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে বেদান্তের ভাষ্য নাই—এই

* শ্রীল রূপ গোস্বামী রচিত—উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের তাৎপর্য্য-প্রকাশক উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ভক্তিলক্ষণাদি-তাৎপর্য্য-প্রকাশক ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, লঘুভাগবতামৃতের সার সংকলনরূপে শ্রীভাগবতামৃতকণা—ইহা অধ্যয়নে বৈষ্ণবগণ ভক্তির সর্ব্বোত্তমরসের আস্বাদন করতঃ কৃতকৃতার্থ হন অর্থাৎ বৈষ্ণবতার চরম অভিব্যক্তির প্রকাশ এই তিন গ্রন্থে।

কারণ দর্শাইয়া রামানুজীয় আচার্য্যগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদা স্বীকার করিতে না চাহিলে বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বেদান্তের ভাষ্য লিখিবার জন্য সাতদিন (মতান্তরে তিনমাস) সময় চাহিলেন। রামানুজীয় আচার্য্যগণ প্রার্থনানুযায়ী সময় দিলেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে শ্রীল গুরুদেবের ও শ্রীল গোবিন্দদেবের কৃপা প্রার্থনা করিয়া বেদান্তের ভাষ্য লিখিবার জন্য প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীল গোবিন্দদেবের আশীর্ব্বাদমালা বলদেব বিদ্যাভূষণের মস্তকে অর্পিত হইল। গুরু বৈষ্ণব ভগবানের কৃপা হইলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তের পাঁচশত সূত্রের গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের শুদ্ধভক্তিরসপূর্ণ ভাষ্য লেখা নির্দ্ধারিত সময় মধ্যেই সমাপ্ত করিলেন। গল্‌তা গাদীর সভাতে বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর শ্রীমুখে বেদান্তের প্রেমপর ভাষ্য শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। শ্রীগোবিন্দজীর আদেশে বেদান্তসূত্রের ভাষ্য রচিত হওয়ায় উহা 'গোবিন্দভাষ্য' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য লিখিত হওয়ার পরেই শ্রীবলদেব 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ সম্বন্ধে একটি অলৌকিক ঘটনার কথা শ্রুত হয় যে, তিনি যেস্থানে ভাগবত লিখিতেন সেইস্থানে পুঁথিতে জল পড়িলেও জলের দ্বারা সিক্ত হইত না, পাতাগুলি অটুট থাকিত। ইঁহার স্থাপিত বিগ্রহ শ্রীগোকুলানন্দজীউ বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোকুলানন্দ মন্দিরে বিরাজিত আছেন। আনুমানিক ১৬৩০ শকাব্দে মাঘী গৌর-পঞ্চমী তিথিতে (মতান্তরে কৃষ্ণা-পঞ্চমী) তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রকট হন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১। ব্রজরীতিচিন্তামণি, ২। শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা, ৩। প্রেমসম্পুটম্ (খণ্ডকাব্যম্), ৪। গীতাবলী, ৫। সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তুভটীকা), ৬। আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণিটীকা), ৭। শ্রীগোপালতাপনীটীকা, ৮। স্তবামৃতলহরীধৃত—(ক) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকম্, (খ) মন্ত্রদাতৃগুরোরষ্টকম্, (গ) পরমগুরোরষ্টকম্, (ঘ) পরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (ঙ) পরমপরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (চ) শ্রীলোকনাথাষ্টকম্, (ছ) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্, (জ) শ্রীস্বরূপচরিতামৃতম্, (ঝ) শ্রীস্বপ্নবিলাসামৃতম্, (ঞ) শ্রীগোপালদেবাষ্টকম্, (ট) শ্রীমদনমোহনাষ্টকম্, (ঠ) শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্, (ড) শ্রীগোপীনাথাষ্টকম্, (ঢ) শ্রীগোকুলানন্দাষ্টকম্, (ণ) স্বয়ং ভগবদষ্টকম্, (ত) শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্, (থ) জগন্মোহনাষ্টকম্, (দ) অনুরাগবল্লী, (ধ) শ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্, (ন) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতম্, (প) শ্রীরূপচিন্তামণিঃ, (ফ) শ্রীনন্দীশ্বরাষ্টকম্, (ব) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্, (ভ) শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্, (ম) শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ, (য) শ্রীনিকুঞ্জবিরুদাবলী (বিরুৎকাব্য), (র) সুরতকথামৃতম্ (আর্য্যশতকম্), (ল) শ্রীশ্যামকুণ্ডাষ্টকম্, ৯। শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতমহাকাব্যম্, ১০। শ্রীভাগবতামৃতকণা, ১১। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণেঃ কিরণলেশঃ, ১২। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ, ১৩। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, ১৪। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী (দুষ্প্রাপ্য), ১৫। মাধুর্য্যকাদম্বিনী, ১৬। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুটীকা, ১৭। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিটীকা, ১৮। দানকেলিকৌমুদীটীকা, ১৯। শ্রীললিতমাধব-নাটকটীকা, ২০। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা (অসম্পূর্ণা), ২১। ব্রহ্মসংহিতা-টীকা, ২২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'সারার্থবর্ষিণী'-টীকা, ২৩। শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী'-টীকা।

শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর শুভাভিনন্দন

আমরা আমাদের সর্ব্বসজ্জনহিতৈষিণী 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক গ্রাহিকা—পাঠক পাঠিকাগণকে বর্ত্তমান বর্ষের পরম মঙ্গলময়ী শ্রীশ্রী৺রামচন্দ্রের বিজয়াদশমী তিথির শুভ অভিবাদন ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। পরম করুণাময় শ্রীশ্রীভগবৎকৃপায় আমরা যেন সকলেই শ্রীভগবৎ-

প্রাপ্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ শ্রীভক্তিমার্গের যাবতীয় অনর্থ অন্তরায় হইতে পরিমুক্ত হইয়া শ্রীভগবচ্চরণে ক্রমবর্দ্ধমানা রতিমতি লাভ করতঃ সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারি। ভক্তবৎসল ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবৎকৃপা পাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রিয়তম ভক্তের কৃপা অবশ্যই প্রার্থনীয়। তাই আমরা অদ্য শ্রীশ্রীরামভক্তাগ্রগণ্য শ্রীহনুমান্‌জীর অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীশ্রীগৌরাবতারে তিনি শ্রীমুরারিগুপ্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রভুভক্তির মহদাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তমধামে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার শ্রীরামাবতারের এই বিজয়া-দশমী তিথিতে স্বীয় ভক্তগণকে বানরসৈন্য সাজাইয়া স্বয়ং শ্রীহনুমৎ লীলাভিনয় করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"বিজয়াদশমী—লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে॥
হনুমান্ আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কা গড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহারে রাবণা প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে'॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।৩২-৩৪

সাত্বত স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের পঞ্চ-দশ বিলাসের সর্ব্বশেষে 'আশ্বিনকৃত্য' বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

আশ্বিনমাসে শুক্লাদশমী তিথিতে বৈষ্ণবগণ-সহ মিলিত হইয়া সর্ব্বত্র বিজয়ার্থি ব্যক্তির বিজয়োৎসব সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ('সর্ব্বত্র' বলিতে অস্মিন্-লোকে পরস্মিংশ্চ। 'বিজয়ার্থিনা'—উৎকর্ষেচ্ছুনা অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে উৎকর্ষ প্রার্থীর।)

ঐ শ্রীরাম-বিজয়োৎসববিধি এইরূপ ঃ—

যিনি লীলাবশতঃ (কেশবধৃতরামশরীরঃ) রঘু-কুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই রক্ষঃকুলহন্তা রাম-চন্দ্রকে রাজোপচারে পূজা করিয়া শমীবৃক্ষতলে লইয়া যাইবে। অতঃপর ভক্তকুলের অভয়দাতা শমীযুক্ত সীতাকান্তকে পূজা করতঃ বিজয় লাভার্থ শমীবৃক্ষের পূজা করিবে।

শমীপূজার মন্ত্র যথা—

"শমী শময়তে পাপং শমী লোহিতকণ্টকা।
ধরিত্র্যর্জ্জুনবাণানাং রামস্য প্রিয়বাদিনী॥
করিষ্যমাণা যা যাত্রা যথাকালং সুখং ময়া।
তত্র নির্ব্বিঘ্নকর্ত্রী ত্বং ভব শ্রীরামপূজিতে॥"

উহার অর্থ ঃ—"শমী পাপ হরণ করেন, শমী—লোহিত কণ্টকপূর্ণা, শমী অর্জ্জুনবাণের ধরিত্রী ও শ্রীরামের প্রিয়বাদিনী। আমি যথাকালে সুখে যাত্রা করিব, হে রামপূজিতে, তুমি আমার সম্বন্ধে নির্ব্বিঘ্ন-কর্ত্রী হও।"

এই মন্ত্রে শমীবৃক্ষের পূজা করতঃ শমীতলস্থ আর্দ্র মৃত্তিকা আতপতণ্ডুলসহ লইয়া গীতবাদ্যাদি সহ শ্রীরামচন্দ্রের অর্চ্চামূর্ত্তিকে গৃহে লইয়া যাইবে। ঐ-সময়ে কেহ কেহ শ্রীরামচন্দ্রের প্রীত্যর্থ ভল্লুক, কোন কোন ব্যক্তি বা লোহিতমুখ বানরের চেষ্টা করিবেন অর্থাৎ শ্রীরামলীলাকালীয় ঋক্ষ-বানরাদিকৃত কর্ম্মাদির অনুকরণ করিবেন। অতঃপর 'রামরাজ্য, রামরাজ্য, রামরাজ্য' এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীরাম-চন্দ্রের মূর্ত্তি স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার নিজ সিংহাসনে সুখে স্থাপন করিবেন। তৎপরে তাঁহাকে ভোগবৈচিত্র্য নিবেদনপূর্ব্বক নীরাজন সমাপনান্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি বিধান করতঃ বৈষ্ণবগণসহ মহাপ্রসাদ বস্ত্রাদি ধারণ করিবেন।

শ্রীরামচন্দ্রের এই বিজয়োৎসববিধি শ্রীবিষ্ণু-ধর্ম্মোক্ত বিধানানুসারে লিখিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা ভক্ত সাধুগণের আনন্দ জন্মে।

"সীতা দৃষ্টেতি হনূমদ্‌বাক্যং শ্রুত্বাকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধং বাসরেহস্মিন্ শমীতলাৎ॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১৫।২৭৭

অর্থাৎ 'আমি সীতাকে দেখিয়াছি' হনূমানের এই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঐদিবস (আশ্বিন মাসের শুক্ল-পক্ষীয়া দশমীতিথিতে) শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র বানর-যূথসহ মিলিত হইয়া শমীবৃক্ষমূলে বিজয়োৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন।

কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ও নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৭৪ পৃষ্ঠার পর]

২৯ আগষ্ট ১২ ভাদ্র শুক্রবার

বিষয় ঃ—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি

শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন আই-জি-পি সভাপতির অভিভাষণে বলেন—'আমি বলতে আসি না, শুনতে এসেছি। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মঠের আচার্য্য সরলভাষায় সুন্দরভাবে আমাদিগকে বুঝা'লেন। আমরা অনেক কিছু শিখ্‌লাম। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এ সমস্ত শিক্ষা আমরা কতদূর নিজেদের আচরণের মধ্যে আন্‌তে পারি,—ইহাই চিন্তনীয়। আমরা যা কিছু করি, আমাদের উদ্দেশ্য সুখশান্তি লাভ। এজন্য অধিকারানুযায়ী চলে নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। জল মন্থনের দ্বারা মাখন পাওয়া যায় না, কারণ সেখানে মাখনের সত্তা নাই। দধি দুগ্ধ মন্থনের দ্বারাই মাখন পাওয়া যায়। তদ্রূপ সুখ অনুশীলনের দ্বারাই সুখ হবে। অসুখের অনুশীলনের দ্বারা সুখ হবে না। আমরা যারা গৃহস্থ—সন্তানের পিতামাতা, সুখের বা সত্যের অনুশীলন করব ও ছেলেদেরও তদ্রূপ শিক্ষা দিব। স্কুল কলেজেও অধ্যাপকগণ নিজেরা সত্যানুশীলন করবেন এবং ছাত্রদিগকেও এরূপ শিক্ষা দিবেন। কতগুলি অমানুষ সৃষ্টির জন্য স্কুল কলেজ সংস্থাপিত হয় নাই। আজকাল স্কুল কলেজের অভাব নাই। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার লোক নাই, গ্রহণ করারও লোক নাই। জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি এবং ভক্তির দ্বারা প্রেমানন্দ লাভ হয়—এসব ত অনেক উচ্চকোটীর কথা। আমাদের দেখা উচিত আমাদের নৈতিক ব্যবহারিক জীবনে আমরা নিজেরা কতটা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করছি এবং অপর ব্যক্তিগণকে কতটা তদ্বিষয়ে সহায়তা করছি। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির আদর্শের দিকে আংশিকভাবেও অগ্রসর হ'তে পার্‌লে আমাদের অনেক লাভ হবে।'

প্রধান অতিথি—**অধ্যাপক শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী** বলেন—" 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি' আলোচ্য বিষয়টী যথেষ্ট পুরাণো আবার যথেষ্ট নূতন। এখন যা আপনারা শুনলেন তা'তে কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার, ভক্ত্যধিকারের পার্থক্য বিশ্লেষণে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে। সাধকের দিক্ হ'তে এই একপ্রকার বিচার, আবার ভগবানের দিক্ হ'তেও উল্টোভাবে আমরা বিষয়টী পর্য্যালোচনা কর্‌তে পারি। সকাম উপাসনা, নিষ্কাম উপাসনা ও কেবলা ভক্তির উপাসনা—যেমন প্রত্যেকটির মধ্যে বিভিন্ন স্তরভেদ আছে, তদ্রূপ বিভিন্ন উপাসকের নিকট ভগবানের প্রকাশও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক সকামভক্তউপাসকের নিকট উপাস্য স্বরূপেরও বিভিন্নতা রয়েছে। এমনকি বেদে ইন্দ্র, বরুণ, যম, সোম ইত্যাদি দেবতাগণের আরাধনার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সকাম ভক্ত নিজ নিজ কামনা সিদ্ধির জন্য নিজ নিজ অধিকারোচিত দেবতার স্তবস্তুতি করেন। তাহাতে উপাসক ও উপাস্য কাহারও হৃদ্‌গত প্রসন্নতা না হওয়ায় কামনামূলে দেবতার আরাধনা পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানপথে নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্ম আরাধনার রুচি আসিয়া উপস্থিত হয়। এই ব্রহ্মচিন্তাতে ঐহিক পারত্রিক সমস্ত সুখকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মে লয়রূপ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। জ্ঞানপথের আরাধনায় অত্যন্ত শুষ্কতা ও চিত্তের অতীব কাঠিন্য অবস্থায় পর্য্যবসানে উহাতেও হৃদয়ের প্রশান্তি উপলব্ধির বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। নির্ব্বিশেষ চিন্তায় উপাসক ও নির্ব্বিশেষরূপে প্রকাশিত উপাস্য ভগবান্ কাহারই আনন্দানুভূতির সমৃদ্ধি হয় না। আনন্দানুভূতি কেবলমাত্র হৃদয়ের বৃত্তি। ভগবান্ নিজেকে শক্তিমান্-শক্তিরূপে—বিষয় ও আশ্রয়রূপে দুইরূপে প্রকটিত করিয়া চিদ্বিলাস ভূমিকায় অসীম আনন্দ অনুভব করেন। ভগবান্ ভক্তেতে ও ভক্ত ভগবানেতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া যে নিত্য নব নবায়মান আনন্দ অনুভব করেন, ব্রহ্মধ্যানে সে আনন্দের কণামাত্রেরও অস্তিত্ব নাই, বরং তাতে শুষ্কতারূপ যন্ত্রণাই আছে। বৈধী ভক্তির বিষয়রূপে নারায়ণ এবং রাগভক্তির বিষয়রূপে নন্দ-

নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। সর্ব্বপ্রকার রসের বা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভালবাসার একমাত্র বিষয় নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। ভক্ত অনুরাগময়ী ভক্তিতে পঞ্চবিধভাবে ভগবান্‌কে ভালবেসে পরমানন্দ লাভ করেন, ভগবান্‌ও তদুচিতভাবে ভক্তগণকে ভালবেসে পরম সুখানুভব করেন। এইরূপ বিচার বিশ্লেষণে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই ভগবত্তার চরম পরাকাষ্ঠারূপে অভিব্যক্ত হন।"

৩০ আগষ্ট ১৩ ভাদ্র শনিবার

বিষয় ঃ—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন হরিনাম-সংকীর্ত্তন

প্রধান অতিথি—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত্ত ও গৃহবিভাগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী **শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী** বলেন—'আজকের এই অনুষ্ঠানে সর্ব্বাগ্রে আমি সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে এইমঠ হ'তে পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে যে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা ও নগরসংকীর্ত্তনাদি হয়েছে তজ্জন্য তৎপ্রতি আমি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। সাধারণতঃ এইসব অনুষ্ঠানে যোগদানের আমাদের সুযোগ সুবিধা হয় না। যাঁরা বিশ্বাস নিয়ে এই নামসংকীর্ত্তনে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা ভগবান্‌কে পাবেন। বিশ্বাস ও নিষ্ঠার উপর সবকিছু নির্ভর করে। আমরা সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য যত্ন ক'রে থাকি। আমরা মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও শিক্ষাকে অন্যভাবে দেখে থাকি। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে জানা যাবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুই অহিংসা আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। তাঁ'র যে প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম, তা' জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ভালবাসার ধর্ম্ম। মহাপ্রভুর ভালবাসার ধর্ম্ম আন্তরিকতার সহিত আমাদের দেশবাসিগণের মধ্যে অনেকে গ্রহণ না করায় দেশের অখণ্ডতা বিঘ্নিত হ'তে চলেছে। পাঞ্জাবের দিকে, আসামের দিকে, গুজরা'টের দিকে —যেদিকে তাকাবেন, দেখতে পাবেন সেইদিকেই সঙ্কীর্ণতার প্রসারতা ধর্ম্ম নিয়ে, ভাষা নিয়ে, জাতি নিয়ে। আজকের দিনে সঙ্কীর্ণতা প্রতিরোধে শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রেমধর্ম্মের বাণীর অনুশীলন ও বিস্তারের অত্যাবশ্যকতা সজ্জনমাত্রই অনুভব করবেন। মহা-প্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীমায়াপুরধামে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হ'তে বিভিন্ন জাতির লোক এসে মিলিত হয়েছেন। ইহা খুবই উল্লাসের কথা। শ্রীমায়াপুরধাম আন্তর্জাতিক স্থানরূপে পরিণত হতে চলেছে। আমি পশ্চিমবঙ্গের ও দেশের স্বার্থে শ্রীমায়াপুরধামের উৎকর্ষতার জন্য যত্ন করেছি ও করব। অবশ্য এ'তে আমার কোন নিজস্ব বাহাদুরি নাই। সবই ঈশ্বর-ইচ্ছায় সংঘটিত হচ্ছে। আমি নিমিত্ত মাত্র।'

বিশিষ্ট বক্তা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিধান বিভাগের সচিব শ্রীপবিত্র **কুমার ব্যানার্জ্জি** বলেন—"আমরা যে যুগে আছি—এই কলিযুগে সংসারদুঃখ হ'তে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হরিনাম-সংকীর্ত্তন। এর পূর্ব্বে সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগে ঋষিগণ ভগবদারাধনার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন ধ্যানের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা ও শ্রীমূর্ত্তির পূজনের দ্বারা। কলিযুগের মনুষ্যের যোগ্যতার অভাবহেতু ধ্যান, যজ্ঞ পূজনাদির দ্বারা ভগবদারাধনা সম্ভব না হওয়ায় শাস্ত্র কেবলমাত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তনের জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'—বৃহন্নারদীয়। সংকীর্ত্তন শব্দের অর্থ—বহুলোক একত্র মিলিত হ'য়ে ভগবান্‌কে উচ্চৈঃস্বরে ডাকা। এই সংকীর্ত্তনে উচ্চ-নীচ, স্ত্রী-পুরুষ, বাল-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করতে পারেন। ভাগবতধর্ম্মে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রণয়ন ক'রে যখন শান্তি লাভ করতে পারেন নাই, তখন বিমর্ষচিত্তে বদরিকাশ্রমে অবস্থান ক'রছিলেন। দেবর্ষি নারদ বদরিকাশ্রমে শুভ পদার্পণ করতঃ ব্যাসদেবকে বিমর্ষ দেখে শান্তি-লাভের জন্য তাঁহাকে ভাগবতধর্ম্ম উপদেশ ক'রে-ছিলেন। শ্রীবেদব্যাসমুনি শ্রীনারদগোস্বামীর উপদেশে দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রে পরা-শান্তি লাভ করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও ভাগবতধর্ম্ম প্রচার ক'রেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-লীলা হ'তে আরম্ভ ক'রে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন—গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস লীলায় হরিনাম সংকীর্ত্তন-রূপ যুগধর্ম্ম স্বয়ং আচরণমুখে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সময়াভাববশতঃ এখানে মহাপ্রভুর পূতচরিত্র সংক্ষিপ্ত-ভাবে বর্ণন করতঃ উক্ত বিষয়টী বিবৃত হ'লো।"

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৬৮ পৃষ্ঠার পর]

মানসীগঙ্গা ঃ—'মানসীগঙ্গা' একটি অসমানাকার কুণ্ড। কুসুমসরোবরের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এই মানসীগঙ্গা তীর্থ অবস্থিত। শ্রীকৃষ্ণের মানস-সঙ্কল্পমাত্রে এই তীর্থ প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম মানসীগঙ্গা হইয়াছে। কথিত হয়, একসময় শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোমতী গঙ্গাস্নানের জন্য যাত্রা করিয়া রাত্রিকালে গোবর্দ্ধনের উপকণ্ঠে বাস করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিলেন যে 'এই ব্রজে সমস্ত তীর্থই বিরাজিত রহিয়াছেন; কিন্তু আমাতে প্রণয়-বিহ্বল সরল ব্রজবাসিগণ এতদ্বিষয়ে কিছু অবগত নহেন। আমি ব্রজবাসিগণকে এতদ্বিষয়ে জানাইব।' শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবামাত্র নিত্যকৃষ্ণকিঙ্করী গঙ্গা মকরবাহিনীরূপে সমস্ত ব্রজবাসীর নয়নগোচর হইলেন। ইহা দেখিয়া ব্রজবাসিগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে বলিতে লাগিলেন,—'এই ব্রজে সমস্ত তীর্থই বিরাজিত থাকিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের সেবা করেন, আপনারা ব্রজের বাহিরে গিয়া গঙ্গাস্নানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন জানিতে পারিয়াই গঙ্গাদেবী আপনাদের সম্মুখে প্রকটিত হইয়াছেন। অতএব আপনারা অবিলম্বে এখানে গঙ্গাস্নান সম্পন্ন করুন। অদ্য হইতে এই তীর্থ মানসীগঙ্গা নামে পরিচিত হইবেন।' কার্ত্তিকী অমাবস্যা-তিথিতে এই মানসীগঙ্গার প্রকট হইয়াছিল, এইজন্য দীপাবলীতে মানসীগঙ্গায় স্নান ও গোবর্দ্ধন পরিক্রমা একটি মহামেলায় পরিণত হইয়াছে। মানসীগঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক ব্যাপিয়া গোবর্দ্ধন গ্রাম অবস্থিত। জয়পুরের রাজা মানসিংহই প্রথমে মানসীগঙ্গার ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, পরে ভরতপুরের রাজন্যবর্গ উহার সংস্কারবিধান করেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ব্রজবিলাস স্তবে মানসীগঙ্গাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকাবিহার স্থান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন,—

> 'গান্ধর্ব্বিকা মুরবিমর্দ্দন নৌবিহার
> লীলাবিনোদরসনির্ভরভোগিনীয়ম্।*
> গোবর্দ্ধনোজ্জ্বল শিলাকুলমুন্নয়ন্তী
> বীচীভরৈরবতু মানসজাহ্নবী মাম্॥'

'শ্রীরাধাগোবিন্দের নৌকাবিহার-লীলার চিত্ত-বিনোদন রসাবলীকে যিনি আস্বাদন এবং গোবর্দ্ধনের উজ্জ্বল শিলাসমূহকে যিনি তরঙ্গভারে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিতেছেন, সেই মানস-গঙ্গা আমাকে রক্ষা করুন।'
—শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

> 'দেখহ মানসগঙ্গা শ্রীকৃষ্ণ এথায়।
> নৌকা-বিহারাদি করে আনন্দ হিয়ায়॥'

—শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫।৬৭৪

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে (যাহাকে ব্রজবাসিগণ মুড়িয়াপূর্ণিমা তিথি বলেন) শ্রীগিরিরাজ পরিক্রমাকরতঃ মানসীগঙ্গায় স্নান করিতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাবেশ হয়। ব্রজের তিনটী পর্ব্বত প্রসিদ্ধ। গোবর্দ্ধন, নন্দীশ্বর ও বর্ষাণ। ইহারা যথাক্রমে বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মার অভিন্নতনু স্বরূপ। গিরিরাজ হইতে মানসীগঙ্গার প্রাকট্য। স্থানীয় পাণ্ডারা বলেন এখানে গিরিরাজ ব্রজবাসিগণের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিদেব মন্দির ঃ—মানসীগঙ্গার দক্ষিণ তীরে হরিদেবের মন্দির অবস্থিত। হরিদেব মথুরাপদ্মের পশ্চিমদলের অধিদেব। প্রাচীন পুরাণশাস্ত্রেও হরিদেবের কথা উল্লিখিত আছে। হরিদেব মন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভু একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন।

> 'প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম।
> হরিদেব দেখি তথা হইলা প্রণাম॥
> মথুরাপদ্মের পশ্চিমদলে যাঁ'র বাস।
> হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ॥
> হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
> সবলোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৮।১৭-১৯

হরিদেব মন্দিরে গোবর্দ্ধনধারী হরিদেবের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীহরিদেবের সহিত শ্রীমতী নাই, শালগ্রাম আছেন।

> 'গোবর্দ্ধনং পরিক্রম্য দৃষ্ট্বা দেবং হরিং প্রভুম্।
> রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্॥'

—আদিবরাহ

'গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া ঈশ্বর হরিদেবের দর্শন

---

* লীলাবিনোদরস-নির্ভরভোগিমৌলৌ। পাঠান্তর

করিয়া লোক নিঃসন্দেহে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে।'

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরের ন্যায় ভরতপুরের লাল পাথরের দ্বারা হরিদেব মন্দির নিৰ্ম্মিত হইয়াছে। এইজন্য হরিদেবের মন্দিরে উচ্চ চূড়ার গোবিন্দজীর মন্দিরের ভগ্নচূড়ার সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে।

'মথুরা পশ্চিমভাগে 'গোবৰ্দ্ধন-ক্ষেত্র'।
বিষম সংসারদুঃখ যায় দৃষ্টিমাত্র ॥
মানসগঙ্গায় স্নান করে যেই জন।
গোবৰ্দ্ধনে হরিদেবে করয়ে দর্শন ॥
অন্নকূট-গোবৰ্দ্ধন পরিক্রমা করে।
তা'র গতাগতি কভু না হয় সংসারে ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬৭৯-৬৮১

মানসীদেবী ঃ—ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে মানসীদেবীর প্রাচীন মন্দির। যেরূপ গঙ্গাজলের অধিষ্ঠাতৃ গঙ্গাদেবী তদ্রূপ মানসীগঙ্গার অধিষ্ঠাতৃ মানসীদেবী এইরূপ মনে হয়। কেহ কেহ ভুলক্রমে ইহাকে মনসাদেবী বলিয়া থাকেন। মানসীদেবীর মন্দিরের উত্তরে মানসীগঙ্গা ও দক্ষিণে ব্রহ্মকুণ্ড।

শ্রীব্রহ্মকুণ্ড ঃ—মানসীগঙ্গার দক্ষিণতীরে হরিদেবের শ্রীমন্দির। উক্ত মন্দিরের বায়ুকোণে ব্রহ্মকুণ্ড। কুণ্ডটী বৰ্ত্তমানে কচুরীপানা ও শেওলায় পরিপূর্ণ। গোবৰ্দ্ধন গিরিরাজের বড় বড় শিলা তথায় ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় গিরিরাজের মর্য্যাদালঙ্ঘন ভয়ে কেহই ব্রহ্মকুণ্ডে নামিয়া মস্তকে জল গ্রহণ করেন নাই, দূর হইতে প্রণাম করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বনভ্রমণকালে ব্রহ্মকুণ্ড জলপূর্ণ ছিল। মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইলে মহাপ্রভু রাত্রিতে হরিদেব-মন্দিরে যাইয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

'অত্র জাতং ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রহ্মণা তোষিতো হরিঃ।
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং জাতানি চ সরাংসি চ ॥'

—মথুরাখণ্ড

'এইস্থানে ব্রহ্মকুণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে—যথায় ব্রহ্মার দ্বারা তোষিত শ্রীহরি ক্রীড়া করেন। ইহার পার্শ্বে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সরোবরও সমুৎপন্ন।'

'হ্রদং তত্র মহাভাগে দ্রুমগুল্মলতাযুতম্।
চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানি চ শুভানি চ ॥
ইন্দ্রং পূর্ব্বেণ পার্শ্বেন যমতীর্থন্তু দক্ষিণে।
বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কুবেরং চোত্তরেণ তু।
তত্র মধ্যে স্থিতশ্চাহং ক্রীড়য়িষ্যে যদৃচ্ছয়া ॥'

—আদিবরাহ

'হে মহাভাগে! সেই গোবৰ্দ্ধনে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-শোভিত ব্রহ্মকুণ্ড নামক এক হ্রদ আছে। সেই হ্রদে পুণ্যপ্রদ ও মঙ্গলকর চারিটী তীর্থ বিরাজমান। হ্রদের পূর্ব্বপার্শ্বে ইন্দ্র-তীর্থ, দক্ষিণপার্শ্বে যমতীর্থ, পশ্চিম-পার্শ্বে বরুণ-তীর্থ এবং উত্তরপার্শ্বে কুবের-তীর্থ অবস্থিত। আমিও সেই হ্রদমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়া করিব।'

'এই দেখ ব্রহ্মকুণ্ড'—মহিমা অপার।
চারিপার্শ্বে তীর্থ-চারু পুরাণে প্রচার ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬৭০

২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ঃ—(নিবাসস্থান গোবৰ্দ্ধন)।

পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও অনুগমনে ভক্তগণ পরিক্রমা করিয়া আসিতেছেন। গিরিরাজ গোবৰ্দ্ধন পরিক্রমাও তাঁহার অনুগমনে করিবেন এইরূপ ভক্তগণের ইচ্ছা। কিন্তু পরম পূজ্যপাদ শ্রীল পুরী গোস্বামী মহারাজ বৃদ্ধ হওয়ায় (তৎকালে ৮৫ বৎসর বয়স) একদিনে চৌদ্দ মাইল গোবৰ্দ্ধন পরিক্রমা করিতে অসমর্থ হইবেন এবং টাঙ্গা বা রিক্সায় বসিয়া পরিক্রমা করিবেন না জানাইলে তাঁহার ইচ্ছানুসারে দুইদিনে গোবৰ্দ্ধন পরিক্রমা হইবে এইরূপ স্থির হয়। পূজ্যপাদ মহারাজ শারীরিক অপটুতা ও কষ্টকে অগ্রাহ্য করিয়া একহস্তে যষ্টি, অপরহস্ত সেবকের স্কন্ধে ভর করিয়া সমস্ত রাস্তা পদব্রজে পরিক্রমা করিলেন। অদ্য গোবৰ্দ্ধন পরিক্রমার প্রথম দিনে ভক্তগণ প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় গোবৰ্দ্ধন ধৰ্ম্মশালা হইতে যাত্রা করিয়া সংকীৰ্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীউদ্ধব-কুণ্ড দর্শন, শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড দর্শন ও পরিক্রমা, শ্রীল প্রভুপাদের স্থাপিত শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠ, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীর সমাধি, শ্রীজাহ্নবা দেবীর শ্রীবিগ্রহ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর—শ্রীরঘুনাথ ভট্ট

গোস্বামী—শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী—শ্রীজীব গোস্বামী—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভজনস্থলী, পঞ্চ-পাণ্ডব ঘাট, শ্রীজগন্নাথমন্দির, ললিতাকুণ্ড, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থান, শ্রীকুসুম সরোবর, শ্রীনারদকুণ্ড, দানঘাট দর্শনান্তে শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমের সেবকগণ উক্তদিবস মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের বিশেষ ভোগরাগান্তে মহোৎসবে পরিক্রমাকারী ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করাইলেন। প্রসাদ সেবনান্তে ভক্তগণ গোবর্দ্ধন-তটে গৌড়ীয় সেবাশ্রমে কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে ধর্ম্ম-শালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীবিগ্রহ-গণের আরতি ও তুলসী পরিক্রমার পর যথারীতি নিয়মসেবার কীর্ত্তনসমূহ কীর্ত্তিত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতা হয়।

শ্রীউদ্ধব কুণ্ড ঃ—শ্রীকুসুম সরোবরের পশ্চিমাংশে শ্রীউদ্ধবকুণ্ড বিরাজিত। এখানে পুরমহিষীগণের সহিত উদ্ধবের মিলন হইয়াছিল। পুরমহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলামাধুর্য্য বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় বাল্যচরিত্র শ্রবণের জন্য আগ্রহান্বিত হইলে শ্রীউদ্ধব মহারাজ এখানে শ্রীব্রজমণ্ডলের মহিমা ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত্র কীর্ত্তন করিয়া শুনাইয়াছিলেন। বৃষ্ণিবংশীয়দিগের মান্যমন্ত্রী, বৃহস্পতির শিষ্য শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা, শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রজে আসিয়াছিলেন।

শ্রীরাধাকুণ্ড ঃ—শ্রীবহুলাবনের অন্তর্গত শ্রীরাধা-কুণ্ড। গোবর্দ্ধন হইতে তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বকোণে আরিট্ গ্রাম অবস্থিত। উক্ত আরিট্ গ্রামে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের আবির্ভাব। "কথিত হয় যে, একদা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চিদ্বিলাসময়ী কান্তলীলামাধুরী প্রকাশার্থ এইস্থানে বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া কৌতুকে শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীমতী রাধারাণী তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, যদ্যপি অরিষ্টাসুর একটি দৈত্য-বিশেষ, তথাপি সে বৃষাকৃতি। বৃষবধ-হেতু শ্রীকৃষ্ণে গো-বধের অপবিত্রতা স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়া পবিত্র না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীমতী কিছুতেই তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিবেন না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর এই বাক্য শ্রবণে হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, এখনই তিনি এখানে সর্ব্বতীর্থ আনয়ন করিয়া স্নান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ তথায় পদাঘাত করিবামাত্র সর্ব্বতীর্থের জলপূর্ণ একটি কুণ্ড প্রকটিত হইল। শ্রীমতী ও তৎসখীগণের বিশ্বাসের জন্য তীর্থসমূহ তাঁহাদের স্ব-স্ব পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধারাণীর সহিত তাঁহার সখীবৃন্দকে প্রদর্শন এবং সর্ব্বতীর্থকে সম্বোধন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সেই তীর্থে স্নান করিলেন। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথির অর্দ্ধরাত্রে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে শ্রীশ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হইল। এদিকে শ্রীমতী রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক অতি শীঘ্র সখীগণের সহিত মিলিতা হইয়া শ্রীশ্যামকুণ্ডের পশ্চিমদিকে আর একটি কুণ্ড খনন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু শ্রীমতী নিজ সখীগণ-সহ যে সরোবর খনন করিলেন তাহাতে জল হইল না এবং কোনও তীর্থের আগমন হইল না। তখন তাঁহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপী-দিগকে চিন্তিত দেখিয়া বলিলেন,—"আমার এই কুণ্ড হইতে জল গ্রহণ করিয়া তোমরা তোমাদের সরোবর পূর্ণ কর।" তাঁহারা অভিমানভর-লীলা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ডের জল বৃষাসুরের স্পর্শজনিত পাপধৌতিহেতু পাতকযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাঁহাদের সরোবর পূর্ণ করিলেও তাহা পাতকযুক্ত হইবে। সখীগণ-সহ শ্রীমতী বলিলেন যে, তাঁহারা সর্ব্বতীর্থ-ময়ী শ্রীমানসীগঙ্গার জল আনয়নপূর্ব্বক শ্রীরাধা-সরোবর পূর্ণ করিবেন। শ্রীমতী রাধারাণী ও তৎ-সখীগণের এইরূপ ব্যঙ্গোক্তি-শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ তীর্থ-সকলকে ইঙ্গিত করিবামাত্র, তীর্থসমূহ শ্রীমতী বৃষ-ভানুনন্দিনীর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতী তীর্থগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নিজকুণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীমতীর আদেশপ্রাপ্তি-মাত্র শ্রীশ্যামকুণ্ডের জলবেগ তীর ভেদ-পূর্ব্বক শ্রীরাধা-সরোবরে পতিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরিপূর্ণ করিল।

এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রকট হইল। অদ্যাপি শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মধ্যভাগে তীর-ভেদ-চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহার দ্বারাই উভয় কুণ্ডের জল উভয় কুণ্ডে গমনাগমন করিয়া থাকে। যাঁহাদের শ্রীরূপানুগবর অপ্রাকৃত রসিক-শ্রেষ্ঠ শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণ-সৌভাগ্যজনিত অপ্রাকৃত বিচার উদিত হইয়াছে, তাঁহারাই উপরিউক্ত লীলা-কথার মাধুর্য্য ও তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন। কর্ম্মজড়-চিন্তা বা প্রাকৃত-সাহজিক বিচারে বিপরীত বুঝা হইবে। এই কুণ্ডদ্বয় নানা বৃক্ষলতায় পরিবেষ্টিত শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের পরম আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব কেলিস্থান বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে।"
—(শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা, ১৯৩২)।

'বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপানিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং
বিবেকী ন কঃ।'
(শ্রীউপদেশামৃত ৯ম শ্লোক)

'ভজনস্থান মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ড সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা নবম শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। কৃষ্ণজন্মনিবন্ধন ঐশ্বর্য্যময় পরমব্যোম বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা শ্রেষ্ঠা। মথুরামণ্ডলের মধ্যে রাসোৎসবনিবন্ধন বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার রমণস্থান বলিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রীগোবর্দ্ধন নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান। তথায় শ্রীকৃষ্ণের প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন নিবন্ধন তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোন্ ভজনবিবেকী পরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? তথায় স্থূলদেহে বা লিঙ্গদেহে নিরন্তর বাস করতঃ পূর্ব্বোক্ত ভজনপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।'

কালক্রমে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড লুপ্ত হইলে সর্ব্বজ্ঞ চূড়ামণি শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বাদশবন ভ্রমণলীলাকালে আরিট্ গ্রামে শুভাগমন করতঃ তথায় শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের প্রকটসাধন করেন। তৎকালে বাহ্যদর্শনে শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ডদ্বয় ধান্যক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ধান্যক্ষেত্রদ্বয়ের স্বল্পজলে স্নানপূর্ব্বক কুণ্ডের মৃত্তিকা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে তিলক করিলেন এবং কুণ্ডের স্তব করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসিগণ উক্ত ধান্যক্ষেত্রদ্বয়কে কালী ও গৌরী নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছিলেন। কেন কালী ও গৌরী নাম ক্ষেত্রদ্বয়ের তাহা তাঁহারা জানিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত ক্ষেত্রদ্বয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিলে গ্রামবাসিগণ বুঝিলেন উহা শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড। শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের প্রাকট্য সাধিত হইলেও তাঁহাদের বর্ত্তমান পাকাঘাটযুক্ত বাহ্যরূপ ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কর্ত্তৃক কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার ও পাকাঘাট হয়। কিভাবে কুণ্ডের সংস্কার সাধিত হয় সংক্ষিপ্তভাবে তাহার ইতিহাস বিবৃত হইতেছে। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের সংস্কার হইলে ভাল হইত এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, পরক্ষণেই উহাকে বিষয়কার্য্য মনে করিয়া নিজেকে ধিক্কার দিয়া উক্ত আকাঙ্ক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অন্তর্য্যামী ভক্তবৎসল ভগবান্ রঘুনাথের হৃদ্‌গতভাব বুঝিয়া শ্রীবদ্রীনারায়ণকে বহু অর্থ ভেটের জন্য আগত একজন ধনী শেঠকে বদ্রীনারায়ণরূপে স্বপ্নাদেশ করিলেন শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের সংস্কারের জন্য উক্ত অর্থ শ্রীল দাস গোস্বামীকে প্রদানের জন্য। স্বপ্নে বদ্রীনারায়ণ ইহাও বলিয়া দিলেন—দাস গোস্বামী অর্থ লইতে না চাহিলে তাঁহার কুণ্ডদ্বয় সংস্কারের ইচ্ছা হইয়াছিল এইকথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবে এবং আমার আজ্ঞার কথা জানাইবে। শেঠজী বদ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সঙ্গে সঙ্গে তথা হইতে যাত্রাকরতঃ আরিট্ গ্রামে পৌঁছিয়া দাস গোস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া স্বপ্নাদেশের কথা জানাইলেন। দাস গোস্বামী কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কারে আরাধ্যদেবের ইচ্ছা জানিয়া কুণ্ডদ্বয়ের পঙ্কোদ্ধার ও যথারীতি সংস্কার সাধন করিলেন। কুণ্ডদ্বয়ের সংস্কার সাধনকালে শ্যামকুণ্ডতীরে পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চবৃক্ষরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। যাহারা কুণ্ডের খননকার্য্য করিতেছিল তাহারা কুণ্ডটিকে সমকোণী করিবার জন্য বৃক্ষগুলিকে কাটিবার প্রস্তাব দিল। তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ স্বপ্নে রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে শ্যামকুণ্ডের তীরে পঞ্চবৃক্ষরূপে তাঁহাদের অবস্থিতির কথা জানাইলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৃক্ষগুলিকে কাটিতে নিষেধ

করিলেন। সেইহেতু শ্যামকুণ্ড সমকোণী অর্থাৎ চৌরস হয় নাই।

শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে উত্তরদিক্ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, ইন্দুলেখা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও সুদেবী—এই অষ্টসখীর নিজ নিজ নামে প্রসিদ্ধ কুঞ্জসমূহ বিরাজিত আছেন। রাধাকুণ্ডের তীরে আটটী কুঞ্জের মধ্যে উত্তরভাগে অবস্থিত ললিতাকুঞ্জের অন্তর্গত শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ—যেখানে অবস্থানকরতঃ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ভজনলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমতে শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরাধা-গোবিন্দের মাধ্যাহ্নিকলীলাই সর্ব্বোত্তম। নিম্বার্কীয়গণ রাধাগোবিন্দের নৈশলীলাকেই সর্ব্বোত্তম বলেন, মাধ্যাহ্নিকলীলার পরম চমৎকারিতা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত উপদেশামৃতের শিক্ষাবলম্বনে তাঁহার অনুগত শিষ্য-গণকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

"ভক্তিমান্ জন হৈতে প্রেমনিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ।
প্রেমনিষ্ঠ হৈতে গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ॥
গোপী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রিয়তমা।
সে রাধা-সরসী প্রিয় হয় তাঁর সমা॥
সে কুণ্ড আশ্রয় ছাড়ি' কোন্ মূঢ় জন।
অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন॥"

শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, তাঁহার কুণ্ডও কৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্যভাবে শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন।

(ক্রমশঃ)

জম্মুতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া এম্-এ, অধ্যাপক শ্রীস্বদেশ কুমার শর্ম্মা এম্-এস্-সি, শেঠ শ্রীমদনলাল গুপ্ত, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র এম্-কম্ প্রভৃতি জম্মুনিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে বিগত ৫ আশ্বিন (১৩৯৩), ২২ সেপ্টেম্বর (১৯৮৬) সোমবার সন্ধ্যা হইতে ১৯ আশ্বিন ৬ অক্টোবর সোমবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত জম্মু সহরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের বিপুল আয়োজন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার শিক্ষাগুরু পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ এবং আরও সপ্তদশ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী গৃহস্থভক্ত সমভিব্যাহারে কলিকাতা-হাওড়া হইতে ২০ সেপ্টেম্বর হিমগিরি এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ ২২ সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে জম্মু টাওয়াই ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় নরনারীগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। রেলষ্টেশন হইতে রিজার্ভ বাসে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্যারেড গ্রাউণ্ডের পার্শ্ববর্ত্তী নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান শ্রীগীতাভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ আবেদনে তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য বেহালা (কলিকাতা) স্থিত শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ তাঁহার অসুস্থ শরীর লইয়াও জম্মু সহরে শুভাগমন করায় জম্মুনিবাসী ভক্তগণ নিজদিগকে কৃতকৃতার্থ বোধ করিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি তীর্থ মহারাজ, শ্রীসুবল ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামানন্দ দাস ও শ্রীনৃত্যগোপাল বাবু—পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সন্ত মহারাজের কতিপয় ত্যক্তাশ্রমী, গৃহস্থ শিষ্য ও গৃহস্থভক্ত জম্মু ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানের জন্য আসেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দেন কলি-কাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহা-রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীমধুসূদন

দাস ব্রহ্মচারী ; কলিকাতা হইতে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবিজয় রঞ্জন দে ; শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীমঠের অন্যতম সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ; গোকুল মহাবন মঠ হইতে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ; চণ্ডীগড় মঠ হইতে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের নেতৃত্বে শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্ম-চারী, শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী ও ৬০ মূর্ত্তি গৃহস্থভক্ত ; হায়দ্রাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ এবং ভাটিণ্ডা, রোপর, রাজপুরা, অমৃতসর, জলন্ধর, পাঠান-কোট আদি স্থান হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত। বৈষ্ণবগণের সেবার প্রাক্ ব্যবস্থার জন্য চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীদীনার্ত্তিহর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্ম-চারী ও শ্রীগৌরসুন্দর দাস পূর্ব্বেই জম্মুতে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

প্রত্যহ প্রাতে গীতাভবনে, অপরাহ্নে রাণীতালাতে সৎসঙ্গ ভবনে এবং রাত্রিতে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীরামমন্দিরে, ৩০ সেপ্টেম্বর হইতে ২ অক্টোবর পর্য্যন্ত গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে এবং ৩ অক্টোবর হইতে ৫ অক্টোবর পর্য্যন্ত গ্রীণ বেল্টস্থিত রমণীয় শ্রীমঙ্গলেশ্বর মন্দিরে ধর্ম্মসম্মেলন হয়। প্রাতে অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তি-কুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহা-রাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বৈভব অরণ্য মহারাজ।

১১ আশ্বিন, ২৮ সেপ্টেম্বর রবিবার ও ১৮ আশ্বিন ৫ অক্টোবর রবিবার গীতাভবন হইতে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া জম্মু সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় স্থানীয় প্রসিদ্ধ মন্দির শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ মোটরযানে উপবিষ্ট হইলে ভক্তগণ তাঁহার অনুগমনে সমস্ত রাস্তা উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। নগর-সংকীর্ত্তনে ভক্তগণের উল্লাস দেখিয়া পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সন্ত মহারাজ ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও রঘুনাথ মন্দিরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ-সীতাদেবী শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে আবেগভরে কিয়ৎ াল নৃত্যকীর্ত্তন করিলে ভক্তগণ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীরাসবিহারী দাসের (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র)-গৃহে ; গীতাভবনের নিকটবর্ত্তী শ্রীমুলুকচাঁদের গৃহে, মঠাশ্রিত ভক্ত শেঠ শ্রীফকিরচাঁদের বাসভবনে ও শ্রীনিউ ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাস এলাকায় শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর (শ্রীস্বদেশ শর্ম্মার) গৃহে বিভিন্নদিনে পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্রের গৃহে তিনি, তাঁহার জননী, ভগ্নী, বাটীস্থ সকলে মৃদঙ্গ-করতাল আদি সহযোগে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ও শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের রচিত গুরু ও বৈষ্ণব-মহিমাত্মক বাংলা গীতি সুমধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়া শুনাইলে বঙ্গদেশীয় ভক্তগণ বিস্মিত হন ও আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সন্ত গোস্বামী মহারাজ হৃদ্‌রোগের অসুবিধা লইয়া জম্মুতে আসায় তাঁহার সেবাশুশ্রূষার সৌকর্য্যার্থে তাঁহার বাসস্থানের ব্যবস্থা গীতাভবনে না করিয়া তন্নিকটবর্ত্তী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শেঠ শ্রীমদন-লালজীর বাসভবনে করা হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের শিষ্যগণও তথায় অবস্থান করেন। শেঠ মদনলালজী পূজনীয় মহারাজের যাবতীয় সেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ প্রভৃতি ছয় মূর্ত্তি ৫ অক্টোবর এবং শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ আদি তিনমূর্ত্তি ৬ অক্টোবর হিমগিরি এক্সপ্রেসে কলিকাতা যাত্রা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দসহ ৬ অক্টোবর জম্মু হইতে যাত্রা করতঃ চণ্ডীগড় ও দিল্লী হইয়া ১২ অক্টোবর কলিকাতা মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা		১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত	,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,,	,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,,	,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,,	,,	২৫.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,	,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,	,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,	,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী—	ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ	,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)	,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode	,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত—	,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) —	,,	২৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) —	,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত —	,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — —	,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র —	,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত—	,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনাবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত—	,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান :—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৬শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৯৩ | ১০ম সংখ্যা
১৬ কেশব, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ২ ডিসেম্বর ১৯৮৬

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

স্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, কটক

সময়—শ্রীহরিবাসর, ২৫শে আষাঢ় ১৩৩৪ ; ১০ই জুলাই, ১৯২৭

ওঁ নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

—এই শ্লোকটী ব'লে একদিন শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-বন্দনা ক'রেছিলেন। হে কৃষ্ণ, তোমাকে আমি নমস্কার করি। তোমার নাম—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য', রূপ—'গৌর', গুণ—'মহাবদান্যতা', লীলা—'কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান'; এইরূপ কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। শ্রোতা কে? —শ্রীগৌরসুন্দর। আর বক্তা কে? —শ্রীরূপগোস্বামী।

তৃতীয় ব্যক্তি—আমার মত একজন দাম্ভিক একথা শুন্‌লে। নিরহঙ্কার প্রকাশ কর্‌ছেন কে? —শ্রীচৈতন্য-দেব। তিনি কে? তাঁ'র কথা আমি বলি—তিনি বলেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

কেহ যদি মহাপ্রভুর নিকট এসে বলেন,—"আপনি ব্রজেন্দ্র-নন্দন" তখন তিনি কাণে হাত দেন; বলেন,—কৃষ্ণকে "কৃষ্ণ" ব'ল্‌তে হয়, আমি ক্ষুদ্র জীব, আমাকে তা' ব'ল্‌তেই নেই। হরিকীর্ত্তন কা'র দ্বারা সম্ভব? যাঁ'র চারপ্রকার গুণ দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—(১) তৃণাদপি-সুনীচতা। তৃণ—গো-গর্দ্দভ-মানব সকলের দ্বারাই পদ-দলিত হয়—সেই 'তৃণ' অপেক্ষাও আমি ছোট। জগতের যত অহঙ্কারী লোক আছেন, তা'রা যদি নিজদিগকে নিষ্কপটে 'তৃণাদপি-সুনীচ' জানেন, তবেই হয়—তাঁ'দের মুখে 'কৃষ্ণনাম' উচ্চারিত হ'তে পারে।

কৃষ্ণনাম-উচ্চারণকারীই মহাভাগ্যবান্—

"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥"

—ভাঃ ২।১।১১

[হে রাজন্, যাঁহারা সংসারে নির্ব্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাঁহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাঁহারা আত্মারাম যোগিপুরুষ, সকলের পক্ষেই হরির

নাম-গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিনটী পরম সাধন ও সাধ্য ব'লিয়া পূর্ব্ব আচার্য্যগণ-কর্তৃক নির্ণীত হইয়াছেন।]

হরিকীর্ত্তনকারীর আর একটী গুণ—(২) পরম সহিষ্ণুতা। আর একটী গুণ (৩) অমানিত্ব। কীর্ত্তন-কারী—নিরভিমানী—অমানী, তিনি জড়ের কোনও অভিমান করেন না। চতুর্থ গুণ—(৪) মানদত্ব।

নিখিল বিনয়াধারের আদর্শ-প্রদর্শনকারী শ্রীগৌর-সুন্দর—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিনয়-শিক্ষা-দাতা শ্রীগৌর-সুন্দর শুন্‌ছেন শ্রীরূপের মুখে—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

—সকল বুদ্ধিমান লোক মানবের প্রয়োজন-তত্ত্বে 'সর্ব্বোত্তমতা' ব'লে নির্ণয় ক'রেছেন যে চতুর্ব্বর্গকে—সেই চতুর্ব্বর্গকেও ধিক্কার ক'র্‌তে পারে—'কৃষ্ণপ্রেম' বা 'পঞ্চমপুরুষার্থ'। চার প্রকার পুরুষ-প্রয়োজনকেও ধিক্কার ক'র্‌তে পারে—পঞ্চমপুরুষার্থ—'কৃষ্ণপ্রেম'। সেই কৃষ্ণপ্রেমের প্রদাতা তুমি। তুমি 'কৃষ্ণ'—'কৃষ্ণ' হ'য়েও কৃষ্ণপ্রেমের প্রদাতা। তুমি 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নাম-ধৃক্। তুমি গৌরাঙ্গ তুমি মহাবদান্য। যে গৌরসুন্দর জগৎকে 'অমানী' 'মানদ' হ'বার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন—সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব কি প্রকারে রূপগোস্বামীর নিকট নিজ স্তুতি শ্রবণ ক'র্‌লেন ?

আজকার সভায়——

"জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয়॥"

—এমন একজন নির্ঘৃণ্য অধমাধমজনকে সম্মান কর্‌বার ভার নিয়েছেন,—খুব একজন আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তি—প্রবীণ ব্যক্তি—সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁ'র ত' সর্ব্বোত্তমতা আছে ; কিন্তু এমন পশু কে আছে—যে তাঁ'র ন্যায় সর্ব্বোত্তম ব্যক্তির নিকট হ'তে ব'সে ব'সে নিজ-স্তুতি শুন্‌বে ? অত্যন্ত অসৎ—পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিই তা' শুন্‌তে পারে। আমরা সেই রকম একটী অভিযোগ বরণ কর্‌বার ভার গ্রহণ ক'রেছি। সকলে সাধারণ আসন গ্রহণ ক'রেছেন, কিন্তু আমাকে একটা উচ্চ আসন দেওয়া হ'য়েছে—সকলকে জানান হচ্ছে—"zoo-garden-এর (চিড়িয়াখানার) একটা মস্ত জন্তু দেখ—কেমন দাম্ভিক ! এমন মূর্খ—এমন অসৎ—এমন একটা প্রকাণ্ড পশু দেখেছ। ––পুষ্প-মালিকা প্রদান ক'রে-ছেন আবার গলদেশে ! কেমন স্তুতি––বড় বড় লম্বা লম্বা শব্দ বিশেষণ––আত্মজয়গান শুন্‌ছেন––নিজ কাণে ব'সে ব'সে ! মনে মনে আনন্দ হ'চ্ছে––মহা-প্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ কার্য্য কর্‌ছে !" সেইরূপ পশু—মূর্খ—দাম্ভিক কিরূপে সেইরূপ পশুত্ব হ'তে বাঁচ্‌তে পারে ?

আমি একজন প্রধান মূর্খ। 'দাম্ভিক' ব'লে আমাকে কেহ সদুপদেশ দেন না। আমাকে যখন কেউ উপদেশ দেন না, তখন আমিই মহাপ্রভুকে জানা'লাম। তখন ভাব্‌লাম আমার ভারটা তাঁ'র উপরই ছেড়ে দেই—দেখি তিনি আমাকে কি ক'র্‌তে বলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তখন আমাকে ব'ল্লেন,—

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তা'র এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

যাঁ'র "তৃণাদপি সুনীচতা"ই একমাত্র শিক্ষা, তিনি আবার বল্লেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তা'র এই দেশ।"

এখানে স্বয়ং মহাপ্রভু 'হুকুম-ওয়ালা'—তাঁ'র হুকুম—আমারই মত 'গুরুগিরি' কর। —যাঁ'দের দেখ তাঁ'দেরও একথা বল। চৈতন্যদেব ব'ল্‌ছেন,—তা'দিগকে "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ"—একথা বল। লোকের বুদ্ধিহীনতা হ'লে তা'-দিগকে পরিত্রাণ দাও।

একথা যে যে শুন্‌ছে, সে হাত জোড় ক'রে ব'ল্‌ছে—আমি যে একটা পাষণ্ড—অধম, আমি "গুরু" হ'ব ! আপনি ভগবান্, আপনি জগদ্‌গুরু ; আপনি গুরু হইতে পারেন। তা'র উত্তরে মহাপ্রভু ব'ল্‌ছেন,—

"তাহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি—পাবে মোর-সঙ্গ॥"

এক্ষেত্রে কৃষ্ণ-বিস্মৃতির অবসর নাই। যেখানে ১৮০° ডিগ্রি বা ৩৬০° ডিগ্রির কম, সেখানেই কোণের

(angle) উৎপত্তি ; কিন্তু সমতল ভূমিতে বা ৩৬০° ডিগ্রিতে angular vision অর্থাৎ কোণজ দর্শন নাই। ভগবান্ বা ভগবদ্‌বস্তুকে যদি ৩৬০° ডিগ্রির সহিত একটা তুলনা ক'রে দেখান যায়, তা' হ'লে তাঁ'তে কোন প্রকার কোণজ-হেয়তা থাক্‌তে পারে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

প্রথমঃ কিরণঃ—প্রমাণ-নির্দ্দেশঃ

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।'১।।

—ভাঃ ১।১।১

আদৌ বেদপ্রমাণসম্বন্ধে ভগবান্ উদ্ধবম্ [১১।১৪। ৩-১৩]

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ ।।২।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

যৎকৃপয়া প্রবৃত্তোঽহমেতস্মিন্ গ্রন্থসংগ্রহে।
তং গৌরপার্ষদং বন্দে দামোদরস্বরূপকম্ ।।

ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয়া তটস্থা জীবশক্তি এবং ছায়া-প্রকাশস্থলীয়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। জীবশক্তির অন্বয় বা অনুবৃত্তিক্রমে জৈবজগৎ। মায়া-শক্তির অন্বয়ক্রমে জড়জগৎ। জীবের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি বা মিথ্যাভিমানরূপ বিবর্ত্তক্রমে তাঁহার জগৎ-সম্বন্ধ। সুতরাং অন্বয়-ব্যতিরেকবিচারে যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সিদ্ধ হয়।

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব (১০।১৬)। সেই তত্ত্বরূপ অর্থসমূহের মধ্যে জ্ঞ-তত্ত্বস্বরূপ জীবের উপমায় যিনি অভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ।

যিনি পূর্ণশক্তিপরিসেবিত স্বীয় স্বরূপশক্তি-বলে পূর্ণ ও স্বরাট্।

যিনি কৃপা করিয়া আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পণ্ডিতজনেরও দুর্ব্বোধ্য, অতএব মোহজনক বিপুল বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন।

সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি তিন প্রকার অর্থাৎ চিৎসর্গ, জীবসর্গ ও জড়সর্গ। চিৎসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তের স্থল অগ্নি অর্থাৎ তেজ-পদার্থ। অগ্নি অলক্ষিত থাকে। ঘর্ষণাদি কোন ক্রিয়াদ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়। চিদ্ব্যাপার সকলই যথাযথরূপে নিত্য থাকে। ভগবদিচ্ছাক্রমে উদিত হয়। জীবসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল জল শীতলতাক্রমে প্রস্তরবৎ কঠিন এবং উষ্ণতাক্রমে তরল হয়। ভগবৎসূর্য্যকিরণ স্থলীয় তদংশ-কণস্বরূপ জীব ভগবদ্বহির্ম্মুখতাক্রমে বিবর্ত্তধর্ম্মের আশ্রয়ে মায়াবদ্ধ হয়, ভগবৎসাম্মুখ্যক্রমে তরল হইয়া ভগবৎ প্রেম-বিকারে তৎসেবা-সাধনে তৎপর হয়। জড়সর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল মৃত্তিকা। ইহার পরিণাম অর্থাৎ বিনিময়ক্রমে ঘটকুণ্ডলাদি। যাঁহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে পরিণত হইয়া এই ত্রিসর্গ কোন কোন স্থলে বিনশ্বর হইলেও সত্যরূপে উদিত।

শক্তির কার্য্যে অনুগ্রহ করিয়াও যিনি স্বীয় ধাম অর্থাৎ স্বরূপে নিত্য পৃথক্, অপরিণত ও পূর্ণশক্তি ভগবান্ ভক্তজীবের প্রেমাস্পদ।

সেই পরমসত্যস্বরূপ গোলোকব্রজধামপতি শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দময় নাম স্মরণ, কীর্ত্তন ও রূপ, গুণ, লীলা-ধ্যানসাধন দ্বারা আমরা উপাসনা করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-রূপ পরম তত্ত্ব ব্যাখ্যানদ্বারা এই মঙ্গলাচরণ হইল ।।১।।

ভগবান্ কহিলেন,—"হে উদ্ধব! প্রলয়ে বেদ-সংজ্ঞিতা বাণী কালে অদৃশ্যপ্রায় হইয়াছিল। সেই

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্ব্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণ্ন্ সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ ॥ ৩ ॥

তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥
কিং দেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ।
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ ॥ ৪ ॥

যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্ব্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি ॥ ৫ ॥

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে ॥ ৬ ॥

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম্ম যথা রুচি ॥ ৭ ॥

ধর্ম্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্য্যং ত্যাগভোজনম্।
কেচিদ্‌যজ্ঞং তপো দানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্ ॥৮॥
আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দা শুচার্পিতাঃ ॥ ৯ ॥
ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎ তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্ ॥১০॥
অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥ ১১ ॥

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতিমদ্বিনান্যৎ ॥ ১২ ॥

বেদে আত্মরতিধর্ম্ম কথিত ছিল। কল্পারম্ভে ব্রহ্মাকে সেই বেদ আমি বলিয়াছিলাম ॥ ২ ॥

ব্রহ্মার প্রথম পুত্র মনুকে তিনি তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মনু হইতে ভৃগু দিসপ্তমহর্ষি তাহা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

তাঁহাদের নিকটে তাঁহাদের পুত্রসকল, দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রক্ষ ও কিম্পুরুষসকল প্রাপ্ত হইলেন। রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণজাত বহুবিধ প্রকৃতি তাহাদিগকে আশ্রয় করিল ॥ ৪ ॥

সেই বহুপ্রকার প্রকৃতিদ্বারা ভূতসমূহের ও তাহাদের পতিদিগের পরস্পর ভেদ লক্ষিত হইল। যাহাদের যেরূপ প্রকৃতি তদ্রূপ তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ বিচিত্র বাক্যসকল নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

এইপ্রকার প্রকৃতিভেদজনিত মানবদিগের মতও বহুবিধ হইল। গুরুপরম্পরাক্রমে কাহার কাহার মত চলিল। আবার কেহ কেহ পাষণ্ডমতসমূহ বিস্তার করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, বেদশাস্ত্রে বিশুদ্ধভক্তিই শিক্ষিত আছে। বেদবাদীদিগের প্রকৃতিদোষে নানাপ্রকার মত ও বহুপ্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞানের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ বেদই মানবের একমাত্র প্রমাণ ও শিক্ষাগুরু। তাহাতে মতবাদ প্রবেশ করাইয়া শুদ্ধভক্তিশিক্ষা হইতে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচারিত হইয়াছে।

হে পুরুষর্ষভ! আমার মায়াকর্ত্তৃক মোহিতবুদ্ধি পুরুষসকল স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে জীবের শ্রেয়কে অনেক নাম দিয়া ব্যাখ্যা করেন ॥ ৭ ॥

কেহ বলেন—ধর্ম্মই একমাত্র শ্রেয়, কেহ কেহ বলেন—যশই জীবের শ্রেয়, কেহ বলেন—কামই শ্রেয়, কেহ বলেন—সত্যই শ্রেয় ও কেহ বলেন—শম-দমই শ্রেয়, কেহ বলেন—স্বার্থই শ্রেয়, কেহ বলেন—ঐশ্বর্য্যই শ্রেয়, কেহ বলেন—ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসই শ্রেয়, কেহ বলেন—ভোজন অর্থাৎ বিষয়ভোগই শ্রেয়, কেহ বলেন—যজ্ঞই শ্রেয়, কেহ বলেন—তপস্যাই শ্রেয়, কেহ বলেন—দানই শ্রেয়, কেহ কেহ বলেন—ব্রত, নিয়ম ও যমই শ্রেষ্ঠ ॥ ৮ ॥

এই সমস্ত লোকের কর্ম্মবিনির্ম্মিত লোক অর্থাৎ গতিস্থান আদি ও অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য, চরমে দুঃখময়, তমোনিষ্ঠ, ক্ষুদ্র, জড়ময় ও শোকব্যাপ্ত ॥৯॥

হে সভ্য উদ্ধব! বেদের মূল তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা যাঁহারা লাভ করেন তাঁহারা পরম নিত্যস্বরূপ আমাতে আত্মাকে অর্পণ করেন, অতএব তাঁহারা জড়সুখ হইতে নিরপেক্ষ। আমাতে যে সুখলাভ হয়, তাহা কি জড়বিষয়পিপাসুদের হইতে পারে? ১০ ॥

আমার ভক্তসকল অকিঞ্চন অর্থাৎ জড়বিষয়কে বিষয় বলেন না। তাঁহারা দান্ত অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়। তাঁহারা শান্ত অর্থাৎ মন তাঁহাদের বশীভূত। তাঁহারা সমচেতা অর্থাৎ চিন্মাত্রে সমবুদ্ধি ও জড়মাত্রে তুচ্ছবুদ্ধিবিশিষ্ট। তাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া সন্তুষ্টমনা। সকলদিকই তাঁহাদের পক্ষে সুখময় ॥১১॥

আমাতে যাঁহাদের চিত্ত অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পদ, ইন্দ্রপদ, জগতে সার্ব্বভৌমপদ, রসাতলের আধিপত্য, যতপ্রকার জড়ীয় যোগসিদ্ধি আছে তৎসমুদয় এবং আত্মনির্ব্বাণরূপ অপুনর্ভব লইতে ইচ্ছা করেন না। কেবল আমার চিৎসেবাই তাঁহারা প্রার্থনা করেন ॥ ১২ ॥ (ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় পার্ষদপ্রবর শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৮৩

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"সাধুসঙ্গ যদিও প্রথমেই কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল বটে, তথাপি কৃষ্ণপ্রেম জন্মিলেও সেই সাধুসঙ্গই আবার প্রেমের মুখ্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত।"

সাধুসঙ্গের সহিত প্রেমের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সাধন সাধ্য সর্ব্বাবস্থায়ই সাধুসঙ্গ অপরিহার্য্য। যেহেতু

"মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥"
—চৈঃ চঃ ম ২২।৫১

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ঐ পয়ারের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"কর্ম্মকাণ্ডীয় কোন প্রাকৃত সুকৃতিদ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি হয় না। একমাত্র কৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীত অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয়-সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণভক্তি দূরে যাউক, প্রাকৃত বুদ্ধিরূপ সংসার পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না। কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কোন জীবেই মহত্ত্বের সম্ভাবনা হয় না। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র অপ্রাকৃত। প্রাকৃতদর্শনে তাঁহাকে কেহ কেহ 'প্রাকৃত' বলিয়া মনে করিলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃত সমস্ত বস্তু পরিত্যাগী কৃষ্ণভক্তকেই অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ও জীবের একমাত্র প্রার্থনীয় হিতৈষী জানিয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষু হইলেই প্রাকৃত ভোগ আর থাকে না এবং অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয়।"

ব্রাহ্মণবেষী মহাভাগবত ভরত সিন্ধুসৌবীরাধিপতি রহূগণকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বর্ণন-প্রসঙ্গে কহিতেছেন—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥"
—ভাঃ ৫।১২।১২

অর্থাৎ হে রহূগণ, শুদ্ধকৃষ্ণভক্ত মহতের পদরজে অভিষেক ব্যতীত অর্থাৎ তাঁহাদের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি বানপ্রস্থাশ্রমধর্ম্ম তপশ্চর্য্যাদিপালন-দ্বারা (তপঃ চিত্তের একাগ্রতা), বৈদিক কর্ম্ম—দেবার্চ্চনাদিদ্বারা, সন্ন্যাসধর্ম্মপালনদ্বারা, গার্হস্থ্যধর্ম্মপালনদ্বারা, বেদপাঠ দ্বারা অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের উপাসনা দ্বারা লভ্য হয় না। অর্থাৎ মহৎকৃপা ব্যতীত বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিলেও ভগবদ্ভক্তি বা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।

ভক্তরাজ প্রহলাদও পিতা হিরণ্যকশিপুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥"
—ভাঃ ৭।৫।৩২

অর্থাৎ "যাবৎ মানবদিগের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধূলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ তাহা অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।" অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত মহতের কৃপাতেই অনর্থনিবৃত্তি ও তৎফলে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ হয়।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে যে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন, তন্মধ্যে "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥" —এই পাঁচটি অঙ্গকে ভক্ত্যঙ্গসমুদয়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানাইয়াছেন। লিখিয়াছেন—

"সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

* * *

এক অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১২৪, ১২৫ ও ১২৯

এই 'নিষ্ঠা' শব্দটিই বিশেষভাবে বিবেচ্য। নিষ্ঠা ব্যতীত কোন ভক্ত্যঙ্গযজনেই প্রেমোদয় সম্ভাবিত হয় না। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জানাইতেছেন—

"ভজনানুষ্ঠানফলে জীবের অনর্থ নিবৃত্তি হইলেই নিষ্ঠার উদয় হয়। নিষ্ঠা হইতে প্রেমলাভ হয়।"

—চৈঃ চঃ ম ২২।১২৯ অনুভাষ্য

চিত্তবিক্ষেপরহিত সাতত্য বা নৈরন্তর্য্যই নিষ্ঠা-ভক্তির লক্ষণ—'অবিক্ষেপেণ সাতত্যম্'।

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে শ্রীউগ্রশ্রবা সূত গোস্বামী শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন—ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিসম্পন্ন বিবেকবান্ মনুষ্যগণ সাধুগুরুমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণে রুচিবিশিষ্ট হইয়া নিরন্তর সেই কৃষ্ণকথা ধ্যানরত হন। সেই কৃষ্ণকথানুস্মরণরূপ খড়্গযুক্ত হইয়াই তাঁহারা 'গ্রন্থি-নিবন্ধনং কর্ম্ম' অর্থাৎ 'বর্ত্তমানজন্মভোগ্যং প্রারব্ধ কর্ম্ম' (ভাঃ ১।২।১৫ বিশ্বনাথ) ছেদন বা ধ্বংস করেন। সুতরাং কোন্ বিবেকী ব্যক্তি কৃষ্ণকথায় রতি বা প্রীতিবিশিষ্ট না হইবেন? অবিদ্যাগ্রস্ত বদ্ধজীব জড়-দেহমনে আত্মবুদ্ধিবশতঃ জড় অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া যে সমস্ত ফলভোগময়ী যাগাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাহাই তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হইয়া পড়ে। মহন্মুখরিত কৃষ্ণকথারতিই ঐ বন্ধন ছেদন করেন। শ্রীগীতা ৩।৯ শ্লোকে শ্রীভগবদুক্তি আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পাই—ভগবদর্পিত নিষ্কাম ধর্ম্মই 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত। সেই যজ্ঞোদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য যাবতীয় কর্ম্মই বন্ধন-স্বরূপ। বিষ্ণ্বর্পিত-ধর্ম্ম ফল-ভোগকামনামূলে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা বন্ধনের কারণ হয়, এজন্য শ্রীভগবান্ 'মুক্তসঙ্গঃ সমাচর' (অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া ভগবদর্পিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর)—বাক্যদ্বারা আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। "এবম্বিধকর্ম্মই ভক্তিযোগের সাধক-স্বরূপ হইয়া ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করতঃ নির্গুণ ভক্তি লাভ করাইবে।" —ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীল সূত গোস্বামী পরবর্ত্তী (ভাঃ ১।২।১৬) শ্লোকে এই কৃষ্ণকথায় কিপ্রকারে রুচির উদয় হয়, তাহা বলিতেছেন—

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥"

অর্থাৎ "হে শৌনকাদি ঋষিগণ, বিষ্ণুতীর্থ পরিক্রমা অথবা সদ্গুরুসেবাফলে এবং সজ্জন কৃষ্ণভক্ত-সেবা দ্বারাই সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধালু এবং ভগবৎকথা শ্রবণাভিলাষিজনের শ্রীহরিকথায় আসক্তির উদয় হয়।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় লিখিতেছেন—"মহৎসেবয়া যাদৃচ্ছিকমহৎ-কৃপাজনিতয়া মহতাং সেবয়া শ্রদ্দধানস্য জাতশ্রদ্ধস্য পুংসঃ পুণ্যতীর্থং সদ্গুরুস্তস্য নিষেবণং চরণাশ্রয়ণং স্যাৎ। তস্মাচ্চ শুশ্রূষোস্তস্য বাসুদেবকথাসু রুচিঃ স্যাৎ।"

অর্থাৎ "ভাগ্যক্রমে মহৎকৃপাজনিতা মহতের সেবাফলে (সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যে) জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির পুণ্যতীর্থ সদ্গুরুচরণাশ্রয় লাভ হয়। তাঁহার নিকট (শুশ্রূষোঃ ভগবৎকথাশ্রবণাভিলাষিণঃ) ভগবৎকথা শ্রবণাভিলাষিজনের ভগবৎকথায় রুচির উদয় হয়! (সর্ব্বতীর্থময় গুরুপাদপদ্মকেও পুণ্যতীর্থ বলা হয়।)"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'বিবৃতি'তে লিখিয়াছেন—"হরিকথায় শ্রদ্ধাবানের রুচি কি প্রকারে উদিত হয়, তন্নিরূপণে শ্রবণকারী বা রুচির গ্রাহকের পক্ষে দুইটি সেব্যবস্তুর সেবা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ই পুণ্যতীর্থ এবং ভগবদ্ভক্তের অধিষ্ঠিত ভূমিও পুণ্যতীর্থ নামে কথিত হয়। এই দুই প্রকার তীর্থ হইতে উদ্দীপনযোগে হরিকথায় রুচি হয়। তীর্থসেবা ব্যতীত রুচ্যুৎপত্তির অপর কারণ মহতের সেবা। 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে

সুরাঃ।' কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্ত সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন হরিজনগণই মহান্।"

শ্রীঅক্রূর শ্রীভগবান্ কৃষ্ণকে স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন—[হে ভগবন্, 'আমার বুদ্ধি বিষয়-বাসনায় যুক্ত থাকায় আমি কাম ও কর্ম্মদ্বারা ক্ষোভিত, বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ-কর্ত্তৃক বিষয়াভিমুখে আকৃষ্যমাণ মনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না।' (ভাঃ ১০ ৪০।২৭)]

"সোহহং তবাঙ্‌ঘ্র্যুপগতোহস্ম্যসতাং দুষ্প্রাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে।
পুংসো ভবেদ্ যর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥"

—ভাঃ ১০ ৪০।২৮

অর্থাৎ "হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, তাদৃশ (উক্ত ভাঃ ১০।৪০।২৭) আমি যে অদ্য অসাধুজনের দুষ্প্রাপ্য ভবদীয় পাদপদ্ম আশ্রয়রূপে লাভ করিয়াছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহই মনে করিতেছি। হে দেব, যৎ-কালে জীবের সংসার-দশার অবসান হয়, তৎকালেই সৎসেবাদ্বারা আপনার প্রতি মতি জন্মিয়া থাকে।"

এস্থলে বেশ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় —ভগবদনুগ্রহের মূলে ভগবদ্ভক্তের অনুগ্রহ রহিয়াছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাই প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিতেছেন— "মদনুগ্রহ এব কদা স্যাৎ তত্রাহ,—হে অব্জনাভ, সদুপাসনয়া হেতুনা যর্হি ত্বয়ি মতিঃ স্যাৎ। সদুপাসনা এব কদা স্যাৎ তত্রাহ,—পুংসো যর্হি সংসরণস্য সংসারস্য অপবর্গঃ অন্তকালঃ স্যাৎ। সংসারান্তকাল এব কদা স্যাৎ ইতি চেৎ যদা যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা স্যাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্। তেন আদৌ যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা ততঃ সংসারনাশারম্ভঃ ততঃ সদুপাসনাৎ কৃষ্ণে মতিরিতি ক্রমঃ।"

অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে—জীব আমার অনুগ্রহ কখন লাভ করে? তদুত্তরে বলা হইতেছে—হে পদ্মনাভ, সদুপাসনা হেতু যখন তোমাতে মতির উদয় হয়। সদুপাসনা কখন হয়? যখন জীবের সংসারের অন্তকাল আসে। সংসারান্তকাল কখন হয়? যখন জীব যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং আদৌ যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা, তাহা হইতে সংসারনাশারম্ভ। সুতরাং সদুপাসনা হেতুই কৃষ্ণে মতি লাভ। ইহাই ক্রম।

শ্রীমুচুকুন্দও তাঁহার স্তবে বলিতেছেন—

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥"

—ভাঃ ১০।৫১।৫৩

অর্থাৎ 'হে অচ্যুত, এইরূপে সংসরণশীল ব্যক্তির যৎকালে বন্ধনদশার শেষ হয়, তখনই সৎসঙ্গম ঘটিয়া থাকে এবং যখন সৎসমাগম হয়, তখনই সাধুজনের পরমগতিস্বরূপ, নিখিল কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা আপনার প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই মুক্তি-লাভ হয়।"

এস্থলেও শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর ব্যাখ্যা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন—ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপা ভক্তকৃপানুগামিনী। বৈষ্ণবতোষণীর ব্যাখ্যা এইরূপ ঃ—

"ননু মৎকৃপাং বিনা সৎসঙ্গমোঽপি ন স্যাদিত্যতো মৎকৃপৈবাদিকারণমস্তু তত্রাহ,—(সদ্গতৌ—) সন্ত এব গতিরাশ্রয়ো যস্য তস্মিন্। স্বেচ্ছাময়স্যেতি (ভাঃ ১০।১৪।২) 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' (ভাঃ ৯।৪।৬৩) ইত্যাদেঃ সদিচ্ছয়ৈব তৎসর্ব্বং প্রবর্ত্ততে ন স্বত ইতি বুধ্যতে। অতস্ত্বৎ কৃপাপি সদনুগতৈবেতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ যদি বল, মৎকৃপা (ভগবৎকৃপা) ব্যতীত সৎসঙ্গও লাভ হয় না, সুতরাং আমার কৃপাই আদি কারণ হউক, তাহাতে বলা হইতেছে—'সদ্গতৌ' অর্থাৎ সাধুরাই যাঁহার আশ্রয়, তাঁহাতে। 'স্বেচ্ছাময়স্য' ইতি অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যহেতু স্বীয় প্রেমিকভক্তগণের দর্শনেচ্ছা বা সেবনেচ্ছাদি যে যে ইচ্ছার উদয় হয়, শ্রীভগবান্ তত্তদিচ্ছা সম্পাদক— ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' ইতি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইলেও ভক্তের নিকট তাঁহার কোনই স্বতন্ত্রতা নাই, তিনি তাঁহার ভক্তইচ্ছা-পরতন্ত্র। সুতরাং ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবানের এইপ্রকার ভক্তপ্রেমাধীনতা বিচার করিলে ভক্তইচ্ছানুসারেই যে তাঁহার সর্ব্ব কর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন কার্য্য করেন না, ইহাই বোধগম্য হইয়া থাকে।

সাধুগণের তিনি পরমাগতি বা প্রাপ্য হইলেও

'ভক্তের হৃদয়ে গোবিন্দের সতত বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম ভক্ত সে পরাণ ॥' তিনি সকলের আশ্রয়-দাতা হইয়াও ভক্তহৃদয়ই তাঁহার পরম প্রিয় বিশ্রাম-স্থল হয়। ভক্তের নিকট তিনি তাঁহার সকল স্বতন্ত্রতা বিসর্জ্জন করেন, ভক্ত তাঁহাকে খাওয়াইলে তিনি খাইবেন, নতুবা তাঁহার খাওয়াই হইবে না। ভক্ত তাঁহাকে উঠাইলে উঠিবেন, বসাইলে বসিবেন, শোওয়াইলে শুইবেন—ভক্তই তাঁহার প্রাণের প্রাণ—যথাসর্ব্বস্ব ধন। সুতরাং ভগবৎকৃপা পাইতে হইলে তাঁহার ভক্তের কৃপাভিখারী—তাঁহার ভক্তের দাসানুদাস হইতেই হইবে। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা—ইহাই তাঁহার শ্রীমুখবাণী। ভগবান্ বলেন—সাধুভক্তরাই আমার হৃদয়খানিকে গ্রাস করিয়াছে, সাধুরাই আমার হৃদয়, আবার আমিই সাধুদের হৃদয়, সাধুরা আমা ছাড়া কাউকে জানে না, আর আমিও সেই সাধু ছাড়া আর কাউকে জানি না। সুতরাং—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

পরমকরুণাময় শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার কল্যাণকল্পতরু নামক গীতিকাব্যে আমাদিগকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে 'বৈষ্ণবপদছায়া' প্রাপ্তির প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন। বৈষ্ণবচরণে গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া নিষ্কপটে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দূরীকরণার্থ প্রার্থনা জানাইলে দীনদয়াল বৈষ্ণবঠাকুর আমার দুঃখের কথা কৃষ্ণকে জানাইবেন। তখন—

"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
মো-হেন পামরপ্রতি হ'বেন সদয় ॥"

ইহাই ভগবৎকৃপা পাইবার প্রকৃত প্রশস্ত রীতি। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্তশেষ তিন সাধনের বল ॥ এই তিন সাধন হৈতে কৃষ্ণকৃপা হয়। পুনঃপুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥"

'পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন' অর্থাৎ যাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন পরমপাবন, এবম্বিধ সজ্জন-সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ তদ্ভক্তমুখে তন্নামরূপগুণলীলা শ্রবণকারী মানবগণের হৃদয়স্থ হইয়া চৈত্ত্যগুরুরূপে তাঁহাদের হৃদয়ের যাবতীয় অমঙ্গলরাশি অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাসনাদি—আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলক শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল যাবতীয় অনর্থরাশি সমূলে ধ্বংস করিয়া দেন। সর্ব্বক্ষণ ভক্তভাগবতের পরিচর্য্যারত হইয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে গ্রন্থভাগবত শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তিপ্রতিকূল অনর্থ-রাশি বিনষ্টপ্রায় হইলে মানবগণের লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপরহিতা নিশ্চলা ভক্তির উদয় হয়। তখনই—সেই নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয়ে রজস্তমোগুণোদ্ভূত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যাদি যাবতীয় ভজনবিঘ্নস্বরূপ অনর্থে অভিভূত না হইয়া মন শুদ্ধসত্ত্বে মগ্ন হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়। এইরূপে ভগবদ্ভক্তিযোগ বা ভগবদ্ভজনপ্রভাবে প্রশান্ত-চিত্ত অতএব কামাদি বাসনাশূন্য সাধকের ভগবত্তত্ত্বা-নুভূতি বা ভগবৎসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ হয়। (শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ 'ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান' বলিতে ভগবৎ সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত লাভ হয়—জানাইয়াছেন।) সুতরাং এই ভগবৎসাক্ষাৎকাররূপ পরম শ্রেয়োলাভের মূলে রহিয়াছে—শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ।

সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মরূপী ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হইলে ভগবৎতত্ত্ববেত্তার হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ অহঙ্কাররূপ মনের শৃঙ্খল বিনষ্ট হয়, অসম্ভাবনাদি রূপ সকল সন্দেহরজ্জুও ছিন্ন হইয়া যায় এবং কর্ম্মরাশি অর্থাৎ সংসারহেতুভূত যাবতীয় কর্ম্মফলভোগবাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১৫-২১ সংখ্যা পর্য্যন্ত সূতোক্ত শ্লোকসমূহের মর্ম্মার্থ আলোচিত হইল। উহার ২১শ শ্লোকটীর অনুরূপ ভাঃ ১১।২০।৩০ সংখ্যক শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণও ভক্তরাজ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদেও (২।২।৮) ঐরূপ মন্ত্র দৃষ্ট হয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত ১।২।২১ শ্লোকের টীকায় চতুর্দ্দশটি অর্থের কথা জানাইয়াছেন ঃ—

"(১) সতাং কৃপা, (২) মহৎসেবা, (৩) শ্রদ্ধা, (৪) গুরুপাদাশ্রয়ঃ। (৫) ভজনেষু স্পৃহা, (৬) ভক্তিঃ, (৭) অনর্থাপগমস্ততঃ। (৮) নিষ্ঠা, (৯) রুচিঃ, (১০) অথাসক্তী, (১১) রতিঃ, (১২) প্রেমাথ, (১৩) দর্শনং। (১৪) হরের্মাধুর্য্যানুভব ইত্যর্থাঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ ॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচরিতামৃতের মধ্য ২৩শ অধ্যায়ে প্রেমভক্তিলাভের যে ক্রমপন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত অভিধেয় সাধনভক্তি—সপ্তমস্তর ও রতি বা

ভাবভক্তি অষ্টমস্তর এবং প্রয়োজন প্রেমভক্তি নবম-স্তররূপে বর্ণন করিয়াছেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে (শ্রবণাদ্যে—পাঠান্তর) হয়
সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা 'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দধাম ॥"

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (পূঃ বিঃ ৪র্থ প্রেমভক্তি-লহরী ১৫-১৬ শ্লোক) গ্রন্থে শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ ঐ ক্রম এইরূপে জানাইয়াছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎক্রমঃ ॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"
—ভাঃ ৩।২৫।২৫

অর্থাৎ "সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে সকল শুদ্ধ হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি-উৎপাদিকা কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্র (অপবর্গ অর্থাৎ) অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে—প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।" এস্থলে 'শ্রদ্ধা' বলিতে শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত—সাধনভক্তি, পরে 'রতি' অর্থাৎ ভাবভক্তি ও শেষে 'ভক্তি' বলিতে 'প্রেমভক্তি' লাভ হয়।

সুতরাং সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-ফলেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। 'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তিঅধিকারী।' 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।' এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সাধুসঙ্গকেই কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল বলিয়াছেন। যদিও ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে—কোন ভাগ্যে জীবের অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হইলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন। এই 'সাধু-সঙ্গ'—সদ্গুরুপাদাশ্রয়। "কোনভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥" —(চৈঃ চঃ ম ২২।৪৫), ইহা বলিবার পরই বলা হইয়াছে—"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়। ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥" (ঐ চৈঃ চঃ ম ২২।৪৯) সুকৃতিকেই 'ভাগ্য' বলা হয়। এই সুকৃতি ত্রিবিধ, যথা—ভক্ত্যুন্মুখী, ভোগোন্মুখী ও ত্যাগ বা মোক্ষোন্মুখী। শুদ্ধভক্তিজনক কার্য্যসমূহই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপাদক, জড়বিষয়ভোগসম্পাদক কার্য্যসমূহই ভোগোন্মুখী সুকৃতিপ্রদ এবং মোক্ষোন্মুখী সুকৃতিপ্রদ কর্ম্মসমূহই মোক্ষোন্মুখী সুকৃতিজনক। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—"সংসার ক্ষয়-পূর্ব্বক স্বরূপধর্ম্ম কৃষ্ণভক্তির উদ্বোধিনী সুকৃতি যখন পুষ্ট হইয়া ফলোন্মুখ হয়, তখনই ভক্ত সাধুসঙ্গে সংসার হইতে উদ্ধার পান এবং কৃষ্ণে তাঁহার রতি উৎপন্ন হয়।" —চৈঃ চঃ ম ২২।৪৫ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(২৮)

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর আবির্ভাবকাল ও স্থান সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্টভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ মহাপুরুষগণের স্থান-কাল নির্ণয় সম্বন্ধে ধ্যান দিলে এইসব বিষয়ের অভাব বিদূরিত হইতে পারে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর পূত-চরিত্র সম্বন্ধে প্রাপ্ত যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ অনুমিত হয় যে, তিনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব-স্থানের নাম জানা না গেলেও ওড়িষ্যায় বালেশ্বর জেলার রেমুণার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এইরূপ উপরি উক্ত বিবৃতিপাঠে জানা যায়। শ্রীল রূপ গোস্বামী-রচিত 'স্তবমালা'র শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত 'স্তবমালা-বিভূষণ' টীকার রচনায় যে সন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টভাবে প্রতীত হয় যে, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের (পলাশী যুদ্ধের) পরেও প্রকট ছিলেন।

ইঁহার বিদ্যাবিলাস-লীলা সম্বন্ধে এইরূপ জানা যায়—ইনি চিল্কাহ্রদের তীরে পণ্ডিতগণের নিবাসস্থল কোনও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ তদ্বিষয়ে পারঙ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর কিছুদিন বেদ অধ্যয়নের পর ইনি বেদান্তের বিভিন্ন আচার্য্যগণ-কৃত ভাষ্যানুশীলনের জন্য মহীশূরে গিয়াছিলেন। তৎকালে ইনি মধ্বাচার্য্যের শুদ্ধদ্বৈত-মতকে যুক্তিসঙ্গত বিচার করিয়া তৎসম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্য হইলেন এবং তত্ত্ববাদীদিগের মঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত শাস্ত্রযুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিলে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

পরে অবশ্য ইনি কান্যকুব্জদেশীয় পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদরের নিকট শ্রীজীব গোস্বামী-কৃত ষট্‌সন্দর্ভ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সর্ব্বোত্তমতা উপলব্ধি করতঃ তাঁহার (শ্রীরাধাদামোদরের) শিষ্য হইয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শিষ্য-পরম্পরায়—শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত—শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু—শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামী—শ্রীনয়নানন্দের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন শ্রীরাধাদামোদর। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীপীতাম্বর দাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপ শ্রুত হয় যে, শ্রীবিদ্যাভূষণ প্রভু বিরক্ত বৈষ্ণবের বেষও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে 'একান্তী গোবিন্দদাস' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

ইনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে জয়পুরে আসিয়া শ্রীল রূপ গোস্বামী-সেবিত শ্রীগোবিন্দজীউর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতঃ বেদান্তের 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের গলতাগাদীতে অন্য সম্প্রদায়ের বিচার নিরাস পূর্ব্বক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। তদবধি ইনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়া 'শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ' নামে খ্যাত হইলেন। এই প্রসঙ্গটী 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকায় ষড়্‌বিংশ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় 'শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর' শীর্ষক শিরোনামায় তাঁহার পূত সংক্ষিপ্ত চরিতামৃতে ১৮৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে।

কথিত হয় যে, ইনি গল্‌তাগাদীতে 'বিজয়গোপাল' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন দুইজন—শ্রীউদ্ধবদাস ও শ্রীনন্দনমিশ্র।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর রচিত গ্রন্থসমূহের একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য—গোবিন্দভাষ্য, (২) সিদ্ধান্তরত্ন, (৩) বেদান্তস্যমন্তক, (৪) প্রমেয়রত্নাবলী, (৫) সিদ্ধান্ত-দর্পণ, (৬) সাহিত্যকৌমুদী, (৭) কাব্যকৌস্তুভ, (৮) ব্যাকরণকৌমুদী (দুষ্প্রাপ্য), (৯) পদকৌস্তুভ, (১০) বৈষ্ণবানন্দিনী (শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের টীকা), (১১) গোপালতাপনী-ভাষ্য, (১২) ঈশাদি-দশোপনিষদ্‌-

ভাষ্য, (১৩) শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্য, (১৪) শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য (নামার্থসুধা), (১৫) শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতটিপ্পনী—'সারঙ্গরঙ্গদা', (১৬) তত্ত্বসন্দর্ভ-টীকা ; (১৭) শ্রীল রূপ গোস্বামীর স্তবমালার—'স্তবমালা-বিভূষণ'-ভাষ্য, (১৮) নাটকচন্দ্রিকাটীকা (দুষ্প্রাপ্য), (১৯) ছন্দঃকৌস্তুভভাষ্য, (২০) শ্রীশ্যামানন্দশতকটীকা, (২১) চন্দ্রালোকটীকা (দুষ্প্রাপ্য), (২২) সাহিত্য-কৌমুদীটীকা—কৃষ্ণানন্দিনী, (২৩) শ্রীগোবিন্দভাষ্য-টীকা—সূক্ষ্মা, (২৪) সিদ্ধান্তরত্নটীকা—'সূক্ষ্মা'। এতদ্ ব্যতীত এইরূপ কথিত হয় যে, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু 'ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী' নামে একটী গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন যাহা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিত 'ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী' হইতে পৃথক্। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিত 'ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী' গ্রন্থে দ্বৈতাদ্বৈত প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু বলদেব-কৃত 'ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী'তে উক্ত প্রসঙ্গ নাই।

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে শুদ্ধ ভাগবত পরম্পরায় অথবা সদ্‌গুরুপরম্পরায়* শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু নিত্য স্মরণীয়। যথা—

বিশ্বনাথ ভক্ত সাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৯৫ পৃষ্ঠার পর]

'রাধাকুণ্ডই সমস্ত ভজনপরায়ণদিগের বাসযোগ্য স্থান। অপ্রাকৃত ব্রজে অপ্রাকৃত জীব অপ্রাকৃত গোপী-দেহ লাভ করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে স্বীয় গুরুরূপা সখীর-কুঞ্জে পাল্যদাসীভাবে অবস্থিতি করতঃ বাহ্যে নিরন্তর নামাশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণের অষ্টকালীয় সেবায় শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত ব্যক্তির ভজনচাতুরী।' —শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীমতী রাধিকার গণের মধ্যে প্রধানা সখী ললিতার অনুগত হইয়া অথবা ললিতাসখীর অনুগতাগণের মধ্যে প্রধানা শ্রীরূপমঞ্জরীর (রূপগোস্বামীর) অনুগতা হইয়া ভজন করাকেই সর্ব্বোত্তম মৃগ্য বলিয়া মনে করেন।

যেস্থানে শ্যামকুণ্ড প্রকটিত হইয়াছেন সেইস্থানে মধ্যদেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র একটি সুন্দর কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্যামকুণ্ডের জল কমিলে এখনও বজ্রনাভ কুণ্ডটি শ্যামকুণ্ডের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্যামকুণ্ডেরই পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে যে তমালবৃক্ষ বিরাজিত আছেন সেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথম উপবেশন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর স্মৃতিসংরক্ষণের জন্য তথায় একটি ছোট মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ভক্তগণ পরিক্রমাকালে তত্রস্থ কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিয়া পাদপীঠ মন্দিরে প্রণতি জ্ঞাপন ও পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রসিদ্ধ ঘাট—

১। **শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপবেশন-ঘাট**— শ্রীশ্যাম-কুণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

২। **ভ্রমর-ঘাট**—মহাপ্রভুর উপবেশন-ঘাটের নিম্নে ও তৎসংলগ্ন।

৩। **অষ্টসখীর ঘাট**—শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে গয়াঘাট ও মহাপ্রভুর উপবেশন-ঘাটের মধ্য-স্থলে।

৪। **গয়াঘাট**—ইহা শ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বতীরে। গোপকূয়া হইতে রাধাকুণ্ডে যাইবার কালে এই ঘাট পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, ব্রজবাসিগণ পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধের জন্য গয়াতে গমন না করিয়া এখানেই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

৫। **শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর ঘাট**—এই ঘাট ললিতাকুণ্ড সঙ্গমের উত্তর-সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত

* কেবলমাত্র কুলগুরুপরম্পরায় শ্রোত্রিয়ত্ব প্রদর্শিত হইলেই সদগুরু হওয়া যায় না ব্রহ্মনিষ্ঠা ব্যতীত। শুদ্ধ ভক্ত বা শুদ্ধ ভাগবতই প্রকৃত সদ্‌গুরু।

রহিয়াছে। ঘাটের পূর্ব্বভাগে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর ভজন-কুটীর।

৬। **পঞ্চপাণ্ডব-ঘাট**—শ্যামকুণ্ডের উত্তর-তীরে এবং মানস-পাবন-ঘাটের সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

৭। **মানস-পাবন-ঘাট**—শ্রীশ্যামকুণ্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ইহা শ্রীরাধিকার মধ্যাহ্ন-স্নানের স্থান বলিয়া কথিত।

৮। **গোবিন্দ-ঘাট**—শ্রীরাধাকুণ্ডের পূর্ব্বতটে বিরাজিত।

৯। **ঝুলনবট-ঘাট**—ইহা শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম-তটে অবস্থিত। ঘাটের উপরিভাগে একটি বটবৃক্ষ আছে। তথায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলন হইয়া থাকে।

১০। **জাহ্নবাঘাট**—এই ঘাট শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তর তীরে। শ্রীজাহ্নবা-ঠাকুরাণী যে সময় শ্রীরাধা-কুণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন, তখন এইস্থানে উপবেশন ও এই ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন,—এইরূপ কিংবদন্তী আছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর রাধা-কুণ্ডকে রাধারাণীর অভিন্নস্বরূপ দর্শনে পূজ্যবুদ্ধিহেতু কখনও রাধাকুণ্ডে অবগাহন স্নান করেন নাই, রাধা-কুণ্ডকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ তাঁহার জল মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। নিজেন্দ্রিয়তর্পণপর কামময় চিত্তবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে রাধাকুণ্ডের অপ্রাকৃতস্বরূপ দর্শন হয় না, সেখানে তাহাদের যে বাহ্যস্নানক্রিয়া তাহা অপ্রাকৃত ভূমিকায় স্থিত ভক্ত-গণের অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ড-স্নান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন,—'বিষয়িগণের কথা দূরে থাকুক দাস-সখা-বৎসল-রসাশ্রিত ভক্তগণেরও রাধা-কুণ্ড-স্নান দুর্ল্লভ'। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ নিজ নিজ যোগ্যতা ও অধিকার অনুসারে শ্যামকুণ্ডে ও রাধাকুণ্ডে অবগাহন স্নান বা জলস্পর্শাদি করিয়াছেন। স্নানক্রিয়া সমাপনের পর ভক্তগণ রাধাকুণ্ডতটে সন্ধ্যা, জপ, স্তবাদি করিলেন। তৎপরে সকলে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী সমাধিস্থানে উপনীত হইয়া বৈষ্ণবকৃপাপ্রার্থনা-মূলক কীর্ত্তনসহকারে সমাধিমন্দির পরিক্রমা করি-লেন। সেখানে বৈষ্ণবগণকে চিড়া, চিনি জলখাবার দেওয়া হয়। ভক্তগণ তৎপূর্ব্বে শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠে বসিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণকালে বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে 'রাধাকুণ্ড তট কুঞ্জকুটীর ··· ··· ···' আদি মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া আনন্দলাভ এবং তথায় ব্রজবাসী পাণ্ডা প্রদত্ত মাধুকরী প্রসাদ পাওয়ার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

কুসুম সরোবর ঃ—কুসুম সরোবর 'সুমনঃ-সরোবর' নামেও পরিচিত। কুসুমের সংস্কৃত নামান্তর —'সুমনস্'। শ্রীরাধাকুণ্ডের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুসুম সরোবর অবস্থিত। কথিত হয়, এই স্থানে কুসুম চয়নের ছলে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইত। সরোবরের পশ্চিমতটে শ্রীবলদেবের দুইটী মন্দির বিরাজমান। সরোবরের পশ্চিম-দক্ষিণাংশে শ্রীউদ্ধবের মন্দির। কুসুম সরো-বরের নিকট বজ্রাঙ্গজী অধিষ্ঠিত আছেন।

—শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ

'দেখহ কুসুম সরোবর এই বনে।
দোঁহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুম চয়নে॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬০৮

নারদকুণ্ড ঃ—কুসুম সরোবরের পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে নারদকুণ্ড অবস্থিত। শ্রীবৃন্দাদেবীর উপদেশানুসারে দেবর্ষি নারদ এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। কুণ্ডের পশ্চিমতটে একটি মন্দিরে নারদের শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন।

'এই যে নারদকুণ্ড নারদ এথাতে।
তপ করি কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে॥
মুনি-মনোরথ ব্যক্ত পুরাণে অশেষ।
মনোরথ-সিদ্ধি-হেতু বৃন্দা উপদেশ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬০৯-৬১০

অধিক বেলা হওয়ায় ভক্তগণ বড় রাস্তায় ও নারদকুণ্ডগামী ছোট কাঁচা রাস্তা জংশনে নারদকুণ্ডের উদ্দেশ্যে প্রণাম করেন।

দানঘাটি ঃ—

'অহে শ্রীনিবাস, এই দানঘাটিস্থান।
রসিকেন্দ্র কৃষ্ণ এথা সাধে গব্যদান॥
এইস্থানে শ্রীচৈতন্য সঙ্গের বিপ্রেরে।
জিজ্ঞাসেন দান প্রসঙ্গাদি ধীরে ধীরে॥
দান প্রসঙ্গাদি বিপ্র কহিল বিবরি'।
শুনি হর্ষে মন্দ মন্দ হাসে গৌরহরি॥'

* * * *

'দানঘাট পরম নির্জ্জন স্থান হয়।
দানঘাট নাম কেহ 'কৃষ্ণবেদী' কয় ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬৬১-৬৩, ৬৬৭

কৃষ্ণলীলাতে কৃষ্ণ ও তাঁহার পক্ষের সখাগণ এবং শ্রীমতী রাধারাণী ও তাঁহার পক্ষে গোপীগণের মধ্যে যে প্রেমকোন্দল তাহা ব্রজলীলা মাধুর্য্যের চমৎকারিতা প্রতিপন্ন করে। প্রবল ঝগড়ার মধ্যে প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায় না। এইরূপ প্রেমমাধুর্য্যের চমৎকারিতা ব্রজ-ব্যতীত অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এক সময়ে শ্রীবসুদেব বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণের শান্তি কামনা করিয়া গর্গঋষির জামাতা ভাগুরীকে প্রতিনিধি-রূপে নিয়োগ করতঃ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের নিম্নে অবস্থিত গোবিন্দকুণ্ডের তটে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের কথা চারিদিকে প্রচারিত হইলে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধারাণী গুরুবর্গের আজ্ঞাক্রমে সখীগণসহ নবনী বিক্রয়ের জন্য উক্ত যজ্ঞমণ্ডপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বেই উহা জানিতে পারিয়া গোবর্দ্ধনে দানঘাটের রক্ষকরূপে রাধারাণী ও গোপীগণের নিকট হইতে শুল্ক আদায়ের জন্য সখা-গণসহ রাস্তা আট্‌কাইয়া বসিলেন। যে স্থানে বসিলেন তাহাকে 'কৃষ্ণবেদী' বলে। শ্রীমতী রাধিকা সখীগণ-সহ তথায় পৌঁছিলে শ্রীকৃষ্ণ দানী সাজিয়া তাঁহাদের নিকট রাজা মদনের প্রাপ্য দ্রব্যাদি শুল্করূপে দিবার জন্য দাবী করিলেন। এই লইয়া উভয়ের মধ্যে তুমুল বাদ-বিসম্বাদ ঝগড়া আরম্ভ হইল। কৃষ্ণ সখাগণকে লইয়া রাস্তা অবরোধ করিয়া রাখিলেন, গব্য না দেওয়া পর্য্যন্ত রাধারাণী গোপীগণকে যাইতে দিবেন না। অবশেষে ঝগড়া যখন চরম সীমানায় উপনীত হইয়াছে, তখন পৌর্ণমাসীর মধ্যস্থতায় কোন প্রকারে বাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি হইল।

এই লীলার অনুকরণে আজও ব্রজবাসী পাণ্ডাগণ দানঘাটীতে কাপড় মেলিয়া পরিক্রমার যাত্রিগণের নিকট হইতে জোর করিয়া শুল্ক আদায় করেন। তবে এখানে ব্রজবাসী পাণ্ডাগণ কৃষ্ণের সখা কিনা এবং পরিক্রমাকারী যাত্রিগণ সকলে গোপী কি না তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ পাণ্ডাগণ প্রণামী আদায়ের জন্য ঐরূপ করিয়া থাকেন এবং ভক্তগণও চিরাচরিত প্রথানুসারে ব্রজবাসীর সেবার জন্য প্রণামী দিয়া থাকেন। গিরিরাজের উপরে দানী-রায়ের মন্দির আছে। শ্রীরূপগোস্বামীর রচিত দান-কেলিকৌমুদীতে এই লীলাটি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

'ঘট্টক্রীড়া কুতুকিতমনা নাগরেন্দ্রো নবীনো
দানী ভূত্বা মদননৃপতের্গব্যদানচ্ছলেন।
যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংরুরোধ
শ্রীগান্ধর্ব্বাং নিজগণবৃতাং নৌমি তাং কৃষ্ণবেদীম্ ॥'
—শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী রচিত স্তবাবলী

'ঘাটে দানগ্রহণ-ক্রীড়ায় কুতূহলাক্রান্তচিত্ত হইয়া নবীন নাগররাজ কৃষ্ণ যেই ঘাটে প্রাতঃকালে দানী সাজিয়া চারিদিকে সখাগণপরিবেষ্টিত হইয়া রাজা মদনের প্রাপ্য দুগ্ধাদির অংশ (তোলা) গ্রহণ-ছলে নিজগণবেষ্টিত শ্রীরাধাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণবেদীকে স্তুতি করিতেছি।' (ক্রমশঃ)

বামনাবতার

দশাবতারের মধ্যে পঞ্চম বামনাবতার। লীলা-বতার অসংখ্য, তন্মধ্যে মুখ্য ২৫ মূর্ত্তি লীলাবতারের মধ্যে অষ্টাদশ অবতার শ্রীবামনদেব। 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' পত্রিকায় পূর্ব্বে মৎস্যাবতার বর্ণনপ্রসঙ্গে লীলাবতারসমূহ লিখিত হইয়াছে। দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের আদি চতুর্ব্যূহ, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রাভববিলাস। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি বৈকুণ্ঠস্থ নারায়ণেরও চতুর্ব্যূহ আছেন—ইহাকে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ বলা হয়। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের প্রত্যেকের তিন তিন মূর্ত্তি আছেন, তন্মধ্যে প্রদ্যুম্নের মূর্ত্তি ত্রিবিক্রম, বামন ও শ্রীধর। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের তিন তিন করিয়া বার মূর্ত্তি বার মাসের অধিদেবতা।

আষাঢ় মাসের অধিদেবতা শ্রীবামনদেব। বৈষ্ণবগণের দ্বাদশ অঙ্গে যে দ্বাদশ হরিমন্দির রচনা করা হয়, তাহার বামপার্শ্বস্থ (বামকুক্ষিস্থ) হরিমন্দিরে বামনদেবের অধিষ্ঠান। পরব্যোমস্থ চতুর্ব্যূহ এবং তাঁহার বিংশতি-মূর্ত্তি বিলাসবিগ্রহগণের অন্তর্ভেদ রহিয়াছে। শ্রীবামনদেব শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর। মথুরাতে কেশব, নীলাচলে জগন্নাথ, প্রয়াগে মাধব, মন্দারে মধুসূদন, আনন্দারণ্যে বাসুদেব-পদ্মনাভ-জনার্দ্দন, বিষ্ণুকাঞ্চীতে বরদরাজ-বিষ্ণু, মায়াপুরে হরি—এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডে বামনদেবেরও অধিষ্ঠান আছে। ব্রহ্মার একদিনে বা এক কল্পে চৌদ্দ মন্বন্তর (এক মন্বন্তর—একাত্তর চতুর্যুগ)। চৌদ্দ মন্বন্তরে ভগবানের চৌদ্দটী অবতারকে মন্বন্তর-অবতার বলা হয়। বৈবস্বত বা সপ্তম মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতার—শ্রীবামনদেব।

শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি বামনদেবের আবির্ভাব, বলির নিকট হইতে ত্রিপাদভূমি যাচঞাচ্ছলে ত্রিলোক অধিকার এবং পরে তাঁহাকে সুতলপুরী-প্রদান-প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এখানে বিষয়টীর সংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইল। চৌদ্দমনুর (স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত-শ্রাদ্ধদেব, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্ম-সাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্র-সাবর্ণি) বর্ণনপ্রসঙ্গে শুকদেব গোস্বামী অষ্টম মন্বন্তরে সাবর্ণি মনুর রাজত্বকালে বলি-বামনদেব প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন। যেকালে অসুরগণের প্রধান বলি মহারাজ ছিলেন, সেকালে দেবাসুর সংগ্রামে দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক বলিমহারাজ এবং তাঁহার প্রধান সেনাপতিগণ নিহত হইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অসুরবংশ সমূলে ধ্বংস করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া অসুরগণকে সংহার করিতে লাগিলে লোকপিতামহ ব্রহ্মা উহা জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে উক্ত গর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য নারদ ঋষিকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রের অসুর-নিধন-কার্য্য বন্ধের জন্য ব্রহ্মার আদেশ নারদ ঋষি দেবরাজ ইন্দ্রকে জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

অসুরকুলের পুরোহিত শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা বলি মহারাজকে, তাঁহার প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে এবং অনেক অসুরসৈন্যকে জীবিত করিলেন। শুক্রাচার্য্য অসুরগণের হিত কামনা করিয়া বলি মহারাজকে ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণের দ্বারা 'বিশ্বজিৎ যজ্ঞ' সম্পন্ন করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। বলি মহারাজ গুরুদেবের আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য যজ্ঞের উপায়নসমূহ সংগ্রহ করিয়া দিলে শুক্রাচার্য্য ও ভৃগু-বংশীয় ব্রাহ্মণগণ যথারীতি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। যজ্ঞ হইতে অক্ষয় তূণ আদি বহু অস্ত্রশস্ত্র উত্থিত হইল। মন্ত্রের প্রভাবে বলি মহারাজ মহাতেজস্বী ও দুর্দ্ধর্ষ হইলেন। ক্রমশঃ তিনি অসুরসৈন্য লইয়া স্বর্গরাজ্য অবরোধ করিলেন। দেবতাগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে এই সংবাদ জানাইলে দেবরাজ ইন্দ্রও সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি বলি মহারাজের অত্যদ্ভুত তেজ দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্যতা পর্য্যন্ত ইন্দ্রের থাকিল না, যুদ্ধ করিবেন কি করিয়া! দেবরাজ ইন্দ্র চিন্তিত ও ভীত হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট দ্রুত আসিয়া অসুরগণের অত্যদ্ভুত প্রভাবের কথা জানাইলেন। অসুরগণের এইরূপ অসাধারণ শক্তিলাভের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে দেবগুরু বৃহস্পতি বলিলেন—'শ্রীহরিপ্রিয় ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ বলি মহারাজের পক্ষে আছেন। তাঁহাদের কৃত যজ্ঞের দ্বারা বলি মহারাজ শক্তিশালী হইয়াছেন। এখন তোমরা যুদ্ধ করিতে গেলে জয় লাভ করিতে পারিবে না, তোমরা পর্য্যুদস্ত হইবে। এইজন্য তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ, তোমরা স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তরীক্ষে গোপনে অবস্থান কর।' অনন্তর গুরু বৃহস্পতির পরামর্শানুযায়ী দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবতাগণ স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করতঃ অন্তরীক্ষে লুক্কায়িতভাবে থাকিলেন। দেবমাতা অদিতি* পুত্র-গণকে রাজ্যচ্যুত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া আহারাদি পরিত্যাগ করতঃ বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সর্ব্বক্ষণ শোকসন্তপ্তা থাকায় গৃহ-কার্য্যে ঔদাসীন্যবশতঃ কুটীরটী শ্রীহীন হইয়া পড়িল এবং তিনি নিজেও দিন দিন কৃশা হইতে লাগিলেন। তপস্যায় রত পতি কশ্যপ ঋষির প্রত্যাগমনের অপেক্ষায়

* অদিতি—কশ্যপ ঋষির দুই পত্নী—অদিতি ও দিতির গর্ভজাত সন্তান দেবতা ও অসুরগণ পরস্পর সম্বন্ধে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

অদিতি ব্যাকুলান্তঃকরণে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বহুকাল বাদে কশ্যপ ঋষি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি কুটীরটী শ্রীহীন এবং পত্নীকে কৃশা ও মলিনা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পত্নীকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পত্নী অদিতি রোদন করিতে করিতে পতিকে বলিলেন—'আমার পুত্রগণকে অসুরগণ স্বর্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। আপনার পাদপদ্মে এই প্রার্থনা—আপনি অসুরগণকে বিতাড়িত করিয়া যাহাতে আমার পুত্রগণ স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পায়, তাহার ব্যবস্থা করুন। যতদিন না পুত্রগণ স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পাইবে, ততদিন আমার শোক দূরীভূত হইবে না।' পত্নীর অনুচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পত্নীকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য কশ্যপ ঋষি তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি পত্নীকে বলিলেন—'দেবতাগণ আমাদের মিত্র এবং অসুরগণ শত্রু—এইরূপ শত্রু-মিত্র ভেদদর্শন ভগবন্মায়ামোহিত ব্যক্তিগণেরই হইয়া থাকে। ভগবদ্বিস্মৃত ব্যক্তির নিজ স্বরূপসম্বন্ধে ও অপরের স্বরূপসম্বন্ধে বিপর্য্যয় বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়। ভগবৎ সম্বন্ধে সকলের সহিতই আমাদের প্রীতিসম্বন্ধ রহিয়াছে। শুদ্ধজ্ঞানময় দর্শনে শত্রুদর্শন নাই। তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ, তুমি দেহগত মিথ্যা ও কল্পিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির আরাধনায় সর্ব্বতোভাবে ব্রতী হও।' অদিতিমাতা পতির নিকট অতিশয় জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ এবং সবকিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়াও পতির নিকট পুত্রগণ যাহাতে স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পায়, তাহার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। পুত্রগণ স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত কোনপ্রকার তত্ত্বোপদেশের দ্বারা তাঁহার চিত্তে শান্তি আসিবে না। অদিতি মাতার উক্তির দ্বারা অনুমিত হইতে পারে—তিনি মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় মায়ামোহিত অবস্থায় পুত্রস্নেহে আতুর হইয়া পুত্রগণের স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য ঐরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন, বস্তুতঃ ঘটনা তাহা নহে। শ্রীভগবানের কশ্যপ ঋষি ও অদিতিমাতাকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা হওয়ায় অদিতিমাতার হৃদয়ে প্রেরণা দিয়া এইরূপ বলাইতেছেন। কশ্যপ ঋষি উহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া পত্নীকে বলিলেন—'দেবতাগণ স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পায়, এইরূপ অভিপ্রায়ই যদি তোমার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমাকে 'কেশবতোষণব্রত' পালন করিতে হইবে দ্বাদশ দিবস পয়ঃপানব্রত ধারণ করিয়া। কেশব ব্যতীত অপর কেহ তোমার এই ইচ্ছা পূর্ত্তি করিতে পারিবেন না।' কশ্যপ ঋষি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অদিতিমাতা কঠোর বৈরাগ্যের সহিত যথারীতি পয়োব্রত ধারণ পূর্ব্বক কেশবতোষণব্রত সমাপন করিলেন। ব্রত সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্ অদিতিমাতাকে দর্শন দিলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—তিনি যথাসময়ে শুভক্ষণে তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ত্তি করিবেন। তৎপর শুভকাল সমুপস্থিত হইলে ভগবান্ কশ্যপ ঋষির হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। কশ্যপ ঋষি দীক্ষা বিধানের দ্বারা উক্ত ভগবজ্জ্ঞান অদিতিকে প্রদান করিলেন। ভগবান্ প্রথমে অদিতির হৃদয়ে পরে গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। ভগবান্ আবির্ভূত হইবেন বুঝিতে পারিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণ আসিয়া অদিতির গর্ভস্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রবণা দ্বাদশীতিথিতে অভিজিৎ নক্ষত্রের সংযোজন হইলে অতীব শুভক্ষণ পাইয়া ভগবান্ অদিতির গর্ভ হইতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্যামসুন্দর পীতাম্বর নারায়ণরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। কশ্যপ ঋষি ও অদিতিমাতা দেখিলেন—ভগবান্ চতুর্ভুজরূপে তাঁহাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিকরূপে বটুবামনরূপ ধারণ করিলেন। অপূর্ব্ব বামনরূপ দর্শন করিয়া কশ্যপ ঋষি ও অদিতিমাতা পরমানন্দিত হইলেন এবং পুত্রস্নেহে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। পুত্রের জাত-ক্রিয়াদি যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হইল। কশ্যপ ঋষি ও অদিতিমাতার দ্বারা পালিত হইয়া উপনয়ন সংস্কারের বয়স প্রাপ্ত হইলে মহাসমারোহে বামনদেবের উপনয়ন-সংস্কার-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। উপনয়নকালে বামনদেবকে স্বয়ং সূর্য্যদেব সাবিত্রী উপদেশ, বৃহস্পতি—যজ্ঞসূত্র, কশ্যপঋষি—মেখলা, পৃথিবী—কৃষ্ণাজিন, বনস্পতি সোম (চন্দ্র)—দণ্ড, মাতা অদিতিদেবী—কৌপীন বসন, স্বর্গ—ছত্র, ব্রহ্মা—কমণ্ডলু, সপ্তর্ষিগণ—কুশ, সরস্বতী—অক্ষমালা, কুবের—ভিক্ষাপাত্র এবং সাক্ষাৎ জগন্মাতা ভগবতী ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

বলি মহারাজ নর্ম্মদা নদীর তীরে ভৃগুকচ্ছক্ষেত্রে যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি মহাদাতা

ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ দান গ্রহণের জন্য বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলীর উদ্দেশ্যে গমন করিলেন। উপনয়ন-সংস্কারের পরে সংস্কৃত ব্যক্তি ভিক্ষা করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা থাকায় বামনদেব উপনয়ন সংস্কারের পর দণ্ড কমণ্ডলু ছত্রাদি ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষার জন্য বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলীর দিকে যাইতে লাগিলেন। বামনদেব ছত্র ধারণ করিয়া চলিতে থাকায় খর্ব্বাকৃতি বশতঃ ছত্রের দ্বারা আবৃত হওয়ায় প্রথমতঃ ব্রাহ্মণগণ দূর হইতে দর্শন করিয়া মনে করিলেন একটি ছত্র চলিতেছে, তাহাতে তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন একটি খর্ব্বাকৃতি ব্রাহ্মণবালক যাইতেছেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে পশ্চাতে ফেলিতে পারিলেন না। বামনদেব তাঁহাদিগকে নিজ-মায়ায় মোহিত করিয়া সর্ব্বাগ্রে বলি মহারাজের যজ্ঞ-স্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বামনদেবের শুভাগমনে তাঁহার মহাজ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির প্রভায় যজ্ঞস্থলীর যজ্ঞাগ্নি নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। একজন মহান্ পুরুষ আসিয়াছেন মনে করিয়া বলি মহারাজ, ঋত্বিকগণ এবং যজ্ঞে উপস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। বলি মহারাজ বটু বামনকে কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম এবং তাঁহার পাদধৌত জল মস্তকে ধারণ করিলেন। বামনদেবের যথাবিহিত পূজা সম্পাদন করার পর বলি মহারাজ বামনদেবকে এইরূপ বলিলেন—'আপনি আমার নিকট নিশ্চয়ই 'প্রার্থী' রূপে আসিয়াছেন। আপনি রাজ্য—সাম্রাজ্য, যাহা চাহিবেন, তাহাই আমি আপনাকে দিব। যদি আপনি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন, আপনার মনোবৃত্তির অনুসারিণী সুলক্ষণা কন্যাও দিব।' বটুবামন তদুত্তরে বলিলেন,—'আপনার অতিশয় মহিমান্বিত বংশের পূর্ব্বপুরুষগণকে আমি জানি। আপনি অদ্বিতীয় বীরদ্বয় হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনার পিতামহ প্রহলাদ মহারাজ মহাভাগবত—যাঁহার স্মরণমাত্রেই জীব পবিত্র হয়। আর আপনার পিতৃদেব বিরোচন কখনও প্রার্থী ব্রাহ্মণকে পরাঙ্মুখ করেন নাই। তিনি সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণকে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে বাক্য দিয়া বাক্য লঙ্ঘন করেন নাই। আপনিও বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না, ইহা আমি জানি। আপনার নিকট আমি ত্রিপাদভূমি যাচঞা করিতেছি।' বলি মহারাজ তচ্ছ্রবণে মৃদুহাস্যসহকারে বলিলেন—'আপনি আমার পূর্ব্বপুরুষগণের মহিমা বর্ণন করিলেন যাহা আমারও অজ্ঞাত, কিন্তু আমার নিকট অতি তুচ্ছবস্তু যাচঞা করিলেন। এখন দেখিতেছি আপনি বটুবামন, আপনার বুদ্ধিও তদ্রূপ। আপনার ক্ষুদ্র চরণবিশিষ্ট ত্রিপাদভূমিতে আপনার কি হইবে? আপনি 'আমি কে' তাহা জানেন কি? আমি ত্রিলোক-পতি, আমি ইচ্ছা করিলে আপনাকে জম্বুদ্বীপ দিতে পারি। আমার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিয়া আপনি অপরের নিকট প্রার্থী হইলে আমার 'দাতা' নামে কলঙ্ক রটিবে। এইজন্য আমার প্রার্থনা আপনি পুনরায় এ বিষয়ে বিবেচনা করুন।'

শ্রীবামনদেব তখন বলিলেন,—'আমি জানি আপনি ত্রিলোকপতি, আপনি অনেক কিছু দিতে পারেন। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ব্রাহ্মণ অধিক বিষয় আকাঙ্ক্ষা করিলে ব্রাহ্মণের তেজ নষ্ট হয়। বিষয় আকাঙ্ক্ষার কখনও নিবৃত্তি হয় না। আপনি আমাকে জম্বু-দ্বীপ দিলে আমার পৃথিবী পাইবার আকাঙ্ক্ষা হইবে, তৎপরে রসাতল, স্বর্গ, ব্রহ্মপদবী ইত্যাদি, ইহার শেষ নাই। আত্মার পক্ষে অনাত্মবস্তু অপ্রয়োজনীয়। আমি আপনার প্রদত্ত আমার নিজপদ পরিমাণ ত্রিপাদ-ভূমিতেই সন্তুষ্ট থাকিব।' দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—'বিষ্ণু ভগবান্ দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য বটুব্রাহ্মণবেশে ত্রিপাদভূমি যাচঞারছলে ত্রিলোক লইবেন, আমার শিষ্য বলিকে ত্রিলোক-সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত করিবেন, মূঢ়তাবশতঃ বলি বটুবামনের যথার্থস্বরূপ অবগত না হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।' শিষ্যের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তাকারী শুক্রাচার্য্য বলিকে এইরূপ বলিলেন—'বলি, তোমার নিকট আগত বটুবামনের প্রকৃত স্বরূপ তুমি জান না, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্। দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য তোমার নিকট প্রার্থী রূপে আসিয়াছেন। ইঁনি ত্রিপাদভূমির যাচঞাচ্ছলে ত্রিলোক অধিকার করিবেন। তুমি তখন কোথায় থাকিবে, কি করিবে? তোমার

সম্পদ্ রক্ষিত না হইলে তুমি দান পুণ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি কি করিয়া করিবে ? এইজন্য তোমার প্রতি আমার এই নির্দ্দেশ, তুমি ত্রিপাদভূমি দিবে না।' গুরুদেবের ঐরূপ বাক্য শুনিয়া বলি মহারাজ বলিলেন,—'আমি ব্রাহ্মণকে বাক্য দিয়াছি, কি করিয়া বাক্য লঙ্ঘন করিব, কি করিয়া মিথ্যাকথা বলিব ? যদি বটুবামন সাক্ষাৎ ভগবান্ই হন, দানের এই প্রকার সুপাত্র কোথায় পাইব ? আমি না দিলেও ত' তিনি জোর করিয়া লইবেন। আপনি গুরু হইয়া কেন এইবিষয়ে বাধা প্রদান করিতেছেন। আর যদি তিনি বটুবামন হন, তিনি ত্রিপাদভূমির দ্বারা কতটুকু জমি লইবেন। আমি দানের যে সঙ্কল্প লইয়াছি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না।' শুক্রাচার্য্য বলিকে পুনরায় বুঝাইয়া বলিলেন —'ক্ষেত্রবিশেষে ধর্ম্ম ও সম্পদ্ রক্ষার জন্য মিথ্যাকথা বলিতে হয়। কাহার কত ধন তাহা গোপন না রাখিলে ধন সংরক্ষিত হয় না, ধন সংরক্ষিত না হইলে ধর্ম্মও হয় না। তুমি দানের সঙ্কল্পবচন উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখিবে এই বটুবামন বিশাল ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করিবেন, শরীরের দ্বারা নভমণ্ডলকে আচ্ছাদন করতঃ দুইপদে ত্রিলোক অধিকার করিবেন, তুমি তোমার সত্য রক্ষা করিতে পারিবে না। এইজন্য তুমি কখনও ত্রিপাদভূমি দিবে না। ইহা আমার পুনর্নির্দ্দেশ।' শুক্রাচার্য্যের নির্দ্দেশসত্ত্বেও বলি মহারাজ সঙ্কল্পবাক্য হইতে বিরত হইতে না চাহিলে শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন—'তুই শ্রীভ্রষ্ট হ'। বলি মহারাজ দান করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া কমণ্ডলু হইতে হস্তে জল গ্রহণ করিতে গিয়া দেখিলেন কমণ্ডলুর মুখ বন্ধ থাকায় জল নির্গত হইতেছে না। শুক্রাচার্য্য শিষ্য-বাৎসল্যবশতঃ শিষ্যের মূর্খতা সহ্য করিতে না পারিয়া কমণ্ডলুতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাহাতে কমণ্ডলুর জল রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বলি মহারাজ জল নির্গমনের স্থানটি পরিষ্কৃত করার জন্য ঝাড়ুর শলাকা প্রবিষ্ট করাইলেন। শুক্রাচার্য্যের এক চোখ নষ্ট হইয়া যায়। ভগবৎসেবায় বাধা দেওয়ার দরুণ তিনি 'কাণা-শুক্র' হন, এইরূপ কথিত হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গটি শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত নাই। বলি মহারাজ কমণ্ডলুর জল লইয়া সঙ্কল্পবচন উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বটুবামন বিশাল ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করতঃ শরীরের দ্বারা নভোমণ্ডল এবং দুই পদের দ্বারা ত্রিলোক অধিকার করিয়া লইলেন। অচিন্ত্য-শক্তিবিশিষ্ট ভগবানের পাদপদ্ম ত্রিলোক অতিক্রম করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ উক্ত পাদপদ্ম দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন এবং পাদপদ্মের যথোচিত পূজাবিধা করিলেন। বামনদেব বলি মহারাজের নিকট আর একপদ ভূমির স্থান যাচঞা করিলেন। বাক্য দিয়া বাক্য রক্ষা করিতে না পারিলে তাঁহার অধর্ম্ম হইবে। বলি মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন—'আমার সর্ব্বস্ব চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। কিন্তু আমার বাক্য আমি রক্ষা করিতে পারিতেছি না, আমি তজ্জন্য মর্ম্মাহত ও দুঃখিত। আপনি দুই পদের দ্বারা আমার সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়াছেন। এতদতিরিক্ত আমার আর কিছুই নাই।' অসুরগণ বটুবামন কর্ত্তৃক মহারাজের সর্ব্বস্ব অধিকৃত হইতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অসুরগণ বামনদেবকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণুর শ্রীঅঙ্গ হইতে উদ্ভূত নারায়ণ সেনাগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নারায়ণের সেনাগণ কর্ত্তৃক অসুরগণ নিহত হইতে থাকিলে বলি মহারাজ তাহাদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন এই বলিয়া,—'তাঁহার সময় এখন খারাপ যাইতেছে। যুদ্ধের পরিণাম খারাপ হইবে।' অনন্তর বিষ্ণুর অভিলাষ বুঝিয়া পক্ষিরাজ গরুড় বলি মহারাজকে বরুণপাশে আবদ্ধ করিলেন। বলি মহারাজকে বরুণপাশে আবদ্ধ হইতে দেখিয়া স্বর্গমর্ত্ত্যে সর্ব্বত্র হাহাকার উত্থিত হইল। বামনদেব তৎকালে বলি মহারাজের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন —'আপনার বংশে ব্রাহ্মণকে বাক্য দিয়া বাক্য লঙ্ঘন করেন নাই। আপনি ত্রিপাদভূমি দিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। আর একপদ ভূমি কেন দিতেছেন না। আপনি ধার্ম্মিক হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিতেছেন।' বলি মহারাজের পত্নী বিন্ধ্যাবলী ভক্তিমতী ছিলেন। তিনি তাঁহার পতি বলি মহারাজকে কাণে কাণে বলিলেন—'আপনি আপনার যাহা কিছু তাহা বামনদেবকে দিয়াছেন, কিন্তু আপনাকে ত' দেন নাই।'

বলি মহারাজ নিজ ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর সময়োচিত সুন্দর ভগবৎসেবাপর বাক্য শুনিয়া অতিশয় উল্লসিত হইলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বামনদেবকে আর এক পদ ভূমির জন্য স্থানরূপে নিজমস্তককে নির্দ্দেশ করিলেন। বামনদেবের নাভিকমল হইতে একটি পদ নির্গত হইয়া বলি মহারাজের মস্তকে স্থাপিত হইল। বলি মহারাজের ব্রহ্মাদি দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ পাদপদ্ম প্রাপ্তিরূপ অপূর্ব্ব সৌভাগ্যহেতু স্বর্গে দুন্দুভি-ধ্বনি হইল এবং পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। বামনদেব প্রসন্ন হইয়া বলি মহারাজকে বলিলেন—'আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি ধর্ম্মচ্যুত হও নাই। তোমার গুরুদেব তোমাকে অভিশাপ দিলেও তুমি সত্য হইতে চ্যুত হও নাই। এতক্ষণ তুমি দাতা, আমি গ্রহিতা ছিলাম। আমি এখন দাতা তুমি গ্রহিতা, তুমি যাহা চাহিবে, তোমাকে আমি তাহাই দিব।' বলি মহারাজ অনন্যশরণ ভক্ত হওয়ায় বিষয়ীর ন্যায় তাঁহার হৃত সম্পত্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন না। তিনি এই প্রার্থনা করিলেন,—'বামনদেব যে সুশীতল পাদপদ্ম তাঁহার মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন তাহা যেন চিরদিন স্থাপিত থাকে।' ভগবৎসেবার দ্বারা, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের দ্বারা কখনও কাহারও লোকসান হয় না। মূর্খতাহেতু অজ্ঞ জীব ভগবানের নিকট তুচ্ছবস্তু প্রার্থনা করে। নিষ্কপট ভগবৎপ্রপত্তি বা নিষ্কামভক্তি দ্বারা পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। আত্মনিবেদন ভক্তি সাধনের দ্বারা বলি মহারাজ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রহলাদ মহারাজ পৌত্র বলি মহারাজের ভক্তি ও সৌভাগ্য দর্শন করিয়া সুখী ও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র বিরোচনকে ভক্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিরোচন ভক্ত না হইয়া অসুরভাবাপন্ন হইলে তিনি অন্তঃকরণে ব্যথিত হইয়াছিলেন। আজ তাঁহার পৌত্রকে ভক্ত দেখিয়া তাঁহার উল্লাসের সীমা রহিল না। বামনদেব বলি মহারাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠের ন্যায় পরমানন্দময় ধাম সুতলপুরী দান করিলেন এবং সুদর্শনচক্রকে আদেশ করিলেন ভক্তপুরী সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণের জন্য। অবশ্য এই বিষয়ে এইরূপও কথিত হয় যে, ভগবান্ নিজেই সুতলপুরীর দ্বাররক্ষক হইয়াছিলেন। বামনদেব বলির পিতামহ প্রহলাদ মহারাজকে নিজ পৌত্রের সঙ্গে সুতলপুরীতে যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন।

ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মসংরক্ষক বামনদেব ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রধান অসুরকুলের গুরু শুক্রাচার্য্যকে সঙ্কুচিতভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন—'আপনার শিষ্য বলি মহারাজের অনেক প্রকার অসুবিধা হইয়াছে। আপনি পুনরায় যজ্ঞ করিয়া আপনার শিষ্যের মঙ্গলবিধান করুন।' শুক্রাচার্য্য তদুত্তরে বলিলেন—'আমার শিষ্য আপনাকে দর্শন করিয়াছেন, আপনার নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আপনার দুর্ল্লভ পাদপদ্ম তাঁহার মস্তকে স্থাপিত হইয়াছে, এখনও কি আমার শিষ্য অপবিত্র আছে যে আমাকে যজ্ঞ করিয়া তাঁহার কল্যাণ বিধান করিতে হইবে ?

"মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব॥"

—ভাঃ ৮।২৩।১৬

'স্বরভ্রংশজনিত মন্ত্রগত, ক্রম-বিপর্য্যয়াদি দ্বারা তন্ত্রগত এবং দেশ, কাল ও পাত্রগত যে সকল ন্যূনতা হইয়া থাকে, আপনার নাম-সংকীর্ত্তন সে সকলকে নির্দ্দোষ করিয়া থাকে।'

(ক্রমশঃ)

বিরহ-সংবাদ

ডাঃ পৃথ্বীরাজ মিত্তল, চণ্ডীগড় ঃ—চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ডাঃ পৃথ্বীরাজ মিত্তল বিগত ১লা ভাদ্র, ১৮ই আগষ্ট সোমবার শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিবাসরে প্রাতঃ ৫-২৫ মিঃ-এ তাঁহার চণ্ডীগড়স্থ নিজালয়ে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। দেহত্যাগকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৬৬ বৎসর। অদ্ভুত ঘটনা এই, তিনি যে চলিয়া যাইবেন ইহা তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রগণের নিকট পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পুত্র-পরিজনবর্গের সহিত মৃত্যুরহস্য ও পরমার্থ বিষয়ে তাঁহার আলোচনাও হইয়াছিল। তিনি সস্ত্রীক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের নিকট ইং ১৯৭৭ সনে ১৬ই অক্টোবর শ্রীহরিনামাশ্রিত এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর ইং ১৯৭৮ সনে ১০ই নভেম্বর কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইনি লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডিতেও ইনি কিছুদিন ছিলেন, তবে ইঁহাদের পূর্ব্বনিবাস ছিল বর্ত্তমান হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত কর্ণালে। ইনি শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে অবৈতনিকভাবে চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসকরূপে অতীব নিষ্ঠার সহিত নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া শ্রীল গুরুদেবের ও সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। সুচিকিৎসকরূপে ইঁহার সুনাম থাকায় এবং ইঁহার অতিশয় প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিদিন বহু নরনারী চিকিৎসিত হইতে আসিতেন। ইঁহার অকস্মাৎ প্রয়াণে মঠের অপূরণীয় ক্ষতি হইল এবং জনসাধারণও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রেই ইঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে বিরহ-সন্তপ্ত।

ইঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী ও ভক্তিমান চার পুত্র—শ্রীঅশোক মিত্তল, শ্রীঅরুণ মিত্তল, শ্রীঅনিল মিত্তল ও শ্রীঅভয় মিত্তল মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের ব্যবস্থায় সংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ অর্পণ এবং বিতরণ সহযোগে তাঁহাদের পিতৃদেবের শেষকৃত্য ও পারলৌকিক কৃত্যাদি—সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

ডাঃ পৃথ্বীরাজ মিত্তল

× × × ×

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী, আগরতলা (ত্রিপুরা) ঃ—ত্রিপুরারাজ্যের রাজধানী আগরতলা সহরের টাউন প্রতাপগড়নিবাসী শ্রীগোপাল চন্দ্র বণিক (দীক্ষান্তে শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী) বিগত ২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর বুধবার রাত্রি ২ ঘটিকায় শুক্লা-চতুর্দ্দশী তিথিতে নিজালয়ে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে আনুমানিক ৭০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রয়াণকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জুন আগরতলা মঠে তিনি সস্ত্রীক কৃষ্ণনামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শুদ্ধভক্তিসদাচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আদর্শ গৃহস্থ-বৈষ্ণব রূপে আন্তরিকতার সহিত প্রচুরভাবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা এবং আগরতলা মঠের (শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের) বহুমুখী

সমুন্নতিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি তেমন ধনাঢ্য ব্যক্তি না হইলেও আগরতলা মঠের নবনির্ম্মিত নাট্যমন্দিরের কার্য্য প্রথমে তাঁহার প্রদত্ত কিছু স্থূল আনুকূল্যের দ্বারাই আরম্ভ হয়। মঠের প্রতি মহোৎসবাদিতে তিনি স্বয়ং সাধ্যমত আনুকূল্য দিতেন এবং অপরকেও দিবার জন্য প্রোৎসাহিত করিতেন। হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে তাঁহার অদম্য উৎসাহ ছিল, অপতিতভাবে প্রতিটী বৈষ্ণবানুষ্ঠানে তিনি যোগ দিতেন। গত বৎসর আগরতলা মঠে কার্ত্তিক-ব্রতকালে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহাকে শেষরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিটী অনুষ্ঠানে দূর হইতে আসিয়া যথাসময়ে যোগদান করিতে দেখিয়া পরমোৎসাহিত হইয়াছিলেন। তখন কেহই বুঝিতে পারেন নাই, তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। তিনি আগরতলা মঠের স্থানীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। আগরতলায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-সেবায় তাঁহার বহুমুখী আনুকূল্যের জন্য বিগত ১৯৮০ সালের গৌর-পূর্ণিমা তিথিবাসরে শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে 'সেবাভূষণ' এই গৌরাশীর্ব্বাদে ভূষিত করা হয়। তাঁহার অপ্রত্যাশিত স্বধাম-প্রাপ্তিতে আগরতলা মঠের একজন একনিষ্ঠ উদ্যমী সেবকের অভাব হইয়া পড়িল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই তাঁহার বিরহে অত্যন্ত সন্তপ্ত।

আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ মঠের ভক্তবৃন্দসহ গোপালপ্রভুর শেষকৃত্যের যাবতীয় করণীয় কার্য্য বৈষ্ণববিধানমতে ও সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্পন্ন করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

শ্রীঅজয় বণিক, শ্রীবিজয় বণিক প্রভৃতি গোপাল প্রভুর পুত্রগণ বিগত ৭ কার্ত্তিক, ২৫ অক্টোবর শনিবার শ্রীমঠে তাঁহার পিতৃদেবের পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন করেন। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মঠে বৈষ্ণবগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। গোপাল প্রভুর বাড়ীতেও মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ উক্ত দিবস অপরাহ্নে গোপালপ্রভুর বাড়ীতে ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবও কলিকাতা মঠে উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে বিরহোৎসব এবং রাত্রিতে সভায় তাঁহার প্রতি গোপালপ্রভুর অপরিসীম স্নেহের কথা উল্লেখ করতঃ তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

× × × ×

শ্রীমতী নন্দরাণী দাস, বালীগঞ্জ গার্ডেন, কলিকাতা ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা শ্রীমতী নন্দরাণী দাস ৭৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা, ৬, বালীগঞ্জ গার্ডেনস্থ নিজালয়ে বিগত ১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর রবিবার শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিবাসরে অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ইং ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ্চ শ্রীহরিনামাশ্রিতা এবং ইং ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। ইনি পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীমঠ হইতে পরিচালিত শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা এবং মঠের বিবিধ ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহে যোগদান ও আনুকূল্য করিয়া শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। ইনি ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ কলিকাতা মঠে সাধুগণের অবস্থানের জন্য একটী কামরা নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রদত্ত অর্থের দ্বারাই কলিকাতা মঠে গত ২২ কার্ত্তিক, ৯ নভেম্বর রবিবার শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত গোস্বামী, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব তিথিবাসরে মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা বহু শত ভক্তকে পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীমতী নন্দরাণীর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ বিরহসন্তপ্ত।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,, ,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,,	২৫.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, .	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,, ,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode ,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) — ,,	২৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় :

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা
পৌষ, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৬শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৯৩
১৫ নারায়ণ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৬ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯৯ পৃষ্ঠার পর]

'বিষয়' জিনিষটা আমাদিগকে কষ্ট দেয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ তরঙ্গায়িত হ'য়ে আমাদিগকে ধাক্কা দেয়। এজন্য 'বিষয়ী' হওয়া উচিত নহে।

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥"
(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮।২৪)

[শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন,—ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়ি-দর্শন, স্ত্রী-দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।]

যিনি ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত হ'তে চান, তিনি যেন বিষয়ীকে দর্শন না করেন। বাহ্য জগতের আংশিক রূপ দর্শনে ভগবদ্রূপ-দর্শন আচ্ছাদিত। বিষয় বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপার যখন এসে উপস্থিত হয়, তখনই ভগবদ্-বিস্মৃতি হয়, ভগবজ্জনগণকে 'ছোট' মনে হয়। যিনি ভগবানের সেবা কর্‌বার জন্য ভক্তিপথে অগ্রসর হ'চ্ছেন, তিনি বিষয়ীকে দর্শন কর্‌বেন না—বিষয়ীকে দর্শন কর্‌বেন না। 'যোষা—বিষয়, আর যোষাধিপতিত্বের অভিমানী হ'চ্ছে 'বিষয়ী'। যোষিৎ-সঙ্গী বা—যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গীকে দর্শন ক'র্‌বে না। গৌরসুন্দর চিকিৎসকসূত্রে আমাদিগকে ব'লে দিয়েছেন—যোষিৎ-সঙ্গীর সঙ্গ কোরো না—কোরো না।

মহাপ্রভু ব'লে দিয়েছেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ।"

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥"

"হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবে দয়াবিশিষ্ট হও। হিংসা ক'রবার জন্য 'গুরুগিরি' কোরো না। নিজে বিষয়ে ডুবে যাবার জন্য গুরুগিরি কোরো না। কিন্তু যদি তুমি আমার নিষ্কপট ভৃত্য হ'তে পার, আমার শক্তি লাভ ক'রে থাক, তা'হলে তোমার ভয় নাই।"

আমার কোন ভয় নাই। আমার গুরুদেব, তাঁ'র গুরুদেবের নিকট এ'কথা শুনেছেন। তাই তিনি (আমার গুরুদেব) আমার ন্যায় পাষণ্ড ব্যক্তিকেও

গ্রহণ ক'রেছেন এবং আমাকে ব'লেছেন,—

"আমার আজ্ঞায় 'গুরু' হঞা তার' এই দেশ।"

যা'রা গৌরসুন্দরের এ'কথা শুনে নাই, তা'রাই বলছে,—"কিরূপে আত্মস্তুতি শুন্‌ছে!" গুরু যখন শিষ্যকে একাদশ-স্কন্ধ উপদেশ দিচ্ছেন, তখন কিরূপ পাষণ্ডতাই (!) না তাঁ'র করতে হচ্ছে! "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আচার্য্য কি কর্‌বেন? "আচার্য্যকে কখনও অবমাননা করিও না। তোমার সঙ্গে আচার্য্য সমান—এ'কথা কখনও মনে করিও না।"—কৃষ্ণের এই সকল বাণী—যা'তে জীব মঙ্গল লাভ কর্‌বে, সেই সকল কথা ব্যাখ্যা কর্‌বার আসন থেকে (আচার্য্যের আসন থেকে) কি তিনি পালাবেন? তাঁ'কে যে অধিকার তাঁ'র গুরুদেব দিয়েছেন—যদি তিনি তা' পালন না করেন, তা'হলে গুর্ব্ববজ্ঞা—নামাপরাধ-ফলে তাঁ'র পতন অবশ্যম্ভাবী—যদিও তখন আমার দাঁড়ে ছোলা ব্যাখ্যা হ'য়ে যায়। যখন গুরু শিষ্যকে মন্ত্র প্রদান ক'র্‌ছেন, তখন কি তিনি ব'লে দেবেন না,—এই মন্ত্র-দ্বারা গুরুপূজা কোরো? না ব'লে দেবেন,—গুরুকে জুতাকয়েক—ঘা কতক দিয়ে দেবে? "গুরুকে কখনও অসূয়া কর্‌তে হ'বে না, গুরু—সর্ব্বদেবময়"—এই সকল কথা ভাগবত পড়ান'র সময়ে কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে দেবেন না? "যস্য দেবে পর ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ" শ্রীকৃষ্ণে যেমন পরাভক্তি, গুরুদেবেও যাঁ'র তদ্রূপ নিষ্কপট পরা ভক্তি বিদ্যমান, তাঁর নিকটই গুহ্য বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়,—একথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'ল্‌বেন না? "আদৌ গুরুপূজা" সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা—কৃষ্ণেরই ন্যায় গুরুকে ভক্তি ক'র্‌বে—এইরূপে গুরুর উপাসনা কর্‌তে হয়—এসকল কথা কি গুরুদেব শিষ্যকে ব'লে না দিয়ে পালিয়ে যাবেন?

কোণে (angle) সম্পূর্ণতা—সমতলতা ১৮০° ডিগ্রি বা ৩৬০° ডিগ্রির অভাবরূপ হেয়ত্ব আছে—কিন্তু সমতল ভূমিতে—৩৬০° ডিগ্রিতে সে হেয়ত্ব নাই। মুক্ত অবস্থায় যে, সে অবস্থাটা (হেয়ত্ব) থাকে না, তা' সাধারণ মূর্খ-সম্প্রদায় বুঝে উঠ্‌তে পারে না।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

[নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, তথাপি যিনি—মহাপ্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি]

সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'রবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্‌বে, কোনও অংশে কম মনে ক'র্‌বে না। সাধু সকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা—যদি তা' না করেন, তবে শিষ্যস্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন।

"কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্"

মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তা'র একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে—

"যস্যদেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।"
"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁ'র পা' চুল্‌কুচ্ছেন। ভগবানের হাতও তাঁ'র দেহই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা ক'রছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আমার গুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের সহিত এক দেহ—'সেব্য-ভগবান্' আর 'সেবক-ভগবান্'—'বিষয়-ভগবান্' আর 'আশ্রয়-ভগবান্'। মুকুন্দ—সেব্য-ভগবান্—বিষয়-ভগবান, আর মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্। আমার গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহ

নাই। তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমাদের গুরুদেব এরূপ ব'লেছেন,—

"ন ধর্ম্মং না ধর্ম্মং শ্রুতিগণনিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ ॥"

[হে মন, বেদ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই হউক অথবা বেদনিষিদ্ধ অধর্ম্মই হউক, তুমি তাহা কিছুই করিও না। তুমি ইহজগতে বর্ত্তমান থাকিয়া ব্রজে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা বিস্তার কর এবং শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে নন্দ-নন্দন হইতে অভিন্ন এবং গুরু-বরকে 'মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ' জানিয়া নিরন্তর স্মরণ কর]

"গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে।
সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাময়ে
স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ।"

গোষ্ঠে—নবদ্বীপে—বৈকুণ্ঠে—শ্বেতদ্বীপে—বৃন্দাবনে; নবদ্বীপবাসী—ব্রজবাসী গৌরকৃষ্ণ-সেবকগণকে অমর্য্যাদা কোরো না। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে অবজ্ঞা কোরো না।

যেমন, খেতে ব'সে যদি কপটতা ক'রে ভদ্রতার নামে অল্প খাই, তবে পেট ভ'র্‌বে না। কামারকে যদি ইস্পাত ফাঁকি দেই—যদি কোন অঙ্ক বুঝে উঠ্‌তে না পেরে—মাষ্টারের নিকট "বুঝ্‌তে পারি নাই" ব'লতে লজ্জা বোধ করি, তা' হ'লে আমার কার্য্য-সিদ্ধি হ'বে না।

"নাচ্‌তে ব'সে ঘোম্‌টা টান্‌লে হ'বে না"। আমি গুরুর কার্য্য কর্‌ছি কিন্তু যদি আমার 'জয়' দিতে হ'বে না—এ'কথা প্রচার করি অর্থাৎ একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলি 'বেশী ক'রে আমার জয় দাও', তা' হ'লে সেটা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদের গুরুদেব এরূপ কপটতা শিক্ষা দেন নাই—মহাপ্রভু এরূপ কপটতা শিক্ষা দেন নাই। অত্যন্ত সরলতার সহিত ভগবানের সেবা কোর্‌ব—ভগবানের বাক্য আমার গুরুদেব পর্য্যন্ত আছে—আমি সেই বাক্য সরলভাবে পালন কোর্‌ব। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

প্রথমঃ কিরণঃ—প্রমাণ-নির্দ্দেশঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২০১ পৃষ্ঠার পর]

অদ্বয় পরমজ্ঞান-বিষয়ে প্রমাণানুসন্ধানাসম্ভব—[১১।১৯।১৭]

শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে ॥ ১৩ ॥

দেবা ভগবন্তম্ [৬।৯।৩৫]

নহি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিতগুণগণঈশ্বরেহনবগ্রাহ্যমাহাত্ম্যেহর্ব্বাচীনবিকল্পবিতর্কবিচারপ্রমাণাভাসকুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃকরণাশয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসর উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ান্তর্দ্ধায় কোন্বর্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ ॥ ১৪ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

যাঁহারা যুক্তিকে প্রধান জ্ঞান করেন, তাঁহারা শব্দ-প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকার-জনিত জ্ঞান ঐতিহ্য অর্থাৎ ইতিহাসে যে পরম্পরাগত সংবাদ পাওয়া যায় এবং অনুমান অর্থাৎ প্রত্যক্ষজনিত জ্ঞান হইতে অপ্রত্যক্ষজ্ঞানের সন্ধান এইপ্রকার প্রমাণ-সকল অনুসন্ধান করিয়া যখন তাহা হইতেও সন্দেহ হয়, তখন প্রমাণমাত্রকেই অনবস্থ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হন ॥ ১৩ ॥

হে ভগবন্! তোমাতে আত্মারামত্ব ও অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্টত্বরূপ পরস্পরবিরুদ্ধগুণগণ বিরোধ করে

শ্রুতয়ো ভগবন্তম্ [১০।৮৭।৩৬]
সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্ননুতর্কহতং
ব্যভিচরতি ক্ব চ ক্ব চ মৃষা ন তথোভয়যুক্ ।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোহন্ধপরম্পরয়া
ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্ ।।১৫।।

প্রজাপতির্ভগবন্তম্ [৬।৪।৩১]
যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি ।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোহনন্তগুণায়ভূম্নে ।। ১৬ ।।

মনুর্ধ্রুবম্ [৪।১১।২২]
কেচিৎ কর্ম্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ ।
একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে ।।১৭।।

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানম্ [৪।২৯।৪৮]
স্বংলোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্রদেবো জনার্দ্দনঃ ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ ।। ১৮ ।।

মনুর্ধ্রুবম্ [৪।১১।২৩]
অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ ।
ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ স্বসম্ভবম্ ।।

প্রজাপতির্ভগবন্তম্ [৬।৪।৩২]
অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়ো-
রেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ
সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহত্তৎ ।। ১৯ ।।

না। তুমি ঈশ্বর, তোমার মাহাত্ম্য অনবগাহ্য। অর্ব্বাচীন, বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস, কুতর্কময়-শাস্ত্রদ্বারা ব্যাকুলান্তঃকরণ দুরবগ্রহবাদীদিগের বিবাদ যে স্থলে সমাপ্ত হয়, সে স্থলে কুহকময়ী সমস্ত মায়া উপরত হয়। তদগোচর আত্মমায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য চিৎশক্তিকে মধ্যে গ্রহণ করিয়া তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা কর তাহা তোমার পক্ষে দুর্ঘট নয়। যেহেতু তোমার স্বরূপ অদ্বয়। বদ্ধজীবদিগের মায়িক স্থূললিঙ্গরূপ শরীর ও আত্মা যেরূপ স্বরূপতঃ পৃথক্ তোমার সচ্চিদানন্দস্বরূপে সেরূপ দ্বৈত নাই। অর্থাৎ তোমার দেহদেহী, গুণগুণী, অবয়ব অবয়বিরূপ দ্বৈত নাই। তর্কদ্বারা তাহা জানা যায় না ।। ১৪ ।।

এই বিশ্ব সচ্চিদানন্দতত্ত্ব হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহা সত্য এরূপ বলিলে তর্কহত হইয়া ব্যভিচার উদয় হয়। আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ইহাকে নিতান্ত মিথ্যা বলিলে তর্কহত মিথ্যা কথা হয়। অতএব এই বিশ্ব সত্য হইয়াও নশ্বর, এই কথা বলিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। চিন্তামণি যেরূপ স্বর্ণাদি প্রসব করে, পারমেশ্বরী শক্তিও এই নশ্বর জগৎকে প্রসব করিয়াছেন এরূপ বলিলে আর কোন কথা থাকে না। হে প্রভু, উক্ত জড়ব্যক্তিদিগকে তোমার বেদবাক্য অন্ধপরম্পরা ভ্রমণের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া থাকে। বাক্য ব্যবহার যে কখন সত্য ও কখন মিথ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা ব্যবহার মাত্র। বস্তুত বেদতাৎপর্য্যদ্বারা জানা উচিত যে, বিশ্ব সত্য বটে এবং নশ্বরতাবশতঃ মিথ্যাও বটে। অতএব তর্ক সত্যনির্ণয়ে অক্ষম এবং শাস্ত্র বুঝিবার ভ্রমে অনেক মিথ্যাবাদ প্রচারিত হয় ।। ১৫ ।।

যাঁহার অনন্তশক্তি বিচার করিতে বসিয়া বাদীগণ পরস্পর বিবদমান হইয়া থাকেন, সেই বিবাদই তাঁহাদের মুহুর্মুহু আত্মমোহ উদয় করায়। সেই অনন্তগুণবিশিষ্ট ভূমাপুরুষকে নমস্কার করি ।। ১৬ ।।

কেহ বা কর্ম্মকে, কেহ বা স্বভাবকে, কেহ বা কালকে, কেহ বা কামকে ঈশ্বর বলিয়া স্থির করেন। ।। ১৭ ।।

সেই ঈশ্বরতত্ত্বে অনভিজ্ঞ পুরুষেরা জীবের নিজ গতি জানিতে পারে না। কর্ম্মতর্কাদিরূপ ধূম্রাবৃত বুদ্ধিপ্রযুক্ত সেই সকল লোক বেদকে কর্ম্মবাদী বলিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্ব জানিতে পারে না ।। ১৮ ।।

মনু ধ্রুবকে কহিলেন, হে তাত! অব্যক্ত অপ্রমেয় নানাশক্তির উদয়ভূমি যে ঈশ্বর তাঁহার কার্য্য কে বিচার করিতে পারে? এই বিশ্বের সম্ভবই বা কে জানে? অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য এই উভয়শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের রূপ-সম্বন্ধে অস্তি ও নাস্তি এইরূপ বিরুদ্ধমত আছে, তাহা কেবল বাদনিষ্ঠ। পরমেশ্বর বৃহত্তত্ত্ব, তাঁহাতে বিরুদ্ধ সমস্ত ধর্ম্ম সামঞ্জস্য লাভ করিয়া আছে। অতএব তাঁহার একটী শক্তি আশ্রয় করিয়া যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত হয়, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ।। ১৯ ।।

তত্ত্বসংখ্যা-সম্বন্ধে বাদো বুথৈব। ভগবান্ উদ্ধবম্ [১১।২২।৪-৫]

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥
নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং যদহং বচ্মি তত্তথা।
এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ ।।২০

বেদতাৎপর্য্যগ্রহণে মোহঃ। আবির্হোত্রঃ রাজনং [১১।৩।৪৩-৪৬]

কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বরাত্মত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ ।। ২১ ॥
পরোক্ষবাদো বে'দাঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা ।।২২।।
নাচরেদ্যস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্ম্মণা হ্যধর্ম্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ ।।২৩।।
বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ ।।২৪

চমসঃ রাজানম্ [১১।৫।৫]

বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ ।।২৫।।
লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যাহি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ ২৬ ॥

[১১।৫।১১]

এস্থলে তাৎপর্য্য এই যে, মীমাংসা ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত অন্য দর্শন সকল পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং বেদ-বিরুদ্ধ। বেদবাদ যেরূপ বিরোধী, নানা তর্কবাদও সেইরূপ বিরোধী। অতএব সেই সেই শাস্ত্রের ভরসা করা বৃথা।

ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানাভিমানে মত্ত হইয়া আমার মায়াকে গ্রহণপূর্ব্বক যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তুমি যাহা বল তাহা নয়, আমি যাহা বলি তাহা হয়, এইরূপ প্রবৃত্তি হইতেই তাঁহাদের নানা মত। আমার দুরত্যয়া শক্তিই ইহার হেতু ॥ ২০ ॥

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়, তাহাও বেদবাদ। বেদ স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন, পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন ॥ ২১ ॥

বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। ইহা মূঢ় লোকের পক্ষে অনুশাসন। কর্ম্ম মোক্ষ তাৎপর্য্যেই কর্ম্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে। পীড়িত লোককে রোগ নিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ বিধান হয়, সেইরূপ কর্ম্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্ম্ম বিধান ॥ ২২ ॥

অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ না করে তাহা হইলে সে বিকর্ম্মের অধর্ম্মরূপ মৃত্যুদ্বারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥

আবার কর্ম্মফলে আসক্তি না করিয়া এবং ঈশ্বরে ঐ কর্ম্ম অর্পণ করতঃ যিনি বেদোক্ত কর্ম্ম আচরণ করেন, তিনি কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি-লাভ করেন। নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিই কর্ম্মের বাস্তবিক ফল, অন্য যে ফলশ্রুতি তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্ম্য কর্ম্মে রুচি উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে জানিবে ।।২৪।।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রৌত জন্মলাভ করিয়া হরিভজনের অধিকার পায়। যদি তাহারা তদধিকার লাভ করিয়াও বেদার্থবাদে রত হয়, তাহারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্ম্মমীমাংসকগণ এই শ্রেণীভুক্ত ।।২৫।।

বেদের অর্থবাদে রত হইয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে, স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ ভোজন ও মদ্যপান বেদের প্রেরণা অর্থাৎ প্রেরণারূপে তত্তৎযজ্ঞে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে, ঐ সকল প্রবৃত্তি জন্তুমাত্রেরই নিসর্গগত, সুতরাং প্রেরণাকে অপেক্ষা করে না। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্যই বিবাহদ্বারা স্ত্রী-সঙ্গ, যজ্ঞ বিশেষে আমিষ ভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য ॥ ২৬ ॥

(ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২০৫ পৃষ্ঠার পর]

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীরূপ-শিক্ষা আলোচনাকালে দেখিতে পাই—জীবসকল স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী বিভিন্ন যোনিতে ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিতে থাকেন। তন্মধ্যে কোন ভাগ্যবান্—ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিসম্পন্ন জীব গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে (গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ, আবার কৃষ্ণপ্রসাদে গুরু-প্রসাদ) শুদ্ধভক্তিলতার বীজ-স্বরূপ যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রাপ্ত হন। সেই বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করতঃ সন্মুখরিত শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাকথামৃতের শ্রবণানুকীর্ত্তন-রূপ সেচন-ফলে তাহা (সেই শ্রদ্ধা-বীজ) ক্রমশঃ লতায় পরিণত হয়। ব্রহ্মাণ্ডে সেই ভক্তিলতার আশ্রয়স্বরূপ কোন বৃক্ষ নাই। ব্রহ্মাণ্ড অতিক্রম করতঃ সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সাম্যাবস্থা রূপ 'বিরজা' নদী, উহা প্রাকৃতমল বিধৌতিকারিণী হইলেও তথায়ও ঐ লতা কোন আশ্রয় পান না। তাহা অতিক্রম করিয়া জ্ঞানিগণের আদর্শ নির্গুণ ব্রহ্ম-লোক, তথায়ও ভক্তিলতার সেব্য আশ্রয়বৃক্ষ না থাকায় শ্রবণ-কীর্ত্তনজলসিক্তা ক্রমবর্দ্ধমানা সেই ভক্তিলতা ব্রহ্মলোক অতিক্রম করতঃ পরব্যোম ধাম লাভ করেন। ব্রহ্মলোক ও বিরজার একপারে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড—দেবীধাম প্রকৃতির অধীনরূপে অবস্থিত, প্রকৃতির অপর পারে পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ অবস্থিত। তথায় গুণময়ী মায়ার কোন বিক্রম না থাকিলেও পরব্যোমনাথ নারায়ণপূজায় আড়াইটি রস [অর্থাৎ শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ (গৌরব সখ্যরূপ অর্দ্ধ)] মাত্র লক্ষিত হয়। উহার উপরিভাগস্থ গোলোকবৃন্দাবনেই অখিল রসামৃত মূর্ত্তি অর্থাৎ দ্বাদশ রসের [পঞ্চ মুখ্য-রস—শান্ত, দাস্য সখ্য (গৌরব সখ্যার্দ্ধসহ বিশ্রম্ভ সখ্যার্দ্ধ), বাৎসল্য ও মধুর এবং সপ্ত গৌণরস—হাস্য, অদ্ভুত, করুণ, রৌদ্র. বীর, ভয়ানক ও বীভৎস] মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ পরিপূর্ণ স্বরূপে বিরাজিত। শ্রীভক্তিলতা তথায় পরিপূর্ণরূপে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণরূপ কল্পবৃক্ষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক অত্যদ্ভুত পরম সুমধুর সুপক্ব প্রেম-রসময় ফলে সুশোভিত হন। এই অবস্থা লাভের পথে তাঁহাকে অনন্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গই সেই সকল অন্তরায় দূর করিবার একমাত্র উপায়।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে যে 'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন'—এই মুখ্য ভক্ত্যঙ্গপঞ্চকের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে দেখা যায় যে, সাধুসঙ্গই সর্ব্বমুখ্য। সাধুসঙ্গ ব্যতীত নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণাদি কোন ভক্ত্যঙ্গই সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত সাধুসঙ্গাদি ভক্ত্যঙ্গযজন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদের শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ সাধনভক্তিলহরীর ৪০শ ও ৪১শ শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন—

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥"

অর্থাৎ "একই জাতীয় বাসনা-দ্বারা স্নিগ্ধ অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধুগণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে।"

"শ্রদ্ধাবিশেষ হইতে শ্রীমূর্ত্তির পদসেবায় প্রীতি, নামসংকীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি।"

উক্ত পঞ্চ অঙ্গের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ আরও লিখিয়াছেন—

"অঙ্গানাং পঞ্চকস্যাস্য পূর্ব্বং বিলিখিতস্য চ।
নিখিলশ্রৈষ্ঠ্যবোধায় পুনরপ্যত্র কীর্ত্তনম্ ॥
দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥"

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ

অর্থাৎ সাধুসঙ্গাদি মুখ্য ভক্ত্যঙ্গপঞ্চক পূর্ব্বে সাধনভক্তিলহরীতে সাধারণভাবে উল্লিখিত হইলেও নিখিল ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে উহাদের শ্রেষ্ঠত্ব জানাইবার জন্য

উহা পুনর্ব্বার বিশেষভাবে এ স্থলে কীর্ত্তিত হইল।

"শ্রীমূর্ত্তিসেবন, শ্রীভাগবতাস্বাদ, শ্রীভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ, শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন ও শ্রীমথুরামণ্ডলে বাসরূপ অবিতর্ক্য ও অদ্ভুত বীর্য্যশালী এই পঞ্চ ভক্ত্যঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, তাহার সহিত স্বল্প সম্বন্ধমাত্রে নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের চিত্তে ('সদ্ধিয়াং নিরপরাধচিত্তানাং'— শ্রীশ্রীল শ্রীজীবপাদ) শ্রীকৃষ্ণে ভাব উদিত হন।"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনভাষ্যে উক্ত 'সজাতীয়াশয়ে' ও 'শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ'—এই শ্লোকদ্বয়ের অন্বয়মুখে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"সজাতীয়াশয়ে (সমজাতীয় বাসনাবিশিষ্টে) স্নিগ্ধে (গাঢ়বিশ্রম্ভাত্মক স্নেহপরে) স্বতঃ (আত্মনঃ) বরে (শ্রেষ্ঠে) সাধৌ সঙ্গঃ (কার্য্যঃ) রসিকৈঃ (কৃষ্ণ-ভজনবিজ্ঞৈঃ) সহ শ্রীমদ্ভাগবতার্থানাম্ আস্বাদঃ (কার্য্যঃ, তাৎপর্য্যং গ্রহণীয়মিতার্থঃ—শ্রৌতমার্গ-ভক্তি-যোগত্যাগী বৈয়াকরণস্য শাব্দিকস্য যোষিৎসঙ্গি গৃহ-ব্রতস্য বিষ্ণু-বৈষ্ণববিরোধিনঃ মায়াবাদিনঃ নামাপ-রাধিনঃ বেষোপজীবিনঃ মন্ত্রজীবিনঃ ভাগবতজীবিনঃ ইন্দ্রিয়তর্পণরত-বিষয়িণশ্চ 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ' ইতি, 'ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া' ইতি শ্রুতি-স্মৃতিবচনাৎ তেষাং পারমহংস্য-শাস্ত্রার্থ-বোধাসম্ভবাৎ গ্রন্থতাৎপর্য্যার্থ-গ্রহণে অনধিকারত্বাচ্চ তৈঃ সহ আস্বাদো ন কার্য্যঃ ॥" ৪০ ॥

"শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে শ্রদ্ধা বিশেষতঃ (বিশেষেণ) প্রীতিঃ (বহিঃপূজায়াম্ অর্চ্চনে সামান্যতঃ, ব্রজ-দম্পত্যোঃ মানসসেবায়াং বিশেষতঃ সার্ব্বকালিক-ভজনানুরাগঃ) নামসংকীর্ত্তনং (নামভজনং), শ্রীমন্ মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ (কৃষ্ণবসতিস্থলে অবস্থানম্, — শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমৌ চিন্তামণিজ্ঞানং তদেব মথুরাবাসঃ —ইতি শ্রীমন্নরোত্তমপ্রভুচরণৈঃ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াং নির্ণীতম্। শ্রীগৌরবিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরাদিধামবাসঃ, শ্রীক্ষেত্র-দাক্ষিণাত্য-ব্রজমণ্ডলাদিধামবাসশ্চ মথুরা-বাসেন সহ অভিন্নো জ্ঞেয়ঃ। তদ্ভেদবাদিনাং তথা-কথিতমথুরাবাসোঽপি প্রাকৃতভোগময়ঃ অধোগতি-প্রদশ্চেতি।)"

সমজাতীয় বাসনা—যেমন শ্রীগৌরোপদিষ্ট শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেমভক্তিকামনাবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ অর্থাৎ গাঢ়বিশ্বাস, প্রণয় বা প্রীত্যাত্মক স্নেহপরায়ণ অর্থাৎ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী চরণারবিন্দে প্রগাঢ় প্রীতিবিশিষ্ট [ভাঃ ১।১।৮ শ্লোকোক্ত 'ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত'—স্নিগ্ধস্য অর্থাৎ 'গুরু-বিষয়কপ্রেমবতঃ শিষ্যস্য' (শ্রীবিশ্বনাথ)—গুরুবিষয়ক প্রগাঢ় প্রীতিবিশিষ্ট শিষ্যকে ভজনবিজ্ঞ গুরুবর্গ অন্যত্র অব্যক্ত ভজনরাজ্যের অত্যন্ত নিগূঢ় রহস্যও ব্যক্ত করিয়া থাকেন। 'ব্রূয়ুঃ' এই বিধিলিঙাত্মক পদে শিষ্যবৎসল গুরুদেব তাঁহার প্রিয়তম শিষ্যের প্রীত্যা-কৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে সকল রহস্যই বলেন, ইহাই বুঝায়। শ্রীল স্বামিপাদও 'স্নিগ্ধস্য প্রেমবতঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। 'বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা' বলিতে 'প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের সেবা' এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।] আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ (ভজনবিজ্ঞ ও ভজনপরায়ণ) সাধুর সঙ্গই কর্ত্তব্য। সেইরূপ অ-প্রাকৃত কৃষ্ণভজনরহস্যবিদ্ রসিক ভক্তের সহিতই শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আস্বাদন করণীয় অর্থাৎ তত্তাৎপর্য্য গ্রহণীয়। কিন্তু বেদবিহিতমার্গ ভক্তিযোগত্যাগী ব্যাকরণ বা শব্দশাস্ত্রবেত্তা, যোষিৎসঙ্গী গৃহব্রতী, বিষ্ণুবৈষ্ণববিরোধি মায়াবাদী, নামাপরাধী, বেষো-পজীবী (অর্থাৎ যাহারা সন্ন্যাসাদি ত্যাগীর বেষকে জীবিকা অর্জ্জনের উপায়স্বরূপে গ্রহণ করে), মন্ত্র-জীবী, ভাগবতজীবী (অর্থাৎ দীক্ষামন্ত্রদান বা ভাগবত পঠনপাঠনদ্বারা যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করে), আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরত জড়বিষয়াসক্ত সাধুনামধারিব্যক্তি-গণের সহিত কখনও শ্রীভাগবতার্থ আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। কেননা—শ্বেতাশ্বতরাদি শ্রুতি বলিতেছেন—যাঁহার শ্রীভগবানে ও তদভিন্নপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবে পরাভক্তি বিদ্যমান, সেই মহাত্মার সম্বন্ধেই শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য প্রকাশিত হয়। 'অর্থ' শব্দে 'পুরুষার্থ' ধরিলে তিনিই সত্যসত্য পুরুষার্থ-শিরোমণি পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী হইতে পারেন। স্মৃতিশাস্ত্রাদিও বলিতেছেন—ভক্তিদ্বারাই শ্রীভাগবতের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইতে পারে, আধ্যক্ষিকী বুদ্ধি বা টীকা টিপ্পনীদ্বারা তাহা হয় না। এইসকল শ্রুতিস্মৃতিবচনানুসারে উপরি উক্ত অশ্রৌত-পন্থী ভক্তব্রুবগণের পক্ষে পরমহংসগণালোচ্য শ্রীমদ্ভাগ-বতার্থবোধ কখনই সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু তাহারা গ্রন্থতাৎপর্য্য গ্রহণে সম্পূর্ণ অনধিকারী, সুতরাং

তাদৃশ সাধুবেষধারিগণের সহিত সর্ব্ববেদবেদান্তাদি শাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রার্থ আস্বাদন কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪০ ॥

'শ্রদ্ধাবিশেষ হইতে শ্রীমূর্ত্তির পদসেবায় প্রীতি'—ইহাই সাধারণ অর্থ হইলেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একটি বিশেষ অর্থ জানাইতেছেন যে,—শ্রীমূর্ত্তির বহিঃপূজায়—অর্চ্চনে 'সামান্যতঃ', কিন্তু ব্রজনবযুবদম্পতি—শ্রীরাধাগোবিন্দের মানসসেবায় 'বিশেষতঃ' অর্থাৎ সার্ব্বকালিক ভজনানুরাগ, নামভজন, শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে—কৃষ্ণবসতিস্থলে অবস্থিতি (শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন—'শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস'—শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমিতে চিন্তামণি জ্ঞানই মথুরাবাস বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীগৌরবিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরাদিধামবাস, শ্রীক্ষেত্র-দাক্ষিণাত্য-ব্রজমণ্ডলাদিধামবাসও মথুরামণ্ডলে বাসের সহিত অভিন্ন বলিয়া জানিতে হইবে। তদ্ভেদবাদিগণের তথাকথিত মথুরাবাসও প্রাকৃতভোগময়, তাহা অধোগতিপ্রদ বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—"গৌড়-ব্রজবনে ভেদ না হেরিব, হইব বরজবাসী। ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে হইব রাধার দাসী ॥"

উপরিউক্ত দুরূহ অর্থাৎ অবিতর্ক্য ও 'অদ্ভুতবীর্য্য'-সম্পন্ন মুখ্যসাধনপঞ্চকমধ্যে সাধুসঙ্গকেই সর্ব্বমুখ্য বলিয়া বিচার করিতে হইবে। যেহেতু 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন জায়তে'। সাধুমুখে শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিময়ী বীর্য্যবতী কথা শ্রবণ করিলেই ভক্তির উদয় হয়, তাহাই ক্রমশঃ সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। ইহাই শ্রীভগবান্ কপিলদেব 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' শ্লোকে মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ বলিতেছেন—

"অসাধুসঙ্গে ভাই নাম নাহি বাহিরায়।
নাম বাহিরায় বটে, 'নাম' কভু নয় ॥
কভু নামাভাস, সদাই নামাপরাধ।
ইহা ত' জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তিমুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥"

এইজন্যই ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছাদি ভক্তিপ্রতিকূলবাঞ্ছাশূন্য ভক্তিঅনুকুল অনুশীলনময়ী—কৃষ্ণে-রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত কৃষ্ণানুশীলনময়ী ভক্তিমান্ শুদ্ধভক্তসঙ্গেই নামভজন কর্ত্তব্য—

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥"
"ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাই ॥"

শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ ব্যতীত নিরপরাধে নামভজন হইবে না। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেম সুদূরপরাহত।

শ্রীল স্বরূপ দামোদর বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১-১৩২

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্রতরঙ্গ ॥"

যদি বল সিদ্ধান্তের কি প্রয়োজন? তাহাতে বলা হইতেছে—চৈঃ চঃ আ ২।১১৭ ও অ ৫।৯৭

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥
রসাভাস হয় যদি 'সিদ্ধান্তবিরোধ'।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষ-দুষ্ট বাক্য শুনিলে প্রাণে বড়ই ব্যথা পাইতেন। এজন্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর উপর উহার বিচারের ভার ছিল।

সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের আনুগত্যেই শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলনীয়।

মথুরামণ্ডল—ব্রজমণ্ডল বা গৌড়মণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী তীর্থসমূহ ভক্তসঙ্গেই পরিক্রমা বা বাস করণীয়।

"গৌর আমার যে সব স্থান
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরব আমি
প্রণয়ি ভকতসঙ্গে ॥"

"তীর্থফল সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ স্থির করি নিজচিত্ত
সাধুসঙ্গ কর অতঃপর ॥
যে তীর্থেতে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থেতে নাহি যাই
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।

যথায় বৈষ্ণবগণ সেই স্থান বৃন্দাবন
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥"
—'শরণাগতি' ও 'কল্যাণকল্পতরু'

"প্রভু বলে—গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার ॥"
—চৈঃ ভাঃ আ ১৭।৫০

অর্থাৎ শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ বা শুদ্ধভক্তদর্শন, স্পর্শন ও সেবাসৌভাগ্যলাভই তীর্থভ্রমণের সার্থকতা।

শ্রদ্ধা বা প্রীতিসহকারে শ্রীমূর্ত্তির সেবায়ও সাধুসঙ্গ অপরিহার্য্য। ভক্তসেবায় শ্রদ্ধা বা প্রীতি না জন্মিলে তাদৃশ অর্চ্চাসেবক প্রাকৃতভক্ত পর্য্যায়ে গণিত হন। ভক্তসেবায় শ্রদ্ধা জাগিলেই তিনি মধ্যমাধিকার প্রাপ্ত হন। উত্তমাধিকারিভক্তকে দেখিবামাত্রই হৃদয় উল্লসিত হয়, মুখে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি পায়। অবশ্য তাদৃশ উত্তমাধিকারী বড়ই বিরল। যাহা হউক ভগবান্ তাঁহার পূজা অপেক্ষাও তাঁহার ভক্তপূজায় বড়ই সন্তুষ্ট হন। মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা—তাঁহারই শ্রীমুখোক্তি। গোবিন্দের অর্চ্চন সুষ্ঠুভাবে করিলেও তাঁহার ভক্তের পূজা না করিলে তিনি সে পূজা গ্রহণ করেন না, পরন্তু সেই পূজককে দাম্ভিক বলেন। শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী দিবসে ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব তাঁহার ভক্ত প্রহলাদের পূজা সর্ব্বাগ্রে করিতে বলেন। এজন্যই ভক্তপদধূলি, ভক্তপদজল ও ভক্তভুক্তশেষ—এই তিনটির সমাদরকে 'সাধনের বল' ও 'কৃষ্ণপ্রেমভক্তিপ্রদ' বলিয়া শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবান্ তাঁহার সাধনরাজ্যে তাঁহার ভক্তপূজাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দচরণারবিন্দে শুদ্ধভক্তিই একমাত্র প্রার্থনীয়। সুতরাং 'ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে'—'কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'—এইসকল মহাজন-বাক্যানুসারে শ্রীগৌরানুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য—সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে লব্ধদীক্ষ শুদ্ধভক্তিপিপাসু ভগবদ্ভজন-প্রয়াসিগণের আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সমজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট স্নিগ্ধ অর্থাৎ সদ্গুরুপারম্পর্য্যে এবং স্বীয় ইষ্টদেবতায় প্রগাঢ় প্রীতিযুক্ত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ভজনবিজ্ঞ—ভজনরহস্যবিৎ ভজনানন্দী শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী কর্ম্মী জ্ঞানী যোগী সাধুসঙ্গ শুদ্ধভক্তিপিপাসুগণের অভীপ্সিত সমজাতীয় বাসনা-বিশিষ্ট ভক্তসঙ্গ নহে। শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা-গ্রন্থে তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—"কর্ম্মী, জ্ঞানী, মিছাভক্ত না হবে তায় অনুরক্ত, শুদ্ধভজনেতে কর মন। ব্রজজনের যেই মত, তাহে হবে অনুগত, এই সে পরমতত্ত্ব ধন ॥" 'কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি ভ্রমি' মরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—'মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা দুঁহার গতি। স্থাবরদেহ দেবদেহ, যৈছে অবস্থিতি ॥' (চৈঃ চঃ ম ৮।২৫৬)—উহার অনুভাষ্যে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও লিখিয়াছেন—'জড়ভোগহীন মুক্তিবাদিগণ চরমে চিৎক্রিয়াহীন অর্থাৎ সুপ্তচেতন স্থাবরদেহ ও জড়ভোগযুক্ত ভুক্তিবাদিগণ—পরলোকে ভোগোপযোগী দেবদেহ লাভ করেন।' জ্ঞানীর ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিকে ভক্ত ভক্তিবিনাশক বলিয়া সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য বলিয়া বিচার করেন—'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥' (চৈঃ চঃ ম ৬।২৬৮) আবার যোগীর পরমাত্ম-সাযুজ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার। ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥" (ঐ চৈঃ চঃ ম ৬।২৬৯) পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—"সাযুজ্য দুইপ্রকার—ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য। মায়াবাদি বৈদান্তিকের মতে—জীবের চরমফল ব্রহ্মসাযুজ্য, পাতঞ্জল-মতে—কৈবল্যাবস্থায় ঈশ্বর-সাযুজ্য। এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বর-সাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ। ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষ গতি-লাভ; কিন্তু সবিশেষ ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনাদোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল।" এইজন্যই শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ সমগ্র ভাগবতের সার স্বরূপ উত্তমা বা শুদ্ধভক্তির সূত্র এইরূপ প্রদান করিয়াছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

অর্থাৎ "কৃষ্ণসেবার বিরোধী অবৈধযোষিৎসঙ্গাদি

দুর্নীতিমূলক সমস্ত অভিলাষ-বিহীন এবং মুমুক্ষা ও বুভুক্ষা দ্বারা অব্যবহিত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূল চেষ্টাময় যে কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধি বা কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুক্ষণ ভজন, তাহাই উত্তমা ভক্তি ”

উপরিউক্ত মর্ম্মানুবাদটি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-কৃত। তিনি উহার অন্বয়মুখী ব্যাখ্যাও এইরূপ করিয়াছেন—

“অন্যাভিলাষিতাশূন্যং (অন্যাভিলাষিতা—কৃষ্ণ-ভজনসম্পাদন-বিরোধি যোষিৎসঙ্গাদি রূপা দুর্নীতিমূলা বাঞ্ছা, তয়া শূন্যং বিহীনং) জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতং (জ্ঞানমত্র—নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানং, ন তু ভজনীয়ত্বানুসন্ধানমপি, তস্যাবশ্যাপেক্ষণীয়ত্বাৎ, কর্ম্ম চ স্মৃত্যাদ্যুক্তং নিত্য-নৈমিত্তিকাদি, ন তু ভজনীয় পরিচর্য্যাদি, তস্য তদনুশীলনরূপত্বাৎ ; আদি-শব্দেন বৈরাগ্য-যোগ-সাংখ্যাভ্যাসাদয়ঃ, তৈঃ অনাবৃতম্ অব্যবহিতম্, অপ্রতিহতম্) ; আনুকূল্যেন (আনুকূল্যমত্র ভজনোদ্দেশ্যায় শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তিঃ, প্রাতিকূল্যং তু তদ্বিপরীতং জ্ঞেয়ং তস্য ভজনবিরোধাৎ, তেনেতি বিশেষণে তৃতীয়া, ন তু উপলক্ষণেঽতঃ আনুকূল্যস্যাপি ভক্তিত্ববিধানং জ্ঞেয়ং) কৃষ্ণানুশীলনং (কৃষ্ণশব্দস্যাত্র স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, তদ্রূপাণাং চান্যেষামপি শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বানাং গ্রাহকশ্চেতি বোধ্যং, তস্য কৃষ্ণস্য সম্বন্ধি, কৃষ্ণার্থং বা অনুশীলনং কায়বাঙমানসীয়-তচ্চেষ্টারূপং প্রীতি-বিষয়াত্মকং শৈথিল্য পরিত্যাগপূর্ব্বকং মুহুরেব তত্তৎ-কর্ম্মপ্রবর্ত্তনম্) এব উত্তমা ভক্তিঃ (অনেন বৈধরাগা-নুগমার্গয়োঃ সাধকসিদ্ধদশয়োরুভয়ত্রাপ্যস্যাঃ সুষ্ঠু বৈশিষ্ট্যং স্ফুটং কথিতম্)।” (ক্রমশঃ)
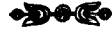
বামনাবতার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২১৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীবেদব্যাসমুনিরচিত বামনপুরাণে লোমহর্ষণ সূত ও ঋষিগণের মধ্যে বার্ত্তালাপপ্রসঙ্গে বামনদেবের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। হিরণ্যকশিপুর নিধনের পরও দৈত্যগণের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। সর্ব্বস্থান হইতে দেবতাগণ বিতাড়িত হইলে দৈত্যগণের রাজত্ব ত্রিলোক বিস্তৃত হইল। দৈত্যগণ বহু যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিল। ময় ও শম্বর দুই দানবের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইল। সর্ব্বত্র ধর্ম্মকর্ম্মের অবাধ অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। চতুষ্পাদ ধর্ম্মই বিরাজিত রহিল, কিন্তু এক-পাদ অধর্ম্ম নামমাত্র প্রবেশ করিল। সেই সময় বলি দৈত্যরাজরূপে অভিষিক্ত হইলেন। তাহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করায় লক্ষ্মীদেবী প্রসন্ন হইয়া বলিমহারাজের শরীরে প্রবিষ্ট হইলে সমস্ত দেবী বলি মহারাজের প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং বলি মহারাজ সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন। দেবতাগণের কোন স্থান না থাকায় দেবরাজ ইন্দ্র সুমেরু শিখরস্থ অদিতি মাতার নিকট গমন করিয়া দানবের দ্বারা তাঁহাদের পরাজয়-বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। অদিতিমাতা একমাত্র সহস্রশীর্ষ নারায়ণই দেবতাগণকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন এই বলিয়া তাঁহাদিগকে নিজ-পতি কশ্যপ ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। দেবতাগণ তদনুসারে তৃতীয় প্রজাপতি কশ্যপ ঋষির নিকট আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কশ্যপ ঋষি তাঁহাদের বক্তব্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মাও তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে ক্ষীরসাগরের উত্তরতীরে বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের আরা-ধনার জন্য বলিলেন। সেখানে ভগবদুপাসনাকালে ভগবানের এইরূপ অমোঘবাণী শ্রুত হইবে যে, তিনি কশ্যপ ও অদিতিমাতার প্রার্থনা স্বীকার করতঃ তাঁহা-দের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের ইচ্ছাপূর্ত্তি করিবেন। ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবতাগণ সাগর, পর্ব্বত, কানন, নদী সব অতিক্রম করিয়া অনেক কষ্টের পর কশ্যপ ঋষির নিকট এবং কশ্যপ ঋষিসহ অমৃতস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। কশ্যপ ঋষি নারায়ণের প্রসন্নতার জন্য সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ব্রতচর্য্যায় নিরত হইলেন। দেবতাগণও তপোযোগ

অবলম্বন করিলেন। মহাত্মা কশ্যপ নারায়ণের প্রসন্নতার জন্য বেদোদিত পরম স্তব পাঠ করিলেন এবং অদিতিমাতা পুত্র কামনা করিলেন। অনন্তর কশ্যপ ঋষি পত্নীকে লইয়া কুরুক্ষেত্র বনে স্থিত নিজ-আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। অদিতিমাতা সেইস্থানে অযুতবর্ষ পর্য্যন্ত ঘোরতর তপস্যা করিলেন। অদিতির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান্ বাসুদেব অদিতিমাতাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অদিতিমাতা তাঁহার পুত্র ইন্দ্র যাহাতে স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পায় এইরূপ বর প্রার্থনা করিলে ভগবান্ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—তিনি পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। অনন্তর অদিতি গর্ভধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ অদিতিগর্ভে আবির্ভূত হইলেন। মধুসূদন অদিতিগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ামাত্র দৈত্যগণের তেজ হ্রাস পাইল। বলি মহারাজ অগ্নি-দগ্ধের ন্যায় অথবা ব্রহ্মশাপগ্রস্তের ন্যায় হঠাৎ তেজো-হীন হইয়া পড়ায় পিতামহ প্রহলাদকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রহলাদ মহারাজ কিয়ৎকাল চিন্তা করার পর বলি মহারাজকে বলিলেন, এইরূপ ঘটনাকে সামান্য মনে করিবে না। ইহার প্রতিকারের চিন্তা এখনই প্রয়োজন। তদনন্তর প্রহলাদ মহারাজ ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলেন অদিতির গর্ভে ভগবান্ বামনাকারে অবস্থিত আছেন, তিনি অসুরগণের তেজোরাশি হরণ করিয়াছেন। বলি মহারাজ পিতা-মহের নিকট তেজোহরণের কারণ অবগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্রীহরি কে, যাঁর জন্য আমাদের ভয়ের কারণ বলিতেছেন। আমার নিকট মহাবল-শালী শত শত দৈত্য আছে। এই দৈত্যগণের এক-জনের মতও বল বাসুদেব কৃষ্ণের নাই।" দৈত্যশ্রেষ্ঠ প্রহলাদ মহারাজ পৌত্রের এইপ্রকার বিষ্ণুনিন্দাকর বাক্য শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন — 'দৈত্যদানবগণ অচিরেই ধ্বংস হউক। আমি কৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহাকেও ভবার্ণবে পরিত্রাণকর্ত্তা জানি না, অতএব তোমাকে যেন অচিরকালমধ্যে রাজ্যভ্রষ্ট অবলোকন করি।" বলি মহারাজ পিতামহের নিকট অপ্রিয়বাক্য শুনিয়া তাঁহার অবিবেচনাপ্রসূত বাক্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পিতামহের পাদপদ্মে পতিত হইয়া বার বার কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রহলাদ মহারাজ নিজপাদপদ্মে পতিত পৌত্রকে দেখিয়া সন্তপ্ত হইয়া বলিলেন—"বৎস! আমি মোহবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে অভিশাপ দিয়াছি। আমার অভিশাপ অন্যথা হইবে না। তুমি তজ্জন্য দুঃখিত হইও না। অচ্যুতের প্রতি তুমি ভক্তিমান্ হও, তিনি তোমার ত্রাণকর্ত্তা হইবেন।"

অনন্তর দশমমাস উপস্থিত হইলে ভগবান্ গোবিন্দ বামনাকারে ভূমিষ্ঠ হইলেন। সর্ব্বত্র মঙ্গল ও সর্ব্ব-প্রাণীর চিত্তে প্রসন্নতা আসিয়া উপস্থিত হইল। বামন-দেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা জাতকর্ম্মাদি সমস্ত ক্রিয়া সমাধান করিয়া বহুবিধ সুন্দর বাক্যে বামন-দেবের স্তব করিলেন। বামনদেব স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, পূর্ব্বে তিনি ইন্দ্রকে পরে অদিতিকে বাক্য দিয়াছেন, এখন তাঁহাকেও বাক্য দিতেছেন—ইন্দ্র যাহাতে জগতের আধিপত্য পান তাহার ব্যবস্থা তিনি করিবেন।

বামনদেবের উপনয়নকালে ব্রহ্মা বামনদেবকে কৃষ্ণাজিন, বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত, মরীচি পলাশদণ্ড, বশিষ্ট কমণ্ডলু, অঙ্গিরা কুশচীর, পুলহ আসন এবং পুলস্ত্য পীতবর্ণ বসনযুগল দান করিলেন। দেবতা-গণের দ্বারা উপাসিত হইয়া বামনদেব জটাধারী, দণ্ডী, ছত্রী, কমণ্ডলুধারী হইয়া বলি মহারাজের যজ্ঞস্থলে যাইবার জন্য চলিতে লাগিলেন। বামনদেবের গমনকালে ধরিত্রী নিপীড়িত হইয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মহানাগ অনন্ত রসাতল হইতে নির্গত হইয়া বামনদেবকে সহায়তা করিতে লাগিলেন। বামনদেবের দর্শনে নাগভয় বিদূরিত হয়। পৃথিবীকে সংক্ষুব্ধ দেখিয়া বলি মহারাজ গুরু শুক্রাচার্য্যকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—'জগৎ-কারণ সনাতন শ্রীহরি কশ্যপগৃহে বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি তোমার যজ্ঞে আগমন করিবেন, এইজন্য তাঁহার পদবিক্ষেপে ধরিত্রী বিচলিত হইতে-ছেন।' গুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট উক্ত বাক্য শুনিয়া অব্যয় পুরুষ পরমাত্মা বামনদেবের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারিবেন জানিয়া বলি নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করিলেন। ভগবান্ বামনদেব শুভাগমন করিতেছেন—এখন তাঁহার করণীয় কি, বলি মহারাজ

গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে শুক্রাচার্য্য বলিলেন—'হে অসুররাজ ! বৈদিক প্রমাণানুসারে দেবগণই যজ্ঞ-ভাগভোজী। কিন্তু তুমি দানবদিগকেই যজ্ঞভাগভোজী করিয়াছ। ভগবান্ শ্রীহরি স্থিতি-পালনকর্ত্তা, কৃতকৃত্য হইলেও তিনি দেবতাগণের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আসি-তেছেন। এইজন্য তিনি দেবতাদিগের কার্য্যোদ্ধারার্থ যাহা তোমার নিকট চাহিবেন, তাহা তুমি দিতে পারিবে না বলিয়া স্পষ্টভাবে তাঁহাকে কহিয়া দিবে।' বলি মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন, 'হে ব্রহ্মন্ ! আমি এমনকথা কি করিয়া বলিব ? কোন সাধারণ ব্যক্তি আমার নিকট কিছু যাচঞা করিলে তাহাকে আমি 'না' বলিতে পারি না। সেক্ষেত্রে সাক্ষাৎ গোবিন্দ আমার নিকট প্রার্থীরূপে আসিলে আমি তাঁহাকে কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিব ? আমি প্রাণত্যাগ করিতে পারি, তথাপি এই কার্য্য করিতে পারিব না। আপনার নিকটেই আমি দানমাহাত্ম্য শুনিয়াছিলাম। এখন আপনিই আমাকে অন্যপ্রকার বলিতেছেন। আপনি দানবিষয়ে আমাকে বাধাপ্রদান করিবেন না।' ইত্যবসরে বামনদেব বৃহস্পতি ও অন্যান্য অমর-বৃন্দসহ বলির যজ্ঞস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বলি নিজ পুরোহিত শুক্রাচার্য্যকে বলিলেন—'ভগবান্ হরি যখন আমার গৃহে স্বয়ং আসিয়াছেন, তখন তিনি নিজের ইচ্ছামত যাচঞা করুন।' যজ্ঞস্থলীতে বামনদেবের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বামন-দেবের তেজে সমস্ত অসুরগণ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। কিন্তু বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গর্গঋষি আদি মুনিশ্রেষ্ঠগণ বামনদেবের দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। বামনদেব বলি মহারাজের যজ্ঞের, যজমান, ঋত্বিক-গণের প্রশংসা করিলে তাঁহারাও বামনদেবকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। বলি মহারাজ ভক্তিসহকারে পাদ্য-অর্ঘ্যের দ্বারা গোবিন্দের পূজা বিধান করতঃ কহিলেন, 'হে শ্রেষ্ঠপুরুষ ! আপনি সুবর্ণ ও রত্নরাশি, গজ ও মহিষগণ, বস্ত্র ও অলঙ্কার, স্ত্রী ও গাভীগণ, তাম্র, রৌপ্যাদি যাবতীয় ধাতু, সমগ্র পৃথিবী অথবা যাহা আপনার অভীপ্সিত, তাহা প্রার্থনা করুন, আমি আপনার প্রার্থিত বস্তু আপনাকে দান করিব।' তদুত্তরে বামনদেব হাস্যসহকারে গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'হে রাজন্ ! আমার অগ্নি রক্ষার জন্য আপনি আমাকে ত্রিপাদভূমি দান করুন। সুবর্ণ, গ্রামাদি যাঁহারা যাচঞা করেন, তাঁহাদিগকে তাহা দিবেন।' বলি মহারাজ বামনদেবকে কহিলেন—'ত্রিপাদভূমি দ্বারা আপনার প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে না। আপনি সহস্র সহস্র পদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করুন।' তৎসত্ত্বেও বামনদেব ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিলেন। মহাবাহু বলি হাতে জল লইয়া বামনদেবকে ত্রিপাদভূমি দান করার সঙ্কল্পবচন উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বামনদেব মহাতেজোময় ও সর্ব্বদেবময় বিরাট্‌রূপ ধারণ করিলেন। মহাবল দৈত্যগণ বিষ্ণুর সেই মহাতেজোময় রূপ দেখিয়া অগ্নি-দর্শনে পতঙ্গের যে প্রকার অবস্থা হয় সেইপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। বিপুল-বিক্রম বিষ্ণু অত্যল্পকালমধ্যে অন্তরীক্ষ এবং সমগ্র লোকত্রয় দখল করিয়া লইলেন, অসুরগণকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্য রাজ্য প্রদান করিলেন। তদনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু বলিকে বসুধাতলের নিম্নস্থ পাতালপ্রদেশ দান করিলেন। সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু বলিকে আরও বলিলেন বৈবস্বতমন্বন্তর অতীত হইলে ও সাবর্ণি মন্বন্তর উপস্থিত হইলে তুমি ইন্দ্র হইবে। এখন তোমার অধিকৃত ভুবন ইন্দ্রকে দান করিলাম। যাহা হউক, তুমি আমার কথামত নানাগুণ ও নানা শোভাযুক্ত মনোরম পাতালপ্রদেশ সুতলপুরীতে আমার আজ্ঞায় বাস কর এবং সর্ব্বদা স্রক্‌চন্দনাদি বিপুল ভোগরাশি উপভোগ কর। বলি মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন, 'আপনার প্রদত্ত ভোগরাশি পাইয়া আপনাকে যেন আমি ভুলিয়া না যাই। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনাকে আমি সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারি।' শ্রীহরি ইন্দ্রকে ত্রৈলোক্যরাজ্য ও বলি মহারাজকে বর প্রদানকরতঃ অন্তর্হিত হইলেন।

এই বলি-বামন সংবাদ শ্রবণ করিলে রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি রাজ্য পাইবেন, ইষ্ট-বিয়োগিজন ইষ্টলাভে কৃতার্থ হইবেন, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞ হইবেন, ক্ষত্রিয় পৃথিবী জয়ে পারগ হইবেন, বৈশ্য ধনসমৃদ্ধি লাভ করিবেন, শূদ্র সুখসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবেন এবং শ্রবণকারী সকলে সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন।

বামনপুরাণের শেষের দিকে বলির বন্ধন এবং বলি মহারাজের স্ত্রী বিন্ধ্যাবলী এবং পুত্র বাণাসুরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

'ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন,
পদনখনীরজনিতজন-পাবন।
কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥'

(শ্রীজয়দেব-কৃত দশাবতারস্তোত্রম্)

হে কেশব! বলি মহারাজকে পাদাক্রমণের দ্বারা ছলনা এবং আপনার পদনখচ্যুত সলিলের দ্বারা নিখিল লোকের পবিত্রতা সাধন জন্য আপনি যে অদ্ভুত বামনরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই জগদীশ্বর আপনার জয় হউক।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(২৯)

শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ

পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের আবির্ভাব স্থান পূর্ব্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত টেপাখোলার নিকটে পদ্মানদীর তটবর্ত্তী 'বাগযান' গ্রামে। তাঁহার আবির্ভাবকাল অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে। তাঁহার পিতা মাতার নাম অপরিজ্ঞাত। বাবাজী মহারাজের পিতৃদত্ত পূর্ব্বনাম ছিল 'বংশীদাস'। ইঁহার বিশেষ পরিচয়—ইনি বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দীক্ষাগুরু।

সমাজের তৎকালীন প্রথানুসারে পিতামাতা বাল্যকালেই বংশীদাসের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলেও বংশীদাস সর্ব্বদা সংসারবিরক্ত ও ভগবদ্‌বিরহবিহ্বল অবস্থায় গৃহে অবস্থান করিতেন। পত্নীবিয়োগের পর তিনি কঠোর বৈরাগ্যের সহিত বিবিক্তানন্দীরূপে ভগবদ্ভজনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতদাস বাবাজী মহারাজের নিকট পরমহংস বাবাজীর বেষ গ্রহণ করতঃ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ নামে খ্যাত হন। শ্রীমদ্ ভাগবতদাস বাবাজী মহারাজ—বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের বেষ-শিষ্য ছিলেন। বেষাশ্রয়ের পর শ্রীমৎ বাবাজী মহারাজ ত্রিশ বৎসর কাল ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতঃ তীব্র ভজন করেন। অবশ্য মধ্যে মধ্যে তিনি উত্তর ভারতের ও শ্রীগৌড়মণ্ডলের তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া আসিতেন। তীর্থ-পর্য্যটনকালে বাবাজী মহারাজের সহিত শ্রীক্ষেত্রে শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী, কালনায় শ্রীভগবান্‌দাস বাবাজী ও কুলিয়ায় শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর সাক্ষাৎকার হইয়াছিল।

১৩০০ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসে, যৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের প্রকাশ হয়, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে শ্রীগৌড়মণ্ডলে আসিয়া অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলী শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইনি অপ্রাকৃত নেত্রে নবদ্বীপমণ্ডলের অধিবাসিগণকে ধামবাসীরূপে দর্শন করতঃ মাধুকরী ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য তাঁহাদের পরিত্যক্ত মৃদ্‌ভাণ্ডে রন্ধন করিয়া কোনওপ্রকারে জীবন ধারণ করিতেন। এইরূপ শ্রুত হয় যে, ইনি কখনও গঙ্গাজল, কখনও গঙ্গামৃত্তিকা, কখনও বা অভুক্ত অবস্থায় থাকিয়াও নিরন্তর হরিনাম করিতেন। বিবিক্তানন্দী ত্যক্তাশ্রমী জীবনের আদর্শস্বরূপ ইনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করিতেন। শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের অসামান্য বৈরাগ্য, শুদ্ধভক্তি ও ভগবদনুরাগ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজ মধ্যে মধ্যে গোদ্রুমদ্বীপস্থ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলয়—স্বানন্দসুখদকুঞ্জে আসিয়া বাস করিতেন এবং

ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ এবং তাঁহার সহিত ভক্তিসিদ্ধান্ত বিষয়ে আলোচনাও করিতেন।

বাবাজী মহারাজ কখনও কাহারও নিকট হইতে কোনও সেবা গ্রহণ করিতেন না। তিনি সর্ব্বক্ষণ কখনও তুলসীর মালা, কখনও বা ছিন্নবস্ত্রগ্রন্থিযুক্ত মালা ধারণ করতঃ হরিনাম করিতেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের 'প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ছিল। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের ন্যায় বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য —কৃষ্ণে গাঢ়ানুরাগ।

ইং ১৮৯৮ সালে গোদ্রুমদ্বীপস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের সহিত শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। তৎকালে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহা-রাজের শ্রীমুখে ব্যাকুল হৃদয়ে কীর্ত্তিত গান শুনিয়া শ্রীল প্রভুপাদ মুগ্ধ ও প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়েন। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত গানটী লিখিয়া রাখায় পরবর্ত্তিকালে ভক্তগণ উহা প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হন।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর উদ্দেশে রচিত গীত বলিয়া প্রচলিত গীতটি এইরূপ ঃ—

কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে।
রাধে রাধে গো জয় রাধে রাধে ॥
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাধে রাধে।
তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে রাধে রাধে॥
রাধে বৃন্দাবন বিলাসিনি রাধে রাধে।
রাধে কানুমনোমোহিনি রাধে রাধে ॥
রাধে অষ্টসখীর শিরোমণি রাধে রাধে।
রাধে বৃষভানুনন্দিনি রাধে রাধে ॥

(গোসাঞী) নিয়ম ক'রে সদাই ডাকে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কেশীঘাটে
আবার ডাকে বংশীবটে রাধে রাধে ॥
(গোসাঞী) একবার ডাকে নিধুবনে,
আবার ডাকে কুঞ্জবনে রাধে রাধে ॥
(গোসাঞী) একবার ডাকে রাধাকুণ্ডে,
আবার ডাকে শ্যামকুণ্ডে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) একবার ডাকে কুসুমবনে,
আবার ডাকে গোবর্দ্ধনে রাধে রাধে ॥
(গোসাঞী) একবার ডাকে তালবনে,
আবার ডাকে তমালবনে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) মলিন বসন দিয়ে গায়, ব্রজের ধূলায়
গড়াগড়ি যায় রাধে রাধে ॥
(গোসাঞী) মুখে রাধা রাধা বলে ভেসে
নয়নের জলে রাধে রাধে।
(গোসাঞী) বৃন্দাবনে কুলিকুলি কেঁদে বেড়ায়
রাধা বলি রাধে রাধে ॥
(গোসাঞী) ছাপান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে, জানে না
রাধাগোবিন্দ বিনে রাধে রাধে।
তারপর চারিদণ্ড সুতি থাকে স্বপ্নে
রাধা-গোবিন্দ দেখে রাধে রাধে ॥

ইং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে গোদ্রুম স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের একমাত্র শিষ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী। বিবিক্তানন্দী শ্রীল বাবাজী মহারাজের সঙ্কল্প ছিল কাহাকেও মন্ত্র দিবেন না। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অনন্য ভক্তিনিষ্ঠায় তিনি তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপ শ্রুত হয় যে—শ্রীল প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজের নিকট দীক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে বাবাজী মহারাজ প্রথমে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমতি হইলে মন্ত্র দিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ দ্বিতীয়বার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ হতাশ না হইয়া তৃতীয়বার আসিয়া নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন—"সুনীতি, পাণ্ডিত্য এই সবের দ্বারা ভগ-বান্‌কে পাওয়া যায় না, দীক্ষা গ্রহণে অধিকার হয় না।" বাবাজী মহারাজের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যাত হইয়াও প্রভুপাদ তাঁহার নিষ্ঠা পরিত্যাগ করিলেন না। শ্রীরামানুজাচার্য্য অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর গোষ্ঠীপূর্ণের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তদ্রূপ প্রভু-পাদও অসীম ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দৈন্যার্ত্তি জ্ঞাপন করিতে থাকিলে বাবাজী মহারাজ অবশেষে সুপ্রসন্নচিত্তে স্নেহাবিষ্ট হইয়া প্রভুপাদকে নিজ পদ-

ধূলির দ্বারা অভিষিক্ত করতঃ দীক্ষা প্রদান করিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ, কপট বিষয়ী ব্যক্তিগণ তাঁহার পদ স্পর্শ করিলে ক্রোধলীলা প্রদর্শন করিয়া বলিতেন, 'তোর সর্ব্বনাশ হইবে'। এজন্য অনেকে ভয়ে তাঁহার পাদস্পর্শ করিতেন না। কিন্তু তিনি স্নেহাবিষ্ট হইয়া আজ নিজের পদধূলি নিজে লইয়া প্রভুপাদের অঙ্গে লেপন করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের গণের নিকট এইরূপও শ্রুত হয় যে, শ্রীল প্রভুপাদ ১২ বার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ত্রয়োদশ বারে শ্রীল গৌরকিশোর-দাস বাবাজী মহারাজের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। এস্থলে বিবিক্তানন্দী শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণ লীলার স্মৃতি উদ্দীপিত হয়। গুরুতে অনন্যনিষ্ঠাই সৎ শিষ্যের লক্ষণ। বাবাজী মহারাজ প্রভুপাদকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে যোগ্য বিবেচনায় আশীর্ব্বাদ করতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে উত্তরপ্রদেশে মথুরা জেলান্তর্গত গোকুল মহাবনস্থ শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান বিগত ৩ অগ্রহায়ণ, ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার হইতে ৫ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার সতীর্থ মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ১৮ নভেম্বর কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ দিল্লী হইয়া ২০ নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে তাজ এক্সপ্রেসে মথুরা জংসন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বৃন্দাবন ও গোকুল মহাবন মঠের ভক্তবৃন্দসহিত উপস্থিত হইয়া মাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বৃন্দাবনস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংঘ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে বৃন্দাবনে যাইয়া ইমলিতলা মহাপ্রভুর মন্দিরে ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দেন এবং সেই রাত্রি বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ পরদিবস প্রাতে শ্রীগৌড়ীয় সংঘ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত মটরযানে গোকুল মহাবন মঠে আসিয়া পৌঁছেন। চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগড় হইতে ভক্তবৃন্দসহ গোকুল মহাবন মঠের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে শুভাগমন করেন।

২১ নভেম্বর শুক্রবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু সহস্র ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। মহোৎসবে মুখ্যভাবে আনুকূল্য করিয়া কলিকাতানিবাসী শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী ও লুধিয়ানার শ্রীরাকেশ কাপুর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধাগোকুলানন্দ জীউ তাঁহাদের উপর কৃপাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

২১ ও ২২ নভেম্বর রাত্রি ৮ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনদ্বয়ে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, মথুরার শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও দিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

সৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ২১ নভেম্বর সান্ধ্য ধর্ম্ম-সভায় সভাপতিপদে বৃত হন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীবাবুলাল পাণোয়ারি মহোদয়। পাঞ্জাব, দিল্লী, নৌঝিল এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দ উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

২২ নভেম্বর প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দের অনুগমনে ভক্তগণ পরমোৎসাহে নৃত্য কীর্ত্তন সহযোগে ব্রহ্মাণ্ডঘাট (যে স্থানে শ্রীকৃষ্ণ মৃদ্‌ভক্ষণছলে মা যশোদাকে মুখবিবরে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন), পূতনাবধ স্থান, যমলার্জ্জুনভঞ্জন-স্থলী, শ্রীনন্দভবন, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী মহাযোগপীঠ, রমণরেতি প্রভৃতি গোকুল মহাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করেন। ব্রহ্মাণ্ডঘাটে ভক্তগণের যমুনায় স্নান তর্পণাদির পর তথায় জলযোগ মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীমঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্ম-চারী, শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতকৃষ্ণ দাস, শ্রীদীনশরণ ব্রহ্মচারীর হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার নাথ, গোয়ালপাড়া (আসাম)ঃ— আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়াসহরনিবাসী শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার নাথ আনুমানিক ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার নিজবাটীতে বিগত ১৪ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর সোমবার প্রাতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ বৈষ্ণব-গণের উপস্থিতিতে সংকীর্ত্তনসহযোগে তাঁহার শেষ কৃত্য সুসম্পন্ন হয়। ব্রজেনবাবুর শেষ ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য গোয়ালপাড়া মঠের শ্রীপ্রভুপদ ব্রহ্মচারী তাঁহার গৃহে সপ্তাহকাল ভাগবত পাঠ করেন। ব্রজেনবাবু শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহা-রাজের বাল্যবন্ধু এবং তাঁহার প্রতি গাঢ় প্রীতিযুক্ত ছিলেন। ইনি আন্তরিকতার সহিত গোয়ালপাড়া মঠের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেন এবং তদ্বিষয়ে সকলকে প্রেরণা দিতেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে গোয়ালপাড়া মঠের একজন শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকের অভাব হইয়া পড়িল। তাঁহার জননীদেবী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা ছিলেন। ব্রজেনবাবুর সহিত তীর্থ মহারাজের বহু পুরানো স্মৃতি বিজড়িত থাকায় তাঁহার অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তিনিই ব্যথিত হইয়াছেন। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ভক্তবৃন্দ সকলেই বেদনাহত।

*　　*　　*　　*

শ্রীযুক্তা প্রিয়রমা পাল, দুর্গাপুর (বর্দ্ধমান)ঃ— নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা শ্রীযুক্তা প্রিয়রমা পাল ৭৫ বৎসর বয়সে দুর্গাপুরে নিজবাটীতে গত ১৪ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর সোমবার স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার পারলৌকিককৃত্য দুর্গাপুরে গত ২৬ অগ্রহায়ণ, ১৩ ডিসেম্বর সুসম্পন্ন করেন। ইনি নিষ্ঠাবতী ও ভক্তিমতী ছিলেন। ইনার বিশেষ পরিচয় —ইনি আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজের জননীদেবী। শ্রীগৌর-নিজজনের কৃপাসিক্তা হেতু ইনি ভাগ্যবতী। শ্রীল গুরুদেব নিশ্চয়ই ইঁহার নিত্যকল্যাণ বিধান করিবেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা ১.২০
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,, ১.০০
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,, ,, ১.২০
(৫) গীতমালা ,, ,, ,, ,, ১.৫০
(৬) জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,, ২৫.০০
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,, ১৫.০০
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, , ৫.০০
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,, ,, ৪.০০
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা ২.৭৫
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,, ২.২৫
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,, ২.০০
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,, ১.২০
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode ,, ২.৫০
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,, ২.৫০
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ,, ৩.০০
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) — ,, ২৫.০০
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,, .৫০
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,, ৫.০০
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,, ৩.০০
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ,, ৮.০০
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ,, ৪.০০
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,, ৪.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখাজ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৯৩

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৬শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৯৩
১৫ মাধব, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ২৯ জানুয়ারী ১৯৮৭ | ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২১৯ পৃষ্ঠার পর]

আমি মূর্খ-সম্প্রদায়ের— হিংসা-পরায়ণ-সম্প্রদায়ের কোনও কথা শুনে গুরুর অবজ্ঞা কোর্‌ব না। যখন শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে আজ্ঞা ক'রেছেন— "আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।" আমার গুরুদেবের কাছে এই আজ্ঞা পেঁাছেছে—গুরুদেব আবার আমাকে সেই আজ্ঞা ব'লেছেন—আমি সেই আজ্ঞা পালন কর্‌তে কপটতা কোর্‌ব না—মূর্খ-সম্প্রদায়ের—কপট-সম্প্রদায়ের— ফল্গুত্যাগি-সম্প্রদায়ের আদর্শ নেবো না—আমি কপটতা শিখ্‌বো না। বিষয়িগণ—মৎসরগণ—ফল্গুত্যাগিগণ—স্বার্থপরগণ বুঝ্‌তে পারে না—ভগবানের ভক্তগণ কিরূপ জগতের সর্ব্ববিষয়ে পদাঘাত ক'রে ভগবানের আজ্ঞায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লবমাত্রও ভগবানের নিষ্কপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হন না।

কপট-সম্প্রদায়—বৈষ্ণবব্রুব-সম্প্রদায় অন্তরে জড়-প্রতিষ্ঠাকামি-সম্প্রদায় মনে ক'র্‌ছেন, গুরুর আসনে ব'সে শিষ্যগণের স্তুতি শুন্‌ছে কিরূপে! প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রত্যেক বৈষ্ণবকে 'শ্রেষ্ঠ' জ্ঞান করেন। যখন হরিদাস ঠাকুর বিনয়-নম্র ভাব দেখাচ্ছেন, তখন মহাপ্রভু ব'ল্‌ছেন,— "তুমি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ— পৃথিবীর শিরোমণি, এসো একসঙ্গে ভোজন করি। তিনি ঠাকুর হরিদাসের সচ্চিদানন্দ দেহ ক্রোড়ে বহন ক'র্‌ছেন। রূপানুগ-সম্প্রদায়ে 'অমানী-মানদ'-ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে র'য়েছে, যা'রা তাতে বৈষম্য দর্শন করে, তা'রা দিবান্ধ পেচকসদৃশ—অপরাধী।

কিন্তু আমার মত চণ্ডাল, মূর্খ, দাম্ভিক, ক্ষুদ্র নির্ঘৃণ অসজ্জন ঐরূপ কথার বিষয় নয়। তা'তে আমি বলি,—'আমার সদাচার এটা নয়—মানব জাতির আইন এটা—এই আইনটা গুরু-পারম্পর্য্য-ক্রমে আমার নিকট এসে উপস্থিত হ'য়েছে। যদি আমি এ'টী অমান্য করি, তা' হ'লে গুরু-আজ্ঞা-অপালন-জন্য-দোষ আমাতে এসে আমাকে গুরু-পাদপদ্ম হ'তে অপসারিত ক'র্‌বে। বৈষ্ণবগুরুর আজ্ঞা পালন ক'র্‌তে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হ'তে হয়, 'পশু' হ'তে হয়—অনন্তকাল নরকে যেতে হয়—আমি অনন্তকালের তরে contract ক'রে সেইরূপ নরকে যেতে

চাই। আমি গুরু-আজ্ঞা ছেড়ে অন্য হিংসাপরায়ণ লোকের কথা শুন্‌বো না। আমি গুরুর আজ্ঞা ছেড়ে জগতের বাদবাকী কা'রও কথা শুন্‌বো না—জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত ক'র্‌ব—আমি এতদূর দাম্ভিক। আমার গুরুপাদপদ্ম-পরাগের একটু কণা ছড়িয়ে দিলে তোমাদের মত কোটী-কোটী লোক উদ্ধার লাভ ক'র্‌বে। এমন কোনও পাণ্ডিত্য জগতে নাই—এমন কোনও সদ্‌বিচার চতুর্দ্দশ ভুবনে নাই—কোন মনুষ্য-দেবতায় নাই—যা' নাকি আমার গুরুদেবের পাদ-পদ্মের ধূলির একটী কণা হ'তেও ভারি হ'তে পারে।

গুরুদেব আমায় হিংসা করেন না। আমায় যিনি হিংসা করেন, তাঁ'র কথা শুন্‌তে আমি কিছুতেই প্রস্তুত নই—তাঁ'কে গুরুরূপে বরণ ক'র্‌তে প্রস্তুত নই। শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মুখে শ্রীদামোদরস্বরূপ ব'ল্‌ছেন—

"হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥"

[হে দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্য, আপনার কৃপার উদয়ে চিত্তখেদ-রূপ ধূলি হৃদয় হইতে অনায়াসে উড়িয়া যায়, সুতরাং হৃদয় নির্ম্মল হয়। তখন হৃদয়ে কৃষ্ণসেবা-জনিত পরমানন্দ প্রকাশ পায়। শাস্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদসমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদ করে। আপনার কৃপালাভ করিলেই লব্ধকৃপ হৃদয়টী ভগবদ্রসে উন্মত্ত হয়; আবার কৃষ্ণ-রস-প্রদা মত্ততাও আপনার কৃপাবলেই উদিত হয়; সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তি লাভ করে। আপনার কৃপা নিরন্তর ভক্তিবিনোদন করিয়া থাকে অর্থাৎ জীব-কুলকে স্ব-স্বভাবে প্রেরণ করাইয়া থাকে। আপনার কৃপা কৃষ্ণেতর-তৃষ্ণারহিত করাইয়া জীবকুলকে অ-প্রাকৃত মাধুর্য্য-রসের চরম সীমায় উপনীত করায়। হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য, আপনার সেই অমন্দোদয়া দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।]

একথা যখন শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীচৈতন্যদেবকে ব'ল্‌ছেন, তখন ত' চৈতন্যদেব শুন্‌ছেন। তবে মূঢ়-লোকসমূহকে 'বিনয়' শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনও কখনও এরূপ আচরণ প্রদর্শন ক'র্‌ছেন,—"আমাকে ঐরূপ ব'ল্‌তে নেই"—উহা কিন্তু 'কপটতা' শিক্ষা দেওয়ার জন্য নয়।

মূঢ়লোকদের স্বাভাবিক সন্দেহ উপস্থিত, তা'র জবাবে আমার একটা কৈফিয়তের খানিকটার একটা দিক্‌মাত্র আজ ব'ল্‌লাম। একদিনে আপনাদের সময়ের উপর অধিক পরিমাণে হস্তক্ষেপ ক'র্‌বার অধিকার আমার নেই।

আমি গুরুদেবের নিকট শিক্ষা পেয়েছি—

"পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ॥"

আমি পুরীষের কীট বটে, তবে আমার গুরুদেব গুরুর আদেশে—মহাপ্রভুর আদেশে যখন ঐরূপ আচরণ করেন, তখন যেন কেহ তাঁ'র চরণে অপরাধ না করে।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্লিষ্ট আমার প্রতি আপনারা দয়া ক'র্‌বেন—কারণ আপনারা উদার। কতলোককে আপনারা ক্ষমা ক'রেছেন, মাদৃশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাম্ভিককেও তদ্রূপ ক্ষমা ক'রে আমাদের মঙ্গল ক'র্‌বেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥"

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

প্রথমঃ কিরণঃ—প্রমাণ-নির্দ্দেশঃ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২১ পৃষ্ঠার পর]

যদ্ঘ্রাণ ভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা ।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্ম্মম্ ।। ২৭ ।।

যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্ ।।২৮।।
দ্বিষন্তঃ পরকায়েষ্ স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্ ।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ।। ২৯ ।।
[১১৷৫৷১৩-১৫]

ভগবান্ উদ্ধবম্ [১১৷১১৷১৮-১৯]

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি ।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ।।৩০।

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং
দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গলবাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী ।।৩১।।

ভগবান্ উদ্ধবম্ [১১৷২১৷৩৫-৩৬]

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে ।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ।।৩২।।
শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্ব্বিগ্রাহ্যং সমুদ্রবৎ ।।৩৩।।

ভগবান্ উদ্ধবম্ [১১৷২১৷৪০-৪২]

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ।।
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্ ।।৩৪

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

ক্রিয়াবিশেষে মদের ঘ্রাণকেই ভক্ষণরূপে বিহিত হইয়াছে এবং পশুদিগের আলভনই বিধান। পশু-বধের বিধান নাই। সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গ কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই বিহিত, রতির জন্য নয়। এই বিশুদ্ধ বেদমতই স্বধর্ম্ম কিন্তু বেদার্থবেদকারীগণ তাহা জানে না ।। ২৭ ।

যে ব্যক্তি এই বেদতাৎপর্য্য জানে না সে অসৎ, স্তব্ধ ও সদভিমানী। সেই সকল লোক নির্ভয়ে পশু বধ করে এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ পশুসকল তাহাদিগকে খায় ।। ২৮ ।।

দেখ ! আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর হরি পরশরীরে অবস্থান করিতেছেন। মূঢ়গণ পরকায়স্থিত হরিকে বিদ্বেষ-পূর্ব্বক এই শবতুল্য অনিত্য দেহের পোষণাভিপ্রায়ে পশুবধদ্বারা দেহে বদ্ধস্নেহ হইয়া অধঃপতিত হয়। ।। ২৯ ।।

শব্দব্রহ্মরূপ বেদবাক্যে নিষ্ঠা করিয়াও যদি বেদ-তাৎপর্য্য-রূপ পরব্রহ্মে অবগাহন না করে তবে বৎস-হীন গাভী রক্ষার ন্যায় বেদবাক্যে তাহার যত্ন কেবল শ্রমফল উৎপাদন করে ।। ৩০ ।।

দুগ্ধহীন গাভী, অসতী ভার্য্যা, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র, সৎপাত্রে অন্যস্ত ধন যেরূপ দুঃখের কারণ, সেইরূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বেদবাক্যে যিনি যত্ন করেন তিনি বড়ই দুঃখী ।। ৩১ ।।

সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে এইসকল বেদবাক্য, কর্ম্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ ত্রিকাণ্ডময়। কিন্তু তাৎপর্য্য বুঝিলে সকল বেদবাক্যই ভগবদ্ভজনরূপ ব্রহ্মাত্মবিষয়ক বলিয়া দেখা যাইবে। বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষ-বাদ অর্থাৎ যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহা ইহার তাৎপর্য্য নয়, পরমার্থই গূঢ় তাৎপর্য্য। ঐ মন্ত্রসকলের প্রণেতা ঋষিগণ পরোক্ষকে আমার প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ অবলম্বন করিয়াছেন ।। ৩২ ।।

বেদার্থবাদীগণ বেদার্থকে সামান্য বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু শব্দব্রহ্ম সুদুর্বোধ্য। তাহা প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় হইয়াও অনন্তপার, গম্ভীর দুর্ব্বিগ্রাহ্য, সমুদ্রের ন্যায় অবস্থিত ।। ৩৩ ।।

সেই বেদবাক্যসকল কি বিধান করে, তাহাদের তাৎপর্য্য-চেষ্টা কোন্ দিকে এবং কি অভিপ্রায় করিয়া বিকল্প অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত বাক্য সকল বলিয়াছে তাহা আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। বস্তুতঃ বেদবাক্য সমুদয় আমাকেই অভিধান করে। আমার শুদ্ধভক্তি

এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্ ।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥ ৩৫ ॥

ভগবান্ উদ্ধবম্ [১১।১০।৩৩-৪৪]

অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গো হ্রীরসঞ্চয়ঃ ।
আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্য্যং ক্ষমা ভয়ম্ ॥৩৬

শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চ্চনম্ ।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্য্যসেবনম্ ॥ ৩৭ ॥

এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি ॥ ৩৮ ॥

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ ॥৩৯॥

দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামস্ত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্ ।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্য্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্ ॥ ৪০ ॥

অন্যচ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ।
কর্ম্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগঃ সন্ন্যাস উচ্যতে ॥ ৪১ ॥

ধর্ম্মং ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ ।
দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্ ॥ ৪২ ॥

ভগো মম ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ ।
বিদ্যাত্মনি ভিদা বাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্ম্মসু ॥ ৪৩ ॥

শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ ॥৪৪॥

মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

নরকস্তমউন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে ।
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে ॥৪৬।

দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

বিধান করে এবং বিকল্প-বাক্যদ্বারা নিরাকরণ করতঃ দেখায় যে আমিই সকল, আমা হইতে আর কেহ পৃথক্ নাই ॥ ৩৪ ॥

সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য এই যে, শব্দকে অবলম্বন করিয়া প্রথমে ভেদময় মায়ামাত্র আমাকে উদ্যম করতঃ শেষে মায়াদ্বৈত প্রতিষেধপূর্ব্বক অদ্বয় চিৎ-স্বরূপ আমাকে স্থাপন করিয়া প্রসন্ন হয় ॥ ৩৫ ॥

বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে কতকগুলি শব্দের তাৎপর্য্য জানিতে প্রয়োজন হয়, অতএব হে উদ্ধব ! তোমাকে শব্দার্থ বলি, তুমি শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তি, হ্রী, অসঞ্চয়, আস্তিক্য, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা, ভয় এই দ্বাদশটীর নাম যম ॥ ৩৬ ॥

অন্তঃশৌচ, বহিঃশৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, ভগবৎ-অর্চ্চন, তীর্থাটন, পরের জন্য চেষ্টা, তুষ্টি, আচার্য্যসেবা—এই দ্বাদশটী নিয়ম ॥ ৩৭ ॥

হে উদ্ধব ! এই দ্বাদশটী যম ও এই দ্বাদশটী নিয়ম পালন করিলে মনুষ্য কামনারূপ ফল প্রাপ্ত হন ॥ ৩৮ ॥

ভগবন্নিষ্ঠতা বুদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম, দুঃখ-সহনের নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ জয়ের নাম ধৃতি, পরের প্রতি দণ্ড পরিত্যাগের নাম দান, কামত্যাগের নাম তপস্যা, স্বভাব জয় করার নাম শৌর্য্য এবং সমদর্শনের নাম সত্য ॥ ৩৯-৪০ ॥

কবিসকল সুনৃতবাক্যকেও সত্য বলেন। কর্ম্মে অনাসক্তির নাম শৌচ। সন্ন্যাসকেই ত্যাগ বলেন ॥৪১

ধর্ম্মই মনুষ্যের ইষ্টধন। আমি ভগবান্‌ই যজ্ঞ। জ্ঞান দানের নাম দক্ষিণা। প্রাণায়ামই পরম বল ॥৪২

আমার ঈশ্বরতাই ভগ ! আমার ভক্তিই উত্তম লাভ। আত্মবস্তু ভেদত্যাগের নামই বিদ্যা। অকর্ম্মে যে ঘৃণা তাহাকে হ্রী বলে ॥ ৪৩ ॥

নৈরপেক্ষাদি গুণসকলের নাম শ্রী। সুখদুঃখ বিনাশের নাম সুখ। কামসুখাপেক্ষার নাম দুঃখ। বন্ধমোক্ষবিদ্ ব্যক্তিই পণ্ডিত ॥ ৪৪ ॥

দেহাদিতে অহংবুদ্ধি যাঁহার তিনিই মূর্খ। আমার নিগম বা আজ্ঞাই পন্থা। চিত্তবিক্ষেপই উৎপথ। সত্ত্ব-গুণোদয়ই স্বর্গ ॥ ৪৫ ॥

তমোগুণ বৃদ্ধির নাম নরক। হে সখে, আমিই একমাত্র বন্ধু ও গুরু। মনুষ্য শরীরই গৃহ। গুণাঢ্য ব্যক্তিই আঢ্য ॥ ৪৬ ॥

অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ। গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত গুণসমূহে যিনি অনাসক্ত তিনিই ঈশ। যিনি প্রাকৃতগুণসঙ্গী তিনি অনীশ ॥৪৭॥

(ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২৬ পৃষ্ঠার পর]

উত্তমা বা শুদ্ধাভক্তি হইতেই কৃষ্ণে প্রেমোদয় হয়, তাই উহার লক্ষণ-স্বরূপ শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের 'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই 'শুদ্ধভক্তি',—ইহা হৈতে 'প্রেম' হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৬৮-১৬৯

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই,—শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবায় স্বীয় (পারমার্থিক সিদ্ধিপথে) উন্নতিবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন ব্রহ্মপরমাত্মাদি স্বরূপের পূজা থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম তত্তৎস্বরূপে (অর্থাৎ মুক্তি ও ভুক্তিবাঞ্ছামূলে) থাকিতে পারে না (পরন্তু সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক জ্ঞান বা হরিতোষণপর কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে করণীয়)। এই সমস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন-যাত্রায় যাহা ভক্তির অনুকূল, কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নাম 'শুদ্ধভক্তি'।"

ঐ শুদ্ধভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে সমগ্র পঞ্চরাত্র ও ভাগবতের মত যে একার্থবোধক, তাহা প্রদর্শনার্থই শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদ ও তদনুগত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন—

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রবাক্য ঃ—

'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥'

শ্রীভাগবত-বাক্য (ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪) ঃ—

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥"

অর্থাৎ "সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা হৃষীকেশ সেবনের নাম 'ভক্তি'। এই (স্বরূপলক্ষণময়ী) সেবার দুইটি 'তটস্থ' লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।"

(শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিতেছেন—) "আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তি-যোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তম-স্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী—হেতু-রহিতা, স্বতঃসিদ্ধা; অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অবান্তর ফলানুসন্ধানরহিতা। সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না। যেহেতু আমার অপ্রাকৃত সেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।" (চৈঃ চঃ আ ৪।২০৫-২০৭ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য।) "এতাদৃশী ভক্তিকেই 'আত্যন্তিক ভক্তিযোগ' বলা যায়। সেই ভক্তিযোগদ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।" (—ঐ চৈঃ চঃ ম ১৯।১৭৪ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য।)

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ উক্ত ভুক্তি ও মুক্তিস্পৃহাকে পিশাচী বলিয়াছেন—

"ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৭৬ ধৃত ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লহরীবাক্য

অর্থাৎ "ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা—এই দুইটি

পিশাচী, যে পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৭৬ অঃ প্রঃ ভাঃ

সুতরাং সাধুসঙ্গ-বিচারে শুদ্ধভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তির ঐপ্রকার ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সাধু-নামধারিব্যক্তির সঙ্গ কখনই সজাতীয়াশয় বা সমজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট সাধুসঙ্গ হইবে না। শুদ্ধভক্তসঙ্গ হইলে ঐসকল অবান্তর স্পৃহা অন্তরের অন্তস্তলও স্পর্শ করিতে পারিবে না।

শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূতগোস্বামীকে বলিতেছেন—"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥"

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ ধৃত
ভাঃ ১।১৮।১৩ শ্লোক

অর্থাৎ "ভগবৎসঙ্গীর (ভগবান্ শ্রীহরিতে আসক্তিযুক্ত জনের অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের) সহিত নিমেষকালমাত্র সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সহিত যখন স্বর্গ বা মোক্ষেরও তুলনার সম্ভাবনা করা যায় না, তখন মরণশীল মানবের তুচ্ছ রাজ্যাদি সম্পত্তির কথা আর অধিক কি বলিব॥"

সওয়া এগার লবে এক সেকেণ্ড, সুতরাং এক সেকেণ্ডেরও ১।১০ ভাগ কাল প্রকৃত নিষ্কপট শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গের ফলও অবর্ণনীয়। শ্রীসনাতনশিক্ষায় উক্ত হইয়াছে—

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।৫৪

বিদেহরাজ নিমি মহারাজের যজ্ঞস্থলে যদৃচ্ছাক্রমে পরমভাগবত নবযোগেন্দ্রের শুভাগমন হইলে মহারাজ তাঁহাদিগের পূজা পুরঃসর বলিতেছেন—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্॥

—ভাঃ ১১।২।৩০

অর্থাৎ "হে নিষ্পাপসকল, আপনাদিগের নিকট আমি জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধপরিমাণ সাধুসঙ্গও জীবদিগের পক্ষে অমূল্যরত্ননিধি।" —চৈঃ চঃ ম ২২।৮২ অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয় গ্রন্থে লিখিত আছে—

"যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যানেব সংশ্রয়েৎ॥"

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লহরী

অর্থাৎ "হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কহিলেন, যাহার সহিত যে ব্যক্তির একত্র বাস হয়, স্ফটিকসদৃশ (স্ফটিক ও রক্তজবার ন্যায়) তাহার গুণ সেই ব্যক্তিতে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির গুণ ও দোষ শেষোক্ত ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়। একারণে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিজগণের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমবাসনাযুক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ করা উচিত।" (স্বযূথ্যান্ অর্থাৎ সজাতীয়ান্।)

অনেকে মন্ত্রগ্রহণ, নামকীর্ত্তনশ্রবণ, শ্রীভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ শ্রবণ, শ্রীবৃন্দাবনাদি ধামভ্রমণ বা বাসাদি বিষয়ে সঙ্গবিচার না করিয়া 'যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে' এইরূপ উত্তমভাগবতের কাচ কাচিতে গিয়া ভক্তিমার্গচ্যুত হইয়া পড়েন।

একসময়ে শ্রীপুরীধামে শ্রীভগবান্ আচার্য্যের কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য কাশীতে শারীরকভাষ্যোপেত বেদান্ত পড়িয়া জ্যেষ্ঠ শ্রীভগবান্ আচার্য্যকে দেখিতে আসিয়াছেন। শ্রীআচার্য্য নিজে 'বিষয়বিমুখ' 'বৈরাগ্যপ্রধান' সরল বৈষ্ণব, ভ্রাতাকে লইয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলন করাইলেন। অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু চিত্তে সুখ পাইলেন না। কেবল আচার্য্যসম্বন্ধে বাহ্যে তৎপ্রতি প্রীত্যাভাস প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত প্রভুর অন্তর উল্লসিত হয় না। আর একদিন ভগবান্ আচার্য্য বান্ধবপ্রবর শ্রীস্বরূপ দামোদরকে বলিতেছেন— আমার কনিষ্ঠভ্রাতা কাশীতে বেদান্ত পড়িয়া এখানে আসিয়াছে, তোমরা সকলে মিলিয়া এস, আমরা তাহার নিকট বেদান্তের ভাষ্য শুনি। ইহা শুনিয়া শ্রীস্বরূপ দামোদর তাঁহার সরলহৃদয় বন্ধুর প্রতি 'প্রেমক্রোধ' প্রকাশ করিয়া বলিলেন—

"বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে॥
বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরকভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে॥

মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণপ্রাণধন যাঁর ।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর ॥"

ইহা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন——

"(আচার্য্য কহে——) আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠচিত্তে ।
আমা-সবার মন 'ভাষ্যে' নারে ফিরাইতে ॥"

তাহাতে শ্রীস্বরূপ কহিলেন——

"(স্বরূপ কহে,—) তথাপি মায়াবাদ শ্রবণে ।
'চিৎ ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা' এই মাত্র শুনে ॥
'জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান' ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ ।"

—চৈঃ চঃ অ ২।৯৪-৯৯

আচার্য্য শ্রীস্বরূপবাক্যার্থ উপলব্ধি করিয়া লজ্জিত হইলেন এবং ভ্রাতা গোপালকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে জানাইতেছেন—

"শারীরকভাষ্য— শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্ত-সূত্রভাষ্য। যাঁহার প্রাণধন কৃষ্ণ, এমন যে মহাভাগবত, তিনিও যদি মায়াবাদপূর্ণ শ্যারীরকভাষ্য শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারও চিত্ত অবনত হইয়া ভক্তিচ্যুত হয় ।"

"যদিও তোমাদের চিত্ত কৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া শাঙ্কর-ভাষ্যাদি শুনিয়া বিকৃত হয় না, তথাপি সেই মায়াবাদে —'ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ নিরাকার, এই জগৎ—মায়ামাত্র বা মিথ্যা, জীব বস্তুতঃ নাই, কেবল অজ্ঞান-কল্পিত এবং ঈশ্বরে মায়ামুগ্ধতা রূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান' ইত্যাদি বিচার আছে। এইসকল কথা শুনিলে ভক্তের নিতান্ত দুঃখ হয় ।"

শ্রীসনাতনশিক্ষা-প্রসঙ্গে 'বৈষ্ণব-আচার' সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার ।
'স্ত্রীসঙ্গী' এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।৮৫

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিতেছেন—

"সাধুসঙ্গ যেরূপই অন্বয়রূপে বৈষ্ণব-আচার, অসৎসঙ্গ ত্যাগ—তদ্রূপ ব্যতিরেকরূপেই বৈষ্ণব-আচার ।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিতেছেন—

"অবৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগই বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার। 'অবৈষ্ণব' বলিলে 'স্ত্রীসঙ্গী' ও 'কৃষ্ণের অভক্ত' —এই দুই শ্রেণীর লোককে বুঝায়। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ— বৈধধর্ম্মপর স্ত্রীসঙ্গ, যাহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ যাহা অধর্ম্মপর এবং যাহার ফলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা-হেতু কর্ম্মফলজন্য নরকাদি লাভ হয়। সংসারে পাপপরায়ণ ব্যক্তি 'বৈষ্ণব' নামের একেবারেই অযোগ্য। 'ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম'-নামক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গ-রূপ অবৈষ্ণবাচারে আবদ্ধ। 'মোক্ষ'-নামক চতুর্থবর্গ স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন না হইলেও কৃষ্ণবৈমুখ্যক্রমে মোক্ষাভিলাষী স্ত্রীসঙ্গী অপেক্ষা অধিকতর অবৈষ্ণব ও হেয়। মায়াবাদী ও মায়া-বিলাসী—উভয়ের সঙ্গই বৈষ্ণবতা বা শুদ্ধভক্তিনাশের কারণ। মায়াবাদী মুমুক্ষু—মোক্ষফলভোগকামনায় আত্মোৎকর্ষের জন্য জড়ভোগ-ত্যাগী, আর স্ত্রীসঙ্গী— বুভুক্ষু বা ভোগী, উভয়েই স্ব-স্ব জড়েন্দ্রিয় তর্পণপর কৃষ্ণেতর ফলান্বেষী কাপট্য বা কৈতবপূর্ণ, সুতরাং 'কৃষ্ণদাস' নহে।

(ক্রমশঃ)
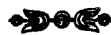
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৩১ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত দৈন্যোক্তিপূর্ণ উক্তির দ্বারা জগদ্বাসীকে নিশ্চিত মঙ্গলের পথ প্রদর্শনজন্য নিজ-গুরুদেব শ্রীল বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—"আমার অভাব-পূরণের জন্য আব্রহ্ম-স্তম্ব অনেক বিষয় হস্তগত করিতে আমি ব্যস্ত ছিলাম। মনে করিতাম, বিষয় পাইলেই আমার অভাব পূরণ হইবে। অনেক সময় অনেক দুর্ল্লভ বিষয় লাভ করিলাম, কিন্তু আমার অভাব দূর হইল না। জগতে

অনেক মহৎচরিত্র ব্যক্তি পাইলাম ; কিন্তু তাঁহাদিগের নানা অভাব দেখিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে পারিলাম না। এহেন দুর্দ্দিনে আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পরমকারুণিক শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় প্রিয়তমদ্বয়কে আমার প্রতি প্রসন্ন হইবার অনুমতি করিলেন। আমি পার্থিব অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া জড়ীয় আত্মশ্লাঘা করিতে করিতে নিজমঙ্গল হারাইয়াছিলাম। কিন্তু প্রাক্তন-সুকৃতি-প্রভাবে আমার মঙ্গলময়-শুভাকাঙ্ক্ষিরূপে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদকে পাইয়াছিলাম। তাঁহারই নিকটে আমার প্রভু অনেক সময় শুভাগমন করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার নিকট থাকিতেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দয়াপরবশ হইয়া আমার প্রভুকে দেখাইয়া দেন। প্রভুকে দেখিয়া অবধি আমার পার্থিব অহঙ্কার হ্রাস পাইতে থাকে। আমি জানিতাম, নরাকার ধারণ করিয়া সকলেই আমার ন্যায় হেয় ও অধম, কিন্তু আমার প্রভুর অলৌকিক চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমি ক্রমশঃ জানিতে পারিলাম যে, আদর্শবৈষ্ণব ইহজগতে থাকিতে পারেন।"

তিনি আরও লিখিয়াছেন—"তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর, সমীচীন, বালক, বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ, ভক্তাভিমানী ব্যক্তি তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে নাই। এইটিই কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি। শত শত অন্যাভিলাষী তাঁহার নিকট নিজ ক্ষুদ্র অভিলাষের পরামর্শ পাইতেন সত্য ; কিন্তু সেই উপদেশগুলিই তাহাদের বঞ্চনাকারক। অসংখ্য লোক সাধুর বেষ গ্রহণ করে, সাধুর ন্যায় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সাধু হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকে। আমার প্রভু তাদৃশ কপট ছিলেন না, নির্ব্ব্যলীকতাই (অকপটতাই) যে সত্য, তাহা তাঁহার অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার নিষ্কপট স্নেহ—অতুলনীয়, যাহা বিভূতিলাভকেও ফল্গুত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বা বিরোধি-ব্যক্তির প্রতি কোনপ্রকার বিতৃষ্ণা ছিল না, কৃপাপাত্রের প্রতিও কোন বাহ্য-অনুগ্রহ-প্রদর্শন ছিল না। তিনি বলিতেন—'আমার বিরাগভাজন বা প্রীতিভাজন জগতে কেহ নাই, সকলেই আমার সম্মানের পাত্র।' আরও এক অলৌকিক কথা এই যে, শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মবিরোধী ছলধর্ম্মপরায়ণ অনেকগুলি প্রাকৃত লোক কিছু না বুঝিয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং আপনাদিগকে তাদৃশ সাধুর স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কুবিষয়েই প্রমত্ত থাকিত। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে দূরে ত্যাগ করেন নাই, আবার তাহাদিগকে কোনপ্রকারে গ্রহণও করেন নাই।"

বাবাজী মহারাজের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল প্রবল। তিনি বহু দূরের ঘটনাসমূহ দর্শন করিতেন এবং লোকচরিত্র বুঝিতে পারিতেন।

১৩২২ বঙ্গাব্দ ৩০ কার্ত্তিক শেষরাত্রে পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। বাবাজী মহারাজ অপ্রকটের পূর্ব্বে কুলিয়ায় রাণীর ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিতেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ উক্ত সংবাদ পাইয়া বিরহব্যাকুল হৃদয়ে তথায় সমুপস্থিত হইলে দেখিতে পাইলেন বিভিন্ন আখড়ার মহান্ত বাবাজীগণ শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধি কি ভাবে হইবে, তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছেন। ভেকধারী বাবাজীগণের অভিপ্রায়—যদি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের মত মহাপুরুষের সমাধি দিতে তাঁহারা সমর্থ হন এবং তাহাতে সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের অর্থাগমের একটী রাস্তা হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ একক দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রকার অপপ্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। গোলযোগ বৃদ্ধি হইলে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় নবদ্বীপের দারোগা রায় বাহাদুর শ্রীযতীন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় উপস্থিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তৎকালে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করেন নাই। ভেকধারী বাবাজীগণের যুক্তি—তাঁহারা বাবাজী ত্যক্তাশ্রমী, তাঁহাদেরই অধিকার শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিকৃত্য সম্পাদন করিতে ; শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী সন্ন্যাসী নহেন, তাঁহার অধিকার নাই। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার মহাপুরুষোচিত মহাতেজস্বী রূপ প্রকাশ করতঃ বলিলেন, তিনিই একমাত্র বাবাজী মহারাজের শিষ্য। যদি ভেকধারী বাবাজীগণ গত এক বৎসর কালমধ্যে, গত ছয় মাসের মধ্যে, গত তিন মাসের মধ্যে অথবা এক মাসের মধ্যে কিংবা তিন দিনের মধ্যেও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীল গুরুদেবের চিন্ময় কলেবরকে স্পর্শ করিবেন না, করিলে

তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। এইকথা শুনিয়া দারোগা যতীন্দ্রবাবু বলিলেন—মহান্ত বাবাজীগণ স্ত্রীসঙ্গ করিয়াছেন কিনা তাহার প্রমাণ কি? প্রভুপাদ বলিলেন,—'উঁহাদের কথাই আমি বিশ্বাস করিব।' শ্রীল প্রভুপাদের মহাতেজস্বী রূপ দেখিয়া বাবাজীগণ সেখান হইতে ধীরে ধীরে পলায়ন করিলেন। দারোগাবাবু তদ্দর্শনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতঃ চলিয়া গেলেন।

কুলিয়ার কতিপয় ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বাবাজী মহারাজের শেষ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন—বাবাজী মহারাজ অপ্রকটের পূর্ব্বে এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কলেবরকে নবদ্বীপধামের রাস্তা দিয়া টানিয়া লইয়া যেন ধামের রজে অভিষিক্ত করা হয়। তৎশ্রবণে শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন—"আমার গুরু'দব—যাঁহাকে স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র নিজের স্কন্ধে, মস্তকে ধারণ করিলে কৃতার্থ মনে করেন, তিনি বহির্ম্মুখ লোকের দাম্ভিকতা বিনাশের জন্য দৈন্যভরে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমরা মুর্খ, অনভিজ্ঞ, অপরাধী হইয়াও উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে বিমুখ হইব না। শ্রীগৌরসুন্দর ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণের পর ঠাকুরের চিদানন্দ দেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, কত গৌরবে বিভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরাও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাবাজী মহারাজের চিদানন্দ দেহ মস্তকে বহন করিব।"

শ্রীল প্রভুপাদ কুলিয়ার নূতন চড়ার উপর ১৩২২ বঙ্গাব্দ ১লা অগ্রহায়ণ শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে মধ্যাহ্নকালে বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুসারে স্বহস্তে বাবাজী মহারাজের সমাধিকৃত্য সমাপন করিলেন। যশোহর জেলার লোহাগড়ানিবাসী পোদ্দার মহাশয় সমাধির স্থানটী প্রদানকালে বলিয়াছিলেন, উক্ত স্থানের প্রতি তাঁহার কোনও অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে তাঁহার প্রতিশ্রুত বাক্য বিস্মৃত হইয়া উক্ত স্থানের প্রতি আধিপত্য স্থাপন করতঃ নানাপ্রকার অবৈধ কার্য্যের ইন্ধন দিলে দৈববশতঃ সমাধিস্থানটী ক্রমশঃ গঙ্গাগর্ভে চলিয়া যাইতে থাকে। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ৫ ভাদ্র শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের চিন্ময় সমাধি গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে রাধাকুণ্ডের তটে আনয়ন করিলে উহা ২ আশ্বিন, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে তথায় পুনঃ সংস্থাপিত হয়। উক্ত স্থানে ক্রমশঃ সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত ও বাবাজী মহারাজের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তদবধি উক্ত মন্দিরে নিত্যপূজা সম্পাদিত হইতেছে।

'নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্বৈরাগ্যমূর্ত্তয়ে।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ॥

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিজজনগণের নিকট শ্রুত বাবাজী মহারাজের শিক্ষা-মূলক অলৌকিক চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কতিপয় ঘটনাবলী ঃ—

(১) কুলিয়ানবদ্বীপের একজন বৈষ্ণববেশধারী ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার অনুগত কতিপয় সঙ্গী গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিকট আসিয়া উক্ত ব্যক্তির মহিমা বর্ণন-মুখে বলিলেন—'আমাদের প্রভু পতিত জীবগণকে উদ্ধারের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করে থাকেন, কত কষ্ট করেন। তিনি যদি অন্য দেশে না যান, সেই স্থানের গতি কি হইবে?' বাবাজী মহারাজ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন—'লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জগদুদ্ধার করবার অভিনয় করলে জগতের উদ্ধার হওয়া দূরে থাকুক, তিনি নিজেই পতিত হ'য়ে যাবেন, জগৎকে বঞ্চনা করবেন।"

(২) কতিপয় ব্যক্তি একজন প্রসিদ্ধ ভাগবত ব্যাখ্যাতার মহিমা কীর্ত্তন করিলে বাবাজী মহারাজ অন্তর্য্যামিসূত্রে উক্ত ভাগবতব্যাখ্যাতার অর্থের বিনিময়ে পাঠ করার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বলিলেন—"তিনি ভাগবতশাস্ত্র, গোস্বামিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন না। তিনি ইন্দ্রিয়তর্পণ-শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে থাকেন। তিনি 'গৌর' 'গৌর' 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলেন না, তিনি 'টাকা, টাকা' বলেন, উহা কখনও ভজন নহে। উহাদ্বারা প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম আবৃত হচ্ছে, জগতের অনিষ্ট ব্যতীত কোনও উপকারই হচ্ছে না।"

(৩) একদিন বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপমণ্ডলে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন, হঠাৎ রাত্রি ১০টায় বলিয়া উঠিলেন—"দেখেছ! দেখেছ! একজন পাঠক পাবনা জেলায় গিয়ে এই রাত্রিকালে একটী বিধবার

ধর্ম্ম নষ্ট করছে। হায়! হায়! এই দুর্দ্দান্ত লোক-গুলি ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক আনয়ন করছে।" বাবাজী মহারাজ কথাগুলি এমনভাবে বলিতেছিলেন যেন তিনি সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন।

(৪) নবদ্বীপের ধর্ম্মশালার অধিকারী গিরীশ-বাবুর স্ত্রী বাবাজী মহারাজের জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহিলে বাবাজী মহারাজ বলিলেন—"নৌকার ছুঁইয়ের নীচে থাক্‌তে আমার কোনও কষ্ট হয় না। আমার একটী কষ্ট আছে। বহু লোক কপটতা ক'রে আমার নিকট এসে সর্ব্বদা 'কৃপা কর' 'কৃপা কর' বলে আমাকে ভজন করতে দেয় না। তারা নিজের মঙ্গল চায় না, অন্যের ভজনের বিঘ্ন করে। আপনাদের পায়খানার কুঠরীটী দিলে আমি সেখানে নিশ্চিন্তে ভজন করতে পারি, কেহ আমাকে বিরক্ত করবে না।" বাবাজী মহারাজ পায়খানার কুঠরীটীতে যাইবেন এইরূপ মনঃস্থ করিলে গিরীশবাবু গোময়াদির দ্বারা তৎক্ষণাৎ উহা পরিষ্কার করতঃ রাজমিস্ত্রীর দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন করিয়া দিলেন।

(৫) কোনও একজন ব্যক্তি শীতে কষ্ট হইবে বলিয়া বাবাজী মহারাজকে একটী লেপ দিয়াছিলেন। বাবাজী মহারাজ উহা ছুঁইয়ের উপর লটকাইয়া রাখিলেন। তাহাতে ঐ ব্যক্তি ঐরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজী মহারাজ বলিলেন উহা দেখিলেই শীত পলাইবে।

(৬) এক সময়ে কাশিমবাজারের স্বনামধন্য মহারাজ স্যার শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীবাহাদুর গৌর-কিশোর দাস বাবাজী মহারাজকে কাশিমবাজারে নিজপ্রাসাদে বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে আহ্বান করিলে বাবাজী মহারাজ তাঁহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—"আপনি যদি আমার সঙ্গ ইচ্ছা করেন, তা' হ'লে আপনার সমস্ত ধন সম্পত্তি ছেড়ে দিয়ে নবদ্বীপে গঙ্গার তটে ছুঁই বেঁধে আমার সঙ্গে বাস করুন। আপনার আহারের চিন্তা কর্‌তে হ'বে না। আমি মাধুকরী ক'রে আপনাকে খাওয়াব। কিন্তু যদি আপনার নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য আমি আপনার প্রাসাদভবনে যাই, কএকদিন বাদেই আমার মধ্যে বিষয়প্রবৃত্তি আসবে। অনেক ভূমিসংগ্রহের জন্য আমি ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ব। ফলে কি হবে—আমি আপনার হিংসার পাত্র হ'য়ে উঠব। আপনার সহিত নিত্যপ্রণয় রাখতে হ'লে এবং বৈষ্ণববন্ধু হিসাবে আপনি যদি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন, তা'হলে আমাদের উভয়েরই এখানে অপ্রাকৃতধামে বাস করে মাধুকরীদ্বারা কোনওপ্রকারে জীবন নির্ব্বাহ ক'রে হরিভজন করা কর্ত্তব্য।"

নরোত্তম ঠাকুরের পদাবলীকীর্ত্তন বাবাজী মহা-রাজের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একটী কীর্ত্তন তিনি প্রায়শঃই করিতেন। সমস্ত শিক্ষার সার সেই কীর্ত্তনে রহিয়াছে।

"গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু॥
অধমে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধফাঁস॥
বিষয় বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥"

বর্ষশেষে

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জিউর অশেষ কৃপায় বান্ধববিয়োগাদি নানা দুর্ঘটনার মধ্যেও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ আমাদের মাসিক 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকা শ্রীচৈতন্য-নিজজন শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর গুরুমুখামৃতদ্রব-সংযুত শ্রীচৈতন্যকথামৃত পরিবেশন করিতে করিতে এই মাঘমাসে ষড়্‌বিংশ বর্ষ পূর্ণ করিতেছেন। আগামী ফাল্গুনমাস হইতে তাঁহার সপ্তবিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির

শ্রীমুখবিগলিত নামামৃতই কলিহত ত্রিতাপতপ্ত জীব আমাদের একমাত্র জীবাতু-স্বরূপ। কৃষ্ণনামামৃত কৃষ্ণবিরহকাতরা গোপীগণের জীবনস্বরূপ ত' বটেই, কিন্তু উহার আভাসমাত্রও সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত—মহারোগাদিপ্রপীড়িত কৃষ্ণবিমুখ জনগণকে কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া তাহাদিগকে সকল জ্বালা হইতে চিরনিষ্কৃতি প্রদান করিতে পারেন। স্বর্গীয় অমৃত কামাদিবর্দ্ধকত্বহেতু জীবের প্রারব্ধ পাপনাশক হইতে পারেন না। মোক্ষামৃতও তদ্রূপ। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ মোক্ষ লাভ করিয়াও প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ-ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু জিহ্বাগ্রে শ্রীনামের স্বল্প স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়। ভক্তরাজ প্রহলাদোক্ত নববিধ ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ বলিয়াছেন। নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারিলে এই নাম অতিশীঘ্র প্রেমফলপ্রদ হন, এই প্রেমের অত্যল্প স্ফূর্ত্তিতেই জগতের জড়-কামজনিত যাবতীয় দুরিতরাশি সম্যগ্‌রূপে নিবারিত—বিদূরিত হইয়া যায়।

যাঁহারা এইসকল শাস্ত্রবাক্যে অনাদরপূর্ব্বক স্বকপোলকল্পিত কৃত্রিম পথাবলম্বনে জগতে শান্তিস্থাপনে প্রয়াসী হন, নিরীশ্বর তাঁহাদের সকল কর্ম্মই নিরর্থক হইয়া পড়ে। গীতায় 'তমেব শরণং গচ্ছ' (গীঃ ১৮।৬২) 'মামেকং শরণং ব্রজ' (গীঃ ১৮।৬৬) প্রভৃতি বাক্যে এবং কঠ-শ্রুতির 'তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্' ইত্যাদি বাক্যে সকলকল্যাণনিলয় শ্রীভগবচ্চরণাশ্রয় হইতেই যে শাশ্বতীশান্তি ও শাশ্বত স্থান—গোলোকবৈকুণ্ঠাদি নিত্যানন্দময়-লোক লাভের পরামর্শ প্রদত্ত হইয়াছে, সেইসকল শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যই শ্রেয়ঃপথের পথিক—আমাদের সকলেরই একমাত্র অন্বেষ্টব্য বিষয় হইলেই জগতে আবার প্রকৃত শাশ্বতী শান্তি সংস্থাপিত হইবে। নতুবা এ অশান্তির অনল ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া জগৎকে একেবারে ছারখার করিয়া ফেলিবে। সুতরাং নাস্তিক্য দূরীভূত হইয়া আস্তিক্য প্রতিষ্ঠিত হউক। সচ্ছাস্ত্রই সদ্ধর্ম্মনিরূপক। সেই সদ্ধর্ম্মেরই জয় হউক—জগতে শাশ্বতী শান্তি সংস্থাপিত হউক। ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজেষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ৩০ ফাল্গুন ১৩৯৩, ইং ১৫ মার্চ্চ ১৯৮৭ রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

কার্য্য-তালিকা

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত বৎসরের সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক গত বৎসর প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসর শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৮১-৮২ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাবপরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তিকালের জন্য হিসাবপরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসর ব্যাপী গভর্নিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান। (৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড
কলিকাতা-২৬
২৬ জানুয়ারী ১৯৮৭

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী

শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজের শ্রীশ্রীগৌরধামরজঃ প্রাপ্তি

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের পরম পবিত্র আবির্ভাব-ক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও সমগ্র ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত প্রিয়শিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ (যাঁহার শ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত দীক্ষানাম ছিল—শ্রীমৎ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম, অনন্তর শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের পর তাঁহার প্রিয়শিষ্যপ্রবর নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহা-রাজের নিকট শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসবেষ গ্রহণান্তে যিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ নামে পরিচিত হন) গত ২৫ কেশব (৫০০ গৌরাব্দ), ২৪ অগ্রহায়ণ (১৩৯৩ বঙ্গাব্দ), ১১ ডিসেম্বর (১৯৮৬ খৃষ্টাব্দ) বৃহস্পতিবার শুক্লা একাদশী তিথিতে (একাদশী রাত্রিশেষ ঘ ৫।৪৭ পর্য্যন্ত, ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর পূর্ব্বদিবস) রাত্রি ২-৫৫ মিনিটে উক্ত শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রাচীন ভজন-কুটীতে সপরিকর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরি-ধারী জিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ এবং মঠবাসী বৈষ্ণব-গণের শ্রীমুখে মহামন্ত্র শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে ৮৭ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীগৌরধামরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পূজ্যপাদ মহারাজের আবির্ভাবস্থান ছিল—পূর্ব্ব-বঙ্গে। তিনি বিগত ১৯২৭ সালে ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া ১৯২৮ সালে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। এই ১৯২৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী (বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ১৫ই ফাল্গুন) হইতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভেচ্ছানুসারে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে পারমার্থিক 'দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ'-পত্র প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমে ১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাস (বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ ফাল্গুন) হইতে 'নদীয়াপ্রকাশ' নামে ইংরাজী ও বাংলাভাষায় সপ্তাহে দুইবার প্রকাশিত হইত। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত দৈনিক নদীয়াপ্রকাশের সম্পাদন-সেবাভার প্রদান করিয়াছিলেন—শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী (দীক্ষার নাম —শ্রীপ্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী, পরে সন্ন্যাস-নাম হয়—শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী)-নামক জনৈক শিষ্যের উপর। তাঁহারই সহায়তার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ কৃষ্ণ-কান্তি ব্রহ্মচারী প্রভুকে (যিনি পরবর্ত্তিকালে শ্রমণ মহারাজ নামে পরিচিত) তৎসমীপে প্রেরণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবোৎসাহ-দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভার পক্ষ হইতে 'ভক্তিকুসুম'—এই গৌরাশীর্ব্বাদ-সূচক উপাধি প্রদান করেন। পরে তাঁহার সন্ন্যাসগুরু—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ তাঁহাকে—'ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ' —এইরূপ সন্ন্যাস-নাম প্রদান করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপায় অল্পকিছুদিনের মধ্যেই তিনি উত্তম লেখক হইয়া পড়েন। দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ-পত্রে তিনি উত্তম উত্তম প্রবন্ধ প্রদান করিতেন। ক্রমে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত, শ্রীচৈতন্যোপদেশ-রত্নমালা, শ্রীনবদ্বীপধাম, প্রেমসম্পুট প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যব্দ শ্রীগৌরাবির্ভাব শুভবাসরে তিনি 'সচিত্র বিশুদ্ধ শ্রীনবদ্বীপপঞ্জিকা' নামে পঞ্জিকা প্রকাশ করতঃ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ব্রতোপবাসাদি পালনবিষয়ে শুদ্ধভক্ত-মহাজন ও সাত্বত শাস্ত্রসম্মত বিধান জ্ঞাপনপূর্ব্বক বহু উপকার করিয়া গিয়াছেন। সদ্গুরুপাদাশ্রিত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ বৈষ্ণবোচিত অশেষ সদ্‌গুণবিমণ্ডিত তিনি, মঠজীবনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্টপ্রচারে কায়মনোবাক্যে যত্নবান্ থাকিয়া তাঁহার প্রচুর কৃপাশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষতঃ অস্ত্রোপচার-বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকায় তদ্দ্বারাও তিনি দেহসুখাদির সঙ্গে সঙ্গে ভবরোগের চিকিৎসা বিধান করতঃ শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীমুরারিগুপ্তের আদর্শ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মঠজীবনের প্রারম্ভে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজের নিকট প্রুফ-সংশোধন, পঞ্জিকা-প্রবন্ধাদি লিখনবিষয়ে শিক্ষা এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন।

অভিন্নব্রজধাম ব্রজপত্তনে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন-পূর্ব্বক পরমারাধ্য প্রভুপাদ তথায় শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকট করিয়া তত্তটে যে স্থানে কঠোর বৈরাগ্যের সহিত শত-কোটি নামগ্রহণব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন—যে স্থানে শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর অষ্টকালীয় ভজনলীলার মহদাদর্শ প্রকট করিয়া গিয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মের পরমপ্রিয় মহাতীর্থে দীর্ঘকাল অবস্থান করতঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী জিউর সেবা-সৌভাগ্য লাভ সাধারণ সুকৃতির পরিচায়ক নহে। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ অনুগ্রহ ব্যতীত এইরূপ সৌভাগ্য সকলের পক্ষে সুখলভ্য হয় না। আমরা আজ তাঁহার ন্যায় একজন বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর অপ্রকটে বিশেষ মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইতেছি। "কৃপা করি' কৃষ্ণ মোদের দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গভঙ্গ ॥"

নিত্যব্রজধামে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসেবারত অদোষদরশী বৈষ্ণব তিনি, আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-সারে কৃত সকল দোষত্রুটী মার্জ্জনা করুন, ইহাই তচ্চরণে সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ২৪ ফাল্গুন, ৯ মার্চ্চ সোমবার হইতে ২৯ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ২৩ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ রবিবার পরিক্রমার অধিবাসদিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

৩০ ফাল্গুন, ১৫ মার্চ্চ রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালক-সমিতির সদস্যগণকে, বিশিষ্ট ও সাধারণ সদস্যগণকে উক্ত সভায় যোগদানের জন্য প্রার্থনা জানান হইতেছে।

১ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ সোমবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬
ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
২৬।১।১৯৮৭

পাঞ্জাবে ও নিউদিল্লীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও প্রচারকবৃন্দ

ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব) ঃ—ভাটিণ্ডাবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের আহ্বানে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্ম-চারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী গোকুলমহাবন মঠ হইতে বিগত ৮ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ মথুরা জংসন ষ্টেশনে আসিয়া তুফান এক্সপ্রেসযোগে রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় নিউদিল্লী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। তথা হইতে আভা-উদ্যান এক্সপ্রেসযোগে রওনা হইয়া পরদিন প্রত্যুষে ভাটিণ্ডা ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী নিউদিল্লী ষ্টেশনে প্রচারপার্টির সহিত যোগ দেয়।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবন মঠ হইতে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী গোকুলমহাবন মঠ হইতে ১১ অগ্রহায়ণ, ২৮ নভেম্বর শুক্রবার প্রাতে ট্রেনযোগে এবং চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ শ্রীমণ্টু দাস ও শ্রীজহর—দুই মঠাশ্রিত ভক্তসহ উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে বাসযোগে ভাটিণ্ডায় শুভাগমন করেন। জম্মুর শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া মহোদয়ও ভাটিণ্ডার ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

৮ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর হইতে ১৫ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভাটিণ্ডা সহরে পাব্লিক ধর্ম্মশালায় এবং ১৬ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর হইতে ১৮ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিস্থ শ্রীহরি-মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মে-লনের আয়োজন হয়। ধর্ম্মসম্মেলনসমূহে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। এতদ্ব্যতীত ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিস্থ হরিমন্দিরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীআর্-এস ভাল্লা মহোদয় ৩রা ডিসেম্বর রাত্রির সম্মেলনে সভাপতিরূপে এবং চিফ-ইঞ্জিনিয়ার শ্রীজে-ডি মেলহোত্র মহোদয় ৪ঠা ডিসেম্বর রাত্রির সম্মেলনে প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করেন। ভাটিণ্ডাসহরে পাব্লিক ধর্ম্মশালায় এবং ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনিতে অফিস কোয়ার্টারে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। ৩০শে নভেম্বর রবিবার ভাটিণ্ডা সহরে পাবলিক ধর্ম্মশালায় এবং ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনি হরিমন্দিরে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় শ্রীহরিমন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থার্ম্মেল কলোনির মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে।

এই বৎসরও স্থানীয় বহু নরনারী শুদ্ধ ভক্তি-সদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

ভাটিণ্ডা সহরে ও থার্ম্মেল কলোনিতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারসেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন বৈদ শ্রীওমপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারী (শ্রীরাজকুমার গর্গ), শ্রীশ্যামসুন্দর পুষ্কার্ণা, শ্রীবেদ-প্রকাশ মিত্তল, শ্রীরামমিত্র কাপুর, শ্রীপ্রেমচাঁদ গুপ্ত, শ্রীদামোদর দাস (শ্রীদর্শন সিং), শ্রীপ্রেমজী, শ্রীকুল-দীপ সিংজী প্রভৃতি মঠাশ্রিত ভক্তগণ।

ভাটিণ্ডা পাব্লিক ধর্ম্মশালার প্রেসিডেণ্ট শ্রীতরসেম চাঁদজী, ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীকাশীরামজী ও অন্যান্য সদস্যগণ এবং ভাটিণ্ডা কলোনিস্থ শ্রীহরিমন্দিরের সভাপতি, সম্পাদক ও সদস্যগণ ধর্ম্মসভার আয়োজন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

নিউদিল্লী ঃ—শ্রীমঠের আচার্য্য, তাঁহার সতীর্থ ত্রিদণ্ডী-যতি-চতুষ্টয় এবং সাতমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীসহ ভাটিণ্ডা হইতে ১৯ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর পাঞ্জাবমেলে

যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় নিউদিল্লী ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে দিল্লীনিবাসী ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সম্বৰ্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুবৃন্দসহ নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে (আগরওয়াল পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালায়) ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রির ধর্ম্মসম্মেলনে ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন।

বৃন্দাবনস্থ মঠদ্বয়ের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅরবিন্দ-লোচন ব্রহ্মচারী দিল্লীর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। জম্মু হইতে শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া ও শ্রীরাসবিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র)ও আসিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত নিউদিল্লীর বিভিন্ন স্থানের ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সকেত এলাকাস্থ শ্রীসুরেন্দ্রকুমার আহুজার বাসভবনে, রাণীবাগস্থ শ্রীবিদ্যাসাগর শর্ম্মার গৃহে, পাহাড়গঞ্জ ধীমণ্ডিস্থ শ্রীত্রিলোকীনাথজীর আলয়ে, অশোকবিহারস্থ শ্রীকাহানচাঁদ অরোরার বাসভবনে এবং মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরামপ্রসাদজীর স্ত্রী ও পুত্রগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত পশ্চিম পুরীস্থ পার্কে সভা-মণ্ডপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তি বিধান করেন।

১০ ডিসেম্বর বুধবার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় পাহাড়গঞ্জের মুখ্য মুখ্য রাস্তা দিয়া নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। ১৩ ডিসেম্বর শনিবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

দিল্লীতেও পঞ্চায়তি আগরওয়াল ধর্ম্মশালায় প্রেসিডেণ্ট সহ বহু ব্যক্তি শুদ্ধভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ শ্রীগৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীপাদ ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগেশ, শ্রীতুলসীদাসজী, শ্রীরামনাথজী, শ্রীওম-প্রকাশজী, শ্রীশ্যাম, শ্রীঅশোক প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তবৃন্দের সেবাপ্রচেষ্টায় দিল্লীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

মালদহে ও মুর্শিদাবাদে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

মালদহ (পশ্চিমবঙ্গ)ঃ—মালদহসহরের এড্-ভোকেট শ্রীহরিদাস সরকার মহোদয়ের আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে বিগত ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর বুধবার প্রাতে কলিকাতা হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসযোগে শুভযাত্রা করতঃ অপরাহ্নে মালদহে আসিয়া পৌঁছেন। হরিদাসবাবু ভক্তবৃন্দের সহিত ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যকে স্বাগত সম্বৰ্দ্ধনা জ্ঞাপন করতঃ নিজালয়ে আনিয়া সাধুগণের বাসস্থান, প্রসাদসেবা ও প্রচারের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। প্রচারানুকূল্যের জন্য কএকদিন পূর্ব্বে শ্রীভূধারীদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীতারক রায় এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত আসেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল মহাযোগী মহা-রাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচী-নন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীধনঞ্জয়দাস ব্রহ্মচারী। হরিদাস-বাবুর আলয়ের সন্নিকটে হরিপুরচকে শিবমন্দিরতলায় নির্ম্মিত সভামণ্ডপে ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর প্রত্যহ সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে 'সংসারদুঃখ প্রতিকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' বিষয়ে শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শ্রবণ করিয়া

সমুপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজও বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হয়। সস্ত্রীক হরিদাসবাবু এবং তাঁহার পরিজনবর্গের আন্তরিক সেবাপ্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

চাঁচল (মালদহ) ঃ—মালদহ জেলার চাঁচল-নিবাসী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারীর (শ্রীসুনীল চন্দ্র ঘোষের) বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে মালদহ হইতে গত ১০ পৌষ ২৬ ডিসেম্বর শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে চাঁচলে শুভপদার্পণ করেন। চাঁচলবাজারে সুনীলবাবুর দুইটী পৃথক্ দ্বিতলগৃহে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। তাঁহার তৃতীয় আলয়ের প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর শুক্রবার হইতে ১২ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভার বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'সংসার-দুঃখ ও তৎপ্রতিকার', 'নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরমোপায়' ও 'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ'।

১২ পৌষ রবিবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। উক্তদিবস অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সভামণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া সহর পরিক্রমা করে। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বাগ্রে গুরুবৈষ্ণবভগবানের জয়গানমুখে উচ্চ-সংকীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে মঠের ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণ, স্থানীয় সংকীর্ত্তনমণ্ডলী ও নরনারীগণ তদনুগমনে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে থাকেন, পথে চাঁচলের মহারাজের রাজপ্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত প্রাচীন মন্দিরসমূহ দর্শন করা হয়। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় নরনারীগণ বিপুলসংখ্যায় যোগ দেন।

শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীতারক রায় মঠের সেবকগণ এবং সস্ত্রীক শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারী তাঁহার পরিজনবর্গের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় ধর্ম্মানুষ্ঠান, নগরসংকীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২৯ ডিসেম্বর সোমবার প্রচারপার্টির সহিত কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

হাসিমপুর, মুর্শিদাবাদ ঃ—হাসিমপুর বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীধনঞ্জয় দাস সমভিব্যাহারে ২৩ পৌষ, ৮ জানুয়ারী সোমবার কলিকাতা হইতে নিউ জলপাইগুড়ি ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রত্যুষে নিমতিতা রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে হাসিমপুর ও ঔরঙ্গাবাদের ভক্তবৃন্দ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তনসহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। স্বাগত সম্বর্দ্ধনায় এবং সাধুগণের সেবার ব্যবস্থাপনায় চাঁচলের শ্রীসুনীল ঘোষ মহাশয় (শ্রীসত্যস্বরূপ দাসাধিকারীও) উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণবসম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ ঔরঙ্গাবাদস্থ ভারত সেবাশ্রম সংঘে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা করেন। ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হাসিমপুর আনন্দধাম-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রমের প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ সভামণ্ডপে। প্রত্যহ অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত সাতদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলনের মধ্যে শ্রীল আচার্য্যদেব ও মঠের সম্পাদক দুই দিন উপস্থিত থাকিয়া দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ একদিন অধিক অবস্থান করতঃ তিন দিন সভায় বক্তৃতা করেন। ধর্ম্মসভাসমূহে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ও বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করেন। সভায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হয়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের ব্রহ্মচারী শ্রীশ্যামল মহারাজের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের পরমার্থ বিষয়ে বহু প্রশ্নের সমাধান-সূচক আলোচনা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব সম্পাদক ও অন্যান্য ।তনমূর্ত্তি-সহ ১১ জানুয়ারী কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথমন্দিরের বার্ষিক মহোৎসব

গত ১৭ই পৌষ (১৩৯৩), ২রা জানুয়ারী (১৯৮৭) শুক্রবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে তাঁহার নদীয়া জেলান্তর্গত চাকদহের নিকটবর্ত্তী যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের বার্ষিক মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও কতিপয় ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ১৫ই পৌষ বুধবার দক্ষিণ কলিকাতাস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে উক্ত শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শুভবিজয় করিয়া বুধবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী প্রতি সন্ধ্যায় স্বামীজীত্রয় সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরালিন্দে সমবেত ভক্তবৃন্দের নিকট কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কথামৃত পরিবেশন করেন। ১৬ই পৌষ অপরাহ্নে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে একটি নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া 'চাকদহ কাঁঠালপুলিস্থ শ্রীল মহেশপণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ গৌড়ীয় মঠ প্রদক্ষিণ করতঃ বাজারের মধ্য দিয়া পুনরায় যশড়া শ্রীপাটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৭ই পৌষ মহোৎসব দিবস পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। এই শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীল জগদীশপণ্ডিত ঠাকুরের তিরোভাববাসরে অষ্টোত্তরশতাধিক মালসাভোগের ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত আছে। তদনুসারে স্থানীয় ভক্তবর শ্রীল পাঁচুঠাকুর (শ্রীযুত সুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়) মহাশয়ের ভক্ত ভ্রাতা শ্রীমৎ সুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সহায়তায় শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ঐ ভোগ নিবেদন করেন। এদিকে ঐসময়ে শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় পূজনীয় শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং এবং কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজপ্রমুখ বক্তৃবৃন্দ ভাষণ দান করেন। ভক্তপ্রেমবশ্য ভগবানের অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্য লীলাই এ স্থানের বিশেষ আলোচ্য বিষয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পরও শ্রীমন্দিরালিন্দে আহূত ধর্ম্মসভায় ঐসকল বিষয় আরও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করতঃ উৎসবটির সাফল্য সম্পাদন করিয়াছেন।

আমাদের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আনন্দের বিষয়—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও তদ্ভক্ত শ্রীল জগদীশপণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটের সেবাভারপ্রাপ্ত নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শুভেচ্ছায় তৎকৃপাভিষিক্ত আচার্য্যদেবের সেবাপ্রাণতায় শ্রীপাটে একটি পরমরমণীয় মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে। আশা করা যায় শীঘ্রই ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত হইলে ঐ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব সপরিকরে শুভবিজয় করিয়া ভক্তগণের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিবেন।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—বর্ত্তমানে ডাকমাশুলের হার এবং মুদ্রণব্যয় অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীপত্রিকার ফাল্গুন মাস অর্থাৎ ২৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে বার্ষিক ভিক্ষার হার ১০ টাকার পরিবর্ত্তে ১২ টাকা করিয়া ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার নিয়ম বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও বা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহকসজ্জনগণের নিকট নিবেদন, যাঁহাদের নিকট ভিক্ষার টাকা বাকী রহিয়াছে, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ২৬শ বর্ষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ১০ টাকা হারে এবং বর্ত্তমানে ২৭শ বর্ষের ১ম সংখ্যা হইতে ১২ টাকা হারে যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব। নিবেদন ইতি—

বিনীত নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিললিত গিরি, কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২০৯ পৃষ্ঠার পর]

২৫ আশ্বিন ১২ অক্টোবর শুক্রবার (নিবাসস্থান গোবর্দ্ধন)

অদ্য প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের অবশিষ্ট অর্দ্ধ পরিক্রমা সম্পূর্ণ করিতে গোবর্দ্ধন ধর্ম্মশালা হইতে বহির্গত হইয়া আনোয়ার গ্রাম, শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির, গোবিন্দকুণ্ড, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের স্থান, অপ্সরা কুণ্ড, হরজীকুণ্ড, 'পুছরীকে লোটা' প্রভৃতি সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ দর্শন করিয়া বেলা ১২ টায় গোবর্দ্ধন নিবাসস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

[১৯৩২ খৃষ্টাব্দে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা' গ্রন্থে গিরিরাজ পরিক্রমাকালে দর্শনীয় স্থান সমূহের বিবৃতি এইরূপভাবে প্রদত্ত হইয়াছে—কুসুম সরোবর, তৎপশ্চিমে উদ্ধবকুণ্ড, নারদকুণ্ড, রত্নসিংহাসন, গোয়ালপুকুর, বিহারকুণ্ড, কিল্ললকুণ্ড, মানসীগঙ্গা, গোবর্দ্ধন গ্রাম, ঋণমোচন ও পাপমোচন কুণ্ড, ইন্দ্রধ্বজবেদী, বলরামকুণ্ড, বলদেবজীর রাসমণ্ডল, শৃঙ্গার মন্দির, গন্ধর্ব্বকুণ্ড, আনোয়ার গ্রাম, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, নীপকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর বিশ্রামস্থান, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর গোপাল বা শ্রীনাথজীর প্রকটস্থান, অন্নকূট পূজার স্থান, শক্রতীর্থ, শ্রীনৃসিংহদেব, অপ্সরাকুণ্ড, পুছ্রি, রাঘব পণ্ডিতের গুহা, মুকুটচিহ্ন, সুরভিকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন ধারণাস্থান, হরজীকুণ্ড, গোপালপুরা বা নামান্তর যতিপুরা, শ্রীনাথজীর মন্দির, শ্রীগোবর্দ্ধন মুখারবিন্দ, বল্লভাচার্য্যের বৈঠক, বিলচুকুণ্ড, জ্ঞান-অজ্ঞানবৃক্ষ, হনুমানজী, দানীরায়ের মন্দির, দানঘাটী, শ্যামাসলিলা, চক্রেশ্বর মহাদেব, সনাতন গোস্বামী প্রভুর ভজন কুটীর শ্রীগৌরনিত্যানন্দের মন্দির, মুকুটচিহ্ন, শ্রীহরিদেব, শ্রীমানসীদেবীর মন্দির, শ্রীব্রহ্মকুণ্ড, শ্রীহনুমানজী]

আনোয়ার গ্রাম— শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ হওয়ায় তাঁহার উপরে উঠিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শাস্ত্র নিষেধ করায় ভক্তগণ পরিক্রমাকালে সাবধানতার সহিত গিরিরাজের পার্শ্বদেশ দিয়া হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়া থাকেন। গিরিরাজ গোবর্দ্ধন 'যতিপুরা' ও 'আনোর' বা 'আনোয়ার' বা 'আনিয়োর' গ্রামের মধ্যভাগে দক্ষিণদিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে গ্রামের নাম 'আনিয়োর' এইরূপভাবে লিখিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণের উপদেশে নন্দাদি গোপগণ ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রযাগের জন্য সংগৃহীত সমস্ত দ্রব্য গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজায় নিয়োজনকালে 'আনি ঔর আনি ঔর' ধ্বনি অর্থাৎ 'আউর আন', 'আউর আন' ধ্বনি উত্থিত হওয়ায় ঐস্থানের নাম হইল আনিয়োর বা আনোয়ার।

'এই 'আনিয়োর'-গ্রাম গিরিসন্নিধানে।
এথা যে কৌতুক—তা' কহিতে কেবা জানে?
নন্দাদিক গোপ ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করি।
কৃষ্ণের কথায় পূজে গোবর্দ্ধনগিরি॥
বিবিধ সামগ্রী গোবর্দ্ধনে ভোগ দিলা।
কৃষ্ণে একরূপে তরা সকল ভুঞ্জিলা॥
মেঘ হৈতে গম্ভীর বচন উচ্চারয়।
'আনি ঔর আনি ঔর' বার বার কয়॥
গোপগোপী ভুঞ্জায়েন কৌতুকে অপার।
এই হেতু 'আনিয়োর' নাম সে ইহার॥
'অন্নকূট'-স্থান এই—দেখ শ্রীনিবাস।
এই স্থান দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ॥

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬৩৩-৬৩৮

"ব্রজেন্দ্রবর্য্যার্পিতভোগমুচ্চৈ-
র্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ।
বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্ক্তে
যত্রান্নকূটং তদহং প্রপদ্যে॥"

—রঘুনাথদাসগোস্বামী বিরচিত 'স্তবাবলী' ব্রজবিলাসে

'যথায় অঘনিসূদন কৃষ্ণ বিপুলাকার দেহ ধারণ করিয়া সাগ্রহে গোপশ্রেষ্ঠ শ্রীনন্দের প্রদত্ত ভোগ্যসম্ভারস্তূপ রাধাকে বর-প্রদানে বঞ্চিত করিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন, আমি সেই অন্নকূটস্থানের শরণাগত হইতেছি।'

শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির— শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী একটুকু উঁচু স্থানে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাচীন মন্দির ভক্তগণ দর্শন করিলেন। ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করতঃ কৃষ্ণের গোবর্দ্ধনপূজা প্রবর্ত্তন, ইন্দ্রের ক্রোধ, তৎকর্ত্তৃক

সাতদিনব্যাপী বারিবর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণলীলা —পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় ষড়্বিংশ বর্ষ ৮ম সংখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রলয়কালীন বারিবর্ষণ করিয়াও ব্রজ নিমজ্জিত না হওয়ায় ইন্দ্রের ভ্রম অপনোদিত হয়। সুরভীগাভীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ইন্দ্রের গোবিন্দের সমীপে আগমন, স্তবস্তুতি ও ক্ষমাপ্রার্থনা। উক্ত স্মৃতি সংরক্ষণার্থে রাধাগোবিন্দ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

শ্রীগোবিন্দকুণ্ড—

"নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধৃত্যেহ যৈঃ
স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবম্।
গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতারাজ্যে স্ফুটং কৌতুকা-
ত্তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদ্গোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ॥"

—স্তবাবলী ব্রজবিলাস

'এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের একপ্রদেশে ইন্দ্র স্বয়ং অত্যধিক ভয়ে অভিভূত হইয়া সাগ্রহে সুরভিদ্বারা যে মন্দাকিনী জলে বিশ্বের আধিপত্য রাজ্যে গোবিন্দের নূতন অভিষেকোৎসব সাক্ষাদ্ভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই অভিষেকজল হইতে যে কুণ্ডের আবির্ভাব, সেই গোবিন্দকুণ্ড আমার নয়নে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।'

'যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা।
গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্॥'

—মথুরাখণ্ডে

'যথায় শ্রীভগবান্ গোবিন্দ যাদবশত্রু ইন্দ্রকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই অভিষেক হইতে উৎপন্ন গোবিন্দকুণ্ডে স্নানমাত্রে মোক্ষ প্রদান করে।'

'এই 'শ্রীগোবিন্দকুণ্ড'—মহিমা অনেক।
এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক॥
এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড স্নানে ফল যত।
পুরাণে প্রচার—তাহা কে বলিবে কত?
এথা শক্র কৃষ্ণে স্তুতি কৈল নানামতে।
বহুফল শক্র-তীর্থ-স্নান-তর্পণেতে॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬৪০, ৬৪২, ৬৪৪

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের স্থান— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। 'ইঁনিই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়সেবিত ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। ইঁহার পূর্ব্বে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ে শৃঙ্গার রসাত্মিকা ভক্তির কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত না।'

—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ।

"শ্রীগৌরহরির বৃন্দাবন আগমনের পূর্ব্বে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে গোবর্দ্ধন সমীপে উপনীত হইলেন। একদিন তিনি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দকুণ্ডে স্নান-সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় একটী গোপবালক একভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া পুরী গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তিনি 'ঐ গ্রামবাসী একজন বালক, গ্রামের স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক উপবাসী সন্ন্যাসীর নিকট প্রেরিত হইয়াছেন',—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিকট এইরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শেষরাত্রে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ তন্দ্রাযোগে সেই গোপবালককে দেখিতে পাইলেন। যেন ঐ বালক পুরীপাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক একটী কুঞ্জের ভিতরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার (গোপালের) ঐ কুঞ্জে বৃষ্টি-বর্ষা-রৌদ্র প্রভৃতি সহ্য করিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর, সুতরাং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপর লইয়া গিয়া তথায় মঠনির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পুরী গোস্বামীর নিকট কাতরোক্তি জানাইলেন, আরও বলিলেন যে, তাঁহার নাম গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র-অনিরুদ্ধের পুত্র মহারাজ বজ্রের প্রকাশিত শ্রীমূর্ত্তি। তিনি পূর্ব্বে ঐ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উপরেই অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু ম্লেচ্ছভয়ে তাঁহার সেবক তাঁহাকে কুঞ্জে রাখিয়া পলাইয়া গিয়াছেন। মাধবেন্দ্রপুরী এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়া প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক গ্রাম-মধ্যে গমন করিলেন এবং গিরিধারীর কথা জানাইয়া গ্রামের লোকদিগকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গলাদি কাটিয়া সেই গোপাল বিগ্রহকে উদ্ধার করিলেন ও শ্রীগোপালকে পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া একটী প্রস্তর নির্ম্মিত সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এবং যথাবিধি (গোবিন্দকুণ্ডের জল ছানিয়া) তাঁহার অভিষেকাদি সমাপন পূর্ব্বক গ্রামবাসিগণের প্রদত্ত নানাবিধ উপহার দ্বারা মহামহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।"

—শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, ১৯৩২

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পূজোপলক্ষে যে অন্নকূট উৎসব করিয়াছিলেন, কলিযুগে উক্ত অন্নকূট

উৎসব শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ-কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গটী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ অযাচক বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক গোবর্দ্ধন পরিক্রমান্তে সন্ধ্যাকালে গোবিন্দকুণ্ডের তটে যে বৃক্ষের নীচে বসিয়া ভজন করিয়াছিলেন, যেখানে গিরিধারী গোপালদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, বড়ই দুর্দ্দৈব যে, বর্ত্তমানে সেই স্থানটীর বাহ্য দর্শন হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বঞ্চিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে উহার সেবা বল্লভ-সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

অপ্সরা কুণ্ড—

'দেখহ 'অপ্সরাকুণ্ড' গোবর্দ্ধন-অন্তে।
এথা স্নান করয়ে পরম ভাগ্যবন্তে॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬১১

হরজীকুণ্ড, গন্ধর্ব্বকুণ্ড, সঙ্কর্ষণকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, নীপকুণ্ড, সুরভিকুণ্ড প্রভৃতি—স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন কৃষ্ণের আরাধনার জন্য সঙ্কর্ষণ, মহাদেব, পার্ব্বতী, গন্ধর্ব্ব, সুরভি, নীপ (কদম্ববৃক্ষ), অপ্সরা সকলেরই অবস্থিতি রূপ নিজ নিজ স্থান ব্রজে বিদ্যমান।

"এই দেখ সঙ্কর্ষণকুণ্ড তেজোময়।
এথা স্নান কৈলে মনোরথ সিদ্ধ হয়॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬১৮

"দেখহ গন্ধর্ব্বকুণ্ড অতিরম্য-স্থল।
এথা কৃষ্ণগুণগানে গন্ধর্ব্ব বিহ্বল॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬২১

"পৈঠ গ্রাম আদি রম্যস্থান দেখাইয়া।
'গৌরীতীর্থে' পণ্ডিত আইলা উলটিয়া॥
পণ্ডিত উল্লাসে কহে—দেখ শ্রীনিবাস।
এই গৌরীতীর্থে হয় অদ্ভুত বিলাস॥
গৌরীতীর্থে নীপ বৃক্ষরাজ মনোহর।
'নীপকুণ্ড' দেখ এই পরমসুন্দর॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৬৩০-৬৩২

এখানে 'গৌরীতীর্থ' বা গৌরীকুণ্ড' অর্থে রাধারাণীর তীর্থ ও রাধারাণীর কুণ্ড 'ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা' গ্রন্থে এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

গৌরীতীর্থের কথা গোবিন্দলীলামৃতের বিভিন্ন স্থানে চন্দ্রাবলীর প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

"বাত্যাহত্যাচঞ্চুনা লম্ভিতাসৌ
শৈব্যা বাত্যা সানিসার্দ্ধং স্বসখ্যা।
গৌরী-সঙ্গোৎকেন তেন স্বসঙ্গা-
দ্গৌরীতীর্থং তৎ সপর্য্যপচ্ছলোক্ত্যা॥"
যাতাসু তাসু লঘু সূক্ষ্মধিয়ং শুভাঞ্চ
সা সারিকে সুচতুরা ন্যদিশৎ প্রবৃত্তেঃ।
আদ্যাং ব্রজায় সুজবামভিমন্যুমাতু-
শ্চন্দ্রাবলেরথ পরাং গিরিজালয়ায়॥

—গোবিন্দলীলামৃত ৮ম সর্গ ৭৯, ৯৯

'বৃন্দা কহিলেন,—হে রাধে, তৃণাবর্ত্ত-বিনাশ-নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ তোমার সঙ্গের জন্য উৎসুক হইয়া, তুমি যে গৌরী, সেই গৌরী পূজার ছল করিয়া তাঁহার নিকট হইতে চন্দ্রাবলীর সহিত শৈব্যাকে গৌরীতীর্থে পাঠাইয়াছেন। অতঃপর সখীগণ তথায় উপস্থিত হইলে বৃন্দাদেবী সূক্ষ্মবুদ্ধি ও শুভানাম্নী দুইটি বেগবতী সারিকাকে বৃত্তান্ত জানিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। প্রথমটিকে অভিমন্যুমাতা জটিলার প্রবৃত্তি জানিবার জন্য ব্রজধামে এবং দ্বিতীয়টিকে চন্দ্রাবলীর প্রবৃত্তি জানিবার জন্য গৌরীতীর্থে যাইতে আদেশ করিলেন।'

—ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা গ্রন্থ

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258
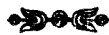
শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ষড়্‌বিংশ বর্ষ

[১৩৯২ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৩ মাঘ পর্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন

কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫০০

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

ষড়্‌বিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫.৫০ পঃ, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১)	প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত—ভিক্ষা	১.২০
(২)	শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ,,	১.০০
(৩)	কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৪)	গীতাবলী ,, ,, ,, ,,	১.২০
(৫)	গীতমালা ,, ,, ,, ,,	১.৫০
(৬)	জৈবধর্ম্ম (রেক্সিন বাঁধান) ,, ,, ,, ,,	২৫.০০
(৭)	শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,, ,,	১৫.০০
(৮)	শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,, ,,	৫.০০
(৯)	শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,, ,,	৪.০০
(১০)	মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী— ভিক্ষা	২.৭৫
(১১)	মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ ,,	২.২৫
(১২)	শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	২.০০
(১৩)	উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) ,,	১.২০
(১৪)	SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode ,,	২.৫০
(১৫)	ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	২.৫০
(১৬)	শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার— ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত— ,,	৩.০০
(১৭)	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত] (রেক্সিন বাঁধাই) — ,,	[illegible]৫.০০
(১৮)	প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত) — ,,	.৫০
(১৯)	গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ,,	৫.০০
(২০)	শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য — — ,,	৩.০০
(২১)	শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র — ,,	৮.০০
(২২)	শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত— ,,	৪.০০
(২৩)	শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত— ,,	৪.০০
(২৪)	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত (রেক্সিন বাঁধাই) ,,	১০০.০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রণালয় ঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬